Contents

বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজা ও মুওয়াত্তা মালিকে বর্ণিত

হাদীসে কুদসী সমগ্র

সুনানে আরবা'-এর হাদীসগুলোর তাহকীক:
যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)

পরিকল্পনা, সংকলন ও অনুবাদ:

আল-মাসরূর

সম্পাদনা

শাইখ মুহাম্মাদ ইবরাহীম আল-মাদানী

দাঈ, ধর্ম মন্ত্রণালয় সু'উদী আরব, দক্ষিণ কোরিয়া

হাদীসে কুদ্সী সমগ্র

আল-মাসরূর

বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও
ইবনু মাজা ও মুওয়াত্তা মালিকে বর্ণিত

হাদীসে কুদ্সী সমগ্র

সুনানে আরবা'-এর হাদীসগুলোর তাহকীক:
আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)

পরিকল্পনা, সংকলন ও অনুবাদ:
আল-মাসরূর

সম্পাদনা:
অধ্যাপক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ ও মুওয়াত্তা মালিকে বর্ণিত

হাদীসে কুদ্সী সমগ্র

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০১২

প্রকাশনায়:

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন: ৭১১২৭৬২, ০১১৯০-৩৬৮২৭২, ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬, ০১৯১৯-৬৪৬৩৯৬

ওয়েব: www.tawheedpublications.com

ইমেল: tawheedpp@gmail.com

প্রচ্ছদ: আল-মাসরুর

মূল্য: ২৬০ (দুইশত ষাট) টাকা মাত্র

ISBN: 978-984-90228-2-4

মুদ্রণ:

হেরা প্রিন্টার্স

৩০/২, হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

সূচীপত্র

Contents

Contents

সহীহুল বুখারী

মোট কুদ্‌সী হাদীস সংখ্যা ১৩১টি

بَاب تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيْمَانِ فِي الْأَعْمَالِ.

অনুচ্ছেদ: 'আমলের দিক থেকে ঈমানদারদের শ্রেষ্ঠত্বের স্তরসমূহ

١. حدثنا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى «أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَيُخْرَجُوْنَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوْا فَيُلْقَوْنَ فِيْ نَهَرِ الْحَيَا أَوْ الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكٌ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً»

قَالَ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرٌو الْحَيَاةِ وَقَالَ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ.

১. আবূ সা'ঈদ খুদরী (ﷺ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মালাকদের বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম হতে বের করে আনো। তারপর তাদের জাহান্নাম হতে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের বৃষ্টিতে বা হায়াতের [বর্ণনাকারী মালিক (রহ.) শব্দ দু'টির কোনটি এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন] নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর তীরে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখতে পাও না সেগুলো কেমন হলুদ বর্ণের হয় ও ঘন হয়ে গজায়?[১]

---

১. (বুখারী ২২. ৪৫৮১, ৪৯১৯,৬৫৬০,৬৫৭৪,৭৪৩৮,৭৪৩৯; মুসলিম ১/৮২ হাঃ ১৮৪)

بَاب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

অনুচ্ছেদঃ নির্জনে বিবস্ত্র হয়ে গোসল করা এবং আড় করে গোসল করা। আড় করে গোসল করাই উত্তম।

٢. وعن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ «أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ» وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى بْنِ عقبه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عطَاءِ بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا.

২. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরো বলেন যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ এক সময় আইয়ুব (আঃ) বিবস্ত্রাবস্থায় গোসল করছিলেন। তখন তার উপর সোনার পঙ্গপাল বর্ষিত হচ্ছিল। আইয়ুব (আঃ) তাঁর কাপড়ে সেগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন। তখন তার রব তাঁকে বললেন ঃ হে আইয়ুব! আমি কি তোমাকে এগুলো হতে অমুখাপেক্ষী করিনি? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আপনার ইয্যতের কসম! অবশ্যই করেছেন। তবে আমি আপনার বারকাত হতে বেনিয়ায নই। এভাবে বর্ণনা করেছেন ইব্রাহীম (রহ.) আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ একদা আইয়ুব (আঃ) বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করেছিলেন।[২]

بَاب فَضْلُ صَلَاةِ الْعَصْرِ.

অনুচ্ছেদঃ 'আসরের সলাতের মর্যাদা

٣. عَبْدُ اللهِ بْنُ يوسف قال حدثنا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ

২. (বুখারী ২৭৯. ৩৩৯১.৭৪৯৩ দ্রষ্টব্য)

الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ «كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ».

৩. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ মালাকগণ পালা বদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। 'আসর ও ফাজ্‌রের সলাতে উভয় দল একত্র হন। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন- (অবশ্য তিনি নিজেই তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত) আমার বান্দাদের কোন্ অবস্থায় রেখে আসলে? উত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা তাদের সলাতে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের নিকট গিয়েছিলাম তখনও তারা সলাত আদায়রত অবস্থায় ছিলেন।[৩]

بَاب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوْبِ.

অনুচ্ছেদ: সূর্যাস্তের পূর্বে যে ব্যক্তি 'আসরের এক রাক'আত পেল

٤. حدثنا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّه" أَخْبَرَهُ أَنَّه" سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيْمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ أُوْتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوْا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوْا فَأُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا ثُمَّ أُوْتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيْلِ الْإِنْجِيْلَ فَعَمِلُوْا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوْا فَأُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا ثُمَّ أُوْتِيْنَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَأُعْطِيْنَا قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ أَيْ رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْتَنَا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا لَا قَالَ فَهُوَ فَضْلِيْ أُوْتِيْهِ مَنْ أَشَاءُ».

---

৩. (বুখারী ৫৫৫, ৩২২৩, ৭৪২৯, ৭৪৮৬; মুসলিম ৫/৩৬, হাঃ ৬৩২, আহমাদ ১০৩১৩)

৪. সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহ্ (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, আগেকার উম্মাতের স্থায়িত্বের তুলনায় তোমাদের স্থায়িত্ব হলো 'আসর হতে নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের ন্যায়। তাওরাত অনুসারীদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছিল। তারা তদনুযায়ী কাজ করতে লাগলো; যখন দুপুর হলো, তখন তারা অপারগ হয়ে পড়লো। তাদের এক এক 'কীরাত' করে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। আর ইনজীল অনুসারীদেরকে ইনজীল দেয়া হলো। তারা 'আসরের সলাত পর্যন্ত কাজ করে অপরাগ হয়ে পড়লো। তাদেরকে এক এক 'কীরাত' করে পারিশ্রমিক দেয়া হলো। অতঃপর আমাদেরকে কুরআন দেয়া হলো। আমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করলাম। আমাদের দু' দু' 'কীরাত' করে দেয়া হলো। এতে উভয় কিতাবী সম্প্রদায় বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের দু' দু' 'কীরাত' করে দান করেছেন, আর আমাদের দিয়েছেন এক এক কীরাত করে; অথচ আমলের দিক দিয়ে আমরাই বেশি। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ তোমাদের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে আমি কি তোমাদের প্রতি কোনোরূপ যুলুম করেছি? তারা বললো, না। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ এ হলো, আমার অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছে তাকে দেই।[৪]

بَاب فَضْلِ السُّجُوْدِ.

অনুচ্ছেদ: সাজদাহ্র ফাযীলাত

٥.حدثنا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُمَارُوْنَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُوْنَهُ سَحَابٌ قَالُوْا لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَهَلْ تُمَارُوْنَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ قَالُوْا لَا قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كذلك يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ

৪. (বুখারী ৫৫৭, ২২৬৮, ২২৬৯, ৩৪৫৯, ৫০২১, ৭৪৬৭, ৭৫৩৩)

الْقمر ومِنهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيْتَ وَتَبْقٰى هَذِهِ الْأُمَّةُ فيْهَا مُنَافقوْهَا فَيَأْتِيْهِمْ اللّٰهُ فيَقُوْلُ «أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فإذا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيْهِمْ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَدْعُوْهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوْزُ مِنْ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِيْ جَهَنَّمَ كَلَالِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللّٰهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوْبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُوْ حَتّٰى إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللّٰهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوْا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ وَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِآثَارِ السُّجُوْدِ وَحَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُوْدِ فَيَخْرُجُوْنَ مِنْ النَّارِ فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُوْدِ فَيَخْرُجُوْنَ مِنْ النَّارِ قَدْ امْتَحَشُوْا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفْرُغُ اللّٰهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقٰى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُوْلًا الْجَنَّةَ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ فيقول يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِيْ عَنْ النَّارِ قَدْ قَشَبَنِيْ رِيْحُهَا وَأَحْرَقَنِيْ ذَكَاؤُهَا فَيَقُوْلُ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذٰلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ لَا وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي اللّٰهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ فَيَصْرِفُ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِّمْنِيْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ العهود والميثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ لَا أَكُوْنُ أَشْقٰى خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيْتَ ذٰلِكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ

غَيْرَهُ فَيَقُوْلُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُ غَيْرَ ذٰلِكَ فَيُعْطِيْ رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيُقَدِّمُهُ إِلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأٰى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُوْرِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اللهُ وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُوْدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِيْ أُعْطِيْتَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِيْ أَشْقٰى خَلْقِكَ فَيَضْحَكُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِيْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ تَمَنَّ فَيَتَمَنّٰى حَتّٰى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَّتُهُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتّٰى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللهُ تَعَالٰى لَكَ ذٰلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ لَكَ ذٰلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ لَمْ أَحْفَظْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَّا قَوْلَهُ لَكَ ذٰلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ» قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ إِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ذٰلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ.

৫. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, সহাবীগণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কি ক্বিয়ামাতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন ঃ মেঘমুক্ত পুর্ণিমার রাতের চাঁদকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি সন্দেহ পোষণ কর? তাঁরা বললেন, না, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে? সবাই বললেন, না। তখন তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে তোমরাও আল্লাহ্‌কে তেমনিভাবে দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে সমবেত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যে যার উপাসনা করতে সে যেন তার অনুসরণ করে। তাই তাদের কেউ সূর্যের অনুসরণ করবে, কেউ চন্দ্রের অনুসরণ করবে, কেউ তাগুতের অনুসরণ করবে। আর বাকী থাকবে শুধুমাত্র উম্মাহ্, তবে তাদের সাথে মুনাফিকরাও থাকবে। তাঁদের মাঝে এ সময় আল্লাহ তা'আলা আগমন করবেন এবং বলবেন ঃ "আমি তোমাদের রব।" তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রবের আগমন না হবে, ততক্ষণ

আমরা এখানেই থাকব। আর তার যখন আগমন হবে তখন আমরা অবশ্যই তাঁকে চিনতে পারব। তখন তাদের মাঝে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা আগমন করবেন এবং বলবেন, "আমি তোমাদের রব।" তারা বলবে, হাঁ, আপনিই আমাদের রব। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ডাকবেন। আর জাহান্নামের উপর একটি সেতু স্থাপন করা হবে। রসূলগণের মধ্যে আমিই সবার আগে আমার উম্মাত নিয়ে এ পথ অতিক্রম করব। সেদিন রসূলগণ ছাড়া আর কেউ কথা বলবে না। আর রসূলগণের কথা হবে ঃ (আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম) হে আল্লাহ্! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আর জাহান্নামে বাঁকা লোহার বহু শলাকা থাকবে; সেগুলো হবে সা'দান কাঁটার মতো। তোমরা কি সা'দান কাঁটা দেখেছ? তারা বলবে, হাঁ, দেখেছি। তিনি বলবেন, সেগুলো দেখতে সা'দান* কাঁটার মতোই। তবে সেগুলো কত বড় হবে তা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। সে কাঁটা লোকের 'আমাল অনুযায়ী তাদের তড়িৎ গতিতে ধরবে। তাদের কিছু লোক ধ্বংস হবে 'আমালের কারণে। আর কারোর পায়ে যখম হবে, কিছু লোক কাঁটায় আক্রান্ত হবে, অতঃপর নাজাত পেয়ে যাবে। জাহান্নামীদের হতে যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা রহমাত করতে ইচ্ছা করবেন, তাদের ব্যাপারে মালাইকাহ্কে নির্দেশ দেবেন যে, যারা আল্লাহ্র 'ইবাদাত করতো, তাদের যেন জাহান্নাম হতে বের করে আনা হয়। মালাইকাহ তাদের বের করে আনবেন এবং সাজদাহ্র চিহ্ন দেখে তাঁরা তাদের চিনতে পারবেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের জন্য সাজদাহ্র চিহ্নগুলো মিটিয়ে দেয়া হারাম করে দিয়েছেন। ফলে তাদের জাহান্নাম হতে বের করে আনা হবে। কাজেই সাজদাহ্র চিহ্ন ছাড়া আগুন বানী আদামের সব কিছুই গ্রাস করে ফেলবে। অবশেষে, তাদেরকে অঙ্গারে পরিণত অবস্থায় জাহান্নাম হতে বের করা হবে। তাদের উপর 'আবে-হায়াত' ঢেলে দেয়া হবে ফলে তারা স্রোতে বাহিত ফেনার উপর গজিয়ে উঠা উদ্ভিদের মত সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের বিচার কাজ সমাপ্ত করবেন, কিন্তু একজন লোক জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে থেকে

---

* সা'দান চতুষ্পার্শ্বে কাঁটাবিশিষ্ট এক প্রকার গাছ, মরু অঞ্চলে জন্মে, কাঁটাগুলো বাঁকা থাকে। এগুলো উটের খাদ্য।

যাবে। তার মুখমণ্ডল তখনও জাহান্নামের দিকে ফেরানো থাকবে। জাহান্নামবাসীদের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারী সেই শেষ ব্যক্তি। সে তখন নিবেদন করবে, হে আমার রব! জাহান্নাম হতে আমার চেহারা ফিরিয়ে দিন। এর দূষিত হাওয়া আমাকে বিষিয়ে তুলছে, এর লেলিহান শিখা আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমার নিবেদন গ্রহণ করা হলে তুমি এছাড়া আর কিছু চাইবে না তো? সে বলবে, না, আপনার ইয্যতের শপথ! সে তার ইচ্ছামত আল্লাহ্ তা'আলাকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিবে। কাজেই আল্লাহ তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নামের দিক হতে ফিরিয়ে দিবেন। অতঃপর সে যখন জান্নাতের দিকে মুখ ফিরাবে, তখন সে জান্নাতের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ্র ইচ্ছা সে চুপ করে থাকবে। অতঃপর সে বলবে, হে আমার রব! আপনি জান্নাতের দরজার নিকট পৌঁছে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি পূর্বে যা চেয়েছিলে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না বলে তুমি কি অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দাওনি? তখন সে বলবে, হে আমার রব! তোমার সৃষ্টির সবচাইতে হতভাগ্য আমি হতে চাই না। আল্লাহ্ তাৎক্ষণিক বলবেন, তোমার এটি পূরণ করা হলে তুমি এ ছাড়া কিছু চাইবে না তো? সে বলবে না, আপনার ইযযতের কসম! এছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। এ ব্যাপারে সে তার ইচ্ছানুযায়ী অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে। সে যখন জান্নাতের দরজায় পৌঁছবে তখন জান্নাতের অনাবিল সৌন্দর্য ও তার আভ্যন্তরীণ সুখ শান্তি ও আনন্দঘন পরিবেশ দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করবেন, সে চুপ করে থাকবে। অতঃপর সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও! তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্ বলবেন ঃ হে আদম সন্তান, কী আশ্চর্য! তুমি কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী! তুমি কি আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করনি এবং প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তাছাড়া আর কিছু চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আপনার সৃষ্টির মধ্যে আমাকে সবচাইতে হতভাগ্য করবেন না। এতে আল্লাহ্ হেসে দেবেন। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন এবং বলবেন, চাও। সে তখন চাইবে, এমন কি তার চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ফুরিয়ে যাবে। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্ বলবেন ঃ এটা চাও, ওটা চাও। এভাবে তার রব তাকে স্মরণ করিয়ে

দিতে থাকবেন। অবশেষে যখন তার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ এ সবই তোমার, এ সাথে আরো সমপরিমাণ (তোমাকে দেয়া হল)। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বললেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ এ সবই তোমার, তার সাথে আরও দশগুণ (তোমাকে দেয়া হল)। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে শুধু এ কথাটি স্মরণ রেখেছি যে, এ সবই তোমার এবং এর সাথে সমপরিমাণ। আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, এসব তোমার এবং এর সাথে আরও দশগুণ।[৫]

بَاب يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ.

অনুচ্ছেদঃ সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদিগণের দিকে ঘুরে বসবেন

٦. حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صالح بن كيسان عن عُبَيْدِ الله بْن عَبْد الله بْن عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذا قال رَبُّكُمْ قَالُوا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِيْ وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ».

৬. যায়দ ইবনু খালিদ জুহানী (রহ.) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে বৃষ্টি হবার পর হুদায়বিয়াতে আমাদের নিয়ে ফাজরের সলাত আদায় করলেন। সলাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন ঃ তোমরা কি জান, তোমাদের পরাক্রমশালী ও মহিমাময়

৫. (বুখারী ৮০৬, ৬৫৭৩, ৭৩৩৭ মুসলিম ১/৮১, হাঃ ১৮২, আহমাদ ৭৭২১)

প্রতিপালক কী বলেছেন? তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই বেশি জানেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন ঃ (রব) বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি মু'মিন হয়ে গেল এবং কেউ কাফির। যে বলেছে, আল্লাহ্‌র করুণা ও রহমতে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে হল আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী হয়েছে।[৬]

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ﴾

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের উপজীবী করেছ"। (সূরাহ্ আল-ওয়াকিয়াহ (৫৬/৮২)

৭. حدثنا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صلّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى إِثْرِ سَمَاء كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ».

৭. যায়দ ইব্‌নু খালিদ জুহানী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) রাতে বৃষ্টিপাতের পরে আমাদের নিয়ে হুদাইবিয়ায় ফজরের সলাত আদায় করেন। অতঃপর নাবী (ﷺ) সালাম ফিরিয়ে লোকদের দিকে মুখ করে বললেন ঃ তোমরা কি জান, তোমাদের রব কী

৬. (বুখারী ৮৪৬, ১০৩৮, ৪১৪৭, ৭৫০৩; মুসলিম ১/৩২ হাঃ ৭১, আহমাদ ১৭০৬০)

বলেছেন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি তখন বললেন, (আল্লাহ্ বলেছেন) আমার কিছু সংখ্যক বান্দা বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী হয়ে গেল। যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ্র ফযল ও রহমতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে ব্যক্তি বলে, অমুক অমুক নক্ষত্র উদয়ের ফলে (বৃষ্টি হয়েছে) সে ব্যক্তি আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী।[৭]

بَاب الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

অনুচ্ছেদ: রাতের শেষভাগের ও সলাতে দু'আ করা

وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿كَانُوْا قَلِيْلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ﴾ أَيْ مَا يَنَامُوْنَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ.

٨. حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ وَأَبِيْ عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُوْلُ «مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ».

৮. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন ঃ কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে, আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।[৮]

---

৭. (বুখারী ৮৪৬, ১০৩৮)

৮. (বুখারী ১১৪৫, ৬৩২১, ৭৪৯৪; মুসলিম ৬/২৩, হাঃ ৭৫৮, আহমাদ ৭৫৯৫)

بَاب مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি বাইতুল মাক্বদিস বা অনুরূপ কোন জায়গায় দাফন হওয়া পছন্দ করেন

٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوْسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِيْ إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيْدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ «ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالآنَ فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنْ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الأَحْمَرِ»

৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালাকুল মাওতকে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট পাঠানো হল। তিনি তাঁর নিকট আসলে, মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁকে চপেটাঘাত করলেন। (যার ফলে তাঁর চোখ বেরিয়ে গেল।) তখন মালাকুল মাওত তাঁর প্রতিপালকের নিকট ফিরে গিয়ে বললেন, আমাকে এমন এক বান্দার কাছে পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। তখন আল্লাহ্ তাঁর চোখ ফিরিয়ে দিয়ে হুকুম করলেন, আবার গিয়ে তাঁকে বল, তিনি একটি ষাঁড়ের পিঠে তাঁর হাত রাখবেন, তখন তাঁর হাত যতটুকু আবৃত করবে, তার সম্পূর্ণ অংশের প্রতিটি পশমের বিনিময়ে তাঁকে এক বছর করে আয়ু দান করা হবে। মূসা (আলাইহিস সালাম) এ শুনে বললেন, হে আমার রব! অতঃপর কী হবে? আল্লাহ্ বললেন ঃ অতঃপর মৃত্যু। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, তা হলে এখনই হোক। তখন তিনি একটি পাথর নিক্ষেপ করলে যতদূর যায় বাইতুল মাক্বদিসের ততটুকু নিকটবর্তী স্থানে তাঁকে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিবেদন করলেন। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি সেখানে থাকলে অবশ্যই পথের পাশে লাল বালুর টিলার নিকটে তাঁর ক্ববর তোমাদের দেখিয়ে দিতাম।[৯]

---

৯. (বুখারী ১৩৯৯, ৩৪০৭, মুসলিম ৪৩/৪২ হাঃ ২৩৭২)

بَاب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ

অনুচ্ছেদ: ফিরিয়ে দেয়ার পূর্বেই সদাকাহ করা

١٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ النَّبِيْلُ أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيْفَةَ الطَّائِيُّ قَالَ سمعت عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ ﷺ يَقُوْلُ كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ وَالآخَرُ يَشْكُوْ قَطْعَ السَّبِيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَّا قَطْعُ السَّبِيْلِ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيْلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيْرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيْرٍ وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُوْمُ حَتَّى يَطُوْفَ أحدكم بصدقته لَا يجد مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ لَهُ «أَلَمْ أُوْتِكَ مَالًا فَلَيَقُوْلَنَّ بَلَى ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُوْلًا فَلَيَقُوْلَنَّ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِن لم يجد فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ»

১০. 'আদী ইব্‌নু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে ছিলাম, এমন সময় দু'জন সাহাবী আসলেন, তাদের একজন দারিদ্র্যের অভিযোগ করছিলেন আর অপরজন রাহাজানির অভিযোগ করছিলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ রাহাজানির অবস্থা এই যে, কিছু দিন পর এমন সময় আসবে যখন কাফিলা মাক্কাহ পর্যন্ত বিনা পাহারায় পৌঁছে যাবে। আর দারিদ্র্যের অবস্থা এই যে, তোমাদের কেউ সদাকাহ নিয়ে ঘোরাফিরা করবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কাউকে পাবে না। এমন সময় না আসা পর্যন্ত ক্বিয়ামাত কায়িম হবে না। অতঃপর (বিচার দিবসে) আল্লাহর নিকট তোমাদের কেউ এমনভাবে খাড়া হবে যে, তার ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল থাকবে না বা কোন ব্যাখ্যাকারী দোভাষীও থাকবে না। অতঃপর তিনি বলবেন ঃ আমি কি তোমাকে সম্পদ দান করিনি? সে অবশ্যই বলবে, হ্যাঁ। এরপর তিনি বলবেন, আমি কি

তোমার নিকট রসূল প্রেরণ করিনি? সে অবশ্যই বলবে হাঁ, তখন সে ব্যক্তি ডান দিকে তাকিয়ে **শুধু** আগুন দেখতে পাবে, তেমনিভাবে বাম দিকে তাকিয়েও আগুন দেখতে পাবে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের উচিত এক টুকরা খেজুর (সদাকাহ) দিয়ে হলেও যেন আগুন হতে আত্মরক্ষা করে। যদি কেউ তা না পায় তবে যেন উত্তম কথা দিয়ে হলেও।[১০]

بَاب هَلْ يَقُوْلُ إِنِّيْ صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ

অনুচ্ছেদ: কাউকে গালি দেয়া হলে সে কি বলবে, 'আমি তো সায়িম?'

١١. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّيْ امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ»

১১. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সওম ব্যতীত আদম সন্তানের **প্রতিটি** কাজই তার নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য। তাই আমি এর প্রতিদান দেব। সিয়াম ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন সিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না **হয়** এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন সায়িম। যার কবজায় মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর শপথ! **অবশ্যই** সায়িমের মুখের গন্ধ **আল্লাহর** নিকট মিস্কের গন্ধের চাইতেও

১০. (বুখারী ১৪১৩, ১৪১৭, ৩৫৯৫, ৬০২৩, ৬৫৩৯, ৬৫৪০, ৬৫৬৩, ৭৪৪৩, ৭৫১২, মুসলিম ১২/১৯, হাঃ ১০১৬, আহমাদ ১৮২৮০)

সুগন্ধি। সায়িমের জন্য রয়েছে দু'টি খুশী যা তাকে খুশী করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশী হয় এবং যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সওমের বিনিময়ে আনন্দিত হবে।[১১]

بَاب كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِي السُّوْقِ

অনুচ্ছেদ: বাজারে চেঁচামেচি ও হৈ হুল্লোড় করা অপছন্দনীয়

١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَقِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قُلْتُ أَخْبِرْنِيْ عَنْ صِفَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي التَّوْرَاةِ قَالَ أَجَلْ وَاللهِ «إِنَّهُ لَمَوْصُوْفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا﴾ وَحِرْزًا لِلأُمِّيِّيْنَ أَنْتَ عَبْدِيْ وَرَسُوْلِيْ سَمَّيْتُكَ المتَوَكِّل لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُوْ وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُوْلُوْا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوْبًا غُلْفًا»

تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ هِلَالٍ وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ سَلَامٍ ﴿غُلْفٌ﴾ كُلُّ شَيْءٍ فِيْ غِلَافٍ سَيْفٌ أَغْلَفُ وَقَوْسٌ غَلْفَاءُ وَرَجُلٌ أَغْلَفُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُوْنًا

১২. 'আতা ইবনু ইয়াসার (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস (রাঃ)-কে বললাম, আপনি আমাদের কাছে তাওরাতে বর্ণিত আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর গুণাবলী বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আচ্ছা। আল্লাহর কসম! কুরআনে বর্ণিত তাঁর কিছু গুণাবলী তাওরাতেও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "হে নাবী! আমি আপনাকে সাক্ষীরূপে,

১১. (বুখারী ১৯০৪, ১৮৯৪, মুসলিম ১৩/৩০, হাঃ ১১৫১, আহমাদ ৭৭৯৩)

Contents

সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি” এবং উম্মীদের রক্ষক হিসাবেও। আপনি আমার বান্দা ও আমার রসূল। আমি আপনার নাম মুতাওয়াক্কিল (আল্লাহর উপর ভরসাকারী) রেখেছি। তিনি বাজারে কঠোর রূঢ় ও নির্দয় স্বভাবের ছিলেন না। তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দ্বারা নিতেন না বরং মাফ করে দিতেন, ক্ষমা করে দিতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ততক্ষণ মৃত্যু দিবেন না যতক্ষণ না তাঁর দ্বারা বিকৃত মিল্লাতকে ঠিক পথে আনেন অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা (আরববাসীরা) ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর ঘোষণা দিবে। আর এ কালিমার মাধ্যমে অন্ধ-চক্ষু, বধির-কর্ণ ও আচ্ছাদিত হৃদয় খুলে যাবে।

আবদুল ‘আযীয ইবনু আবূ সালামাহ (রহ.) হিলাল (রহ.) হতে হাদীস বর্ণনায় ফুলাইহ (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। সা‘ঈদ (রহ.) .... ইবনু সালাম (রহ.) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১২]

بَاب إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا

অনুচ্ছেদ: স্বাধীন মানুষ বিক্রয়কারীর গুনাহ

١٣. حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ»

১৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ তা‘আলা ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিবসে আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবো। এক ব্যক্তি, যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করল। আরেক ব্যক্তি, যে কোন আযাদ মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল। আর এক ব্যক্তি, যে কোন মজুর নিয়োগ করে তার হতে পুরো কাজ আদায় করে এবং তার পারিশ্রমিক দেয় না।[১৩]

---

১২. (বুখারী ২১২৫. ৪৮৩৮)
১৩. (বুখারী ২২২৭)

بَاب الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

অনুচ্ছেদ: অর্ধেক দিনের জন্য মজদুর নিয়োগ করা

١٤. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتْ الْيَهُوْدُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتْ النَّصَارَى ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ فَأَنْتُمْ هُمْ فَغَضِبَتْ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوْا مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلًا وَأَقَلَّ عَطَاءً قَالَ هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ قَالُوْا لَا قَالَ فَذَلِكَ فَضْلِي أُوْتِيْهِ مَنْ أَشَاءُ»

১৪. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা এবং উভয় আহলে কিতাব (ইয়াহূদী ও খৃষ্টান)-এর উদাহরণ হল এমন এক ব্যক্তির মতো, যে কয়েকজন মজদুরকে কাজে নিয়োগ করে বলল, সকাল হতে দুপুর পর্যন্ত এক কিরাআত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমার কাজ কে করবে? তখন ইয়াহূদী কাজ করে দিল। তারপর সে ব্যক্তি বলল, কে আছ যে দুপুর হতে আসর পর্যন্ত এক কিরাআতের বিনিময়ে আমার কাজ করে দেবে? তখন খৃষ্টান কাজ করে দিল। তারপর সে ব্যক্তি বলল, কে আছ যে আসর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই কিরাআত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করবে? আর তোমরাই হলে (মুসলমান) তারা (যারা অল্প পরিশ্রমে অধিক পারিশ্রমিক লাভ করলে) তাতে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা রাগান্বিত হল, তারা বলল, এটা কেমন কথা, আমরা কাজ করলাম বেশী, অথচ পারিশ্রমিক পেলাম কম। তখন সে ব্যক্তি (নিয়োগকর্তা) বলল, আমি তোমাদের প্রাপ্য কম দিয়েছি? তারা বলল, না। তখন সে বলল, সেটা তো আমার অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা দান করি।[১৪]

১৪. (বুখারী ২২৬৮, ৫৫৭)

بَاب الإِجَارَةِ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ: আসরের নামাজ পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ করা

١٥. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا «مَثَلُكُمْ وَالْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِيْ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتْ الْيَهُوْدُ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ عَمِلَتْ النَّصَارَى عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ أَنْتُمْ الَّذِيْنَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ فَغَضِبَتْ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوْا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوْا لَا فَقَالَ فَذَلِكَ فَضْلِيْ أُوْتِيْهِ مَنْ أَشَاءُ»

১৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের এবং ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের উদাহরণ এমন- যেমন এক ব্যক্তি কয়েকজন মজদুর নিয়োগ করল এবং বলল, দুপুর পর্যন্ত এক এক কীরাতের বিনিময়ে কে আমার কাজ করে দিবে? তখন ইয়াহূদীরা এক এক কীরাতের বিনিময়ে কাজ করল। তারপর খৃষ্টানরা এক এক কীরাতের বিনিময়ে (আসর পর্যন্ত) কাজ করল। তারপর তোমরাই যারা আসরের সলাতের সময় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই দুই কীরাতের বিনিময়ে কাজ করলে। এতে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা রাগান্বিত হল। তারা বলল, আমরা কাজ করলাম বেশী অথচ পারিশ্রমিক পেলাম কম। সে (নিয়োগকর্তা) বলল, আমি কি তোমাদের প্রাপ্য কিছু কম দিয়েছি? তারা বলল, না। তখন সে বলল, সেটা তো আমার অনুগ্রহ, তা আমি যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে থাকি।[১৫]

---

১৫. (বুখারী ৬৯, ৫৫৭)

بَاب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيْرِ

অনুচ্ছেদ: মজদুরকে পারিশ্রমিক না দেয়ার পাপ

١٦. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ تَعَالَى «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ»

১৬. **আবূ হুরাইরাহ** (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **আল্লাহ** তা'আলা বলেন, আমি কিয়ামতের দিন **তিন** ব্যক্তির বিরোধী থাকব। **তাদের** এক **ব্যক্তি** হল, যে আমার নামে প্রতিজ্ঞা **করল, তারপর** তা ভঙ্গ করল। আরেক ব্যক্তি হল, যে আযাদ মানুষ বিক্রি **করে** তার মূল্য ভোগ **করে। অপর এক** ব্যক্তি হল, যে কোন লোককে মজদুর নিয়োগ করল **এবং** তার **হতে** কাজ **পুরোপুরি** আদায় করল, অথচ তার পারিশ্রমিক দিল না।[১৬]

١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ «أَلَسْتَ فِيْمَا شِئْتَ قَالَ بَلَى وَلَكِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ قَالَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُوْلُ اللهُ دُوْنَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ وَاللهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ»

---

১৬. (বুখারী ২২২৭, ২২৭০)

১৭. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। একদিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথা বলছিলেন, তখন তাঁর নিকট গ্রামের একজন লোক উপবিষ্ট ছিল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণনা করেন যে, জান্নাতবাসীদের কোন একজন তার রবের কাছে চাষাবাদের অনুমতি চাইবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি কি যা চাও, তা পাচ্ছ না? সে বলবে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার চাষ করার খুবই আগ্রহ। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তখন সে বীজ বুনবে এবং তা চারা হওয়া, গাছ বড় হওয়া ও ফসল কাটা সব কিছু পলকের মধ্যে হয়ে যাবে। আর তা (ফসল) পাহাড় সমান হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! এগুলো নিয়ে নাও। কোন কিছুই তোমাকে তৃপ্তি দেয় না। তখন গ্রাম্য লোকটি বলে উঠল, আল্লাহর কসম, এই ধরনের লোক আপনি কুরায়শী বা আনসারদের মধ্যেই পাবেন। কেননা তারা চাষী। আর আমরা তো চাষী নই। এ কথা শুনে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেসে দিলেন।[১৭]

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ﴾

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ সাবধান! যালিমদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। (সূরা হূদ ঃ ১৮)

١٨. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما آخِذٌ بِيَدِهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي النَّجْوَى فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُوْلُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوْبِهِ وَرَأَى فِيْ نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ «سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاته وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُوْنَ فَيَقُوْلُ الْأَشْهَادُ ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ﴾»

---

১৭. (বুখারী ২৩৪৮, ৭৫১৯)

১৮. সাফওয়ান ইবনু মুহরিব আল-মাযিনী (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর সাথে তাঁর হাত ধরে চলছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর মু'মিন বান্দার একান্তে কথাবার্তা সম্পর্কে আপনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কী বলতে শুনেছেন? তখন তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ব্যক্তিকে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন এবং তার উপর স্বীয় আবরণ দ্বারা তাকে ঢেকে নিবেন। তারপর বলবেন, অমুক পাপের কথা কি তুমি জান? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! এভাবে তিনি তার কাছ হতে তার পাপগুলো স্বীকার করিয়ে নিবেন। আর সে মনে করবে যে, তার ধ্বংস অনিবার্য। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি পৃথিবীতে তোমার পাপ গোপন করে রেখেছিলাম। আর আজ আমি তা মাফ করে দিব"। তারপর তার নেকের আমলনামা তাকে দেয়া হবে। কিন্তু কাফির ও মুনাফিকদের সম্পর্কে সাক্ষীরা বলবে, এরাই তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিল। সাবধান, যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।[১৮]

بَاب مَا جَاءَ فِيْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ (الروم: ٢٧).

অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই পুনরায় তা সৃষ্টি করবেন এটা তার জন্য খুব সহজ। (সূরা রূম ২৭

١٩. حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ أَبِيْ أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أُرَاهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى «يَشْتِمُنِيْ ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِيْ وَيُكَذِّبُنِيْ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ أَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ إِنَّ لِيْ وَلَدًا وَأَمَّا تَكْذِيْبُهُ فَقَوْلُهُ لَيْسَ يُعِيْدُنِيْ كَمَا بَدَأَنِيْ»

১৮. (বুখারী ২৪৪১, ৪৬৮৫, ৬০৭০, ৭৫১৪)

১৯. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, আদাম সন্তান আমাকে গালি দেয় অথচ আমাকে গালি দেয়া তার উচিত নয়। আর সে আমাকে মিথ্যা জানে অথচ তার উচিত নয়। আমাকে গালি দেয়া হচ্ছে, তার এ উক্তি যে, আমার সন্তান আছে। আর তার মিথ্যা মনে করা হচ্ছে, তার এ উক্তি, যেভাবে আল্লাহ আমাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে কখনও তিনি আমাকে আবার সৃষ্টি করবেন না।[১৯]

٢٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ «إِنَّ رَحْمَتِيْ غَلَبَتْ غَضَبِي».

২০. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ যখন সৃষ্টির কাজ শেষ করলেন, তখন তিনি তাঁর কিতাব লাওহে মাহ্ফুজে লিখেন, যা আরশের উপর তাঁর নিকট আছে। নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল।[২০]

بَاب ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ

অনুচ্ছেদ: ফেরেশতাদের বর্ণনা

٢١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَابَعَهُ أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيْلَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ فَيُنَادِيْ جِبْرِيْلُ فِيْ أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِي الأَرْضِ»

---

১৯. (বুখারী ৩১৯৩, ৪৯৭৪, ৪৯৭৫)

২০. (বুখারী ৩১৯৪, ৭৪০৪, ৭৪১২, ৭৪৫৩, ৭৫৫৩, ৭৫৫৪; মুসলিম ৪৯/৪ হাঃ **২৭৫১**, আহমাদ ৯৬০৩)

২১. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি জিবরাঈল (عليه السلام)-কে ডেকে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন, কাজেই তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিবরাঈল (عليه السلام)-ও তাকে ভালবাসেন এবং জিবরাঈল (عليه السلام) আকাশের অধিবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন। কাজেই তোমরা তাকে ভালবাস। তখন আকাশের অধিবাসী তাকে ভালবাসতে থাকে। অতঃপর পৃথিবীতেও তাকে সম্মানিত করার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়।[২১]

٢٢. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُوْنَ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ فَيَقُوْلُ «كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُّوْنَ وَأَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّوْنَ»

২২. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ফেরেশতামণ্ডলী একদলের পেছনে আর একদল আগমন করেন। একদল ফেরেশতা রাতে আসেন আর একদল ফেরেশতা দিনে আসেন। তাঁরা ফাজর ও 'আসর সলাতে একত্রিত হয়ে থাকেন। অতঃপর যারা তোমাদের নিকট রাত্রি কাটিয়েছিলেন তারা আল্লাহর নিকট ঊর্ধ্বে চলে যান। তখন তিনি তাদেরকে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। অথচ তিনি তাদের চেয়ে এ ব্যাপারে সবচেয়ে অধিক জ্ঞাত আছেন। তিনি বলেন, তোমরা আমার বান্দাহদেরকে কী হালতে ছেড়ে এসেছ? উত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা তাদেরকে সলাতরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আর আমরা তাদের নিকট সলাতরত অবস্থাতেই পৌঁছেছিলাম।[২২]

---

২১. (বুখারী ৩২০৯, ৬০৪০, ৭৪৮৫; মুসলিম ৪৫/৪৮ হাঃ ২৬৩৭, আহমাদ ৯৩৬৩)
২২. (বুখারী ৩২২৩, ৫৫৫)

Contents

بَاب مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَأَنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ

অনুচ্ছেদঃ জান্নাতের বর্ণনা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে আর তা হল সৃষ্ট

٢٣. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ».

২৩. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'মহান আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন জিনিস তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি। তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার, "কেউ জানে না, তাদের জন্য তাদের চোখ শীতলকারী কী জিনিস লুকানো আছে"– (আসসাজদাহঃ ১৭)[২৩]

باب: طُوْلُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنْخِفَاضُ بَنِيْ آدَمَ

অনুচ্ছেদঃ আদম (আলাইহিস সালাম)-এর উচ্চতা ও ক্রমান্বয়ে বনী আদমের উচ্চতা হ্রাস

٢٤. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَطُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُوْلَئِكَ مِنْ الْمَلَائِكَةِ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ فَتِلْكَ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ»

---

২৩. (বুখারী ৩২৪৪, ৪৭৭৯, ৪৭৮০, ৭৪৯৮; মুসলিম ৫১ হাঃ ২৮২৪, আহমাদ ৯৬৫৫)

২৪. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদাম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করলেন। তাঁর দেহের দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তাঁকে (আদামকে) বললেন, যাও, ঐ ফেরেশতা দলের প্রতি সালাম কর এবং তাঁরা তোমার সালামের জওয়াব কিভাবে দেয় তা মনোযোগ দিয়ে শোন। কারণ সেটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালামের রীতি। অতঃপর আদাম (আলাইহিস সালাম) (ফেরেশতাদের) বললেন, "আস্‌সালামু 'আলাইকুম"। ফেরেশতামণ্ডলী তার উত্তরে "আস্‌সালামু 'আলাইকা ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহ" বললেন। ফেরেশতারা সালামের জওয়াবে "ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহ" শব্দটি বাড়িয়ে বললেন। যারা জান্নাতে প্রবেশ করবেন তারা আদাম (আলাইহিস সালাম)-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবেন। তবে আদাম সন্তানের দেহের দৈর্ঘ্য সর্বদা কমতে কমতে বর্তমান পরিমাপে এসেছে।[২৪]

٢٥. حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حدثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عذابا «لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِيْ بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هٰذَا وَأَنْتَ فِيْ صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِيْ فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ»

২৫. আনাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে শুনে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ আযাব ভোগকারীকে জিজ্ঞেস করবেন, যদি পৃথিবীর ধন-সম্পদ তোমার হয়ে যায়, তবে তুমি কি আযাবের বিনিময়ে তা দিয়ে দিবে? সে উত্তর দিবে, হাঁ। তখন আল্লাহ বলবেন, যখন তুমি আদাম (আলাইহিস সালাম)-এর পৃষ্ঠে ছিলে, তখন আমি তোমার নিকট এর থেকেও সহজ একটি জিনিস চেয়েছিলাম। সেটা হল, তুমি আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। কিন্তু তুমি তা না মেনে শিরক করতে লাগলে।[২৫]

---

২৪. (বুখারী ৩৩২৬, ৬২২৭. মুসলিম ৫১/১১ হাঃ ২৮৪১, আহমাদ ৮১৭৭)

২৫. (বুখারী ৩৩৩৪, ৬৫৩৮, ৬৫৫৭; মুসলিম ৫০/১০ হাঃ ২৮০৫, আহমাদ ১২৩১৪)

بَاب قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾ (هود: ٢٥)

অনুচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী ঃ 'আর আমি নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম'– (হূদ ঃ ২৫)

٢٦. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجِيْءُ نُوْحٌ وَأُمَّتُهُ فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى «هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ فَيَقُوْلُ لِأُمَّتِهِ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ لَا مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ فَيَقُوْلُ لِنُوْحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأُمَّتُهُ فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ» وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: ١٤٣) وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ

২৬. আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) **হতে বর্ণিত**। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, (ক্বিয়ামাতের দিন) নূহ এবং **তাঁর উম্মাত** (আল্লাহর দরবারে) হাজির হবেন। **তখন** আল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি (আমার বাণী) পৌঁছিয়েছ? তিনি বলবেন, হ্যাঁ, হে আমার রব! তখন আল্লাহ **তাঁর** উম্মাতকে জিজ্ঞেস করবেন, নূহ কি তোমাদের নিকট আমার **বাণী পৌঁছিয়েছেন**। তারা **বলবে**, না, আমাদের নিকট কোন নাবীই আসেননি। তখন **আল্লাহ নূহকে** বলবেন, তোমার জন্য সাক্ষ্য দিবে কে? তিনি বলবেন, **মুহাম্মাদ** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর উম্মাত। [রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **বললেন**] **তখন** আমরা সাক্ষ্য দিব। **নিশ্চয়ই তিনি** আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়েছেন। আর **এটিই** হল **মহান আল্লাহর বাণী** ঃ আর **এভাবেই** আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মাত করেছি, যেন তোমরা মানব জাতির **উপর** সাক্ষী হও– (আল-বাকারাহ ঃ ১৪৩)। الوسط **অর্থ** ন্যায়পরায়ণ।[২৬]

---

২৬. (বুখারী ৩৩৩৯, ৪৪৮৭, ৭৩৪৯)

بَاب قِصَّةِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ

অনুচ্ছেদ: ইয়াজুজ ও মাজুজের ঘটনা

٢٧. حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ الأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ عن أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى «يَا آدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ فَعِنْدَهُ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاس سَكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ﴾ (الحج: ٢) قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَأَيُّنَا ذٰلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ أَبْشِرُوْا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ أَلْفًا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ أَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا فَقَالَ أَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا فَقَالَ أَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِيْ جِلْدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ فِيْ جِلْدِ ثَوْرٍ أَسْوَدَ»

২৭. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, মহান আল্লাহ ডাকবেন, হে আদাম (আঃ)! তখন তিনি জবাব দিবেন, আমি হাজির, আমি সৌভাগ্যবান এবং সকল কল্যাণ আপনার হতেই। তখন আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামীদেরকে বের করে দাও। আদাম (আঃ) বলবেন, জাহান্নামী কারা? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। এ সময় ছোটরা বুড়ো হয়ে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। মানুষকে দেখবে নেশাগ্রস্তের মত যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন– (হাজ্জ ঃ ২)। সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে সেই একজন কে? তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা তোমাদের মধ্য হতে একজন আর এক হাজারের অবশিষ্ট ইয়াজুজ-মাজুজ হবে। অতঃপর তিনি

বললেন, যাঁর **হাতে** আমার প্রাণ, **তাঁর কসম**। আমি আশা করি, তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীর এক তৃতীয়াংশ **হবে**। [আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন] আমরা এ সংবাদ শুনে আবার আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলাম। তিনি আবার বললেন, আমি আশা **করি** তোমরা সমস্ত জান্নাতীদের অর্ধেক **হবে**। এ কথা শুনে আমরা আবারও আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলাম। তিনি বললেন, তোমরা তো অন্যান্য মানুষেব তুলনায় এমন, যেমন সাদা ষাঁড়ের দেহে **কয়েকটি কাল পশম** অথবা কালো ষাঁড়ের শরীরে **কয়েকটি** সাদা **পশম**।[২৭]

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا﴾ (النساء: ١٢٥)

অনুচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাণী: আর আল্লাহ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন– (আন্-নিসা ২৫)

٢٨. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَخِيْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ عَنْ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺعَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَلْقَى إِبْرَاهِيْمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وجه آزر قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ فَيَقُوْلُ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِيْ فَيَقُوْلُ أَبُوْهُ فَالْيَوْمَ لَا اعصيك فَيَقُوْلُ إِبْرَاهِيْمُ يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِيْ أَنْ لَا تُخْزِيَنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى «إِنِّيْ حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَا إِبْرَاهِيْمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيْخٍ مُلْتَطِخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ»

২৮. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ক্বিয়ামাতের দিন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তার পিতা আযরের দেখা পাবেন। আযরের মুখমণ্ডলে কালি এবং ধূলাবালি থাকবে। তখন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তাকে বললেন, আমি কি পৃথিবীতে আপনাকে বলিনি যে, আমার অবাধ্যতা করবেন না? তখন তাঁর পিতা বলবে, আজ আর তোমার অবাধ্যতা করব না। অতঃপর ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) আবেদন করবেন, হে আমার রব! আপনি

২৭. (বুখারী ৩৩৪৮, ৪৭৪১, ৬৫৩০, ৭৪৮৩)

আমার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন যে, হাশরের দিন আপনি আমাকে লজ্জিত করবেন না। আমার পিতা রহম হতে বঞ্চিত হবার চেয়ে বেশী অপমান আমার জন্য আর কী হতে পারে? তখন আল্লাহ বলবেন, আমি কাফিরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। পুনরায় বলা হবে, হে ইবরাহীম! তোমার পদতলে কী? তখন তিনি নীচের দিকে তাকাবেন। হঠাৎ দেখতে পাবেন তাঁর পিতার জায়গায় সর্বাঙ্গে রক্তমাখা একটি জানোয়ার পড়ে রয়েছে। এর চার পা বেঁধে জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হবে।[২৮]

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ﴾ (الأنبياء: ٨٣)

অনুচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী ঃ (আর স্মরণ কর) আইয়ুবের কথা। যখন তিনি তাঁর রবকে ডেকে বললেন, আমিতো দুঃখ কষ্টে পড়েছি, আর তুমিতো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (আম্বিয়া ঃ ৮৩)।

٢٩. حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حدثنا عبد الرزاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِيْ فِيْ ثَوْبِهِ" فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ «أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنْ لَا غِنَى لِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ»

২৯. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, একদা আইয়ুব (আলাইহিস সালাম) নগ্ন শরীরে গোসল করছিলেন। এমন সময় তাঁর উপর স্বর্ণের এক ঝাঁক পঙ্গপাল পতিত হল। তিনি সেগুলো দু'হাতে ধরে কাপড়ে রাখতে লাগলেন। তখন তাঁর রব তাঁকে ডেকে বললেন, হে আইয়ুব! তুমি যা দেখতে পাচ্ছ, তা থেকে কি আমি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দেইনি? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, হে রব! কিন্তু আমি আপনার বরকত থেকে মুখাপেক্ষীহীন নই।[২৯]

---

২৮. (বুখারী ২৮, ৪৭৬৮, ৪৭৬৯) আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম ('আঃ)-এর কাফির পিতার চেহারার পরিবর্তন ঘটিয়ে ইবরাহীম ('আঃ)-কে অপমান থেকে বাঁচাবেন।

২৯. (বুখারী ৩৩৯১, ২৭৯)

بَاب وَفَاةِ مُوْسَى وَذِكْرِهِ بَعْدُ

অনুচ্ছেদ: মূসা (ﷺ)-এর মৃত্যু ও তৎপরবর্তী অবস্থার বর্ণনা

٣٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوْسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِيْ إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيْدُ الْمَوْتَ قَالَ «ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْآنَ قَالَ فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيْقِ تَحْتَ الْكَثِيْبِ الْأَحْمَرِ» قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

৩০. আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালাকুল মাওতকে মূসা (ﷺ)-এর নিকট তাঁর জন্য পাঠান হয়েছিল। ফেরেশতা যখন তাঁর নিকট আসলেন, তিনি তাঁর চোখে চপেটাঘাত করলেন। তখন ফেরেশতা তাঁর রবের নিকট ফিরে গেলেন এবং বললেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দার নিকট পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। আল্লাহ্ বললেন, তুমি তার নিকট ফিরে যাও এবং তাকে বল সে যেন তার একটি হাত একটি গরুর পিঠে রাখে, তার হাত যতগুলো পশম ঢাকবে তার প্রতিটি পশমের বদলে তাকে এক বছর ক'রে জীবন দেয়া হবে। মূসা (ﷺ) বললেন, হে রব! অতঃপর কী হবে? আল্লাহ্ বললেন, অতঃপর মৃত্যু। মূসা (ﷺ) বললেন, তাহলে এখনই হোক। (রাবী) বলেন, তখন তিনি আল্লাহ্র নিকট আরয করলেন, তাঁকে যেন 'আরদে মুকাদ্দাস' হতে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্বের সমান স্থানে পৌঁছে দেয়া হয়। আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আমি যদি সেখানে থাকতাম তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পথের ধারে লাল টিলার নীচে তাঁর কবরটি দেখিয়ে দিতাম। রাবী আব্দুর রাযযাক বলেন, মা'মার (রহ.)......আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে একইভাবে বর্ণনা করেছেন।[৩০]

---

৩০. (বুখারী ৩৪০৭, ১৩৩৯)

بَاب مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ

অনুচ্ছেদ: বনী ইসরাঈল সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

٣١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِيْ أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الْأُمَمِ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِيْ إِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيراط قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتْ الْيَهُوْدُ إِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِيْ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلٰى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتْ النَّصَارٰى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلٰى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِيْ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ أَلَا فَأَنْتُمْ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلَاةِ الْعصْرِ إِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ أَلَا لَكُمْ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ فَغَضِبَتْ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَقَالُوْا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً قالَ اللهُ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوْا لَا قَالَ فَإِنَّهُ فَضْلِيْ أُعْطِيْهِ مَنْ شِئْتُ»

৩১. ইব্‌নু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের পূর্বের যেসব উম্মাত অতীত হয়ে গেছে তাদের অনুপাতে তোমাদের অবস্থান হলো 'আসরের সলাত এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়টুকুর সমান। আর তোমাদের ও ইয়াহূদী নাসারাদের দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির মতো, যে কয়েকজন লোককে তার কাজে লাগালো এবং জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, আমার জন্য দুপুর পর্যন্ত এক কিরাতের* বিনিময়ে কাজ করবে? তখন ইয়াহূদীরা এক এক কিরাতের

---

* কিরাত হল তৎকালীন মুদ্রা বিশেষের নাম।

বিনিময়ে দুপুর পর্যন্ত কাজ করল। অতঃপর সে ব্যক্তি আবার বলল, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, সে দুপুর হতে আসর সলাত পর্যন্ত এক এক কিরাতের বিনিময়ে আমার কাজটুকু করে দেবে? তখন নাসারারা এক কিরাতের বিনিময়ে দুপুর হতে আসর সলাত পর্যন্ত কাজ করল। সে ব্যক্তি আবার বলল, কে এমন আছ, যে দু' দু' কিরাতের বদলায় আসর সলাত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমার কাজ করে দেবে? আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, দেখ, তোমরাই হলে সে সব লোক যারা আসর সলাত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু' দু' কিরাতের বিনিময়ে কাজ করলে। দেখ, তোমাদের পারিশ্রমিক দ্বিগুণ। এতে ইয়াহূদী ও নাসারারা অসন্তুষ্ট হয়ে গেল এবং বলল, আমরা কাজ করলাম অধিক আর মজুরি পেলাম কম। আল্লাহ্ বলেন, আমি কি তোমাদের পাওনা হতে কিছু যুলম বা কম করেছি? তারা উত্তরে বলল, না। তখন আল্লাহ্ বললেন, এটা হলো আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে ইচ্ছা, তা দান করে থাকি।[৩১]

٣٢. حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ الْحَسَن حَدَّثَنَا جُنْدَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِد وَمَا نَسِيْنَا مُنْذُ حَدَّثَنَا وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُوْنَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّيْنًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتّٰى مَاتَ قَالَ اللهُ تَعَالَى «بَادَرَنِيْ عَبْدِيْ بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»

৩২. হাসান (বসরী) (রহ.) বলেন, জুনদুব ইবনু আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বসরার এক মাসজিদে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন। সে দিন হতে আমরা না হাদীস ভুলেছি না আশংকা করেছি যে, জুনদুব (রহ.) নাবী (ﷺ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের পূর্ব যুগে জনৈক ব্যক্তি আঘাত পেয়েছিল, তাতে কাতর হয়ে পড়েছিল। অতঃপর সে একটি ছুরি হাতে নিল এবং তা দিয়ে সে তার হাতটি কেটে ফেলল। ফলে রক্ত আর বন্ধ হল না। শেষ পর্যন্ত সে মারা গেল। মহান আল্লাহ্ বললেন, আমার বান্দাটি নিজেই প্রাণ

৩১. (বুখারী ৩৪৫৯, ৫৫৭)

দেয়ার ব্যাপারে আমার হতে অগ্রগামী হল। কাজেই, আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিলাম।[৩২]

باب: تَقْوَى اللهِ الْخَالِصَةُ سَبَبٌ لِمَغْفِرَةِ اللهِ

অনুচ্ছেদ: খালিস অন্তরে আল্লাহর ভয় পরকারে ক্ষমার কারণ

٣٣. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّ رَجُلًا كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللهُ مَالًا فَقَالَ لِبَنِيْهِ لَمَّا حُضِرَ أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوْا خَيْرَ أَبٍ قَالَ فَإِنِّيْ لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَإِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُوْنِيْ ثُمَّ اسْحَقُوْنِيْ ثُمَّ ذَرُّوْنِيْ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ فَفَعَلُوْا فَجَمَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ قَالَ مَخَافَتُكَ فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ» وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৩. আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন যে, তোমাদের আগের এক লোক, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল তখন সে তার ছেলেদেরকে জড় করে জিজ্ঞেস করল, আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম? তারা বলল আপনি আমাদের উত্তম পিতা ছিলেন। সে বলল, আমি জীবনে কখনও কোন নেক আমল করতে পারিনি। আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা আমার লাশকে জ্বালিয়ে ছাই করে দিও এবং প্রচণ্ড ঝড়ের দিন ঐ ছাই বাতাসে উড়িয়ে দিও। সে মারা গেল। ছেলেরা ওসিয়াত অনুযায়ী কাজ করল। আল্লাহ্ তা'আলা তার ছাই জড় করে জিজ্ঞেস করলেন, এমন ওসিয়াত করতে কে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল? সে বলল, হে আল্লাহ্! তোমার শাস্তির ভয়। ফলে আল্লাহ্র রহমত তাকে ঢেকে নিল। মু'আয (রহ.).....আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন।[৩৩]

---

৩২. (বুখারী ৩৪৬৩, ১৩৬৪)

৩৩. (বুখারী ৩৪৭৮, ৬৪৮১, ৭৫০৮, মুসলিম ৪৯/৪ হাঃ ২৭৫৭, আহমাদ ১১৬৬৪)

٣٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ قَالَ عُقْبَةُ لِحُذَيْفَةَ أَلَا تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ «إِنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ لَمَّا أَيِسَ مِنْ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ إِذَا مُتُّ فَاجْمَعُوْا لِيْ حَطَبًا كَثِيْرًا ثُمَّ أَوْرُوْا نَارًا حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِيْ وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِيْ فَخُذُوْهَا فَاطْحَنُوْهَا فَذَرُّوْنِيْ فِي الْيَمِّ فِيْ يَوْمٍ حَارٍّ أَوْ رَاحٍ فَجَمَعَهُ اللهُ فَقَالَ لِمَ فَعَلْتَ قَالَ خَشْيَتَكَ فَغَفَرَ لَهُ» قَالَ عُقْبَةُ وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا مُوْسَى حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ وَقَالَ فِيْ يَوْمٍ رَاحٍ

৩৪. হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, এক লোকের যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল এবং সে জীবন হতে নিরাশ হয়ে গেল। তখন সে তার পরিবার পরিজনকে ওসিয়াত করল, যখন আমি মরে যাব তখন তোমরা আমার জন্য অনেক লাকড়ি জমা করে আগুন জ্বালিয়ে দিও। আগুন যখন আমার গোস্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন হাড়গুলি পিষে ছাই করে নিও। অতঃপর সে ছাই গরমের দিন কিংবা প্রচণ্ড বাতাসের দিনে সাগরে ভাসিয়ে দিও। আল্লাহ্ তা'আলা তার ছাই জড় করে জিজ্ঞেস করলেন, এমন কেন করলে? সে বলল, আপনার ভয়ে। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। 'উকবাহ্ (রহ.) বলেন, আর আমিও তাঁকে [হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]-কে বলতে শুনেছি।[৩৪]

٣٥. حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيْهِ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُوْنِيْ ثُمَّ اطْحَنُوْنِيْ ثُمَّ ذَرُّوْنِيْ فِي الرِّيحِ فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّيْ لَيُعَذِّبَنِّيْ عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَأَمَرَ اللهُ الْأَرْضَ فَقَالَ اجْمَعِيْ مَا فِيْكِ

---

৩৪. (বুখারী ৩৪৭৯)

مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَبِّ خَشْيَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ» وَقَالَ غَيْرُهُ مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ

৩৫. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পূর্বযুগে এক লোক তার নিজের উপর অনেক যুলম করেছিল। যখন তার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলো, সে তার পুত্রদেরকে বলল, মৃত্যুর পর আমার দেহ হাড় মাংসসহ পুড়িয়ে ছাই করে নিও এবং প্রবল বাতাসে উড়িয়ে দিও। আল্লাহ্‌র কসম! যদি আল্লাহ্ আমাকে ধরে ফেলেন, তবে তিনি আমাকে এমন কঠিনতম শাস্তি দিবেন যা অন্য কাউকেও দেননি। যখন তার মওত হল, তার সঙ্গে সে ভাবেই করা হল। অতঃপর আল্লাহ্ যমীনকে আদেশ করলেন, তোমার মাঝে ঐ ব্যক্তির যা আছে জমা করে দাও। যমীন তা করে দিল। এ ব্যক্তি তখনই দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিসে তোমাকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করল? সে বলল, হে, প্রতিপালক তোমার ভয়। অতঃপর তাকে ক্ষমা করা হলো। অন্য রাবী مَخَافَتُكَ স্থলে خَشْيَتُكَ বলেছেন।[৩৫]

بَاب فَضْلُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا

অনুচ্ছেদঃ বাদ্‌র যুদ্ধে যোগদানকারীগণের মর্যাদা

٣٦. حدثني إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَكُلُّنَا فَارِسٌ قَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا الْكِتَابُ فَقَالَتْ مَا مَعَنَا

---

৩৫. (বুখারী ৩৪৮১, ৭৫০৬, মুসলিম ৪৯/৪ হাঃ ২৭৫৬)

كِتَابٌ فَأَنَخْنَاهَا فَالْتَمَسْنَا فَلَمْ نَرَ كِتَابًا فَقُلْنَا مَا كَذَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ فَلَمَّا رَأَتْ الْجِدَّ أَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتْهُ فَانْطَلَقْنَا بِهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَدَعْنِي فَلِأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ حَاطِبٌ وَاللهِ مَا بِيْ أَنْ لَا أَكُوْنَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ أَرَدْتُ أَنْ يَكُوْنَ لِيْ عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللهُ بِهَا عَنْ أَهْلِيْ وَمَالِيْ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيْرَتِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ وَلَا تَقُوْلُوْا لَهُ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ إِنَّهُ" قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَدَعْنِيْ فَلِأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ «لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ».

৩৬. 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ মারসাদ, যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আমাকে কোন স্থানে প্রেরণ করেছিলেন এবং আমরা সকলেই ছিলাম অশ্বারোহী। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা যাও। যেতে যেতে তোমরা 'রাওযা খাখ' নামক জায়গায় পৌঁছে সেখানে একজন স্ত্রীলোক দেখতে পাবে। তার কাছে মুশরিকদের প্রতি লিখিত হাতিব ইব্‌নু আবূ বালতার একটি চিঠি আছে। (সেটা নিয়ে আসবে।) 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশিত জায়গায় গিয়ে তাকে ধরে ফেললাম। সে তখন তার একটি উটের উপর চড়ে পথ অতিক্রম করছিল। আমরা তাকে বললাম, পত্রখানা আমাদের নিকট দিয়ে দাও। সে বলল, আমার নিকট কোন পত্র নেই। আমরা তখন তার উটটিকে বসিয়ে তার তল্লাশী করলাম। কিন্তু পত্রখানা বের করতে পারলাম না। আমরা বললাম, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিথ্যা বলেননি। তোমাকে চিঠিটি বের করতেই হবে। নতুবা আমরা তোমাকে উলঙ্গ করে ছাড়ব। যখন

আমাদের শক্ত মনোভাব বুঝতে পারল তখন স্ত্রীলোকটি তার কোমরের পরিহিত বস্ত্রের গিটে কাপড়ের পুটুলির মধ্য থেকে চিঠিখানা বের করে দিল। আমরা তা নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। 'উমার (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল (ﷺ)! সে তো আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং মু'মিনদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। তখন নাবী [হাতিব ইবনু আবূ বালতা (রাঃ) কে ডেকে] বললেন, তোমাকে এ কাজ করতে কিসে বাধ্য করল? হাতিব (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি আমি অবিশ্বাসী নই। বরং আমার মূল উদ্দেশ্য হল শত্রু দলের প্রতি কিছু অনুগ্রহ করা যাতে আল্লাহ এ উসিলায় আমার মাল এবং পরিবার ও পরিজনকে রক্ষা করেন। আর আপনার সহাবীদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন আত্মীয় সেখানে রয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ্ তার ধন-মাল ও পরিজনকে রক্ষা করছেন। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, সে ঠিক কথাই বলেছে। সুতরাং তোমরা তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছু বলো না। তখন 'উমার (রাঃ) বললেন, সে তো আল্লাহ্, তার রসূল ও মু'মিনদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, আমি তাঁর গর্দার উড়িয়ে দেই। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন, সে কি বাদ্রী সহাবী নয়? অবশ্যই বাদর যুদ্ধে যোগদানকারীদেরকে বুঝে শুনেই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "তোমাদের যা ইচ্ছে কর" তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এতে 'উমার (রাঃ)-এর দু'নয়ন অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই সবচেয়ে অধিক জ্ঞাত।* ৩৬

---

* হাতিব (রাঃ) ছিলেন বাদ্রী সহাবী। তথাপি তিনি যেটি করেছিলেন তা গুপ্তচরবৃত্তি হি সেবে করেননি বরং তিনি মনে করেছিলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) অকস্মাৎ মাক্কাহ আক্রমণ করলে তার পরিবার পরিজনকে তারা হত্যা করতে পারে এবং তার সহায় সম্পদের ক্ষতি করতে পারে। এমন অনেকেরই পরিবার সেখানে ছিল যাদের এরূপ ক্ষতি হতে পারে যাদেরকে আশ্রয় দেয়ার মতো কোন একটি পরিবারও মাক্কাহতে ছিল না। হাদীসটি হতে যা প্রমাণিত হয় ঃ (১) আল্লাহর নাবীর মু'জিযাহ. (২) তাঁর কথার উপর সহাবীদের অগাধ বিশ্বাস. (৩) প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞেস না করে কোন বিষয়ে মন্তব্য না করা, (৪) কাউকে মুরতাদ মনে করলেও দায়িত্বশীলের অনুমতি ছাড়া তাকে হত্যা না করা, (৫) বাদরী সহাবীদের

بَاب غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ

অনুচ্ছেদ: হুদাইবিয়াহ্‌র যুদ্ধ

٣٧. حدثنا خالد بن مخلد حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصُّبْحَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَتَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ قَالَ اللهُ «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِيْ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللهِ وَبِرِزْقِ اللهِ وَبِفَضْلِ اللهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ كَافِرٌ بِيْ».

৩৭. যায়দ ইবনু খালিদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়াহ্‌র বছর আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে বের হলাম। এক রাতে খুব বৃষ্টি হল। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিয়ে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করলেন। এরপরে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা জান কি তোমাদের রব কী বলেছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রসূলই অধিক জানেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন (বৃষ্টির কারণে) আমার কতিপয় বান্দা আমার প্রতি ঈমান এনেছে, আর কেউ কেউ আমাকে অমান্য করেছে। যারা বলেছে, আল্লাহ্‌র রহমত, আল্লাহ্‌র দয়া এবং আল্লাহ্‌র ফযলে আমাদের প্রতি বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিন এবং তারা নক্ষত্রের প্রভাব অস্বীকারকারী। আর যারা বলেছে যে অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে*, তারা তারকার প্রতি ঈমান এনেছে এবং আমাকে অস্বীকারকারী কাফির।[৩৭]

ফাযীলাত, (৬) অন্যায়ের বিরুদ্ধে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কঠোরতা, (৭) আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ফায়সালাই চূড়ান্ত, (৮) নিজের ভুল বুঝার পরে অনুতপ্ত হওয়া।

৩৬. (বুখারী ৩৯৮৩, ৩০০৭)

* কেউ যদি এ বিশ্বাস বা আকীদা পোষণ করে তারকা বা নক্ষত্রের কোন ক্ষমতা প্রভাব আছে, ত রকার প্রভাবকে যারা বৃষ্টিপাত হওয়া বা না হওয়ার কারণ মনে করে তারা স্পষ্ট কুফরীর মধ্যে পতিত। কারণ এর দ্বারা আল্লাহর এখতিয়ার বা সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা

بَاب قَوْلِ اللهِ تعالي: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾.

অনুচ্ছেদ: মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "আর তিনি শিখালেন আদমকে সব কিছুর নাম। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/৩১

٣٨. حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح و قَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلٰى رَبِّنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِيْ ائْتُوْا نُوْحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُوْلٍ بَعَثَهُ اللهُ إِلٰى أَهْلِ الأَرْضِ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحِيْ فَيَقُوْلُ ائْتُوْا خَلِيْلَ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ائْتُوْا مُوْسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَسْتَحِيْ مِنْ رَبِّهِ فَيَقُوْلُ ائْتُوْا عِيْسَى عَبْدَ اللهِ وَرَسُوْلَهُ وَكَلِمَةَ اللهِ وَرُوْحَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ائْتُوْا مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُوْنِيْ فَأَنْطَلِقُ حَتّٰى أَسْتَأْذِنَ عَلٰى رَبِّيْ فَيُؤْذَنَ لِيْ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّيْ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيْدٍ

হয় এবং তারকার শক্তির প্রতি বিশ্বাসী **হয়ে থাকে। এটা** সম্পূর্ণ কুফুরী ও জাহিলী **যুগের** বিশ্বাস। **ইমাম** নাবাবী, ইমাম শাফি'ঈ ও জমহুর 'আলিমদের মত এটাই।

৩৭. [বুখারী ৪১৪৭, ৮৪৬]

يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوْدُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّيْ مِثْلَهُ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَأَقُوْلُ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ»

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ يَعْنِيْ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى ﴿خَالِدِيْنَ فِيْهَا﴾.

৩৮. আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) **হতে বর্ণিত**। তিনি বলেন, ক্বিয়ামাতের দিন **মু'মিনগণ** একত্রিত হবে এবং তারা বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের **কাছে** আমাদের জন্য একজন সুপারিশকারী পেতাম। এরপর তারা আদম (عليه السلام)-এর কাছে আসবে এবং তাঁকে বলবে, আপনি মানব জাতির পিতা। আপনাকে আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মালায়িকাহ দ্বারা আপনাকে সাজদাহ্ করিয়েছেন এবং যাবতীয় বস্তুর নাম আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, যেন আমাদের কঠিন স্থান থেকে আরাম দিতে পারেন। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের যোগ্য নই। তিনি নিজ ভুলের কথা স্মরণ করে লজ্জাবোধ করবেন। (তিনি বলবেন) তোমরা নূহ (عليه السلام)-এর কাছে যাও। তিনিই প্রথম রসূল (عليه السلام) যাকে আল্লাহ জগৎবাসীর কাছে পাঠিয়েছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, এ কাজ আমার দ্বারা হওয়ার নয়। তিনি তাঁর রবের **কাছে** প্রশ্ন করেছিলেন এমন বিষয়ে যা তাঁর জানা ছিল না। সে কথা স্মরণ করে তিনি লজ্জাবোধ করবেন এবং বলবেন বরং তোমরা আল্লাহর খলীল (ইবরাহীম) (عليه السلام)-এর কাছে যাও। তারা তখন তাঁর কাছে আসবে, তখন তিনি বলবেন, এ কাজ আমার দ্বারা হওয়ার নয়। তোমরা মূসা (عليه السلام)-এর কাছে যাও। **তিনি** এমন বান্দা যে, তাঁর সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাঁকে তাওরাত গ্রন্থ দান করেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস **হচ্ছে** না **এবং** তিনি **এক** কিবতীকে বিনা দোষে হত্যা করার কথা **স্মরণ করে তাঁর রবের নিকট** লজ্জাবোধ করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা ঈসা (عليه السلام)-এর **কাছে** যাও। তিনি **আল্লাহ্‌র** বান্দা ও **রসূল** এবং আল্লাহ্‌র বাণী ও **রূহ্**। (তারা সেখানে যাবে) **তিনি** বলবেন, এ কাজ আমার দ্বারা হওয়ার নয়। তোমরা মুহাম্মাদ (ﷺ)-**এর** কাছে

যাও। তিনি এমন এক বান্দা যার পূর্ব ও পরের ভুলত্রুটি আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তারা আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে যাব এবং অনুমতি চাব, আমাকে অনুমতি প্রদান করা হবে। আর আমি যখন আমার রবকে দেখব, তখন আমি সাজদাহ্য় লুটিয়ে পড়ব। আল্লাহ যতক্ষণ চান এ অবস্থায় আমাকে রাখবেন। তারপর বলা হবে, আপনার মাথা উঠান এবং চান, দেয়া হবে, বলুন, শোনা হবে, সুপারিশ করুন, কবূল করা হবে। তখন আমি আমার মাথা উঠাব এবং আমাকে যে প্রশংসাসূচক বাক্য শিক্ষা দিবেন তা দ্বারা আমি তাঁর প্রশংসা করব। তারপর সুপারিশ করব। আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। (সেই সীমিত সংখ্যায়) আমি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাব। আমি পুনরায় রবের সমীপে ফিরে আসব। যখন আমি আমার রবকে দেখব তখন আগের মত সবকিছু করব। তারপর আমি সুপারিশ করব। আর আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। তদনুসারে আমি তাদের জান্নাতে দাখিল করাব। (তারপর তৃতীয়বার) আমি আবার রবের দরবারে ছাড়া হয়ে অনুরূপ করব। এরপর আমি চতুর্থবার ফিরে আসব এবং আরয করব, এখন তারাই কেবল জাহান্নামে অবশিষ্ট রয়ে গেছে যারা কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী অনেক আছে যাদের উপর জাহান্নামে চিরবাস অবধারিত হয়ে গেছে।

আবূ 'আবদুল্লাহ বুখারী (রহ.) বলেন, কুরআনের যে ঘোষণায় তারা জাহান্নামে আবদ্ধ রয়েছে তা হল মহান আল্লাহর বাণী ঃ "তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।"[৩৮]

بَاب: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ﴾.

অনুচ্ছেদ: মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ আর তারা বলে ঃ 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি অতি পবিত্র। (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১১৬

٣٩. حدثنا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ

৩৮. [বুখারী ৪৪, ৪৪৭৬; মুসলিম ১/৮৪, হাঃ ১৯৩, আহমাদ ১২১৫৩]

«كَذَّبَنِيْ ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِيْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيْبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّيْ لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيْدَهُ كَمَا كَانَ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِيْ وَلَدٌ فَسُبْحَانِيْ أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا».

৩৯. ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদম সন্তান আমার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে। অথচ তার এ কাজ ঠিক নয়। আমাকে গালি দিয়েছে অথচ তার জন্য এটা ঠিক নয়। তার আমার প্রতি মিথ্যারোপ হল, সে বলে যে, আমি তাকে (মৃত্যুর) পূর্বের মত পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নই। আর আমাকে তার গালি দেয়া হল–তার এ কথা যে, আমার সন্তান আছে অথচ আমি স্ত্রী ও সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র।[৩৯]

بَاب قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্‌র বাণী: "আর এ ভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মাত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির সাক্ষী হতে পার আর রসূল তোমাদের সাক্ষী হন।" (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৪৩)

٤٠. حدثنا يُوْسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ وَأَبُوْ أُسَامَةَ وَاللَّفْظُ لِجَرِيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ وَقَالَ أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ سعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُدْعَى نُوْحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ «هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُقَالُ لِأُمَّتِهِ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيْرٍ فَيَقُوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَتَشْهَدُوْنَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ

৩৯. (বুখারী ৪৪৮২)

ذِكْرُهُ: ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ﴾وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ».

৪০. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ক্বিয়ামাতের দিন নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-কে ডাকা হবে। তখন তিনি বলবেন ঃ হে আমাদের রব! আমি আপনার পবিত্র দরবারে হাজির (তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন) তুমি কি (আল্লাহ্‌র বাণী) পৌঁছে দিয়েছিলে? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। এরপর তার উম্মতকে জিজ্ঞেস করা হবে, [নূহ (আলাইহিস সালাম) কি] তোমাদের নিকট (আল্লাহ্‌র বাণী) পৌঁছে দিয়েছে? তারা তখন বলবে, আমাদের কাছে কোন ভয়প্রদর্শনকারী আসেনি। তখন আল্লাহ তা'আলা [নূহ (আলাইহিস সালাম)-কে] বলবেন, তোমার পক্ষে কে সাক্ষ্য দেবে? তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর উম্মতগণ। তখন তারা সাক্ষ্য দেবে যে, নূহ (আলাইহিস সালাম) তাঁর উম্মতের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দিয়েছেন এবং রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের জন্য সাক্ষী হবেন। এটাই মহান আল্লাহ্‌র বাণী "আর এ ভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মাত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির সাক্ষী হতে পার আর রসূল তোমাদের সাক্ষী হন।" (সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১৪৩) 'ওয়াসাত' ন্যায়নিষ্ঠ।[৪০]

بَاب قَوْلِهِ: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾.

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ এবং তাঁর 'আরশ ছিল পানির ওপরে। (সূরাহ হূদ ১১/৭)

٤١. حدثنا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَدُ اللهِ مَلْأَى لَا تَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ والنَّهَار وقالَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِيْ يَدِهِ وَكَانَ

---

৪০. [বুখারী ৩৩৩৯, ৪৪৮৭]

عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ» ﴿اعْتَرَاكَ﴾ افْتَعَلَكَ مِنْ عَرَوْتُهُ أَيْ أَصَبْتُهُ وَمِنْهُ يَعْرُوْهُ وَاعْتَرَانِي ﴿آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ أَيْ فِي مِلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ عَنِيْدٌ وَعَنُوْدٌ وَعَانِدٌ وَاحِدٌ هُوَ تَأْكِيْدُ التَّجَبُّرِ اسْتَعْمَرَكُمْ جَعَلَكُمْ عُمَّارًا أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى جَعَلْتُهَا لَهُ نَكِرَهُمْ وَأَنْكَرَهُمْ وَاسْتَنْكَرَهُمْ وَاحِدٌ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ كَأَنَّهُ فَعِيْلٌ مِنْ مَاجِدٍ مَحْمُوْدٌ مِنْ حَمِدَ سِجِّيلٌ الشَّدِيْدُ الْكَبِيْرُ سِجِّيلٌ وَسِجِّيْنٌ وَاللَّامُ وَالنُّوْنُ أُخْتَانِ وَقَالَ تَمِيْمُ بْنُ مُقْبِلٍ وَرَجْلَةٍ يَضْرِبُوْنَ الْبَيْضَ ضَاحِيَةً ضَرْبًا تَوَاصَى بِهِ الأَبْطَالُ سِجِّينَا.

৪১. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি খরচ কর। আমি তোমার উপর খরচ করব এবং [রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] বললেন, আল্লাহ তা'আলার হাত পরিপূর্ণ। রাতদিন অনবরত খরচেও তা কমবে না। তিনি বলেন, তোমরা কি দেখ না, যখন থেকে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে কী পরিমাণ খরচ করেছেন? কিন্তু এত খরচ করার পরও তাঁর হাতের সম্পদ কমে যায়নি। আর আল্লাহ তা'আলার 'আরশ পানির উপর ছিল। তাঁর হাতেই রয়েছে দাড়িপাল্লা। তিনি নিচু করেন, তিনি উপরে তোলেন। اعْتَرَاكَ افْتَعَلَتَ-এর বাব থেকে। عَرَوْتُهُ-এ অর্থে বলা হয়, তাকে পেয়েছি। তা থেকে يَعْرُوْهُ (তার উপর ঘটেছে) ও اعْتَرَانِي (আমার উপর ঘটেছে) ব্যবহার হয়। آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا অর্থাৎ তাঁর রাজত্ব এবং عَنِيْدٌ-عَنُوْدٌ-عَانِدٌ সবগুলোর একই অর্থ- স্বেচ্ছাচারী।

ওটি দাম্ভিকতা অর্থের প্রতি জোর দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। اسْتَعْمَرَكُمْ-তোমাদের বসতি দান করলেন। আরবগণ বলত أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى-আমি এ ঘর তাকে জীবন ধারণের জন্য দিলাম। نَكِرَهُمْ وَأَنْكَرَهُمْ এবং اسْتَنْكَرَهُمْ সবগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত। فَعِيْلٌ-مَجِيْدٌ حَمِيْدٌ-مَجِيْدٌ-এর ওযনে مَاجِدٌ (মর্যাদাসম্পন্ন) থেকে حَمِيْدٌ (প্রশংসিত) এর অর্থে مَحْمُوْدٌ থেকে سِجِّيلٌ-অতি কঠিন বা শক্ত। سِجِّيلٌ এবং سِجِّيْنٌ উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়। لَامٌ এবং نُوْنٌ যেন দুই বোন। তামীম ইবনু মুকবেল

বলেন, "বহু পদাতিক বাহিনী মধ্যাহ্নে স্কন্ধে শুভ্র ধারালো তলোয়ার দ্বারা আঘাত হানে। কঠিন প্রস্তর দ্বারা তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বিপক্ষের বীর পুরুষগণ পরস্পরকে ওসীয়ত করে থাকে।"[৪১]

بَاب قوله:

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

٤٢. حدثنا **مُسَدَّدٌ** حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ وَهِشَامٌ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ صفوانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ بَيْنَا ابْنُ **عُمَرَ يَطُوْفُ** إِذْ عَرَضَ **رَجُلٌ فَقَالَ** يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوْ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ فِي النَّجْوَى فَقَالَ **سَمِعْتُ** النَّبِيَّ ﷺ **يَقُوْلُ** يُدْنَى الْمُؤْمِنُ **مِنْ** رَبِّهِ **وَقَالَ هِشَامٌ يَدْنُو** الْمُؤْمِنُ حتى يضع عليْهِ **كَنَفَهُ فَيُقَرِّرُهُ** بِذُنُوْبِهِ **تَعْرِفُ** ذَنْبَ **كَذَا يَقُوْلُ** أَعْرِفُ **يَقُوْلُ** رَبِّ أَعْرِفُ مَرَّتَيْنِ فَيَقُوْلُ «**سَتَرْتُهَا فِي** الدُّنْيَا **وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ثُمَّ تُطْوَى** صَحِيْفَةُ حَسَنَاته وَأَمَّا الآخَرُوْنَ أَوِ الْكُفَّارُ فَيُنَادَى عَلَى رُءُوْسِ الأَشْهَادِ **هَؤُلَاءِ** الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ» وقَالَ شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَة حدثنا صفوان.

৪২. সফওয়ান ইবনু মুহরিয (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা **ইবনু** 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাওয়াফ করছিলেন। **হঠাৎ** এক ব্যক্তি তার **সম্মুখে এসে** বলল, হে আবূ **'আবদুর রহমান অথবা** বলল, হে ইবনু 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)! আপনি কি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে (ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা **এবং** **মু'মিনদের** মধ্যকার) গোপন আলোচনা **সম্পর্কে** কিছু শুনেছেন? **তিনি** বললেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, (ক্বিয়ামাতের দিন) **মু'মিনকে** তাঁর নৈকট্য দান করা **হবে**। হিশাম বলেন, মু'মিন নিকটবর্তী **হবে**, এমনকি আল্লাহ তা'আলা **তাকে স্বীয়** পর্দায় ঢেকে নেবেন **এবং** তার

৪১. [বুখারী ৪৬৮৪, **৫৩৫২,** ৭৪১১, ৭৪১৯, ৭৪৯৬]

নিকট হতে তার গুনাহসমূহের স্বীকারোক্তি নেবেন। (আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন) অমুক গুনাহ সম্পর্কে তুমি জান কি? বান্দা বলবে, হে আমার রব! আমি জানি, আমি জানি। এভাবে দু'বার বলবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার পাপ গোপন রেখেছিলাম। আর আজ তোমার সে পাপ ক্ষমা করে দিচ্ছি। তারপর তার নেক 'আমালনামা গুটিয়ে নেয়া হবে।

আর অন্যদলকে অথবা (রাবী বলেছেন) কাফিরদের সকলের সামনে ডেকে বলা হবে, এরাই সে লোক যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিল এবং শায়বান حَدَّثَنَا قَتَادَةُ-এর পরিবর্তে عَنْ قَتَادَةُ এবং عَنْ صَفْوَانُ -এর পরিবর্তে حَدَّثَنَا صَفْوَانُ বর্ণনা করেছেন।[৪২]

بَاب: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا﴾.

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা তো তাদের সন্তান যাদের আমি নূহের (আঃ) সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। নিশ্চয় নূহ (ﷺ) ছিল শোকরগুজার বান্দা। (সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭/৩)

٤٣. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا أَبُوْ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْها نَهْشَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ ذٰلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمْ الدَّاعِيْ وَيَنْفُذُهُمْ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ ما لا يُطِيْقُوْنَ وَلَا يَحْتَمِلُوْنَ فَيَقُوْلُ النَّاسُ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلَا تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلٰى رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُ

৪২. [বুখারী ২৪৪১, ৪৬৮৫]

بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ عليْكُمْ بِآدَمَ فَيَأْتُوْنَ آدَمَ عليْه السّلام فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خلقك اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ وَأمَرَ الْمَلَائِكَةَ فسَجَدُوْا لك اشفعْ لنَا إِلٰى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ أَلَا تَرَى إِلٰى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُوْلُ آدَمُ إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثلَهُ وَلَنْ يَغضب بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِيْ عَنْ الشَّجَرَةِ فعصيتُه نفسِيْ نَفسِيْ نَفْسِيْ اذْهبُوْا إِلٰى غَيْرِي اذْهبُوا إِلٰى نُوحٍ فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا نُوْحُ إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلٰى أَهْلِ الأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُوْرًا اشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلٰى مَا نَحْنُ فيْه فَيَقُوْلُ إِنَّ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غضبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِيْ دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلٰى قَوْمِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِيْ اذْهَبُوْا إِلٰى إِبْرَاهِيْمَ فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا إِبْرَاهِيْمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيْلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ اليوم غضبًا لمْ يغضب قبْله مِثلهٗ وَلنْ يغضب بعده مثْلهٗ وَإِنِّيْ قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذبَات فَذَكَرَهُنَّ أَبُوْ حَيَّانَ فِي الْحَدِيثِ نَفْسيْ نَفْسيْ نَفْسِيْ اذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِيْ اذْهَبُوْا إِلٰى مُوسَى فَيَأْتُوْنَ مُوْسَى فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُوْسَى أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّيْ قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُوْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِيْ نَفسِيْ نفسِيْ اذهبُوْا إِلٰى غيْرِي اذهبوا إِلٰى عِيسى ابنِ مريم فيأْتوْنَ عِيْسَى فَيَقُوْلُوْنَ يَا عِيْسَى أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا اشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ

فَيَقُوْلُ عِيْسَى إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِيْ اذْهَبُوْا إِلٰى مُحَمَّدٍ فَيَأْتُوْنَ مُحَمَّدًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ وَخَاتِمُ الأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ أَلَا تَرٰى إِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَأَنْطَلِقُ فَآتِيْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلٰى أَحَدٍ قَبْلِيْ ثُمَّ يُقَالُ «يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَأَقُوْلُ أُمَّتِيْ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ يَا رَبِّ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرٰى».

৪৩. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে গোশ্ত আনা হল এবং তাঁকে সামনের রান পরিবেশন করা হল। তিনি এটা পছন্দ করতেন। তিনি তার থেকে কামড়ে খেলেন। এরপর বললেন, আমি হব ক্বিয়ামাতের দিন মানবকুলের নেতা। তোমাদের কি জানা আছে তা কেন? ক্বিয়ামাতের দিন আগের ও পরের সকল মানুষ এমন এক ময়দানে জমায়েত হবে, যেখানে একজন আহ্বানকারীর আহ্বান সকলে শুনতে পাবে এবং সকলেই এক সঙ্গে দৃষ্টিগোচর করবে। সূর্য নিকটে এসে যাবে। মানুষ এমনি কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হবে যা অসহনীয় ও অসহ্যকর হয়ে পড়বে। তখন লোকেরা বলবে, তোমরা কী বিপদের সম্মুখীন হয়েছ তা কি দেখতে পাচ্ছ না? তোমরা কি এমন কাউকে খুঁজে বের করবে না, যিনি তোমাদের রবের কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশকারী হবেন? কেউ কেউ অন্যদের বলবে যে, আদামের কাছে চল। তখন সকলে তার কাছে এসে তাঁকে বলবে, আপনি আবুল বাশার*। আল্লাহ্ তা'আলা

* 'আবুল বাশার' অর্থ মানব জাতির পিতা।

আপনাকে নিজ হস্ত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর রূহ আপনার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন এবং মালায়িকাহ্কে হুকুম দিলে তাঁরা আপনাকে সাজদাহ করেন। আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি **কি দেখছেন** না যে, আমরা কিসের মধ্যে আছি? আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কী অবস্থায় পৌঁছেছি। তখন আদাম (ﷺ) বলবেন, আজ আমার রব এত রাগান্বিত হয়েছেন যার আগেও কোনদিন এমন রাগান্বিত হননি আর পরেও এমন রাগান্বিত হবেন না। তিনি আমাকে একটি গাছের নিকট যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি অমান্য করেছি, নফসী, নফ্সী, নফ্সী, (আমি নিজেই **সুপারিশ** প্রার্থী) তোমরা অন্যের কাছে যাও, তোমরা নূহ (ﷺ)-এর কাছে যাও। তখন সকলে নূহ্ (ﷺ)-এর **কাছে** এসে বলবে, হে নূহ্ (ﷺ)! নিশ্চয়ই আপনি পৃথিবীর মানুষের প্রতি প্রথম রসূল।* আর আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে পরম কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি **দেখছেন** না যে, আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি বলবেন, আমার রব আজ এত ভীষণ রাগান্বিত যে, আগেও এমন রাগান্বিত হননি আর পরে কখনো এমন রাগান্বিত হবেন না। আমার একটি গ্রহণযোগ্য দু'আ ছিল, যা আমি আমার কওমের ব্যাপারে করে ফেলেছি, (এখন) নফ্সী, নফ্সী, নফ্সী। তোমরা অন্যের **কাছে** যাও- যাও তোমরা ইবরাহীম (ﷺ)-এর কাছে।

তখন তারা ইব্রাহীম (ﷺ)-এর **কাছে** এসে বলবে, হে ইব্রাহীম (ﷺ)! **আপনি** আল্লাহ্র নাবী **এবং পৃথিবীর** মানুষের মধ্যে আপনি আল্লাহ্র বন্ধু*। আপনি **আপনার রবের** কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ **করুন**। **আপনি** কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি **তাদের** বলবেন, আমার রব আজ **ভীষণ** রাগান্বিত, যার আগেও কোন দিন এমন রাগান্বিত হননি, আর পরেও কোনদিন এমন রাগান্বিত হবেন না। আর আমি তো তিনটি **মিথ্যা বলে** ফেলেছিলাম। রাবী আবূ হাইয়ান তাঁর **বর্ণনায় এগুলোর** উল্লেখ করেছেন- (এখন) নফ্সী, নফ্সী, নফ্সী, তোমরা অন্যের **কাছে** যাও- যাও মূসার কাছে। তারা মূসার **কাছে** এসে বলবে, হে

* প্রথম নাবী **হচ্ছেন** আদাম (আ.) আর প্রথম রসূল **হচ্ছেন** নূহ (আ.)

* 'খালীলুল্লাহ' **উপাধি একমাত্র** আপনার।

মূসা (ﷺ)! আপনি আল্লাহ্‌র রসূল। আল্লাহ্ আপনাকে রিসালাতের সম্মান দিয়েছেন এবং আপনার সঙ্গে কথা বলে সমস্ত মানবকুলের উপর মর্যাদা দান করেছেন। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি বললেন, আজ আমার রব ভীষণ রাগান্বিত আছেন, এমন রাগান্বিত আগেও হননি এবং পরেও এমন রাগান্বিত হবেন না। আর আমি তো এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলাম, যাকে হত্যা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। এখন নফ্সী, নফ্সী, নফ্সী। তোমরা অন্যের কাছে যাও- যাও ঈসা (عليه السلام)-এর কাছে।

তখন তারা ঈসা (عليه السلام)-এর কাছে এসে বলবে, হে ঈসা (عليه السلام)! আপনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং কালিমাহ*, যা তিনি মারইয়াম (عليه السلام)-এর উপর ঢেলে দিয়েছিলেন। আপনি 'রূহ'**। আপনি দোলনায় থেকে মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। আজ আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কিসের মধ্যে আছি? তখন ঈসা (عليه السلام) বলবেন, আজ আমার রব এত রাগান্বিত যে, এর আগে এমন রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও এমন রাগান্বিত হবেন না। তিনি নিজের কোন গুনাহ্‌র কথা বলবেন না। নফ্সী, নফ্সী, নফ্সী, তোমরা অন্য কারও কাছে যাও- যাও মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কাছে। তারা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলবে, হে মুহাম্মাদ (ﷺ)! আপনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং শেষ নাবী। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার আগের, পরের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? তখন আমি আরশের নিচে এসে আমার রবের সামনে সাজদাহ দিয়ে পড়ব। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের এমন সুন্দর নিয়ম আমার সামনে খুলে দিবেন, যা এর পূর্বে অন্য কারও জন্য খোলেননি।

---

* 'কালিমাহ'-এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, كن শব্দ। যেহেতু এ শব্দটি বলার সঙ্গে সঙ্গে ঈসা (عليه السلام) আল্লাহ্‌র কুদরাতে মাতৃগর্ভে আসেন। তাই তাকে 'তার কালিমাহ' (আল্লাহ্‌র কালিমাহ) বলা হয়।

** যেহেতু আল্লাহর নির্দেশে তার মাতৃগর্ভে এসেছিলেন সেহেতু তাকে রুহুল্লাহ বলা হয়।

এরপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ (ﷺ)! তোমার মাথা উঠাও। তুমি যা চাও, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবূল করা হবে। এরপর আমি আমার মাথা উঠিয়ে বলব, হে আমার রব! আমার উম্মত। হে আমার রব! আমার উম্মত। হে আমার রব! আমার উম্মত। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ (ﷺ)! আপনার উম্মাতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ হবে না, তাদেরকে জান্নাতের দরজাসমূহের ডান পার্শ্বের দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিন। এ দরজা ছাড়া অন্যদের সঙ্গে অন্য দরজায়ও তাদের প্রবেশের অধিকার থাকবে। তারপর তিনি বলবেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সে সত্তার শপথ! জান্নাতের এক দরজার দুই পার্শ্বের মধ্যবর্তী স্থানের প্রশস্ততা যেমন মাক্কাহ ও হামীরের মধ্যবর্তী দূরত্ব, অথবা মক্কা ও বসরার মাঝে দূরত্বের সমতুল্য।[৪৩]

بَاب: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ﴾.

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম। (সূরাহ আম্বিয়া ২১/১০৪

٤٤. حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ شَيْخٌ مِنَ النَّخَعِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ «إِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ إِلَى اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ﴾ ثُمَّ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيْمُ أَلَا إِنَّه" يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِيْ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أَصْحَابِيْ فَيُقَالُ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿شَهِيْدٌ﴾ فَيُقَالُ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ».

---

৪৩. [বুখারী ৩৩৪০, ৪৭১২]

৪৪. ইব্‌নু 'আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ভাষণে বলেন, ক্বিয়ামাতের দিন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে বস্ত্রহীন এবং খাতনাহীন অবস্থায় জমায়েত হবে। (এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন) كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ "যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; আমার উপর এ ওয়াদা রইল; অবশ্যই আমি তা কার্যকর করব।" এরপর ক্বিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম পোশাক পরিধান করানো হবে ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে। জেনে রাখ, আমার উম্মাতের মধ্য হতে বহু লোককে হাজির করা হবে। এরপর তাদের ধরে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, হে রব! এরা তো আমার সঙ্গী-সাথী। এরপর বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার পরে ওরা (ইসলামে) নতুন কাজে লিপ্ত হয়েছে। তখন আমি সে কথা বলব, যেমন আল্লাহ্‌র নেক বান্দা [ঈসা (আলাইহিস সালাম)] বলেছিলেন ঃ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ ..... شَهِيْدٌ "যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষকারী এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী।" এরপর বলা হবে, তুমি এদের নিকট হতে চলে আসার পর এরা ধারাবাহিকভাবে উল্টো পথে চলেছে।[৪৪]

بَاب: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى﴾.

অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আর মানুষকে দেখবে নেশাগ্রস্ত সদৃশ। (সূরাহ হাজ্জ ২২/২

٤٥. حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «يَا آدَمُ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيُنَادَى بِصَوْتٍ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ

৪৪. [বুখারী ৩৩৪৯, ৪৭৪০]

ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ قَالَ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ أُرَاهُ قَالَ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَحِينَئِذٍ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ﴾ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوهُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ ثُمَّ أَنْتُمْ فِي النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جَنْبِ الثَّوْرِ الأَبْيَضِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جَنْبِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا» قَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الأَعْمَشِ ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى﴾ وَقَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَقَالَ جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى.

৪৫. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, হে আদম! তিনি বলবেন, হে রব! আমার সৌভাগ্য, আমি হাজির। তারপর তাকে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলা হবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমার বংশধর থেকে একদলকে বের করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে আস। আদাম (আলাইহিস সালাম) বলবে, হে রব! জাহান্নামী দলের পরিমাণ কী? বলবে, প্রতি হাজার থেকে আমার ধারণা যে, বললেন, নয়শত নিরানব্বই, এ সময় গর্ভবতী মহিলা গর্ভপাত করবে, শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং তুমি মানুষকে দেখবে মাতাল; অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন। [পরে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াতটি পাঠ করলেন] ঃ এ কথা লোকদের কাছে ভয়ানক মনে হল, এমনকি তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। এরপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন তো ইয়াজূজ-মাজূজ থেকে নেয়া হবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে একজন। আবার মানুষদের মধ্যে তোমাদের তুলনা হবে যেমন সাদা গরুর পার্শ্ব মধ্যে যেন একটি কালো পশম অথবা কালো গরুর পার্শ্বে যেন একটি সাদা পশম। আমি অবশ্য আশা রাখি যে, জান্নাতবাসীদের মধ্যে তোমরাই

হবে এক-চতুর্থাংশ। (রাবী বলেন) আমরা সবাই খুশীতে বলে উঠলাম, 'আল্লাহু আকবার'। এরপর রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ। আমরা বলে উঠলাম, 'আল্লাহু আকবার'। তারপর তিনি বললেন, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের অর্ধেক। আমরা বলে উঠলাম, 'আল্লাহু আকবার'।

আ'মাশ থেকে উসামার বর্ণনায় এসেছে تَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى এবং তিনি বলেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন।

জারীর, ঈসা, ইবনু ইউসুফ ও আবূ মু'আবিয়াহ্‌র বর্ণনায় سَكْرَى এবং وَمَا هُمْ بِسُكَارَى রয়েছে।[৪৫]

بَاب: ﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾.

অনুচ্ছেদঃ "আমাকে লাঞ্ছিত করো না পুনরুত্থান দিবসে।" (সূরাহ শু'আরা ২৬/৮৭)

٤٦. حدثنا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَخِي عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ فَيَقُولُ اللهُ «إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ».

৪৬. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, (হাশরের ময়দানে ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর পিতার সাক্ষাৎ পেয়ে বলবেন, ইয়া রব! আপনি আমার সঙ্গে ও'য়াদা করেছেন যে, ক্বিয়ামাতের দিন আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি কাফিরদের উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছি।[৪৬]

---

৪৫. [বুখারী ৩৩৪৮, ৪৭৪১]

৪৬. [বুখারী ৩৩৫০, ৪৭৬৯]

بَاب قَوْلِهِ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾.

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন জুড়ানো কী কী সামগ্রী লুকিয়ে রাখা হয়েছে .....?

(সূরাহ আস্-সাজদাহ ৩২/১৭)

٤٧. حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ اقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾»

وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اللهُ مِثْلَهُ قِيلَ لِسُفْيَانَ رِوَايَةً قَالَ فَأَيُّ شَيْءٍ؟ قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَرَأَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قُرَّاتِ.

৪৭. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তু বানিয়ে রেখেছি, যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন অন্তঃকরণ চিন্তা করেনি। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, তোমরা চাইলে এ আয়াত তিলাওয়াত কর ঃ "কেউ জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কোন্ বিষয় লুকিয়ে রাখা হয়েছে"– (আস্-সাজদাহ ৩২/১৭)।

সুফ্ইয়ান (রহ.).....আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, পরের অংশ আগের হাদীসের মত। আবূ সুফ্ইয়ান (রহ.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কি এ হাদীস রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, তা ছাড়া আর কী?

আবূ মু'আবীয়াহ (রহ.).....আবূ সালিহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) قُرَّاتِ "আলিফ" এবং লম্বা 'তা' সহ) পড়েছিলেন।[৪৭]

---

৪৭. [বুখারী ৩২৪৪, ৪৭৭৯]

٤٨. حدثني إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الأَعْمَشِ حدثنا أَبُوْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي ﷺ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلْهَ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ﴾». قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ قَرَأَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قُرَّاتِ أَعْيُنٍ

৪৮. আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তু রাজি তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন ব্যক্তির মন কল্পনা করেনি। এসব ছাড়া যা কিছুই তোমরা দেখছ, তার কোন মূল্যই নেই। তারপর এ আয়াত পাঠ করলেন, কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন তৃপ্তিকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পারিতোষিক হিসেবে।

আবূ মুয়াবিয়াহ আ'মাশ হতে তিনি আবূ সালিহ হতে বর্ণনা করেন, আবূ হুরাইরাহ قُرَّةِ أَعْيُنٍ এর স্থলে قُرَّاتِ أَعْيُنٍ পড়তেন।[৪৮]

بَاب قَوْلِهِ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্র বাণী: আমিই মালিক, দুনিয়ার বাদশারা কোথায়?

٤٩. حدثنا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ».

---

৪৮. [বুখারী ৩২৪৪, ৪৭৮০]

Contents

৪৯. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে নিজ মুষ্ঠিতে নিবেন এবং আকাশমণ্ডলীকে ভাঁজ করে তাঁর ডান হাতে নিবেন, তারপর বলবেন, আমিই মালিক, দুনিয়ার বাদশারা কোথায়?[৪৯]

بَاب: {وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} الآيَةَ.

অনুচ্ছেদ: " আর কাল-ই আমাদেরকে ধ্বংস করে।"

(সূরাহ জাসিয়া ৪৫/২৪)

٥٠. حدثنا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حدثنا الزهري عن سعيد بن الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «يُؤْذِيْنِيْ ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ».

৫০. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আদাম সন্তানরা আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যামানাকে গালি দেয়; অথচ আমিই যামানা। আমার হাতেই সকল ক্ষমতা; রাত ও দিন আমিই পরিবর্তন করি।[৫০]

بَاب: ﴿وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ﴾.

অনুচ্ছেদ: "এবং আত্মীয়ের বন্ধন ছিন্ন করবে।" (সূরাহ মুহাম্মাদ ৪৭/২২)

٥١. حدثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خلق الله الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قامت الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهُ

---

৪৯. [বুখারী ৪৮১২, ৬৫১৯, ৭৩৮২, ৭৪১৩; মুসলিম ৫০/হাঃ ২৭৮৭, আহমাদ ৮৮৭২]

৫০. [বুখারী ৪৮২৬, ৬১৮১,৭৪৯১; মুসলিম ৪০/১, হাঃ ২২৪৬]

مَهْ قَالَتْ هذا مقامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ «أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَذَاكِ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ اقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِى الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ﴾».

৫১. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেন। এ থেকে তিনি নিষ্ক্রান্ত হলে 'রাহিম' (রক্ত সম্পর্ক) দাঁড়িয়ে পরম করুণাময়ের আঁচল টেনে ধরল। তিনি তাকে বললেন, থামো। সে বলল, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী লোক থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্যই আমি এখানে দাঁড়িয়েছি। আল্লাহ্ বললেন, যে তোমাকে সম্পর্কযুক্ত রাখে, আমিও তাকে সম্পর্কযুক্ত রাখব; আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমিও তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করব এতে কি তুমি খুশী নও? সে বলল, নিশ্চয়ই, হে আমার প্রভু। তিনি বললেন, যাও, তোমার জন্য তাই করা হল। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, ইচ্ছে হলে তোমরা পড়, "ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বাঁধন ছিন্ন করবে।"[৫১]

بَاب: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا﴾.

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্র বাণী ঃ আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষ্য প্রদানকারী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। (সূরাহ আল-ফাত্হ ৪৮/৮)

৫২. حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عبد الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِيْ فِي الْقُرْآنِ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا﴾ قَالَ «فِي التَّوْرَاةِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا

৫১. [বুখারী ৪৮৩০, ৪৮৩১, ৪৮৩২, ৫৯৮৭, ৭৫০২; মুসলিম ৪৫/৬, হাঃ ২৫৫৪]

وَمُبَشِّرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ أَنْتَ عَبْدِيْ وَرَسُوْلِيْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُوْ وَيَصْفَحُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُوْلُوْا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوْبًا غُلْفًا».

৫২. 'আম্‌র ইব্‌নু আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, কুরআনের এ আয়াত, "আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে" তাওরাতে আল্লাহ্ এভাবে বলেছেন, হে নাবী, আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও উম্মী লোকদের মুক্তি দাতারূপে। তুমি আমার বান্দা ও রসূল। আমি তোমার নাম রেখেছি নির্ভরকারী, যে রূঢ় ও কঠোরচিত্ত নয়, বাজারে শোরগোলকারী নয় এবং মন্দ মন্দ দ্বারা প্রতিহতকারীও নয়; বরং তিনি ক্ষমা করবেন এবং উপেক্ষা করবেন। বক্র জাতিকে সোজা না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তাঁর জান কবয করবেন না। তা এভাবে যে, তারা বলবে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ নেই। ফলে খুলে যাবে অন্ধ চোখ, বধির কান এবং পর্দায় ঢাকা অন্তরসমূহ।[৫২]

بَاب قَوْلِهِ: ﴿وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ﴾

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্‌র বাণী ঃ সে বলবে, আরও কিছু আছে কি? (সূরাহ ক্বাফ ৫০/৩০)

৫৩. حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «تَحَاجَّتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ النَّارُ أُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ وَقَالَتْ الْجَنَّةُ مَا لِيْ لَا يَدْخُلُنِيْ إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِيْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيْ وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِيْ أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ

---

৫২. [বুখারী ২১২৫, ৪৮৩৮]

مِنْ عِبَادِيْ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا».

৫৩. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর বিতর্ক করে। জাহান্নাম বলে দাম্ভিক ও পরাক্রমশালীদের দ্বারা আমাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। জান্নাত বলে, আমার কী হলো? আমাতে কেবল মাত্র দুর্বল এবং নিরীহ ব্যক্তিরাই প্রবেশ করছে। তখন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা জান্নাতকে বলবেন, তুমি আমার রহমাত। তোমার দ্বারা আমার বান্দাদের যাকে ইচ্ছে আমি অনুগ্রহ করব। আর তিনি জাহান্নামকে বলবেন, তুমি হলে আযাব। তোমার দ্বারা আমার বান্দাদের যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেব। জান্নাত ও জাহান্নাম প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে পূর্ণতা। তবে জাহান্নাম পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তিনি তাঁর পা তাতে রাখবেন। তখন সে বলবে, বাস, বাস, বাস। তখন জাহান্নাম পূর্ণ হয়ে যাবে এবং এর এক অংশ অপর অংশের সঙ্গে মুড়িয়ে দেয়া হবে। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির কারো প্রতি যুল্ম করবেন না। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের জন্য অন্য মাখলূক সৃষ্টি করবেন।[৫৩]

بَابُ: ﴿لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾.

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্র বাণী ঃ (হে মু'মিনগণ!) আমার শত্রু তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (সূরাহ আল-মুমতাহিনাহ ৬০/১)

٥٤. حدثنا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِيْ رَافِعٍ كَاتِبَ عَلِيٍّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوْا حَتَّى تَأْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ

৫৩. [বুখারী ৪৮৪৯, ৪৮৫০; মুসলিম ৫১/১৩, হাঃ ২৮৪৬, আহমাদ ৮১৭০]

مِنْهَا فَذَهَبْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَا مَعِيْ مِنْ كِتَابٍ فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَإِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِيْ بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا هٰذَا يَا حَاطِبُ قَالَ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ كُنْتُ امْرَأً مِنْ قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُوْنَ بِهَا أَهْلِيْهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِمَكَّةَ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِيْ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ أَنْ أَصْطَنِعَ إِلَيْهِمْ يَدًا يَحْمُوْنَ قَرَابَتِيْ وَمَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِيْنِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُ" قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ إِنَّهُ" شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ «لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» قَالَ عَمْرٌو وَنَزَلَتْ فِيْهِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ قَالَ لَا أَدْرِي الْآيَةَ فِي الْحَدِيْثِ أَوْ قَوْلِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ قِيْلَ لِسُفْيَانَ فِيْ هٰذَا فَنَزَلَتْ ﴿لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ الْآيَةَ قَالَ سُفْيَانُ هٰذَا فِيْ حَدِيْثِ النَّاسِ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو مَا تَرَكْتُ مِنْهُ حَرْفًا وَمَا أُرَى أَحَدًا حَفِظَهُ غَيْرِيْ.

৫৪. 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (ﷺ) যুবায়র (রাঃ), মিকদাদ (রাঃ) ও আমাকে পাঠালেন এবং বললেন, তোমরা 'রওযা খাখ' নামক স্থানে যাও। সেখানে এক উষ্ট্রারোহিণী মহিলা পাবে। তার সঙ্গে একখানা পত্র আছে, তোমরা তার থেকে সে পত্রখানা নিয়ে নিবে। এরপর আমরা রওয়ানা হলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে ছুটে চলল। যেতে যেতে আমরা রওযায় গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে পৌঁছেই আমরা উষ্ট্রারোহিণীকে পেয়ে গেলাম। আমরা বললাম, পত্রখানা বের কর।

সে বলল, আমার সঙ্গে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, অবশ্যই তুমি পত্রখানা বের করবে, অন্যথায় তোমাকে বিবস্ত্র করে ফেলা হবে। এরপর সে তার চুলের বেনী থেকে পত্রখানা বের করল। আমরা পত্রখানা নিয়ে নাবী (ﷺ)-এর কাছে এলাম। দেখা গেল, পত্রখানা হাতিব ইব্‌নু আবূ বাল্‌তাআহ্ (রাঃ)-এর পক্ষ হতে মককার কতিপয় মুশরিকের কাছে লেখা যাতে তিনি নাবী (ﷺ)-এর বিষয় তাদের কাছে ব্যক্ত করে দিয়েছেন। নাবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, হাতিব কী ব্যাপার? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার ব্যাপারে তড়িৎ কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি কুরাইশ বংশীয় লোকদের সঙ্গে বসবাসকারী এক ব্যক্তি; কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার কোন বংশগত সম্পর্ক নেই। আপনার সঙ্গে যত মুহাজির আছেন, তাদের সবারই সেখানে আত্মীয়-স্বজন আছে। এসব আত্মীয়-স্বজনের কারণে মাক্কাহ্য় তাদের পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ রক্ষা পাচ্ছে। আমি চেয়েছিলাম, যেহেতু তাদের সঙ্গে আমার বংশীয় কোন সম্পর্ক নেই,তাই এবার যদি আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি, তাহলে হয়তো তারাও আমার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়াবে। কুফ্‌র ও স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করার মনোভাব নিয়ে আমি এ কাজ করিনি। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, সে তোমাদের কাছে সত্য কথাই বলেছে। তখন 'উমার (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে অনুমতি দিন এক্ষুণি আমি তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেই। নাবী (ﷺ) বললেন, সে বাদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি কি জান না, আল্লাহ্ অবশ্যই বাদরে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ "তোমরা যা চাও কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" আমর বলেন, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে ঃ "হে ঈমানদারগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" সুফ্‌ইয়ান (রহ.) বলেন, আয়াতটি হাদীসের অংশ না আম্‌র (রাঃ)-এর কথা, তা আমি জানি না।[৫৪]

'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, সুফ্‌ইয়ান ইব্‌নু 'উয়াইনাহ (রহ.)-কে "হে মু'মিনগণ! আমার শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না" আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সুফ্‌ইয়ান বলেন, মানুষের বর্ণনার মাঝে তো এ রকমই

৫৪. [৩০০৭, ৪৮৯০]

পাওয়া যায়। আমি এ হাদীসটি আম্র ইব্নু দীনার (রহ.) থেকে মুখস্থ করেছি। এর থেকে একটি অক্ষরও আমি বাদ দেইনি। আমার ধারণা, আম্র ইব্নু দীনার (রহ.) থেকে আমি ছাড়া আর কেউ এ হাদীস মুখস্থ করেনি।

باب: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

অনুচ্ছেদ: তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নাই। (সূরাহ ইখলাস ১১২/৩-৪)

৫৫. حدثنا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ «كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ ﴿اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا﴾ وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْئًا أَحَدٌ».

৫৫. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "বানী আদম আমার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে; অথচ এমন করা তার জন্য সঠিক হয়নি। বানী আদম আমাকে গালি দিয়েছে; অথচ এমন করা তার জন্য উচিত হয়নি। আমার প্রতি মিথ্যারোপ করার অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বলে, আল্লাহ্ আমাকে যে রকম প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন না। অথচ তাকে আবার জীবিত করা অপেক্ষা প্রথমবার সৃষ্টি করা আমার জন্য সহজ ছিল না। আমাকে তার গালি দেয়ার অর্থ হল, সে বলে, আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন; অথচ আমি একক, কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি কাউকে জন্ম দেইনি, আমাকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং কেউ আমার সমকক্ষ নয়।"[৫৫]

৫৫. [বুখারী ৩১৯৩, ৪৯৭৪]

٥٦. حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ «كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ أَمَّا تَكْذِيْبُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُوْلَ إِنِّيْ لَنْ أُعِيْدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُوْلَ اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِيْ كُفُؤًا أَحَدٌ ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ كُفُوًا﴾ وَكَفِيْئًا وَكِفَاءً وَاحِدٌ».

৫৬. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেছেন, আদাম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে; অথচ এমন করা তার জন্য সঠিক হয়নি। সে আমাকে গালি দিয়েছে; অথচ এমন করা তার পক্ষে উচিত হয়নি। আমার প্রতি তার মিথ্যারোপ করার অর্থ হচ্ছে, সে বলে, আমি আবার জীবিত করতে সক্ষম নই যেমনিভাবে আমি তাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছি। আমাকে তার গালি দেয়া হচ্ছে এই যে, সে বলে, আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন; অথচ আমি কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি এমন এক সত্তা যে, আমি কাউকে জন্ম দেইনি, আমাকেও কেউ জন্ম দেয়নি এবং আমার সমতুল্য কেউ নেই। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, كَفِيْئًا এবং كِفَاءً একই অর্থবোধক শব্দ।[৫৬]

بَاب فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ.

অনুচ্ছেদ: সব কালামের উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব

٥٧. حدثنا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِيْ أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِيْ إِلَى نِصْفِ

৫৬. [বুখারী ৩১৯৩, ৪৯৭৫]

النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاط فَعملَت الْيَهُوْدُ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِيْ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ فعملت النَّصَارَى ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ بِقِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ قَالُوْا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ قَالُوْا لَا قَالَ فذاك فضلي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ».

৫৭. ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতীতের জাতিসমূহের সঙ্গে তোমাদের জীবনকালের তুলনা হচ্ছে আসর ও মাগরিবের সলাতের মধ্যবর্তী সময়কালের মত। তোমাদের এবং ইয়াহূদী-নাসারাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করে তাদেরকে বলল, "তোমাদের মধ্যে কে এক কীরাতের বিনিময়ে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত কাজ করবে?" ইয়াহূদীরা কাজ করল। তারপর সেই ব্যক্তি আবার বলল, তোমাদের মধ্যে কে এক কীরাতের বিনিময়ে দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত কাজ করবে? নাসারারা কাজ করল। এরপর তোমরা (মুসলিমরা) আসরের সলাতের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত প্রত্যেকে দু' কীরাতের বিনিময়ে কাজ করেছ। তারা বলল, আমরা কম মজুরী নিয়েছি এবং অধিক কাজ করেছি। তিনি (আল্লাহ্) বললেন, আমি কি তোমাদের অধিকারের ব্যাপারে যুলম করেছি? তারা উত্তরে বলবে, না। এরপর আল্লাহ্ বলবেন, এটা আমার দয়া, আমি যাকে ইচ্ছে দিয়ে থাকি।[৫৭]

بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَ

অনুচ্ছেদ: পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করার ফাযীলত

৫৮. حدثنا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنَ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ «أَنفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ».

৫৭. [বুখারী ৫৫৭, ৫০২১]

৫৮. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন, তুমি ব্যয় কর, হে আদম সন্তান! আমিও তোমার প্রতি ব্যয় করব।[৫৮]

بَاب فَضْلِ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ.

অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি হীন হয়ে পড়েছে তার ফযীলত

৫৯. حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ قَالَ «إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ" مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ» تَابَعَهُ" أَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ وَأَبُوْ ظِلَالِ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

৫৯. আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ বলেছেন ঃ আমি যদি আমার কোন বান্দাকে তার অতি প্রিয় দু'টি বস্তু সম্পর্কে পরীক্ষায় ফেলি, আর সে তাতে ধৈর্য ধরে, তাহলে আমি তাকে সে দু'টির বিনিময়ে জান্নাত দান করব। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, দু'টি প্রিয় বস্তু হল সে ব্যক্তির চক্ষুদ্বয়। এরকম বর্ণনা করেছেন আশ'আস ইবনু জাবির ও আবূ যিলাল (রহ.) আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে।* [৫৯]

---

৫৮. [বুখারী ৩৬৮৪, ৫৩৫২]

* উপর্যুক্ত হাদীসে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু' চোখ হারানো ব্যক্তির ফাযীলাত বর্ণনা করে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যদি উক্ত অন্ধ লোকটি আন্তরিকতাব সাথে সবর করতে পারে। আফসোসের ব্যাপার এই যে, আমাদের সমাজের জাহিলী চরিত্রের লোকেরা চোখ হারানো লোকটি যত বড় 'আলিম, বুযুর্গ, পরহেজগার হোন না কেন, তাকে নিয়ে উপহাস তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে আর বলে, ঐ লোকের পাপ আল্লাহ তা'আলা সহ্য করতে না পেরে ওর দু'টি চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন। ঐ লোক যদি ভালই হবে, তবে তার এক চোখ বা দুই চোখ কানা হবে কেন? পবিত্র কুরআন সাক্ষ্য দেয় ঃ ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম)-এর দুই চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হারানো ছেলের চিন্তায় তার উভয় চোখ সাদা (অন্ধ) হয়ে গিয়েছিল। এখন বুঝতে হবে আল্লাহর নাবী ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম) যদি অন্ধ হতে পারেন তাহলে সাধারণ

بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الْمِسْكِ.

অনুচ্ছেদ: মিস্‌কের বর্ণনা

٦٠. حدثني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَه" إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّه" لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ».

৬০. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ বানী আদমের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্যেই- সওম ব্যতীত। তা আমার জন্য, আমি নিজেই তার পুরস্কার দেব। আর সাওম পালনকারীদের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মিসকের ঘ্রাণের চেয়ে অধিক সুগন্ধযুক্ত।[৬০]

بَاب نَقْضِ الصُّوَرِ.

অনুচ্ছেদ: ছবি ভেঙে ফেলা সম্পর্কিত

٦١. حدثنا مُوسٰى حدثنا عبد الواحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ فَرَأى أَعْلَاهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِيْ فَلْيَخْلُقُوْا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتّٰى بَلَغَ إِبْطَه" فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشَيْءٌ سَمِعْتَه" مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ».

পরহেজগার লোকের অন্ধ হওয়াটা তো কোন বিষয়ই হতে পারে না। আল্লাহর নাবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অন্ধ লোকের প্রতি আমরা যেন যথাযথ আচরণ করতে সচেষ্ট হই।

৫৯. (বুখারী ৫৬৫৩)

৬০. [বুখারী ১৮৯৪, ৫৯২৭]

৬১. **আবূ যুর'আ** (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-এর সাথে মাদীনাহ্‌র এক ঘরে প্রবেশ করি। ঘরের উপরে এক ছবি নির্মাতাকে তিনি ছবি তৈরী করতে দেখলেন। তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি– (আল্লাহ বলেছেন) ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি অত্যাচারী আর কে, যে আমার সৃষ্টি সদৃশ কোন কিছু সৃষ্টি করতে যায়? তা হলে তারা একটি দানা সৃষ্টি করুক অথবা একটি অণু পরিমাণ কণা সৃষ্টি করুক! তারপর তিনি একটি পানির পাত্র চেয়ে আনলেন এবং ('উযূ করতে গিয়ে) বগল পর্যন্ত দু'হাত ধুলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আবূ হুরাইরাহ! আপনি রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে (এ ব্যাপারে) কিছু শুনেছেন কি? তিনি বললেন ঃ (হাঁ) অলঙ্কার পরার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত (ধোয়া উত্তম)।[৬১]

بَاب مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللهُ.

অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি আত্মীয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করবে, আল্লাহ তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবেন

٦٢. حدثني بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِيْ مُزَرِّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّيْ سَعِيْدَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتْ الرَّحِمُ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنْ الْقَطِيْعَةِ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَهُوَ لَكِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ﴾

৬২. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ আল্লাহ যাবতীয় সৃষ্টিকে পয়দা করলেন। যখন তিনি সৃষ্টি কাজ সমাধা করলেন, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক বলে উঠলো ঃ সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে আপনার আশ্রয় লাভকারীদের এটাই যথাযোগ্য স্থান। তিনি (আল্লাহ)

৬১. [বুখারী ৫৯৫৩, ৭৫৫৯; মুসলিম ৩৭/২৬, হাঃ ২১১১, আহমাদ ৯০৮৮]

বললেন ঃ **হাঁ তুমি** কি এতে খুশি নও যে, তোমার সাথে যে সুসম্পর্ক রাখবে, আমিও তার সাথে **সুসম্পর্ক** রাখবো। **আর** যে তোমা হতে সম্পর্ক ছিন্ন **করবে**, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন **করবো**। সে (রক্ত সম্পর্ক) **বললো** ঃ হাঁ আমি সন্তুষ্ট হে আমার রব! আল্লাহ বললেন ঃ তা হলে এ মর্যাদা তোমাকে দেয়া হলো। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমরা ইচ্ছে করলে (এ আয়াতটি) পড়ো ঃ "ক্ষমতা পেলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে আর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।" (সূরাহ মুহাম্মাদ ৪৭/২২)[৬২]

٦٣. حدثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اللهُ «مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُه" وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ».

৬৩. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ রক্ত সম্পর্কে মূল হল রাহমান। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ যে তোমার সাথে সুসম্পর্ক রাখবে, আমি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব। আর যে তোমা হতে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও সে লোক হতে সম্পর্ক ছিন্ন করব।[৬৩]

بَاب الْمِقَةِ مِنْ اللهِ تَعَالَى.

অনুচ্ছেদ: ভালবাসা আসে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে

٦٤. حدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَه عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيْلَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّه" فَيُحِبُّه" جِبْرِيْلُ فَيُنَادِيْ جِبْرِيْلُ فِيْ أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوْه" فَيُحِبُّه" أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِيْ أَهْلِ الْأَرْضِ».

---

৬২. [বুখারী ৪৮৩০, ৫৯৮৭]

৬৩. (বুখারী ৫৯৮৮)

৬৪. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি জিব্রীল (আলাইহিস সালাম)-কে ডেকে বলেন, আল্লাহ তা'আলা অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তুমিও তাকে ভালবাসবে। তখন জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) তাকে ভালবাসেন এবং তিনি আসমানবাসীদের ডেকে বলেন, আল্লাহ তা'আলা অমুককে ভালবাসেন, অতএব তোমরাও তাকে ভালবাসবে। তখন আসমানবাসীরাও তাকে ভালবাসে। তারপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে দুনিয়াবাসীদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করা হয়।[৬৪]

باب سَتْرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ.

অনুচ্ছেদ: মু'মিন কর্তৃক স্বীয় দোষ ঢেকে রাখা

٦٥. حدثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي النَّجْوٰى قَالَ يَدْنُوْ أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتّٰى يَضَعَ كَنَفَهُ" عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ وَيَقُوْلُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُقَرِّرُهُ" ثُمَّ يَقُوْلُ «إِنِّيْ سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ».

৬৫. সফওয়ান ইবনু মুহ্রিয (রহ.) হতে বর্ণিত যে, এক লোক ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি 'নাজওয়া' (ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ ও তাঁর মু'মিন বান্দার মধ্যে গোপন আলোচনা) ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কী বলতে শুনেছেন? বললেন, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের এক ব্যক্তি তার প্রতিপালকের এত কাছাকাছি হবে যে, তিনি তার উপর তাঁর নিজস্ব আবরণ টেনে দিয়ে দু'বার জিজ্ঞেস করবেন ঃ তুমি এই এই কাজ করেছিলে? সে বলবে ঃ হাঁ। আবার তিনি জিজ্ঞেস করবেন ঃ তুমি এই এই কাজ করেছিলে? সে বলবে ঃ হাঁ। এভাবে তিনি তার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করবেন। এরপর বলবেন ঃ আমি দুনিয়াতে তোমার এগুলো লুকিয়ে রেখেছিলাম। আজ আমি তোমার এসব গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম।[৬৫]

৬৪. [বুখারী ৩২০৯, ৬০৪০]
৬৫. [বুখারী ২৪৪১, ৬০৭০]

.بَاب لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ

অনুচ্ছেদঃ যামানাকে গালি দেবে না

٦٦. حدثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ «يَسُبُّ بَنُوْ آدَمَ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ».

৬৬. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন, মানুষ কালকে গালি দেয়, অথচ আমিই কাল, (এর নিয়ন্ত্রণের মালিক)। একমাত্র আমারই হাতে রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটে।[৬৬]

بَاب بَدْءِ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদঃ সালামের সূচনা

٦٧. حدثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ طُوْلُه" سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَه" قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُوْلَئِكَ النَّفَرِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ جُلُوْسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَزَادُوْه" وَرَحْمَةُ اللهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ».

৬৭. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আদাম (আলাইহিস সালাম)-কে তাঁর যথাযোগ্য গঠনে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। তিনি তাঁকে সৃষ্টি করে বললেন ঃ তুমি যাও, উপবিষ্ট মালায়িকাহ্‌র এই দলকে সালাম করো এবং তুমি মনোযোগ

---

৬৬. [বুখারী ৪৮২৬, ৬১৮১; মুসলিম ৪০/১, হাঃ ২২৪৬]

সহকারে শোনবে তারা তোমার সালামের কী জবাব দেয়? কারণ এটাই হবে তোমার ও তোমার বংশধরের সম্ভাষণ (তাহিয়্যা)। তাই তিনি গিয়ে বললেন ঃ 'আস্‌সালামু 'আলাইকুম'। তাঁরা জবাবে বললেন ঃ 'আস্‌সালামু 'আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ'। তাঁরা বাড়িয়ে বললেন ঃ 'ওয়া রহমাতুল্লাহ' বাক্যটি। তারপর নাবী (ﷺ) আরও বললেন ঃ যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা আদাম (عليه السلام)-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবে। তারপর থেকে এ পর্যন্ত মানুষের আকৃতি ক্রমশঃ কমে আসছে।[৬৭]

بَاب الدُّعَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ: মাঝ রাতের দু'আ

٦٨. حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُوْلُ «مَنْ يَدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَه" مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَه" مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ».

৬৮. আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদের নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন ঃ আমার নিকট দু'আ করবে কে? আমি তার দু'আ কবূল করবো। আমার নিকট কে চাবে? আমি তাকে দান করবো। আমার কাছে কে তার গুনাহ ক্ষমা চাবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।[৬৮]

---

৬৭. [বুখারী ৩৩২৬, ৬২২৭]
৬৮. [বুখারী ১১৪৫, ৬৩২১]

بَاب فَضْلِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র-এর ফাযীলাত

٦٩. حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ لِلّهِ مَلائكَة يَطُوْفُوْنَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُون اللهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُوْلُ عِبَادِيْ قَالُوْا يَقُوْلُوْنَ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَأَوْنِيْ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَا وَاللهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُوْلُ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِيْ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوْا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَتَحْمِيْدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا قَالَ يَقُوْلُ فَمَا يَسْأَلُوْنِيْ قَالَ يَسْأَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُوْلُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَا واللهِ يَا ربِ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ مِنْ النَّارِ قَال يقول وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَا واللهِ يا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْها قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْها كَانُوْا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُوْلُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ فِيْهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَة قَالَ هُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ»

رَوَاه" شُعْبَةُ عَنْ الأَعْمَشِ وَلَمْ يَرْفَعْه" وَرَوَاه" سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

৬৯. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) **হতে বর্ণিত**। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র **একদল** ফেরেশতা আছেন, যাঁরা আল্লাহ্‌র যিকরে রত লোকেদের খোঁজে **পথে পথে ঘুরে** বেড়ান। **যখন** তারা কোথাও আল্লাহ্‌র যিকরে রত লোকেদের দেখতে পান, তখন ফেরেশতারা পরস্পরকে ডাক **দিয়ে** বলেন, তোমরা আপন আপন কাজের দিকে এগিয়ে এসো। তখন তাঁরা তাঁদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকটবর্তী আকাশ পর্যন্ত। তখন তাঁদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন (যদিও ফেরেশতাদের চেয়ে তিনিই অধিক জানেন) আমার বান্দারা **কী** বলছে? তখন তাঁরা বলে, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার **শ্রেষ্ঠত্বের** ঘোষণা **দিচ্ছে**, তারা আপনার গুণগান করছে **এবং** তারা আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? **তখন** তারা বলবে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক, আপনার শপথ! তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলবেন, আচ্ছা, তবে যদি তারা আমাকে দেখত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা আপনাকে দেখত, তবে তারা আরও অধিক পরিমাণে আপনার 'ইবাদাত করত, আরো অধিক আপনার মাহাত্ম্য ঘোষণা করত, আরো অধিক **পরিমাণে** আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্ বলবেন, তারা আমার কাছে কী চায়? তাঁরা বলবে, তারা আপনার **কাছে** জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলবেন, না। আপনার সত্তার কসম! হে রব! তারা **তা** দেখেনি। **তিনি** জিজ্ঞেস করবেন, যদি তারা দেখত তবে তারা কী করত? তাঁরা বলবে, যদি তারা তা দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরো অধিক লোভ করত, আরো বেশি চাইত এবং এর জন্য আরো বেশি বেশি আকৃষ্ট হত।। **আল্লাহ্** তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, তারা কী থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ বলবেন, জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তারা জবাব দেবে, আল্লাহ্‌র কসম! হে প্রতিপালক! তারা জাহান্নাম দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, যদি তারা **তা** দেখত তখন তাদের **কী** হত? তাঁরা বলবে, যদি তারা তা দেখত, তাহলে তারা তাথেকে **দ্রুত** পালিয়ে যেত এবং একে অত্যন্ত বেশি ভয় করত। **তখন** আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের একজন বলবে,

তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে কোন প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তারা এমন উপবেশনকারী যাদের মাজলিসে উপবেশনকারী বিমুখ হয় না।[৬৯]

শু'বা এটিকে আ'মাশ হতে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি তাকে চিনেন না। সুহাইল তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এটি বর্ণনা করেছেন।

بَاب الْعَمَلِ الَّذِيْ يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ فِيْهِ سَعْدٌ

অনুচ্ছেদঃ যে 'আমালের দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করা হয়

٧٠. حدثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى «مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِيْ جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ».

৭০. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বলেন, আমি যখন আমার মু'মিন বান্দার কোন প্রিয়বস্তু দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেই আর সে ধৈর্য ধারণ করে, আমার কাছে তার জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু (প্রতিদান) নেই।[৭০]

بَاب الْخَوْفِ مِنَ اللهِ

অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ্-ভীতি

٧١. حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيْءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِذَا أَنَا مُتُّ فَخُذُوْنِيْ فَذَرُّوْنِيْ فِي الْبَحْرِ فِيْ يَوْمٍ صَائِفٍ فَفَعَلُوْا بِهِ فَجَمَعَهُ اللهُ ثُمَّ قَالَ «مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِيْ صَنَعْتَ قَالَ مَا حَمَلَنِيْ إِلَّا مَخَافَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ».

---

৬৯. [বুখারী ৬৪০৮; মুসলিম ৪৮/৮, হাঃ ২৬৮৯, আহমাদ ৭৪৩০]

৭০. (বুখারী ৬৪২৪)

৭১. হুযাইফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্বের উম্মাতের এক লোক ছিল, যে তার 'আমাল সম্পর্কে আশঙ্কা পোষণ করত। সে তার পরিবারের লোকদের বলল, আমি মারা গেলে, তখন তোমরা আমাকে জ্বালিয়ে দিয়ে অতঃপর প্রচণ্ড গরমের দিনে আমার ছাই সমুদ্রে ছিটিয়ে দেবে। তারা সে অনুযায়ী কাজ করলো। অতঃপর আল্লাহ্ সেই ছাই জমা করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে এ কাজে কিসে প্ররোচিত করল? সে বললো, একমাত্র আপনার ভয়ই আমাকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছে। তখন আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিলেন।[৭১]

٧٢. حدثنا مُوْسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِيْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ذَكَرَ رَجُلًا فِيْمَنْ كَانَ سَلَفَ أَوْ قَبْلَكُمْ آتَاهُ اللهُ مَالًا وَوَلَدًا يَعْنِيْ أَعْطَاهُ قَالَ فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ لِبَنِيْهِ أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوْا خَيْرَ أَبٍ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا فَسَّرَهَا قَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ وَإِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللهِ يُعَذِّبْهُ فَانْظُرُوْا فَإِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُوْنِيْ حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُوْنِيْ أَوْ قَالَ فَاسْهَكُوْنِيْ ثُمَّ إِذَا كَانَ رِيْحٌ عَاصِفٌ فَأَذْرُوْنِيْ فِيْهَا فَأَخَذَ مَوَاثِيْقَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ وَرَبِّيْ فَفَعَلُوْا فَقَالَ اللهُ كُنْ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ أَيْ عَبْدِيْ «مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ قَالَ مَخَافَتُكَ أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ فَمَا تَلَافَاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللهُ» فَحَدَّثْتُ أَبَا عُثْمَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فَأَذْرُوْنِيْ فِي الْبَحْرِ أَوْ كَمَا حَدَّثَ وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৭২. আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগের অথবা পূর্ব যুগের জনৈক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন। আল্লাহ্ তাকে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছিলেন। মৃত্যুর সময় হাজির হলে সে তার সন্তানদেরকে জিজ্ঞেস করলো, আমি কেমন পিতা ছিলাম? তারা বলল,

৭১. [বুখারী ৩৪৫২, ৬৪৮০]

উত্তম। সে বললো, যে আল্লাহ্‌র কাছে কোন সম্পদ জমা রাখেনি, সে আল্লাহ্‌র কাছে হাজির হলে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন। তোমরা খেয়াল রাখবে, আমি মারা গেলে আমাকে জ্বালিয়ে দেবে। আমি যখন কয়লা হয়ে যাব তাকে ছাই করে ফেলবে। অতঃপর যখন প্রবল বাতাস বইবে, তখন তোমরা তা তাতে উড়িয়ে দেবে। এ ব্যাপারে সে তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিল। রাবী বলেন, আমার প্রতিপালকের কসম! তারা তাই করল। অতঃপর আল্লাহ বললেন, এসে যাও। হঠাৎ সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, হে আমার বান্দা! এ কাজে কিসে তোমাকে প্রেরণা দিল? সে বললো, আপনার ভীতি অথবা আপনার থেকে সরে থাকার কারণে। তখন তিনি এর প্রতিদানে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। আমি আবূ 'উসমানকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন, আমি সালমানকে শুনেছি, তিনি এছাড়া অতিরিক্ত করেছেন....আমার ছাইগুলো সমুদ্রে ছিটিয়ে দেবে। অথবা তিনি যেমনটি বর্ণনা করেছেন। মু'আয (রহ.).....'উকবাহ (রহ.) বলেন ঃ আমি আবূ সা'ঈদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে শুনেছি নাবী (সা) থেকে।[৭২]

بَاب مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أَوْ بِسَيِّئَةٍ

অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি ভাল বা মন্দের ইচ্ছে করল

٧٣. حدثنا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا جَعْدُ بْنُ دِينَارٍ أَبُوْ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِيْ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلٰى أَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً»

---

৭২. [বুখারী ৩৪৭৮, ৬৪৮১]

৭৩. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (হাদীসে কুদসী স্বরূপ) তাঁর প্রতিপালক হতে বর্ণনা করে বলেন যে, আল্লাহ্ ভাল-মন্দ লিখে দিয়েছেন। এরপর সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে করল না, আল্লাহ্ তাঁর কাছে এর জন্য পূর্ণ সাওয়াব লিখবেন। আর সে ভাল কাজের ইচ্ছা করল এবং তা বাস্তবেও করল তবে আল্লাহ্ তাঁর কাছে তার জন্য দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত এমন কি এর চেয়েও অধিক সাওয়াব লিখে দেন। আর যে কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ্ তাঁর কাছে তার জন্য পূর্ণ সাওয়াব লিখবেন। আর যদি সে মন্দ কাজের ইচ্ছা করার পর বাস্তবেও তা করে, তবে তার জন্য আল্লাহ্ মাত্র একটা গুনাহ লিখেন।[৭৩]

بَاب التَّوَاضُعِ

অনুচ্ছেদঃ বিনীত হওয়া

٧٤. حدثني مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ قَالَ «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ»

৭৪. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন

৭৩. [বুখারী ৬৪৯১; মুসলিম ১/৫৯, হাঃ ১৩১, আহমাদ ৩৪০২]

ওলীর সঙ্গে দুশমনি রাখবে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমি যা কিছু আমার বান্দার উপর ফরয করেছি, তা দ্বারাই কেউ আমার নৈকট্য লাভ করবে না। আমার বান্দা সর্বদা নফল 'ইবাদাত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকবে। এমন কি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি কোন কাজ করতে চাইলে তা করতে কোন দ্বিধা করি-না, যতটা দ্বিধা করি মু'মিন বান্দার প্রাণ নিতে। সে মৃত্যুকে অপসন্দ করে আর আমি তার বেঁচে থাকাকে অপসন্দ করি।[৭৪]

بَاب يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্ দুনিয়াকে মুষ্ঠিতে ধারণ করবেন

٧٥. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ «أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ»

৭৫. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ক্বিয়ামাতের দিন) আল্লাহ্ দুনিয়াকে আপন মুষ্ঠিতে আবদ্ধ করবেন আর আকাশকে ডান হাতে গুটিয়ে নিবেন। অতঃপর তিনি বলবেন ঃ "আমি একমাত্র বাদশাহ্, দুনিয়ার রাজা বাদশাহ্রা কোথায়?"[৭৫]

---

৭৪. (বুখারী ৬৫০২)

৭৫. [বুখারী ৪৮১২, ৬৫১৯]

بَاب كَيْفَ الْحَشْرُ

অনুচ্ছেদ: হাশরের অবস্থা কেমন হবে

٧٦. حدثنى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ **قَالَ قَامَ** فِيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ «إِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً **غُرْلًا** كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خلْقٍ نُعِيْدُهُ الْآيَةَ وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيْمُ وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِيْ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أَصْحَابِيْ فَيَقُوْلُ إِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ إِلَى قَوْلِهِ الْحَكِيْمُ قَالَ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ»

৭৬. ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। এরপর বললেন ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের হাশর করা হবে নগ্ন পা, নগ্ন দেহে ও খাতনাবিহীন অবস্থায়। আয়াত ঃ {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ} অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে আবার সৃষ্টি করব। আর ক্বিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে বস্ত্র পরিধান করানো হবে। আমার উম্মাত হতে কিছু লোককে হাজির করা হবে আর তাদেরকে আনা হবে বাম হাতে 'আমালনামা প্রাপ্তদের ভিতর থেকে। তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! এরা তো আমার উম্মাত। তখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ "তুমি জান না তোমার পরে এরা কী করেছে। তখন আমি নিবেদন করব, যেমন নিবেদন করেছে পুণ্যবান বান্দা অর্থাৎ 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)" {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ..... الْحَكِيْمُ} আয়াত পর্যন্ত। অর্থাৎ আর তাদের কাজ কর্মের ব্যাপারে সাক্ষী ছিলাম যদ্দিন আমি তাদের মাঝে ছিলাম الْحَكِيْمُ..... পর্যন্ত। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এরপর বলা হবে। এরা সর্বদাই দীন ত্যাগ করে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেত।[৭৬]

---

৭৬. [বুখারী ৩৩৪৯, ৬৫২৬; মুসলিম ৫১/১৪, হাঃ ২৮৬০, আহমাদ ২০৯৬]

٧٧. حدثنا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنِيْ أَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ فَتَرَاءَى ذُرِّيَّتُهُ فَيُقَالُ هٰذَا أَبُوكُمْ آدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيَقُوْلُ أَخْرِجْ بَعْثَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ كَمْ أُخْرِجُ فَيَقُوْلُ أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا قَالَ إِنَّ أُمَّتِيْ فِي الْأُمَمِ كَالشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ»

৭৭. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম আদাম (আলাইহিস সালাম)-কে ডাকা হবে। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে দেখতে পাবেন। তখন তাদেরকে বলা হবে, ইনি তোমাদের পিতা আদাম (আলাইহিস সালাম)। তখন তারা বলবে لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ আমরা তোমার খিদমাতে হাজির! এরপর তাঁকে আল্লাহ্ বলবেন, তোমার জাহান্নামী বংশধরকে বের কর। তখন আদাম (আলাইহিস সালাম) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! কী পরিমাণ বের করব? আল্লাহ্ বলবেন ঃ প্রতি একশ' তে নিরানব্বই জনকে বের কর। তখন সহাবাগণ বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! প্রতি একশ' তে নিরানব্বই জনকে বের করা হবে তখন আর আমাদের কে বাকী থাকবে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ নিশ্চয়ই অন্যান্য সকল উম্মাতের তুলনায় আমার উম্মাত হল কাল ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা চুলের মত।[৭৭]

بَاب قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ﴾ ﴿أَزِفَتْ الْآزِفَةُ﴾ ﴿اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ﴾

অনুচ্ছেদ: কিয়ামাতের কম্পন এক ভয়ানক জিনিস– (সূরাহ হাজ্জ ২২/১) আগমনকারী মুহূর্ত (ক্বিয়ামাত) নিকটবর্তী– (সূরাহ নাজ্ম ৫৩/৫৭) ক্বিয়ামাত নিকটবর্তী হয়েছে– (সূরাহ আল-ক্বামার ৫৪/১)

৭৭. (বুখারী ৬৫২৯)

٧٨. حدثني يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ «يَا آدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ قَالَ يَقُوْلُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ فَذَاكَ حِيْنَ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ﴿وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ﴾ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّنَا ذٰلِكَ الرَّجُلُ قَالَ أَبْشِرُوْا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِيْ جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ أَوْ الرَّقْمَةِ فِيْ ذِرَاعِ الْحِمَارِ»

৭৮. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ডেকে বলবেন, হে আদাম! তিনি বলবেন, আমি তোমার খিদমতে হাজির। যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ্ বলবেন, জাহান্নামীদের (নিক্ষেপ করার জন্য) বের কর। আদাম (আলাইহিস সালাম) বলবেন, কী পরিমাণ জাহান্নামী বের করব? আল্লাহ্ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন। আর এটা ঘটবে ঐ সময়, যখন (ক্বিয়ামাতের ভয়াবহতায়) শিশু বুড়িয়ে যাবে। (আয়াত) ঃ প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত করে ফেলবে; মানুষকে দেখবে মাতাল, যদিও আসলে তারা মাতাল নয়। আসলে আল্লাহ্র শাস্তি বড় কঠিন– (সূরাহ হাজ্জ ২২/২)। এ ব্যাপারটি সহাবাগণের নিকট বড় কঠিন মনে হল। তখন তাঁরা বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদের মধ্য থেকে (মুক্তি প্রাপ্ত) সেই লোকটি কে হবেন? তিনি বললেন ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর যে ইয়াযুয ও মাযূয থেকে এক হাজার আর তোমাদের হবে একজন। এরপর তিনি বললেন ঃ

শপথ ঐ সত্তার, যাঁর করতলে আমার প্রাণ। আমি আশা রাখি যে তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা 'আল হামদুলিল্লাহ্' ও 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠলাম। তিনি আবার বলতেন ঃ শপথ ঐ সত্তার, যাঁর হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই আশা রাখি যে তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। অন্য সব উম্মাতের তুলনায় তোমাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে কাল ষাঁড়ের চামড়ায় একটি সাদা চুলের মত। অথবা সাদা দাগ, যা গাধার সামনের পায়ে হয়ে থাকে।[৭৮]

بَاب صفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ قَال النَّبِيُّ ﷺ أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ زِيَادَةُ كَبِدِ حُوْتٍ عَدْنٌ خُلْدٌ عَدَنْتُ بِأَرْضٍ أَقَمْتُ وَمِنْهُ الْمَعْدِنُ فِيْ مقعد صِدْق فِيْ مَنْبِتِ صِدْقٍ

باب: صفَةُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

অনুচ্ছেদ: জান্নাত ও জাহান্নাম-এর বিবরণ

٧٩. حدثنا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ «لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لم تعط أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ أَنَا أُعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالُوا يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيْ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا»

৭৯. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ জান্নাতীদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! হাজির,

৭৮. [বুখারী ৩৩৪৮, ৬৫৩০; মুসলিম ১/৯২, হাঃ ২২২, আহমাদ ১১২৮৪]

আমরা আপনার খেদমতে হাজির। এরপর আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি খুশি হয়েছ? তারা বলবে, কেন খুশি হব না, আপনি আমাদেরকে এমন বস্তু দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টি জগতের আর কাউকেই দান করেননি। তখন তিনি বলবেন, আমি এর চেয়েও উত্তম বস্তু তোমাদেরকে দান করব। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এর চেয়েও উত্তম সে কোন্ বস্তু? আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের ওপর আমি আমার সন্তুষ্টি অবধারিত করব। অতঃপর আমি আর কক্ষনো তোমাদের ওপর নাখোশ হব না।[৭৯]

٨٠. حدثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى «لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِيْ بِهِ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَقُوْلُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هٰذَا وَأَنْتَ فِيْ صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِيْ شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِيْ»

৮০. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন সবচেয়ে কম শাস্তিপ্রাপ্ত লোককে আল্লাহ্ বলবেন, দুনিয়ার মাঝে যত সম্পদ আছে তার তুল্য সম্পদ যদি (আজ) তোমার কাছে থাকত, তাহলে কি তুমি তার বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে? সে বলবে, হ্যাঁ। এরপর আল্লাহ্ বলবেন, আমি তোমাকে এর চেয়েও সহজ কাজের হুকুম দিয়েছিলাম, যখন তুমি আদামের পৃষ্ঠদেশে ছিলে। তা এই যে, তুমি আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। কিন্তু তুমি তা অস্বীকার করলে আর আমার সাথে শরীক করলে।[৮০]

٨١. حَدَّثَنَا مُوْسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ يَقُوْلُ اللهُ «مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ

৭৯. [বুখারী ৬৫৪৯, ৭৫১৮; মুসলিম ৫১/২, হাঃ ২৮২৯]
৮০. [বুখারী ৩৩৩৪, ৬৫৫৭]

إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوْهُ فَيَخْرُجُوْنَ قَدْ امْتُحِشُوْا وَعَادُوْا حُمَمًا فَيُلْقَوْنَ فِيْ نَهَرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ أَوْ قَالَ حَمِيَّةِ السَّيْلِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً»

৮১. আবূ সা'ঈদ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে **আর** জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে **তখন** আল্লাহ্ বলবেন, যার অন্তঃকরণে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে **তাকে** বের কর। অতঃপর তাদেরকে এমন **অবস্থায়** বের করা হবে যে তারা পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। তাদেরকে জীবন-নদে নামিয়ে দেয়া হবে। **এতে** তারা তর-তাজা হয়ে উঠবে যেমন নদী **তীরে** জমাট আবর্জনায় সজীব উদ্ভিদ গজিয়ে ওঠে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বললেন ঃ তোমরা কি দেখ না সেগুলো হলুদ রঙ্গের হয়ে আঁকাবাঁকা **হয়ে** উঠতে থাকে?[৮১]

٨٢. حدثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُوْنَ آدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ الَّذِيْ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ وَيَقُوْلُ ائْتُوْا نُوْحًا أَوَّلَ رَسُوْلٍ بَعَثَهُ اللهُ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ ائْتُوْا إِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيْلًا فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ ائْتُوْا مُوْسَى الَّذِيْ كَلَّمَهُ اللهُ فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ ائْتُوْا عِيْسَى فَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ائْتُوْا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُوْنِيْ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّيْ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ

৮১. [বুখারী ২২, ৬৫৬০]

مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ يُقَالُ لِيَ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَأَحْمَدُ رَبِّيْ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوْدُ فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ حَتّٰى مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ» وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُوْلُ عِنْدَ هٰذَا أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ

৮২. আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে **বর্ণিত**। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ **সমস্ত** মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন তারা বলবে, আমাদের জন্য আমাদের প্রতিপালকের কাছে যদি কেউ শাফাআত করত, যা এ **সংকট** থেকে আমাদের উদ্ধার করত। তখন তারা সকলেই আদাম (عليه السلام)-এর কাছে এসে বলবে, আপনি ঐ ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ্ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনার **মাঝে** নিজে থেকে রূহ্ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদেরকে হুকুম করেছেন; তাঁরা আপনাকে সাজদাহ্ করেছে। আপনি আমাদের জন্য আমাদের প্রতিপালকের কাছে শাফাআত করুন। তিনি বলবেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের **উপযুক্ত নই এবং** স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। এরপর বলবেন, তোমরা **নূহ (عليه السلام)-এর** কাছে চলে যাও–যাকে আল্লাহ্ প্রথম রসূল হিসাবে পাঠিয়ে ছিলেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও নিজ অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের **উপযুক্ত** নই। তোমরা ইবরাহীমের কাছে যাও, যাঁকে আল্লাহ্ খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও নিজ অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন ঃ আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা মূসা (عليه السلام)-এর কাছে যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ্ কথা বলেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের যোগ্য নই। তিনি নিজ অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন ঃ তোমরা ঈসা (عليه السلام)-এর কাছে যাও। তারা তাঁর কাছে আসবে। তখন তিনিও বলবেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা মুহাম্মাদ (স)-এর কাছে যাও। তাঁর **অগ্র-পশ্চাতের সমস্ত** গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। **তখন** তারা সকলেই আমার কাছে

আসবে। তখন আমি আমার প্রতিপালকের কাছে অনুমতি চাইব। যখনই আমি আল্লাহকে দেখতে পাব তখন সাজদাহ্য় পড়ে যাব। আল্লাহ্ যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। এরপর আমাকে বলা হবে, তোমার মাথা উঠাও। চাও, তোমাকে দেয়া হবে। বল, তোমার কথা শুনা হবে। সুপারিশ কর; তোমার সুপারিশ কবূল করা হবে। তখন আমি মাথা উঠাবো এবং আল্লাহ্ আমাকে যে প্রশংসার বাণী শিক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে আমার প্রতিপালকের প্রশংসা করব। এরপর আমি সুপারিশ করব, তখন আমার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দেব। এরপর আমি আগের মত করব। অতঃপর তৃতীয়বার অথবা চতুর্থবার সাজদাহ্য় পড়ে যাব। অবশেষে কুরআনের বাণী মুতাবিক যারা অবধারিত জাহান্নামী তাদের ছাড়া আর কেউই জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে না। ক্বাতাদাহ (র.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তখন বলেছিলেন, চিরস্থায়ী জাহান্নাম যাদের জন্য আবশ্যিকভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে।[৮২]

৮৩. حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْـرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنِّيْ لَأَعْلَـمُ آخِـرَ أَهْـلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبْوًا فَيَقُوْلُ اللهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَـا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُوْلُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْـهِ أَنَّهَـا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُوْلُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَـا فَيَقُـوْلُ تَسْخَرُ مِنِّيْ أَوْ تَضْحَكُ مِنِّيْ وَأَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَكَانَ يَقُوْلُ ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً»

৮২. [বুখারী ৪৪, ৬৫৬৫]

৮৩. 'আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সবশেষে যে লোক জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং সবশেষে যে ব্যক্তি জান্নাতে দাখিল হবে তার সম্পর্কে আমি জানি। জনেক ব্যক্তি হামাগুড়ি দেয়া অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ বলবেন, যাও জান্নাতে দাখিল হও। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত ভরতি হয়ে গেছে এবং সে ফিরে আসবে ও বলবে, হে প্রতিপালক! জান্নাত তো ভরতি দেখতে পেলাম। আবার আল্লাহ্ বলবেন, যাও জান্নাতে দাখিল হও। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত ভরতি হয়ে গেছে। তাই সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রতিপালক! জান্নাত তো ভর্তি দেখতে পেলাম। তখন আল্লাহ বলবেন, যাও জান্নাতে দাখিল হও। কেননা জান্নাত তোমার জন্য দুনিয়ার সমতুল্য এবং তার দশগুণ। অথবা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দুনিয়ার দশ গুণ। তখন লোকটি বলবে, (হে প্রতিপালক) ! তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা বা হাসি-তামাশা করছ? (রাবী বলেন) আমি তখন রসূলুল্লাহ্ (স)-কে তাঁর মাড়ির দাঁত প্রকাশ করে হাসতে দেখলাম। এবং বলা হচ্ছিল এটা জান্নাতীদের সর্বনিম্ন অবস্থা।[৮৩]

بَاب الصِّرَاطُ جَسْرُ جَهَنَّمَ

অনুচ্ছেদঃ সীরাত হল জাহান্নামের পুল

٨٤. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيْدٌ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنِي مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عطَاء بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أُنَاسٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ «هَلْ تُضَارُّوْنَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ قَالُوْا لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُوْنَهُ سَحَابٌ قَالُوْا لَا

---

৮৩. [বুখারী ৬৫৭১, ৭৫১১; মুসলিম ১/৮৩, হাঃ ১৮৬, আহমাদ ৩৫৯৫]

يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ فَيَقُوْلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيْتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيْهَا مُنَافِقُوْهَا فَيَأْتِيْهِمُ اللهُ فِيْ غَيْرِ الصُّوْرَةِ الَّتِيْ يَعْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيْهِمُ اللهُ فِي الصُّوْرَةِ الَّتِيْ يَعْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتْبَعُوْنَهُ وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيْزُ وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَبِهِ كَلَالِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ مِنْهُمُ الْمُوْبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُوْ حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوْهُمْ فَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُوْدِ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُوْدِ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ قَدْ امْتُحِشُوْا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ قَدْ قَشَبَنِيْ رِيْحُهَا وَأَحْرَقَنِيْ ذَكَاؤُهَا فَاصْرِفْ وَجْهِيْ عَنِ النَّارِ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللهَ فَيَقُوْلُ لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِيْ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ثُمَّ يَقُوْلُ بَعْدَ ذَلِكَ يَا رَبِّ قَرِّبْنِيْ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِيْ غَيْرَهُ وَيْلَكَ ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُوْ فَيَقُوْلُ لَعَلِّيْ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلُنِيْ غَيْرَهُ فَيَقُوْلُ لَا

وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَيُعْطِي اللهَ مِنْ عُهُوْدٍ وَمَوَاثِيْقَ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا رَأَى مَا فِيْهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُوْلُ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ثُمَّ يَقُوْلُ أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِيْ أَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُوْ حَتَّى يَضْحَكَ فَإِذا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُوْلِ فِيْهَا فَإِذَا دَخَلَ فِيْهَا قِيْلَ لهُ تَمَنَّ مِن كذا فَيَتَمَنَّى ثُمَّ يُقَالُ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ فَيَقُوْلُ لَهُ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»

قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخرُ أَهْلِ الْجَنَّة دُخُوْلا قَالَ عَطَاءٌ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ جَالِسٌ مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ هَذَا لَكَ ومِثْلُهُ معَهُ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ حَفظْتُ مِثْلَهُ مَعَهُ

৮৪. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কয়েকজন লোক বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ক্বিয়ামাতের দিন আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? উত্তরে তিনি বললেন ঃ সূর্যের নিচে যখন কোন মেঘ না থাকে তখন তা দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি বললেন ঃ পূর্ণিমার চাঁদ যদি মেঘের আড়ালে না থাকে তবে তা দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি বললেন ঃ তোমরা অবশ্যই ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্‌কে ঐরূপ দেখতে পাবে। আল্লাহ্‌ মানুষকে একত্রিত করে বলবেন, (দুনিয়াতে) তোমরা যে যে জিনিসের 'ইবাদাত করেছিলে সে তার সঙ্গে চলে যাও। অতএব সূর্যের পূজারী সূর্যের সঙ্গে, চন্দ্রের পূজারী চন্দ্রের সঙ্গে এবং মূর্তি পূজারী মূর্তির সঙ্গে চলে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে এ উম্মাতের লোকেরা, যাদের মাঝে মুনাফিক সম্প্রদায়ের লোকও থাকবে। তারা আল্লাহ্‌কে যে আকৃতিতে জানত, তার আলাদা আকৃতিতে আল্লাহ্‌ তাদের কাছে হাযির হবেন এবং বলবেন, আমি তোমাদের প্রতিপালক। তখন তারা বলবে, আমরা তোমার থেকে আল্লাহ্‌র

কাছে আশ্রয় চাই। আমাদের প্রতিপালক না আসা পর্যন্ত আমরা এ স্থানেই থেকে যাব। আমাদের প্রতিপালক যখন আমাদের কাছে আসবেন, আমরা তাকে চিনে নেব। এরপর যে আকৃতিতে তারা আল্লাহ্কে জানত সে আকৃতিতে তিনি তাদের কাছে হাযির হবেন এবং বলবেন, আমি তোমাদের প্রতিপালক। তখন তারা বলবে (হাঁ) আপনি আমাদের প্রতিপালক। তখন তারা আল্লাহ্র অনুসরণ করবে। অতঃপর জাহান্নামের পুল স্থাপন করা হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, সর্বপ্রথম আমি সেই পুল অতিক্রম করব। আর সেই দিন সমস্ত রাসূলের দু'আ হবে اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! রক্ষা কর, রক্ষা কর। সেই পুলের মাঝে সা'দান নামক (এক রকম কাঁটাওয়ালা) গাছের কাঁটার মত কাঁটা থাকবে। তোমরা কি সা'দানের কাঁটা দেখেছ? তারা বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (স)। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ এ কাঁটাগুলি সা'দানের কাঁটার মতই হবে, তবে তা যে কত বড় হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। সে কাঁটাগুলি মানুষকে তাদের 'আমাল অনুসারে ছিনিয়ে নেবে। তাদের মাঝে কতক লোক এমন হবে যে তাদের 'আমালের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর কতক লোক এমন হবে যে তাদের 'আমাল হবে সরিষার মত নগণ্য। তবুও তারা নাজাত পাবে। এমন কি আল্লাহ্ বান্দাদের বিচার সমাপ্ত করবেন এবং لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ এর সাক্ষ্যদাতাদের থেকে যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার ইচ্ছা করবেন আল্লাহ্ তাদেরকে বের করার জন্য ফেরেশতাদেরকে আদেশ করবেন। সাজদাহ্র চিহ্ন দেখে ফেরেশতারা তাদেরকে চিনতে পারবে। আর আল্লাহ্ বানী আদমের ঐ সাজদাহ্র স্থানগুলোকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। কাজেই ফেরেশ্তারা তাদেরকে এমন অবস্থায় বের করবে যে, তখন তাদের দেহ থাকবে কয়লার মত। তারপর তাদের দেহে পানি ঢেলে দেয়া হবে। যাকে বলা হয় 'মাউল হায়াত' জীবন-বারি। সাগরের ঢেউয়ে ভেসে আসা আবর্জনায় যেমন গাছ জন্মায়, পরে এগুলো যেমন সজীব হয় তারাও সেরকম সজীব হয়ে যাবে। এ সময় জাহান্নামের দিকে মুখ করে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকবে আর বলবে, হে প্রভু! জাহান্নামের লু হাওয়া আমাকে ঝলসে দিয়েছে, এর তেজ আমাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। সুতরাং তুমি আমার চেহারাটা জাহান্নামের দিক থেকে ঘুরিয়ে দাও। এভাবে সে আল্লাহ্কে ডাকতে থাকবে। তখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমি যদি তোমাকে এটা দিয়ে দেই তবে তুমি আর অন্যটি চাইবে? লোকটি বলবে, না। আল্লাহ্, তোমার ইয্যতের কসম! আর অন্যটি চাইব না। তখন তার চেহারাটা জাহান্নামের দিক থেকে ঘুরিয়ে দেয়া হবে।

এরপর সে বলবে, হে প্রতিপালক! তুমি আমাকে জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছে দাও। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বলনি যে, তুমি আমার কাছে আর অন্য কিছু চাইবে না? আফসোস তোমার জন্য আদম সন্তান! তুমি বড়ই বিশ্বাসঘাতক! সে এরূপই প্রার্থনা করতে থাকবে। তখন আল্লাহ বলবেন ঃ সম্ভবত আমি যদি তোমাকে এটা দিয়ে দেই তবে তুমি অন্য আরেকটি আমার কাছে চাইবে। লোকটি বলবে, না, তোমার ইয্যাতের কসম! অন্যটি আর চাইব না। তখন সে আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা করবে যে, সে আর কিছুই চাইবে না। তখন আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের দরজার নিকটে নিয়ে দিবেন। সে যখন জান্নাতের ভিতরের নিয়ামতগুলো দেখতে পাবে, তখন আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ সে চুপ থাকবে। এরপরই সে বলতে থাকবে, হে প্রতিপালক! তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি বল নাই যে তুমি আর কিছু চাইবে না? আফসোস তোমার জন্য হে আদাম সন্তান! তুমি কতইনা বিশ্বাসঘাতক। লোকটি বলবে, হে প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার সৃষ্ট জীবের মাঝে সবচেয়ে হতভাগ্য কর না। এভাবে সে চাইতেই থাকবে। শেষে আল্লাহ্ হেসে দিবেন। আর আল্লাহ্ যখন হেসে দিবেন, তখন তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে দেবেন। এরপর সে যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে বলা হবে, তোমার যা ইচ্ছে হয় আমার কাছে চাও। সে চাইবে, এমনকি তার সব চাহিদা ফুরিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ এগুলো তোমার এবং আরো এতটা তোমার।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ঐ লোকটি হচ্ছে সবশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী। রাবী আত্বা বলেন যে, এ সময় আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনার মাঝে আবূ সা'ঈদ খুদরীর নিকট কোনরকম পরিবর্তন ধরা পড়েনি। এমন কি তিনি যখন هٰذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন, তখন আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি هٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ 'এটি তোমার এবং এর দশ গুণ' বলেছেন। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি مِثْلُهُ مَعَهُ মনে রেখেছি।[৮৪]

৮৪. [বুখারী ২২, ৬৫৭৪]

بَاب فِي الْحَوْضِ

অনুচ্ছেদ: হাউযে কাওসার*

৮৫. حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضَ حَتَّى عَرَفْتُهُمْ اخْتُلِجُوْا دُوْنِيْ فَأَقُوْلُ أَصْحَابِيْ فَيَقُوْلُ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ»

৮৫. আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমার সামনে আমার উম্মাতের কতক লোক হাউযে কাওসারের কাছে আসবে। তাদেরকে আমি চিনতে পারব। আমার সামনে থেকে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা আমার উম্মাত। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি জান না তোমার পরে এরা কী সব নতুন নতুন মত ও পথ বের করেছিল।[৮৫]

৮৬. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْن سَعِيْدٍ الْحَبَطِيُّ حدثَنَا أبِيْ عَن يُونس عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرِدُ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِيْ فَيُحَلَّئُوْنَ عَنِ الْحَوْضِ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أَصْحَابِيْ فَيَقُوْلُ إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى

৮৬. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমার উম্মাত হতে একদল লোক ক্বিয়ামাতের দিন আমার সামনে (হাউযে কাউসারে) হাজির হবে। এরপর তাদেরকে হাউয থেকে আলাদা

---

* হাউয একমাত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্যই নির্দিষ্ট, সুতরাং হাউজ হক্ব। এ হাউজ সম্পর্কে প্রায় ৮০ জন সাহাবীর বর্ণনা পাওয়া যায়। আর এই অধ্যায়ে ইমাম বুখারী যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন সেগুলোর সনদ প্রায় ১৯টি। বুখারী ও মুসলিমে প্রায় ২০জন সাহাবীর বর্ণনা পাওয়া যায়। খাবেজী ও কোন কোন মু'তাযিলা সম্প্রদায় এই হাউজকে অস্বীকার করে যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশ্বাসের (আক্বীদা) পরিপন্থী। (ফাতহুল বারী)

৮৫. [বুখারী ৬৫৮২; মুসলিম ৪৩/৯, হাঃ ২৩০৪, আহমাদ ১৩৯৯৩]

করে দেয়া হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! এরা আমার উম্মাত। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তোমার পরে এরা দ্বীনের মধ্যে কী সব নতুন বিষয় সৃষ্টি করেছে এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই তোমার জানা নেই। নিশ্চয় এরা দীন থেকে পিছনের দিকে ফিরে গিয়েছিল। শু'আইব (রহ.) যুহরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূত্রে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে فَيُحَلَّئُوْنَ বর্ণিত উকায়ল فَيُحَلَّئُوْنَ বলেছেন। যুবায়দী আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন।[৮৬]

٨٧. حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِيْ فَيُحَلَّئُوْنَ عَنْهُ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أَصْحَابِيْ فَيَقُوْلُ إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى» وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُجْلَوْنَ وَقَالَ عُقَيْلٌ فَيُحَلَّئُوْنَ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৮৭. সা'ঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যাব (রহ.) নাবী (স)-এর সহাবীদের থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের কিছু লোক আমার সামনে হাউযে কাউসারে হাজির হবে। তারপর তাদেরকে সেখান থেকে আলাদা করে নেয়া হবে। তখন আমি বলব, হে রব! এরা আমার উম্মাত। তিনি বলবেন, তোমার পরে এরা দ্বীনের মধ্যে কী বিষয় সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমার জানা নেই। নিঃসন্দেহে এরা দীন থেকে পিছনের দিকে ফিরে গিয়েছিল।[৮৭]

---

৮৬. [বুখারী ৬৫৮৫, ৬৫৮৬]
৮৭. [বুখারী ৬৫৮৫, ৬৫৮৬]

Contents

بَاب إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ

অনুচ্ছেদ: বান্দার মানতকে তাক্‌দীরের প্রতি অর্পণ করা

٨٨. حدثنا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَأْتِ ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ وَلَكِنْ يُلْقِيْهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ»

৮৮. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মানত আদম সন্তানকে এমন কিছু এনে দিতে পারে না যা তাক্‌দীরে নির্ধারিত নেই অথচ সে যে মানতটি করে তাও আমি তাক্‌দীরে নির্ধারিত করে দিয়েছি যাতে এর মাধ্যমে কৃপণের নিকট হতে (মাল) বের করে নেই।[৮৮]

بَاب مَا جَاءَ فِيْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً}

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ সতর্ক থাক সেই ফিতনা হতে যা বিশেষভাবে তোমাদের যালিম লোকেদের মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না– (সূরাহ আনফাল ৮/২৫)

٨٩. حدثنا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لِأُنَاوِلَهُمْ اخْتُلِجُوْا دُوْنِيْ فَأَقُوْلُ أَيْ رَبِّ أَصْحَابِيْ يَقُوْلُ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ».

---

৮৮. [বুখারী ৬৬০৯, ৬৬৯৪; মুসলিম ২৬/২, হাঃ ১৬৪০, আহমাদ ৯৩৫১]

৮৯. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি হাউযে কাউসারের নিকট তোমাদের আগেই উপস্থিত থাকব। তোমাদের থেকে কিছু লোককে আমার নিকট পেশ করা হবে। কিন্তু আমি যখন তাদের পান করাতে অগ্রসর হব, তখন তাদেরকে আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নেয়া হবে। আমি বলব, হে রব! এরা তো আমার সাথী। তখন তিনি বলবেন, আপনার পর তারা নতুন কী ঘটিয়েছে তা আপনি জানেন না।[৮৯]

بَاب قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾

وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُزُوْمِ الْجَمَاعَةِ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্র বাণী ঃ এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতি করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হও। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২/১৪৩

٩٠. حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُجَاءُ بِنُوْحٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ «هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ يَا رَبِّ فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيْرٍ فَيَقُوْلُ مَنْ شُهُوْدُكَ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَيُجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُوْنَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ قَالَ عَدْلًا ﴿لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا﴾» وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا

৯০. আবূ সা'ঈদ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-কে

৮৯. [বুখারী ৬৫৭৫, ৭০৪৯]

(আল্লাহর সমীপে) হাজির করে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি (দ্বীনের দা'ওয়াত) পৌঁছে দিয়েছ? তখন তিনি বলবেন, হ্যাঁ। হে আমার পরওয়ারদিগার। এরপর তাঁর উম্মাতকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের কাছে নূহ্ (দা'ওয়াত) পৌঁছিয়েছে কি? তারা সবাই বলে উঠবে, আমাদের কাছে কোন ভীতি প্রদর্শকই (নাবী ও রসূল) আসেনি। তখন নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-কে বলা হবে, তোমার (দাবির পক্ষে) কোন সাক্ষী আছে কি? তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর উম্মাতগণই (আমার সাক্ষী)। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদেরকে তখন নিয়ে আসা হবে এবং তোমরা [নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর পক্ষে] সাক্ষ্য দেবে। এরপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী পাঠ করলেন ঃ এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মাত নির্ধারণ করেছেন। (অর্থ ঃ ভারসাম্যপূর্ণ) তাহলে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হতে পারবে আর রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হবেন– (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২/১৪৩)। জা'ফর ইবনু 'আওন (রহ.)....আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৯০]

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মানুষের বাদশাহ (সূরাহ আন্-নাস ১১৪/২) এ সম্পর্কে 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন

٩١. حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ» وَقَالَ شُعَيْبٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مِثْلَهُ

---

৯০. [বুখারী ৩৩৩৯, ৭৩৪৯]

৯১. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ ক্বিয়ামাতের দিন পৃথিবী আপন মুষ্ঠিতে ধরবেন এবং আসমান তাঁর ডান হাতে জড়িয়ে ধরে বলবেন ঃ আমিই একমাত্র অধিপতি। পৃথিবীর অধিপতিরা কোথায়? শু'আয়ব, যুবায়দী, ইবনু মুসাফির, ইসহাক ইব্‌নু ইয়াহ্ইয়া (রহ.), ইমাম যুহরী (রহ.) আবূ সালামাহ (রহ.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৯১]

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ﴾
وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ﴾

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন– (সূরাহ আলু 'ইমরান ৩/২৮) আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আমার অন্তরের কথা আপনি জানেন, কিন্তু আপনার অন্তরের কথা আমি জানি না– (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/১১৬)

٩٢. حدثنا عَبْدَانُ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابِهِ وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ «إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِي»

৯২. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ যখন মাখলূক সৃষ্টি করলেন,তখন তা তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ করলেন এবং তিনি আপন সত্তা সম্পর্কে লিখছেন, যা তাঁর কাছে আরশের উপর সংরক্ষিত আছে, "আমার গযবের উপর আমার রহমতের প্রাধান্য রয়েছে।"[৯২]

٩٣. حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى «أَنَا عِنْدَ

৯১. [বুখারী ৪৮১২, ৭৩৮২]
৯২. [বুখারী ৩১৯৪, ৭৪০৪]

ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَا ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَا خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً»

৯৩. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি সেরূপই, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে; আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে লোক-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, যদি সে আমার দিকে এক বাহু অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দুই বাহু অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।[৯৩]

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি।[*]
(সূরাহ সোয়াদ ৩৮/৭৫)

٩٤. حدثنی مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَجْمَعُ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا فَيَأْتُوْنَ آدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا آدَمُ أَمَا تَرَى النَّاسَ

৯৩. [বুখারী ৭৪০৫, ৭৫০৫, ৭৫৩৭; মুসলিম ৪৮/১, হাঃ ১৬৭৫, আহমাদ ৭৪২৬]

* এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বাস্তব বা প্রকৃত হাত রয়েছে তা প্রমাণিত হয়। কিন্তু তার হাত কেমন এ প্রশ্ন করা যাবে না। অর্থাৎ ধরন, প্রকৃতি, মাখলূকের হাতের সাথে তুলনা দেয়া, অস্বীকার করা বা অপব্যাখ্যা করা যাবে না। যেমন বলা হয়, হাত দ্বারা উদ্দেশ্য শক্তি, রাজত্ব, নি'আমাত, অঙ্গীকার ইত্যাদি। আবার বলা হয় কুদরতী হাত। এসব মনগড়া ব্যাখ্যা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ'র পরিপন্থী। সুতরাং তাঁর প্রকৃত হাত রয়েছে, কুদরতী হাত নয়।

خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكَ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيْئَتَهُ الَّتِيْ أَصَابَهَا ولكِنِ ائْتُوْا نُوْحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُوْلٍ بعثهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِيْ أَصَابَ وَلَكِنْ ائْتُوْا إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلَ الرَّحْمٰنِ فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ الَّتِيْ أَصَابَهَا وَلَكِنْ ائْتُوْا مُوْسَى عَبْدًا آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيْمًا فَيَأْتُوْنَ مُوْسَى فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيْئَتَهُ الَّتِيْ أَصَابَ وَلَكِنْ ائْتُوْا عِيْسَى عَبْدَ اللهِ وَرَسُوْلَهُ وَكَلِمَتَهُ وَرُوْحَهُ فَيَأْتُوْنَ عِيْسَى فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنْ ائْتُوْا مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُوْنِيْ فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّيْ فَيُؤْذَنُ لِيْ عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّيْ وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِيْ ثُمَّ يُقَالُ لِيْ «ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَحْمَدُ رَبِّيْ بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيْهَا ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّيْ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِيْ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَحْمَدُ رَبِّيْ بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيْهَا رَبِّيْ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حدا فَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّيْ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِيْ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ قُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَحْمَدُ رَبِّيْ بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيْهَا ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يزن بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِيْ قلبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً»

৯৪. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদেরকে সমবেত করবেন, তখন তারা উক্তি করবে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে কোন সুপারিশ যদি নিয়ে যেতাম; তাহলে তিনি আমাদেরকে এই স্থানটি থেকে বের করে শান্তি প্রদান করতেন। এরপর তারা আদাম (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে গিয়ে বলবে, হে আদাম (আলাইহিস সালাম)! আপনি কি মানুষের অবস্থা দেখছেন না? অথচ আল্লাহ্ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে তিনি তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ দিয়ে সাজদাহ্ করিয়েছেন। আর আপনাকে সব জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আপনি আমাদের প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন, যেন এই স্থানটি থেকে আমাদেরকে তিনি স্বস্তি প্রদান করেন। আদাম (আলাইহিস সালাম) তখন বলবেন, এই কাজের জন্য আমি যোগ্য নই। এবং আদাম (আলাইহিস সালাম) তাদের কাছে স্বীয় ভুলের কথা স্মরণ করবেন এবং বলবেন, তোমরা বরং নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে যাও। যেহেতু তিনিই আল্লাহ্র প্রথম রসূল। যাঁকে তিনি যমীনবাসীর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। (এ কথা শুনে) তারা নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য যোগ্য নই। তিনি তাঁর কৃত ত্রুটির কথা স্মরণ করে বলবেন, তোমরা বরং আল্লাহ্র খলীল (বন্ধু) ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে যাও। তখন তারা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে চলে আসবে। তিনিও তাদের কাছে স্বীয় কৃত ত্রুটিসমূহের কথা উল্লেখপূর্বক বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য যোগ্য নই। তোমরা বরং মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে যাও। তিনি এমন একজন বান্দা যাঁকে আল্লাহ্ তাওরাত প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ বাক্যালাপ করেছিলেন। তারা তখন মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে আসবে। মূসা (আলাইহিস সালাম)-ও বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য যোগ্য নই। তাদের কাছে তিনি স্বীয় কৃত ত্রুটির কথা উল্লেখপূর্বক বলবেন, তোমরা বরং 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে যাও। যিনি আল্লাহ্র বান্দা, তাঁর রসূল, কালেমা ও রূহ্। তখন তারা 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে আসবে। তখন 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের যোগ্য নই। তোমরা বরং মুহাম্মাদ (স)-এর কাছে যাও। তিনি এমন একজন বান্দা, যাঁর আগের ও পরের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তারা সবাই আমার কাছে আসবে। আমি তখন আমার প্রতিপালকের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে এর অনুমতি দেয়া হবে। আমি আমার প্রতিপালককে যখন দেখতে পাব, তখনই আমি তাঁর সামনে সাজদাহ্য় পড়বো। আল্লাহ্ তাঁর মরজী অনুসারে যতক্ষণ আমাকে

সেভাবে রাখার রেখে দেবেন। তারপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠান। (যা বলার) বলুন। শোনা হবে। (যা চাওয়ার) চান, দেয়া হবে। (যা সুপারিশ করার) করুন, গ্রহণ করা হবে। তখন আমার প্রতিপালকের শিখিয়ে দেয়া প্রশংসারাজির দ্বারা আমি তাঁর প্রশংসা করব। তারপর আমি শাফা'আত করব। আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। এরপর আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব। তারপর আমি ফিরে আসব। যখন আমি আমার প্রতিপালককে দেখতে পাব তখন তাঁর জন্য সাজদাহ্য় পড়বো। আল্লাহ্‌র মরজী অনুসারে যতক্ষণ আমাকে এভাবে রাখতে চাইবেন রেখে দেবেন। তারপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠান। বলুন, শোনা হবে। চান, দেয়া হবে। সুপারিশ করুন, গ্রহণ করা হবে। তখন আমার প্রতিপালকের শিখিয়ে দেয়া প্রশংসারাজি দিয়ে আমি তাঁর প্রশংসা করব। এবং সুপারিশ করব। তখনো আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব। তারপর আমি আবার ফিরে আসব। আমি এবারও আমার প্রতিপালককে দেখামাত্র সাজদাহ্য় পড়বো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মরজী অনুসারে যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে সেই অবস্থায় রেখে দেবেন। তারপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠান। বলুন, শোনা হবে। চান, দেয়া হবে। সুপারিশ করুন, কবুল করা হবে। তখন আমার রব আমাকে শিখিয়ে দেয়া প্রশংসারাজি দ্বারা প্রশংসা করে শাফাআত করব। তখনও একটা সীমা বাতলানো থাকবে। আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব। এরপর আমি তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে বলব, হে প্রতিপালক! এখন একমাত্র তারাই জাহান্নামে অবশিষ্ট রয়েছে, যাদেরকে কুরআন আটক করে রেখে দিয়েছে। এবং যাদের উপর স্থায়ীভাবে জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গিয়েছে। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েছে, অথচ তার হৃদয়ে একটি যবের ওজন পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) আছে, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তারপর বের করা হবে জাহান্নাম থেকে তাদেরকেও, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েছে এবং তার হৃদয়ে একটি গমের ওযন পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) আছে। (সর্বশেষে) জাহান্নাম থেকে তাকে বের করা হবে, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েছে এবং তার হৃদয়ে অণু পরিমাণ মাত্র কল্যাণ (ঈমান) আছে।[৯৪]

---

৯৪. [বুখারী ৪৪, ৭৪১০]

٩٥. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ سَمِعْتُ سَالِمًا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ

৯৫. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে **তাঁর** মুঠোয় নিয়ে নেবেন।[৯৫]

بَاب {وَكَان عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} {وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ}

قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ارْتَفَعَ فَسَوَّاهُنَّ خَلَقَهُنَّ وَقَالَ مُجَاهِدٌ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمَجِيْدُ الْكَرِيْمُ وَ الْوَدُوْدُ الْحَبِيْبُ يُقَالُ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ كَأَنَّهُ فَعِيْلٌ مِنْ مَاجِدٍ مَحْمُوْدٌ مِنْ حَمِدَ

অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তখন তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল– (সূরাহ হূদ ১১/৭)

তিনি আরশে 'আযীমের প্রতিপালক– (সূরাহ আত্-তাওবাহ ৯/১২৯)

٩٦. حدثنا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي»

৯৬. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ **আল্লাহ্ যখন** সকল মাখলূক পয়দা করার কাজ সম্পন্ন করলেন, **তখন** তাঁর আরশের ওপর **তাঁরই কাছে লিপিবদ্ধ** করে রাখলেন, "অবশ্যই আমার রহমত আমার গযব থেকে অগ্রগামী।"[৯৬]

---

৯৫. [বুখারী ৪৮১২, ৭৪১৩]
৯৬. (বুখারী ৭৪২২)

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ}

وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُه}

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ফেরেশ্‌তা এবং রূহ্ আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়– (সূরাহ আন্-নিসা ৪/৭০)। **এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে–** (সূরাহ ইউনুস ১০/৩৫)

٩٧. حدثنا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِيْ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ فَيَقُوْلُ «كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ»

৯৭. আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের মাঝে রাত ও দিনে ফেরেশতাগণ পালাক্রমে আগমন করেন। আর তাঁরা একত্রিত হন আসর ও ফজরের সলাতে। তারপর যাঁরা তোমাদের মাঝে রাত্রি যাপন করেছেন তাঁরা উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন- অথচ তিনি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে অধিক জ্ঞাত- কেমন অবস্থায় আমার বান্দাদেরকে তোমরা ছেড়ে এসেছ? তারা তখন উত্তর দেবে, আমরা ওদেরকে সলাত আদায়রত অবস্থায় রেখে এসেছি, প্রথম গিয়েও আমরা ওরেকে সলাতে পেয়েছিলাম।[৯৭]

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্‌র বাণী ঃ কতক মুখ সেদিন উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

(সূরাহ আল-ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৩)

---

৯৭. [বুখারী ৫৫৫, ৭৪২৯]

٩٨. وقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُهِمُّوْا بِذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلٰى رَبِّنَا فيرِيحنا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُوْنَ آدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِه وأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ لِتَشفعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتّٰى يُرِيحَنَا مِنْ مَكانِنَا هٰذا قَالَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ قالَ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِيْ أَصَابَ أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَة وقَدْ نُهِيَ عَنْهَا وَلٰكِنْ ائتُوْا نُوْحًا أَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ إِلٰى أَهْلِ الأَرْضِ فَيَأْتوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِيْ أَصَابَ سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلٰكِنْ ائْتُوْا إِبْرَاهِيْمَ خلِيْلَ الرَّحْمٰنِ قَالَ فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ إِنِّيْ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ثَلاَثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ وَلٰكِنْ ائْتُوْا مُوسى عَبْدا آتاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وقَرَّبَهُ نجيا قَالَ فَيَأْتُوْنَ مُوْسَى فَيَقُوْلُ إِنِّيْ لَسْتُ هُناكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِيْ أَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ ولكن ائْتُوْا عِيْسَى عَبْدَ اللهِ وَرَسُوْلَهُ وَرُوْحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ قَالَ فَيَأْتُوْنَ عِيْسَى فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلٰكِنْ ائْتُوْا مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُوْنِيْ فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّيْ فِيْ دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِيْ عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِيْ فَيَقُوْلُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَأُثْنِيْ عَلٰى رَبِّيْ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ قَتَادَةُ وَسمعته أَيْضًا يَقُوْلُ فَأَخْرُجُ فَأُخرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوْدُ الثَّانِيَةَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّيْ فِيْ دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِيْ عَلَيْه فَاذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِيْ ثُمَّ يَقُوْلُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ

تُعْطَ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَأُثْنِيْ عَلَى رَبِّيْ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ قَالَ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوْدُ الثَّالِثَةَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّيْ فِيْ دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِيْ عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَدَعَنِيْ ثُمَّ يَقُوْلُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَأُثْنِيْ عَلَى رَبِّيْ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْه قَالَ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ قَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ حَتّٰى مَا يَبْقٰى فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ قَالَ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ عَسٰى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُوْدًا قَالَ وَهٰذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ الَّذِيْ وُعِدَهُ نَبِيُّكُمْ ﷺ

৯৮. আনাস ইব্‌নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ঈমানদারদেরকে ক্বিয়ামাতের দিন আবদ্ধ করে রাখা হবে। পরিশেষে তারা পেরেশান হয়ে ওঠবে এবং বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে কারো দ্বারা শাফাআত করাই যিনি আমাদের স্বস্তি দান করেন। তারপর তারা আদাম (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে এসে বলবে, আপনিই তো সে আদাম, যিনি মানবকুলের পিতা, স্বয়ং আল্লাহ্ আপন হাত দিয়ে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে বসবাসের সুযোগ প্রদান করেছেন তাঁর জান্নাতে, ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সাজদাহ করিয়েছেন এবং আপনাকে সব জিনিসের নামের তালীম দিয়েছেন। আমাদের এ স্থান থেকে নিষ্কৃতি প্রদানের নিমিত্ত আপনার সেই রবের কাছে শাফাআত করুন। তখন আদাম (আলাইহিস সালাম) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এরপর তিনি নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার ভুলের কথাটি উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, বরং তোমরা নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে যাও, যিনি পৃথিবীবাসীদের প্রতি প্রেরিত নাবীগণের মধ্যে প্রথম নবী। তারপর তারা নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে এলে তিনি

তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। আর তিনি না জেনে তাঁর রবের কাছে প্রার্থনার ভুলটি উল্লেখ করবেন এবং বলবেন বরং তোমরা রাহমানের সুহৃদ বন্ধু ইবরাহীমের কাছে যাও। নাবী (ﷺ) বলেন ঃ অতঃপর তারা ইবরাহীম (عليه السلام)-এর কাছে আসবে। তখন ইবরাহীম (عليه السلام) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। আর তিনি এমন তিনটি বাক্যের কথা উল্লেখ করবেন যেগুলো বাহ্যত বাস্তব-পরিপন্থী ছিল। পরে বলবেন, তোমরা বরং মূসা (عليه السلام)-এর কাছে যাও, তিনি আল্লাহ্‌র এমন এক বান্দা যাঁকে আল্লাহ্ তাওরাত দান করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং গোপন বাক্যালাপের মাধ্যমে তাঁকে সান্নিধ্য দান করেন। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন ঃ সবাই তখন মূসা (عليه السلام)-এর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। এবং তিনি (অনিচ্ছাকৃত) হত্যার ভুলের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা বরং 'ঈসা (عليه السلام)-এর কাছে যাও। যিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল এবং তাঁর রূহ ও বাণী। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন ঃ তারা সবাই তখন 'ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে। 'ঈসা (عليه السلام) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। তিনি বলবেন, তোমরা বরং মুহাম্মাদ (স)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্‌র এমন এক বান্দা যাঁর পূর্বের ও পরের ভুল তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন ঃ তারা তখন আমার কাছে আসবে। আমি তখন আমার রবের কাছে তাঁর দরবারে হাজির হবার অনুমতি চাইব। আমাকে তাঁর কাছে যাবার অনুমতি প্রদান করা হবে। তাঁর দর্শন লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি সাজদাহ্য় পড়ে যাবো। তিনি আমাকে সে অবস্থায় যতক্ষণ রাখতে চাইবেন ততক্ষণ রাখবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, মুহাম্মাদ, মাথা ওঠান; বলুন, আপনার কথা শোনা হবে, আর শাফাআত করুন, কবূল করা হবে, চান, আপনাকে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন ঃ তখন আমি আমার মাথা ওঠাবো। তারপর আমি আমার প্রতিপালকের এমন স্তুতি ও প্রশংসা (হামদ ও সানা) করবো যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। এরপর আমি সুপারিশ করবো, তবে আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। 'আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। বর্ণনাকারী ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, আমি আনাস

(রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আমি বের হবো এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবো এবং জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর আমি ফিরে এসে আমার প্রতিপালকের দরবারে হাজির হবার অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমি তাকে দেখার পর সাজদাহ্য় পড়ে যাব। আল্লাহ্ তা'আলা যতক্ষণ রাখতে চাইবেন, আমাকে সে অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, মুহাম্মাদ! মাথা উঠান। বলুন, তা শোনা হবে, শাফা'আত করুন, কবূল করা হবে, চান, দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তারপর আমি আমার মাথা উঠাবো। আমার রবের এমন প্রশংসা ও স্তুতি করব, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এরপর আমি শাফাআত করব, আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। বর্ণনাকারী ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, আমি আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তখন আমি বের হব এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করব এবং জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর তৃতীয়বারের মত ফিরে আসব এবং আমার রবের দরবারে প্রবেশ করার অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমি তাকে দেখার পর সাজদাহ্য় পড়ে যাব। আল্লাহ্ আমাকে সে অবস্থায় রাখবেন, যতক্ষণ তিনি চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন, মুহাম্মাদ! মাথা উঠান এবং বলুন, শোনা হবে, সুপারিশ করুন, তা কবূল করা হবে, চান, দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আমি মাথা উঠিয়ে আমার রবের এমন স্তুতি ও প্রশংসা (হামদ ও সানা) করব, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। রাসূরুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এরপর আমি শাফাআত করব, আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। তারপর আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। বর্ণনাকারী ক্বাতাদাহ (রহ.) বলেন, আমি আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি সেখান থেকে বের হয়ে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। পরিশেষে জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র তারা, কুরআন যাদেরকে আটকে রেখেছে। অর্থাৎ যাদের ওপর জাহান্নামের স্থায়ীবাস অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। (মহান আল্লাহ্র বাণী) ঃ "আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক

তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে”– (সূরাহ ইসরা ১৭/৭৯) এবং তিনি বললেন, তোমাদের নাবী (স)-এর জন্য প্রতিশ্রুত 'মাকামে মাহমূদ' হচ্ছে এটিই।[৯৮]

بَاب مَا جَاءَ فِيْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ}

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্‌র রাহমাত নেক্‌কারদের নিকটবর্তী। (সূরাহ আল-আ'রাফ ৭/৫৬)

٩٩۔ حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «اخْتَصَمَتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبِّهِمَا فَقَالَتْ الْجَنَّةُ يَا رَبِّ مَا لَهَا لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَقَالَتْ النَّارُ يَعْنِيْ أُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِيْ وَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِيْ أُصِيْبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا قَالَ فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ فَيُلْقَوْنَ فِيْهَا فَ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ ثَلَاثًا حَتَّى يَضَعَ فِيْهَا قَدَمَهُ فَتَمْتَلِئُ وَيُرَدُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ قَطْ»

৯৯. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টি স্বীয় প্রতিপালকের কাছে অভিযোগ করল। জান্নাত বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার ব্যাপারটি কী হলো যে তাতে শুধু নিঃস্ব ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই প্রবেশ করবে। এদিকে জাহান্নামও অভিযোগ করল অর্থাৎ আপনি শুধুমাত্র অহংকারীদেরকেই আমাতে প্রাধান্য দিলেন। আল্লাহ্ জান্নাতকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার রহমত। জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার আযাব। আমি যাকে চাইব, তোমাকে দিয়ে শাস্তি পৌঁছাব। তোমাদের উভয়কেই পূর্ণ করা হবে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির কারো উপর যুলুম করবেন না। তিনি জাহান্নামের

৯৮. [বুখারী ৪৪, ৭৪৪০]

জন্য নিজ ইচ্ছানুযায়ী নতুন সৃষ্টি পয়দা করবেন। তাদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন জাহান্নাম বলবে, আরো অতিরিক্ত আছে কি? জাহান্নামে আরো নিক্ষেপ করা হবে, তখনো বলবে, আরো অতিরিক্ত আছে কি? এভাবে তিনবার বলবে। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতের কদম জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দিলে তা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তখন জাহান্নামের একটি অংশ আরেকটি অংশকে এই উত্তর দিবে যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।[৯৯]

بَاب قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ}

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এ কথা আগেই স্থির হয়ে গেছে। (সূরাহ আস্ সাফফাত ৩৭/১৭১)

١٠٠. حدثنا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ «إِنَّ رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ غَضَبِيْ»

১০০. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন (সৃষ্টির) কাজ সম্পূর্ণ করলেন, তখন তাঁর নিকটে তাঁর আরশের ওপর লিপিবদ্ধ করে দিলেন, "আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল হয়েছে।"[১০০]

بَاب فِي الْمَشِيْئَةِ والإِرَادَةِ

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও চাওয়া

١٠١. حدثنا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ

---

৯৯. [বুখারী ৭৪৪৯, ৪৮৪৯]

১০০. [বুখারী ৩১৯৪, ৭৪৫৩]

قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلَ «إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيْمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوْا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوْا فَأُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا ثُمَّ أُعْطِيَ أَهْلُ الإِنْجِيْلِ الإِنْجِيْلَ فَعَمِلُوْا بِهِ حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوْا فَأُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا ثُمَّ أُعْطِيْتُمْ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَأُعْطِيْتُمْ قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ قَالَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَقَلُّ عَمَلًا وَأَكْثَرُ أَجْرًا قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا لَا فَقَالَ فَذَلِكَ فَضْلِي أُوْتِيْهِ مَنْ أَشَاءُ»

১০১. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আমি রসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলতে শুনেছি, যখন তিনি মিম্বরে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের আগের উম্মাতদের তুলনায় তোমাদের অবস্থানকাল 'আসরের সলাত ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়। তাওরাতের ধারকগণকে তাওরাত প্রদান করা হলে তারা সে অনুযায়ী 'আমাল করল, তবে দুপুর হলে তারা অপারগ হয়ে পড়ল। এ জন্য তাদেরকে এক এক কীরাত করে পারিশ্রমিক হিসাবে দেয়া হলো। অতঃপর ইনজীলের ধারকগণকে ইনজীল প্রদান করা হলো, তারা তদনুযায়ী 'আমাল করল 'আসরের সলাত পর্যন্ত, তারপর তারা অক্ষম হয়ে পড়ায় তাদেরকে দেয়া হলো এক এক কীরাত করে। (সর্বশেষে) তোমাদেরকে কুরআন দেয়া হলো। ফলে এই কুরআন অনুযায়ী তোমরা আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত 'আমাল করেছ। এ জন্য তোমাদেরকে দু'কীরাত দু'কীরাত করে পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছে। তাওরাতের ধারকগণ বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! তারা তো আমলে সর্বাপেক্ষা কম আবার পারিশ্রমিকে সবচেয়ে অধিক। আল্লাহ্ তখন বললেন ঃ তোমাদের পারিশ্রমিকে তোমাদেরকে কিছু যুল্‌ম করা হয়েছে কি? তারা বলল, না। তখন আল্লাহ্ বললেন, সেটি হচ্ছে আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে চাই তাকে দিয়ে থাকি।[১০১]

---

১০১. [বুখারী ৫৫৭, ৭৪৬৭]

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى

{وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} وَلَمْ يَقُلْ مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ وقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ {مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} وَقَالَ مَسْرُوْقٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ شَيْئًا فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوْا أَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادَوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا الْحَقَّ وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَحْشُرُ اللهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيْهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্‌ বাণী ঃ তাঁর কাছে সুপারিশ কোন কাজে আসবে না, তবে তাদের ছাড়া যাদেরকে তিনি অনুমতি দেবেন। অতঃপর তাদের (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভকারী মালায়িকার কিংবা অন্যের জন্য সুপারিশ করার অনুমতিপ্রাপ্তদের) অন্তর থেকে যখন ভয় দূর হবে তখন তারা পরস্পর জিজ্ঞেস করবে– তোমাদের পালনকর্তা কী নির্দেশ দিলেন? তারা বলবে- যা সত্য ও ন্যায় (তার নির্দেশই তিনি দিয়েছেন), তিনি সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ।– (সূরাহ সাবা ৩৪/২৩)। আর এখানে এ কথা বলা হয়নি, তোমাদের প্রতিপালক কী সৃষ্টি করেছেন?

١٠٢. حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال قال النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ «يَا آدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيُنَادَى بِصَوْتٍ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ»

১০২. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আদামকে বলবেন, হে আদাম! আদাম (আলাইহিস সালাম) উত্তরে বলবেন, হে আল্লাহ্! তোমার দরবারে আমি হাজির, তোমার দরবারে আমি বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। এরপর আল্লাহ্ তাকে এ স্বরে ডাকবেন, অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাকে হুকুম করছেন, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য একটি দলকে তুমি বের কর।[১০২]

بَاب كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ جِبْرِيْلَ وَنِدَاءِ اللهِ الْمَلَائِكَةَ

অনুচ্ছেদঃ জিব্রীলের সঙ্গে রব্বের কথাবার্তা, ফেরেশ্তাদের প্রতি আল্লাহ্র আহ্বান

١٠٣. حدثني إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى «إِذَا أَحَبَّ عبدا نَادَى جِبْرِيْلَ إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِيْ جِبْرِيْلُ فِي السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِيْ أَهْلِ الْأَرْضِ»

১০৩. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি জিবরীলকে ডেকে বলেন, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তাই তুমিও তাকে ভালবাস। সুতরাং জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) তাকে ভালবাসেন। তারপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আসমানে এ ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন তাকে আসমানবাসীরা ভালবাসে এবং যমীনবাসীদের মাঝেও তাকে মাকবূল করা হয়।[১০৩]

---

১০২. [বুখারী ৩৩৪৮, ৭৪৮৩]
১০৩. [বুখারী ৩২০৯, ৭৪৮৫]

١٠٤. حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يتعاقبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِيْ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ «كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وأَتَيْنَاهُمْ وهُمْ يُصَلُّوْنَ»

১০৪. আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের মাঝে ফেরেশ্তাগণ আসেন, একদল রাতে এবং একদল দিনে। তাঁরা আবার একত্রিত হন 'আসরের সলাতে ও ফাজ্রের সলাতে। তারপর তোমাদের মাঝে যাঁরা রাতে ছিলেন তাঁরা ঊর্ধ্ব জগতে চলে যান। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন- অথচ তিনি সবচেয়ে অধিক জানেন- তোমরা আমার বান্দাদেরকে কী হালে রেখে এসেছ? তখন তাঁরা বলেন, আমরা তাদেরকে সলাত আদায়রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি আর যখন আমরা তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখনও তারা সলাত আদায়রত অবস্থায়ই ছিল।[১০৪]

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُبَدِّلُوْا كَلَامَ اللهِ}

﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ﴾ حَقٌّ ﴿وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾ بِاللَّعِبِ

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তারা আল্লাহ্‌র ও'য়াদাকে বদলে দিতে চায়। (সূরাহ আল-ফাত্‌হ ৪৮/১৫)

١٠٥. حدثنا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اللهُ تَعَالَى «يُؤْذِيْنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»

---

১০৪. [বুখারী ৫৫৫, ৭৪৮৬]

১০৫. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমাকে আদাম সন্তান কষ্ট দিয়ে থাকে। কারণ তারা কালকে গালি দেয়। পক্ষান্তরে আমিই দাহর বা কাল। কেননা আমার হাতেই সব বিষয়। আমিই রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটাই।[১০৫]

١٠٦. حدثنا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «الصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِيْ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِيْنَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِيْنَ يَلْقَى رَبَّهُ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ»

১০৬. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ঘোষণা করেন যে, সওম আমার জন্যই, আর আমিই এর প্রতিদান দেব। যেহেতু সে আমারই সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে তার প্রবৃত্তি, পান ও আহার ত্যাগ করেছে। আর সওম হচ্ছে, ঢাল। সওম পালনকারীর জন্য রয়েছে দু'টি আনন্দ। এক আনন্দ হলো যখন সে ইফতার করে, আর এক আনন্দ হলো, যখন সে তার প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হবে। আল্লাহ্র কাছে সওম পালনকারীর মুখের গন্ধ মিসকের সুগন্ধির চেয়েও উত্তম।[১০৬]

١٠٧. حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا أَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِيْ فِيْ ثَوْبِهِ فَنَادَى رَبُّهُ يَا أَيُّوْبُ «أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنْ لَا غِنَى بِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ»

---

১০৫. [বুখারী ৪৮২৬, ৭৪৯১]
১০৬. [বুখারী ১৮৯৪, ৭৪৯২]

১০৭. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ একদা আইয়ূব (عليه السلام) বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করছিলেন। তখন স্বর্ণের একদল পঙ্গপাল তাঁর ওপর পতিত হলে তিনি তা তাঁর কাপড়ে ভরতে থাকেন। তখন তাঁর প্রতিপালক আহ্বান করে বললেন ঃ হে আইয়ূব! তুমি যা দেখছ, এর থেকে তোমাকে কি আমি অভাবমুক্ত করিনি? আইয়ূব (عليه السلام) বললেন, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! তবে তোমার বরকত থেকে আমি অভাবমুক্ত নই।[১০৭]

١٠٨. حدثنا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرّ عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ»

১০৮. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ আমাদের প্রতিপালক প্রতি রাতের যখন রাতে শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন পৃথিবীর আসমানে অবতরণ করেন। এবং বলেন, আমার কাছে যে দু'আ করবে, আমি তার দু'আ গ্রহণ করব। আমার কাছে যে চাইবে, আমি তাকে দান করব। আমার কাছে যে মাগফিরাত প্রার্থনা করবে, তাকে আমি ক্ষমা করে দেব।[১০৮]

١٠٩. وبِهٰذَا الإِسْنَاد قَالَ اللهُ «أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ»

১০৯. হাদীসটির এ সনদে আরো আছে যে, আল্লাহ্ বলেন ঃ তুমি খরচ কর, তাহলে আমিও তোমার ওপর খরচ করব।[১০৯]

١١٠. حدثنا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»

---

১০৭. [বুখারী ২৭৯, ৭৪৯৩]

১০৮. [বুখারী ১১৪৫, ৭৪৯৪]

১০৯. [বুখারী ৪৬৮৪, ৭৪৯৬]

১১০. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ঘোষণা করলেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন বস্তু প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি, এমনকি কোন মানুষের অন্তরে কল্পনায়ও আসেনি।[১১০]

১١١. حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ «إِذَا أَرَادَ عَبْدِيْ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوْهَا عَلَيْهِ حَتّٰى يَعْمَلَهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِيْ فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ»

১১১. আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা কোন গুনাহ্‌র কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করলে তা না করা পর্যন্ত তার গুনাহ্ লেখো না। আর যদি তা করেই ফেলে, তাহলে তা সমপরিমাণ লেখো। আর যদি আমার কারণে তা পরিহার করে, তাহলে তার পক্ষে একটি নেকী লেখো এবং যদি বান্দা কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করল কিন্তু তা না করে, তবুও তোমরা তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করবে। তারপর যদি তা সম্পাদন করে, তবে তোমরা তার জন্য কাজটির দশ গুণ থেকে সাত'শ গুণ পর্যন্ত লেখো।[১১১]

১١٢. حدثنا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ مُزَرِّدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَ مَهْ قَالَتْ هٰذَا مَقَامُ

---

১১০. [বুখারী ৩২৪৪, ৭৪৯৮]
১১১. (বুখারী ৭৫০১)

الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ فَقَالَ «أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَذٰلِكِ لَكِ ثُمَّ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ﴾»

১১২. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তো সমস্ত সৃষ্টিকে পয়দা করলেন। তারপর যখন তিনি এর থেকে অবসর হলেন তখন 'রাহীম' (আত্মীয়তার বন্ধন) উঠে দাঁড়াল। আল্লাহ্ সেটিকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি থাম। 'আত্মীয়তার বন্ধন' তখন বলল, আমাকে ছিন্নকারী থেকে পানাহ্ প্রার্থনার স্থল এটিই। এতে আল্লাহ্ ঘোষণা করলেন, তুমি এতে রাযী নও কি যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে সৎভাব রাখবে আমিও তার সঙ্গে সৎভাব রাখব, আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তাকে ছিন্ন করব? সে বলল, আমি এতে সন্তুষ্ট, হে প্রতিপালক! আল্লাহ্ বললেন ঃ তা-ই তোমার জন্য। তারপর আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিলাওয়াত করলেন ঃ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ الآية ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।[১১২]

١١٣. حدثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ مطِر النَّبِي ﷺ فقَالَ قَالَ اللهُ «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ كَافِرٌ بِيْ وَمُؤْمِنٌ بِي»

১১৩. যায়দ ইবনু খালিদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (স)-এর সময় একবার বৃষ্টি হলো। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ বলছেন, (এই বৃষ্টিকে কেন্দ্র করে) আমার বান্দাদের কিছু সংখ্যক আমার সঙ্গে কুফরী করেছে, আর কিছু সংখ্যক ঈমান এনেছে।[১১৩]

---

১১২. [বুখারী ৪৮৩০, ৭৫০২]
১১৩. [বুখারী ৮৪৬, ৭৫০৩]

١١٤. حدثنا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ «إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ»

১১৪. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার সাক্ষাৎ পছন্দ করলে আমিও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করি। আর সে আমার সাক্ষাতকে অপছন্দ করলে, আমিও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করি।[১১৪]

١١٥. حدثنا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي»

১১৫. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ আমার বিষয়ে আমার বান্দার ধারণার অনুরূপ ব্যবহার করে থাকি।[১১৫]

١١٦. حدثنا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَإِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوْهُ وَاذْرُوْا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ فَأَمَرَ اللهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ ثُمَّ قَالَ لِمَ فَعَلْتَ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ»

১১৬. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি (জীবনেও) কোন ভাল 'আমাল করেনি। মৃত্যুর সময় সে বলল, মারা যাবার পর তোমরা তাকে

---

১১৪. (বুখারী ৭৫০৪)

১১৫. [৭৪০৫, ৭৫০৫]

পুড়িয়ে ফেল। আর অর্ধেক স্থলে আর অর্ধেক সাগরে ছড়িয়ে দাও। সে আরো বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ যদি তাকে পেয়ে যান তাহলে অবশ্যই তাকে এমন শাস্তি দেবেন, যা জগতসমূহের আর কাউকে দেবেন না। তারপর আল্লাহ্ সাগরকে হুকুম দিলে সাগর এর মধ্যকার অংশকে একত্রিত করল। স্থলকে হুকুম দিলে সেও তার মধ্যকার অংশ একত্রিত করল। তারপর আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি কেন এমন করলে? সে উত্তর করল, তোমার ভয়ে। আর তুমি অধিক জ্ঞাত। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।[১১৬]

١١٧. حدثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِيْ عَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ أَصَبْتُ فَاغْفِرْ لِيْ فَقَالَ رَبُّهُ أَعَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ أَوْ أَصَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ أَعَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ أَصَابَ ذَنْبًا قَالَ قَالَ رَبِّ أَصَبْتُ أَوْ قَالَ أَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِيْ فَقَالَ أَعَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثَلَاثًا فَلْيَعْمَلْ مَا شاء»

১১৭. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, এক বান্দা গুনাহ্ করল। বর্ণনাকারী أَصَابَ ذَنْبًا না বলে কখনো أَذْنَبَ ذَنْبًا বলেছেন। তারপর সে বলল, হে আমার রব্ব! আমি তো গুনাহ্ করে ফেলেছি। বর্ণনাকারী أَذْنَبْتُ -এর স্থলে কখনো أَصَبْتُ বলেছেন। তাই আমার গুনাহ ক্ষমা করে দাও। তার

১১৬. [বুখারী ৩৪৮১, ৭৫০৬]

প্রতিপালক বললেন ঃ আমার বান্দা কি একথা জেনেছে যে, তার রয়েছে একজন রব্ব যিনি গুনাহ্ ক্ষমা করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। আমার বান্দাকে আমি মাফ করে দিলাম। তারপর সে আল্লাহ্র ইচ্ছে অনুযায়ী কিছুকাল অবস্থান করল এবং সে আবার গুনাহ্তে জড়িয়ে গেল। বর্ণনাকারীর সন্দেহ أَصَابَ ذَنْبًا কিংবা أَذْنَبَ ذَنْبًا বলা হয়েছে। বান্দা আবার বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আবার গুনাহ্ করে বসেছি। এখানে أَصَبْتُ কিংবা أَذْنَبْتُ বলা হয়েছে। আমার এ গুনাহ্ তুমি মাফ করে দাও। তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ আমার বান্দা কি জেনেছে যে, তার আছে একজন রব্ব যিনি গুনাহ্ ক্ষমা করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। আমার বান্দাকে আমি মাফ করে দিলাম। এরপর সে বান্দা আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী কিছুকাল সে অবস্থায় থাকল। আবারও সে গুনাহতে জড়িয়ে গেল। এখানে أَصَابَ ذَنْبًا কিংবা أَذْنَبَ ذَنْبًا বলা হয়েছে। সে বলল, হে আমার রব্ব! আমি তো আরো একটি গুনাহ্ করে ফেলেছি। এখানে أَصَبْتُ কিংবা أَذْنَبْتُ বলা হয়েছে। আমার এ গুনাহ্ মাফ করে দাও। তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ আমার বান্দা কি জেনেছে যে, তার একজন রব্ব আছেন, যিনি গুনাহ্ মাফ করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। আমি আমার এ বান্দাকে মাফ করে দিলাম। এরকম তিনবার বললেন।[১১৭]

١١٨. حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا فِيْمَنْ سَلَفَ أَوْ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالَ كَلِمَةً يَعْنِي «أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا وَوَلَدًا فَلَمَّا حَضَرَتِ الْوَفَاةُ قَالَ لِبَنِيْهِ أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوْا خَيْرَ أَبٍ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ أَوْ لَمْ يَبْتَئِزْ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا وَإِنْ يَقْدِرْ اللهُ عَلَيْهِ يُعَذِّبْهُ فَانْظُرُوْا إِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُوْنِي حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُوْنِي أَوْ قَالَ الإِسْكَنْدَرِيَّةَ فَإِذَا كَانَ

১১৭. (বুখারী ৭৫০৭)

يَوْمُ رِيْحٍ عَاصِفٍ فَأَذْرُوْنِي فِيْهَا فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَأَخَذَ مَوَاثِيْقَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ وَرَبِّي فَفَعَلُوْا ثُمَّ أَذْرَوْهُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كُنْ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ قَالَ اللهُ أَيْ عَبْدِيْ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ قَالَ مَخَافَتُكَ أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ قَالَ فَمَا تَلَافَاهُ أَنْ رَحِمَهُ عِنْدَهَا وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا» فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا عُثْمَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فِيْهِ أَذْرُوْنِيْ فِي الْبَحْرِ أَوْ كَمَا حَدَّثَ حَدَّثَنَا مُوْسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ لَمْ يَبْتَئِرْ وَقَالَ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ لَمْ يَبْتَئِزْ فَسَّرَهُ قَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ

১১৮. আবূ সা'ঈদ **খুদ্‌রী** (রাঃ) **হতে** বর্ণিত। নাবী (ﷺ) আগের **যুগের** এক লোক সম্পর্কে আলোচনা করলেন। **অথবা** তিনি বলেছেন, তোমাদের আগে **যারা** ছিলেন তাদের এক লোক। তিনি তার ব্যাপারে বললেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে সম্পদ ও সন্তান দান করলেন। **যখন** তার মৃত্যু হাজির হল **তখন** সে তার সন্তানদেরকে বলল, আমি তোমাদের জন্য কেমন পিতা ছিলাম? তারা **বলল**, **উত্তম** পিতা। তখন সে বলল, সে **আল্লাহ্‌র** কাছে কোন নেক 'আমাল রেখে যেতে পারেনি। **এখানে** لَمْ يَبْتَئِرْ কিংবা لَمْ يَبْتَئِزْ বলা **হয়েছে**। **অতএব**, আল্লাহ্ (তার উপর) সমর্থ হলে, **অবশ্যই তাকে আযাব** দিবেন। **অতএব** তোমরা লক্ষ্য রাখবে, আমার মওত হলে তোমরা **আমাকে আগুনে** জ্বালিয়ে দেবে। এরপর **যখন** আমি **কয়লা** হয়ে যাব, **তখন ছাই** করে ফেলবে। বর্ণনাকারী **এখানে** فَاسْحَقُوْنِيْ কিংবা فَاسْحَكُوْنِيْ বলেছেন। **তারপর** যেদিন প্রচণ্ড বাতাসের দিন হবে সেদিন **বাতাসে ছড়িয়ে** দেবে। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ পিতা এ বিষয়ে ছেলেদের নিকট **থেকে** ও'য়াদা নিল। আমার রবের **শপথ**! ছেলেরা তাই **করল**। এক প্রচণ্ড বাতাসের দিনে তাকে ছড়িয়ে দিল। তারপর মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন; তুমি অস্তিত্বে **এসে** যাও **তৎক্ষণাৎ** সে উঠে দাড়াল। **মহান** আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার বান্দাহ্! তুমি যা করেছ তা কেন **করলে**? সে উত্তর দিল, তোমার ভয়ে। নাবী (ﷺ) **বলেছেন** ঃ

এর বিনিময়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। রাবী আবার অন্য বর্ণনায় বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ক্ষমা দ্বারাই এর বিনিময় দিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি এ হাদীস আবূ উসমানের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আমি হাদীসটি সালমান (ﷺ) থেকে শুনেছি। তবে তিনি এটুকু যোগ করেছেন, أَذْرُوْنِي فِي الْبَحْرِ আমাকে সমুদ্রে ছড়িয়ে দাও।

রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন, অথবা যেমন তিনি বর্ণনা করেছেন।

মুতামির (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি لَمْ يَبْتَئِرْ - বর্ণনা করেছেন।[১১৮]

খালীফা (রহ.) মুতামির থেকে لَمْ يَبْتَئِرْ বর্ণনা করেছেন। ক্বাতাদাহ (রহ.) এ সবের বিশ্লেষণ করেছেন لَمْ يَدَّخِرْ অর্থাৎ 'সঞ্চয় করেনি' দ্বারা।

بَاب كَلَامِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ

অনুচ্ছেদঃ ক্বিয়ামাতের দিনে নাবী ও অপরাপরের সঙ্গে মহান আল্লাহ্র কথাবার্তা

١١٩. حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا معبد بن هِلَالٍ الْعَنَزِيُّ قَالَ اجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَذَهَبْنَا مَعَنَا بِثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَإِذَا هُوَ فِي قَصْرِهِ فَوَافَقْنَاهُ يُصَلِّي الضُّحَى فَاسْتَأْذَنَّا فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَقُلْنَا لِثَابِتٍ لَا تَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَؤُلَاءِ إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ جَاءُوكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ

১১৮. [বুখারী ৩৪৭৮, ৭৫০৮]

بِإِبْرَاهِيْمَ فَإِنَّهُ خَلِيْلُ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوْسَى فَإِنَّهُ كَلِيْمُ اللهِ فَيَأْتُوْنَ مُوْسَى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيْسَى فَإِنَّهُ رُوْحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَأْتُوْنَ عِيْسَى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَيَأْتُوْنِيْ فَأَقُوْلُ أَنَا لَهَا فَأَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّيْ فَيُؤْذَنُ لِيْ وَيُلْهِمُنِيْ مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيَقُوْلُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ فَيَقُوْلُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُوْدُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ فَيَقُوْلُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُوْدُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيَقُوْلُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ فَيَقُوْلُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنَسٍ قُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا لَوْ مَرَرْنَا بِالْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَارٍ فِيْ مَنْزِلِ أَبِيْ خَلِيْفَةَ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَنَا فَقُلْنَا لَهُ يَا أَبَا سَعِيْدٍ جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ أَخِيْكَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَلَمْ نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ فَقَالَ هِيْهْ فَحَدَّثْنَاهُ بِالْحَدِيْثِ فَانْتَهَى إِلٰى هٰذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ هِيْهْ فَقُلْنَا لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلٰى هٰذَا فَقَالَ لَقَدْ حَدَّثَنِيْ وَهُوَ جَمِيْعٌ مُنْذُ عِشْرِيْنَ سَنَةً فَلَا أَدْرِيْ أَنَسِيَ أَمْ كَرِهَ أَنْ تَتَّكِلُوْا قُلْنَا يَا أَبَا سَعِيْدٍ فَحَدِّثْنَا فَضَحِكَ وَقَالَ خُلِقَ الإِنْسَانُ عَجُوْلًا مَا ذَكَرْتُهُ إِلَّا

وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدَّثَنِيْ كَمَا حَدَّثَكُمْ بِهِ قَالَ ثُمَّ أَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِيْ فِيْمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَيَقُوْلُ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ وَكِبْرِيَائِيْ وَعَظَمَتِيْ لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»

১১৯. মা'বাদ ইব্‌ন হিলাল আল আনাযী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বস্‌রার অধিবাসী কিছু লোক একত্রিত হয়ে আনাস ইব্‌নু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে গেলাম। আমাদের সঙ্গে সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে নিলাম, যাতে তিনি আমাদের কাছে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত শাফাআত সম্পর্কে হাদীস জিজ্ঞেস করেন। আমরা তাঁকে তাঁর মহলেই চাশতের সলাত আদায়রত পেলাম। তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি আমাদেরকে অনুমতি দিলেন। তখন তিনি তাঁর বিছানায় বসা অবস্থায় আছেন। অতঃপর আমরা সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন শাফাআতের হাদীসটি জিজ্ঞাসার পূর্বে অন্য কিছু জিজ্ঞেস না করেন। তখন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আবূ হামযাহ! এরা বসরাবাসী আপনার ভাই, তারা শাফাআতের হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছে। তারপর আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমাদের কাছে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, ক্বিয়ামাতের দিন মানুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তাই তারা আদাম (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে এসে বলবে, আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন ঃ এ কাজের জন্য আমি নই। বরং তোমরা ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে যাও। কেননা, তিনি হলেন আল্লাহ্‌র খলীল। তখন তারা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন ঃ আমি এ কাজের জন্য নই। তবে তোমরা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে যাও। কারণ তিনি আল্লাহ্‌র সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন। তখন তারা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে আসবে তিনি বলবেন ঃ আমি তো এ কাজের জন্য নই। তোমরা বরং 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে যাও। যেহেতু তিনিই আল্লাহ্‌র রূহ ও বাণী। তারা তখন 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন ঃ আমি তো এ কাজের জন্য নই। তোমরা বরং মুহাম্মাদ (স)-এর কাছে যাও। এরপর তারা আমার কাছে আসবে। আমি বলব, আমিই এ কাজের জন্য। আমি তখন আমার প্রতিপালকের কাছে অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমাকে প্রশংসা সম্বলিত বাক্য ইলহাম করা হবে যা দিয়ে আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করব,

যেগুলো এখন আমার জানা নেই। আমি সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে প্রশংসা করব এবং সাজদাহ্য় পড়ে যাব। তখন আমাকে বলা হবে, ইয়া মুহাম্মাদ! মাথা ওঠাও। তুমি বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, তা দেয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলবো, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাত। আমার উম্মাত। বলা হবে, যাও, যাদের হৃদয়ে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে দাও, আমি যেয়ে এমনই করব। তারপর আমি ফিরে আসব এবং পুনরায় সেসব প্রশংসা বাক্য দ্বারা আল্লাহ্র প্রশংসা করবো এবং সাজদাহ্য় পড়ে যাবো। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা ওঠাও। তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। তখনো আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাত। আমার উম্মাত। অতঃপর বলা হবে, যাও, যাদের এক অনু কিংবা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। আমি গিয়ে তাই করব। আমি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করবো এবং সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা করবো। আর সাজদাহয় পড়ে যাবো। আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার বক্তব্য শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। আমি তখন বলবো, হে আমার প্রতিপালক, আমার উম্মাত, আমার উম্মাত। এরপর আল্লাহ্ বলবেন, যাও, যাদের অন্তরে সরিষার দানা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র পরিমাণও ঈমান থাকে, তাদেরকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আন। আমি যাবো এবং তাই করবো। আমরা যখন আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসছিলাম, তখন আমি আমার সাথীদের কোন একজনকে বললাম, আমরা যদি আবূ খলীফার বাড়িতে আত্মগোপনরত হাসান বস্রীর কাছে গিয়ে আনাস ইব্নু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসটি তাঁর কাছে বর্ণনা করতাম। এরপর আমরা হাসান বস্রীর কাছে এসে তাঁকে অনুমতির সালাম দিলাম। তিনি আমাদেরকে প্রবেশ করতে অনুমতি দিলেন। আমরা তাকে বললাম, হে আবূ সা'ঈদ! আমরা আপনারই ভাই আনাস ইব্নু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট হতে আপনার কাছে আসলাম। শাফাআত সম্পর্কে তিনি যেরূপ বর্ণনা দিয়েছেন, অনুরূপ বর্ণনা করতে আমরা আর কাউকে দেখিনি। তিনি বললেন, আমার কাছে সেটি বর্ণনা কর। আমরা তাঁকে হাদীসটি বর্ণনা করে শোনালাম। এরপর আমরা শেষস্থলে এসে বর্ণনা শেষ করলাম। তিনি বললেন, আরো বর্ণনা কর। আমরা বললাম, তিনি তো এর অধিক আমাদের কাছে বর্ণনা দেননি। তিনি বললেন, জানি না, তিনি কি ভুলেই গেলেন, না তোমরা নির্ভরশীল

হয়ে পড়বে বলে অবশিষ্টটুকু বর্ণনা করতে অপছন্দ করলেন, বিশ বছর পূর্বে যখন তিনি শক্তি সামর্থ্যে ও স্মরণশক্তিতে মজবুত ছিলেন, তখন আমার কাছেও হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন। আমরা বললাম, হে আবূ সা'ঈদ! আমাদের কাছে হাদীসটি বর্ণনা করুন। তিনি হাসলেন এবং বললেন, সৃষ্টি করা হয়েছে, মানুষ তো অতিমাত্রায় ত্বরা প্রিয়। আমি তো বর্ণনার উদ্দেশেই তোমাদের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করেছেন, আমার কাছেও তা বর্ণনা করেছেন তবে পরে এটুকুও বলেছিলেন, আমি চতুর্থবার ফিরে আসবো এবং সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করব এবং সাজদাহ্য় পড়ে যাবো। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। শাফাআত কর, গ্রহণ করা হবে। আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাদের সম্পর্কে শাফাআত করার অনুমতি দান কর, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছে। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমার ইযযত, আমার পরাক্রমশীলতা, আমার বড়ত্ব ও আমার মহত্ত্বের কসম! যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছে, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনব।[১১৯]

١٢٠. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِنَّ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلًا الْجَنَّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنَ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ حَبْوًا فَيَقُوْلُ لَهُ رَبُّهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ رَبِّ الْجَنَّةُ مَلْأَى فَيَقُوْلُ لَهُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَكُلُّ ذٰلِكَ يُعِيْدُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ مَلْأَى فَيَقُوْلُ إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا عَشْرَ مِرَارٍ»

১২০. 'আবদুল্লাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী এবং জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ পরিত্রাণ লাভকারী ব্যক্তিটি জাহান্নাম থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসবে। তার প্রতিপালক তাকে বলবেন, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, হে

১১৯. [বুখারী ৪৪, ৭৫১০]

আমার প্রতিপালক! জান্নাত তো পরিপূর্ণ! আল্লাহ্ এভাবে তাকে তিনবার বলবেন। প্রত্যেকবারই সে উত্তর দেবে, জান্নাত তো পরিপূর্ণ। পরিশেষে আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তোমার জন্য রয়েছে এ পৃথিবীর মত দশ গুণ।[১২০]

١٢١. حدثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قتادة عَنْ صفوَانَ بْنِ مُحْـرِزٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ يَقُـوْلُ فِي النَّجْـوَى قَـالَ يَدْنُوْ أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حتى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فيقُوْلُ أَعَمِلْتَ كَـذَا وَكَـذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ وَيَقُوْلُ عملْت كَذَا وكَذَا فَيقُـولُ نعـمْ فَيُقَـرِّرُهُ ثُـمَّ يَقُـوْلُ «إِنِّيْ سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَـوْمَ» وَقَـالَ آدَمُ حَـدَّثَنَا شَـيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ

১২১. সাফওয়ান ইব্‌নু মুহরিয (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্‌নু 'উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ্‌র সঙ্গে বান্দার গোপন আলাপ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (স)-কে আপনি কী বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, আমার কেউ তার প্রতিপালকের নিকটস্থ হলে তিনি তার ওপর রহমতের আবরণ বিস্তার করে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি এই কাজ করেছ? সে বলল, হ্যাঁ। আল্লাহ্ আবারো জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি এই কাজ করেছ? সে তখনো বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ এভাবে তার স্বীকারোক্তি নেবেন। তারপর আল্লাহ বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার ওসব কাজ গোপন রেখেছিলাম। আমি আজকেও তোমার জন্য তা ক্ষমা করে দিলাম।[১২১]

بَاب كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ: জান্নাতবাসীদের সঙ্গে রব্বের কথাবার্তা

١٢٢. حدثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَـنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَـعِيْدٍ الْخُـدْرِيِّ رضي الله عنه قَـالَ

১২০. [বুখারী ৬৫৭১, ৭৫১১: মুসলিম ১/৮৪, হাঃ ১৯৩]
১২১. [বুখারী ২৪৪১, ৭৫১৪]

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ «يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ أَلَا أُعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيْ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا»

১২২. আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তখন জান্নাতীগণ বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা হাজির, আপনার কাছে হাজির হতে পেরে আমরা সৌভাগ্যবান। কল্যাণ আপনারই হাতে। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা সন্তুষ্ট হয়েছ কি? তারা বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না? অথচ আপনি আর কোন সৃষ্টিকে যা দান করেননি, তা আমাদেরকে দান করেছেন। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম জিনিস দান করব না? তারা বলবেন, হে প্রতিপালক! এর চেয়ে উত্তম বস্তু কোন্‌টি? আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের ওপর আমার সন্তুষ্টি নির্ধারিত করলাম। এরপর আমি তোমাদের উপর কখনো অসন্তুষ্ট হবো না।[১২২]

١٢٣. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن عطاء بن يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ أَوَلَسْتَ فِيْمَا شِئْتَ قَالَ بَلَى وَلَكِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ فَأَسْرَعَ وَبَذَرَ فَتَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ وَتَكْوِيْرُهُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى دُوْنَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَا تَجِدُ هٰذَا إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ فَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ»

---

১২২. [বুখারী ৬৫৪৯, ৭৫১৮]

১২৩. আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) একদা আলোচনারত ছিলেন। তখন তাঁর সেখানে একজন গ্রাম্য লোকও হাজির ছিল। নাবী (ﷺ) বলছিলেন, একজন জান্নাতবাসী অনুমতি প্রার্থনা করবে কৃষিকার্য করার জন্য। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তুমি যা চাও তা কি পাওনি? সে বলবে, হ্যাঁ, পেয়েছি। তবে আমি কৃষিকাজ করতে পছন্দ করছি। অতি সত্বর ব্যবস্থা করা হবে। এই বীজ বোনা হবে। তখনই নিমিষে চারা গজাবে, সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং তা কাটা হবে আর তা পর্বত পরিমাণ স্তূপীকৃত করা হবে। আল্লাহ্ তখন বলবেন, হে আদাম সন্তান! লও। কারণ, তোমাকে কোন কিছুই তৃপ্তি দেবে না। এমন সময় জনৈক বেদুঈন বললো, হে আল্লাহ্র রসূল! ঐ লোকটিকে আপনি কুরাইশী কিংবা আনসারী পাবেন। কেননা, তাঁরা হলেন কৃষিজীবী। আর আমরা কৃষিজীবী নই! এতে রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) হেসে দিলেন।[১২৩]

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {قُلْ فَأْتُوْا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوْهَا}

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্র বাণী: বল, তোমরা সত্যবাদী হলে তাওরাত আন এবং পাঠ কর। (সূরাহ আলু 'ইমরান ৩/৯৩)

١٢٤. حدثنا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيْمَنْ سَلَفَ مِنْ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ أُوْتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوْا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوْا فَأُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا ثُمَّ أُوْتِيَ أَهْلُ الإِنْجِيْلِ الإِنْجِيْلَ فَعَمِلُوْا بِهِ حَتَّى صُلِّيَتْ الْعَصْرُ ثُمَّ عَجَزُوْا فَأُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا ثُمَّ أُوْتِيْتُمْ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَأُعْطِيْتُمْ قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ هَؤُلَاءِ أَقَلُّ مِنَّا عَمَلًا وَأَكْثَرُ أَجْرًا قَالَ اللهُ «هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوْا لَا قَالَ فَهُوَ فَضْلِيْ أُوْتِيْهِ مَنْ أَشَاءُ»

---

১২৩. [বুখারী ২৩৪৮, ৭৫১৯]

১২৪. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন ঃ অতীত উম্মাতদের তুলনায় তোমাদের অবস্থানকালের উদাহরণ হচ্ছে, 'আসরের সলাত এবং সূর্যাস্তের মাঝখানের সময়টুকু। তাওরাতধারীদেরকে তাওরাত প্রদান করা হলে তারা সে অনুযায়ী 'আমাল করল। এভাবে দুপুর হয়ে গেল এবং তারাও দুর্বল হয়ে পড়ল। তাদেরকে এক কীরাত করে পারিশ্রমিক দেয়া হল। তারপর ইনজীলের ধারকদেরকে ইনজীল দেয়া হলে তারা সে অনুযায়ী 'আমাল করল। এমনিতে 'আসরের সলাত আদায় করা হল। তারাও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তারপর তাদেরকেও এক কীরাত করে দেয়া হল। পরিশেষে তোমাদেরকে কুরআন প্রদান করা হয়। তোমরা তদনুযায়ী 'আমাল করেছ। এমনিতে সূর্যাস্ত হয়ে গেল। আর তোমাদেরকে দেয়া হল দু'কীরাত করে। ফলে কিতাবীগণ বলল, এরা তো আমাদের তুলনায় কাজ করল কম, অথচ পারিশ্রমিক পেল অধিক। এতে আল্লাহ্ বললেন, তোমাদের হক থেকে তোমাদের কিছু যুলুম করা হয়েছে কি? এরা বলবে, না। আল্লাহ্ বললেন ঃ এটিই আমার অনুগ্রহ, তা আমি যাকে চাই তাকে প্রদান করে থাকি।[১২৪]

بَاب ذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَرِوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ

অনুচ্ছেদ: নাবী (ﷺ) কর্তৃক তাঁর রব্বের থেকে রিওয়ায়াতের বর্ণনা

١٢٥. حدثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا أَبُوْ زَيْدٍ سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ «إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّيْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِيْ مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً»

১২৫. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমার বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তার দিকে এক হাত

---

১২৪. [বুখারী ৫৫৭, ৭৫৩৩]

পরিমাণ নিকটবর্তী হই। আর সে যখন আমার দিকে এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তার দিকে দু'হাত নিকটবর্তী হই। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।[১২৫]

١٢٦. حدثنا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رُبَّمَا ذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّيْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّيْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوْعًا» وَقَالَ مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِيْ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ

১২৬. আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) একাধিকবার বর্ণনা করেছেন যে, (আল্লাহ্ বলেন) ঃ আমার বান্দা যদি আমার দিকে এক বিঘত নিকটবর্তী হয়, আমি তার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হই। আর সে যদি আমার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হয়, আমি তার দিকে দু হাত নিকটবর্তী হই। বর্ণনাকারী এখানে بَاعًا কিংবা بُوْعًا বলেছেন। মুতামির (রহ.) বলেন, আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি, তিনি আনাস (ﷺ) থেকে শুনেছেন, তিনি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) কর্তৃক নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেছেন।[১২৬]

١٢٧. حدثنا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّكُمْ قَالَ «لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ وَالصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ»

১২৭. আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন। নাবী (ﷺ) তোমাদের প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ প্রতিটি আমলের কাফফারা রয়েছে, কিন্তু সওম আমার জন্যই, আমি নিজেই এর প্রতিদান

---

১২৫. (বুখারী ৭৫৩৬)

১২৬. [বুখারী ৭৪০৫, ৭৫৩৭]

প্রদান করব। সওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ্র কাছে মিস্কের চেয়েও অধিক সুগন্ধময়।[১২৭]

١٢٨. حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ح و قَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قتادة عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ «لَا يَنْبَغِيْ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ إِنَّه" خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيْهِ»

১২৮. ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে বর্ণনা করেন যে, মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ কোন বান্দার জন্য এ দাবি করা সঙ্গত নয় যে, সে ইউনুস ইব্নু মাত্তার চেয়ে উত্তম। এখানে ইউনুস (عليه السلام)-কে তাঁর পিতার দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে।[১২৮]

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى

﴿ بَلْ هُو قُرْآنٌ مَجِيْدٌ فِيْ لَوْحٍ مَحْفُوْظٍ وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ ﴾

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্র বাণী ঃ বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ– (সূরাহ বুরুজ ৮৫/২১-২২)। শপথ তূর পর্বতের। শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে– (সূরাহ আত্ তূর ৫২/১-২)।

١٢٩. و قَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَهُ غَلَبَتْ أَوْ قَالَ «سَبَقَتْ رَحْمَتِيْ غَضَبِيْ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ»

১২৯. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যখন তাঁর মাখলূকাত সৃষ্টি করলেন, তাঁর কাছে একটি কিতাব

---

১২৭. [বুখারী ১৮৯৪, ৭৫৩৮]

১২৮. [বুখারী ৩৩৯৫, ৭৫৩৯]

লিপিবদ্ধ রাখলেন। "আমার গযবের **উপর** আমার রহমত প্রবল হয়েছে' এটি তাঁর কাছে আরশের ওপর সংরক্ষিত হয়েছে।[১২৯]

١٣٠. حدثني **مُحَمَّدُ** بْنُ أَبِي غَالِب حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ **حَدَّثَنَا** قَتَادَةُ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ **حَدَّثَهُ** أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ **«إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِيْ فَهُوَ مَكْتُوْبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ»**

১৩০. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) **হতে বর্ণিত। তিনি** বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার **পূর্বে** একটি লেখা লিপিবদ্ধ **করে রেখেছেন**। তা হলো "আমার কাঁধের **উপর আমার রহমত** অগ্রগামী রয়েছে" এটি তাঁরই নিকটে আরশের ওপর **লিপিবদ্ধ** আছে।[১৩০]

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ} {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ্র বাণী ঃ আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে আর তোমরা যা তৈরি কর সেগুলোকেও– (সূরাহ আস্ সফফাত ৩৭/৯৬)। আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে– (সূরাহ আল-ক্বামার ৫৪/৪৯)।

١٣١. حدثنا **مُحَمَّدُ** بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ **عُمَارَةَ** عَنْ **أَبِي** زُرْعَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «وَمَنْ **أَظْلَمُ** مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوْا حَبَّةً أَوْ شَعِيْرَةً»

---

১২৯. [বুখারী ৩১৯৪, **৭৫৫৩**]

১৩০. [বুখারী ৩১৯৪, ৭৫৫৪]

Contents

১৩১. আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) **হতে বর্ণিত।** তিনি বলেন, **আমি** নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে **বলতে শুনেছি। তিনি** বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা **করেছেন ঃ তাদের অপেক্ষা** বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আমার সৃষ্টির সদৃশ সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে? তা হলে তারা একটা শস্যদানা কিংবা যব তৈরি করুক।[১৩১]

---

১৩১. [বুখারী ৫৯৫৩, ৭৫৫৯]

সহীহ মুসলিম

মোট কুদ্‌সী হাদীস সংখ্যা ৮০টি

باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء

অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি বলে 'আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি 'নক্ষত্রের গুণে' তার কুফরীর বর্ণনা

١/١٣٢. يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِيْ إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انصرف أَقْبَلَ على النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ»

১৩২/১. যায়দ ইবনু খালিদ জুহানী (রহ.) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন. আল্লাহর রাসূল (ﷺ) রাতে বৃষ্টি হবার পর হুদায়বিয়াতে আমাদের নিয়ে ফাজরের সলাত আদায় করলেন। সলাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন: তোমরা কি জান, তোমাদের পরাক্রমশালী ও মহিমাময় প্রতিপালক কী বলেছেন? তারা বললেন: আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই বেশি জানেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন: (রব) বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি মু'মিন হয়ে গেল এবং কেউ কাফির। যে বলেছে, আল্লাহর করুণা ও রহমতে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে হল আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী হয়েছে।[১৩২]

---

১৩২. (বুখারী ১০৩৮, ৪১৪৭, ৭৫০৩; মুসলিম ১/৩২ হাঃ ৭১, আহমাদ ১৭০৬০)

٢/١٣٣. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالَ «مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِيْنَ يَقُوْلُوْنَ الْكَوَاكِبُ وَبِالْكَوَاكِبِ»

১৩৩/২. হারমালা ইবনু ইয়াহইয়া ও আমর ইবনু আসওয়াদ আল আমিরী এবং মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ আল মুরাদী (রহ.) .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা কি জান, তোমার রব কী বলেছেন? তিনি বলেছেন: আমি যখন আমার বান্দার উপর অনুগ্রহ করি, একদল লোক তা অস্বীকার করে, আর তারা বলতে থাকে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণ। মুরাদীর হাদীসে 'অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে' কথার উল্লেখ রয়েছে।[১৩৩]

بَاب إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ

অনুচ্ছেদ: বান্দা যখন সৎকর্মের নিয়্যাত করে তার তখন সেটার সওয়াব (লিপিবদ্ধ) করা হয়। আর যখন কোন পাপকাজের নিয়্যাত করে তা লিপিবদ্ধ করা হয় না (যতক্ষণ না তা কাজে পরিণত করে)

٣/١٣٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِيْ بَكْرٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «إِذَا هَمَّ عَبْدِيْ بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوْهَا

---

১৩৩. (মুসলিম ৭২)

عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا سَيِّئَةً وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوْهَا حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا عَشْرًا»

১৩৪/৩. আবূ বাকার ইবনু আবূ শায়বাহ, যুজাইর ইবনু হারব ও ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (র.) ...... আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা (ফেরেশতাদেরকে) বলেন: আমার বান্দা কোন পাপ কর্মের কথা ভাবলেই তা লিখবে না বরং সে যদি তা করে তবে একটি পাপ লিখবে। আর যদি সে কোন নেক কাজের নিয়্যাত করে কিন্তু সে যদি তা না করে, তাহলেও এর প্রতিদানে তার জন্য একটি সওয়াব লিখবে। আর তা সম্পাদন করলে লিখবে দশটি সওয়াব।[১৩৪]

٤/١٣٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «إِذَا هَمَّ عَبْدِيْ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً»

১৩৫/৪. ইয়াহইয়া ইবনু আইউব, কুতাইবাহ ও ইবনু হুজর .... আবূ হুরাইরাহ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, আমার বান্দা যখন কোন ভাল কাজের নিয়্যাত করে অথচ এখনও তা করেনি, তখন আমি তার জন্য একটি সওয়াব লিখ; আর যদি তা কজে পরিণত করে তবে দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত সওয়াব লিখে। পক্ষান্তরে যদি মন্দ কাজের নিয়্যাত করে অথচ এখনো তা কাজে পরিণত করেনি তবে এর জন্য কিছুই লিখি না। আর তা কাজে পরিণত করলে একটি মাত্র পাপ লিখি।[১৩৫]

১৩৪. (মুসলিম ১২৮)
১৩৫. (মুসলিম ১২৮)

٥/١٣٦. وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيْدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ فَقَالَ ارْقُبُوْهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللهَ»

১৩৬/৫. মুহাম্মাদ ইবনু রাফি' ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: যখন আমার কোন বান্দা মনে মনে কোন ভাল কাজ করার কল্পনা করে, তখন সে কাজ না করতেই আমি তার জন্যে একটি সওয়াব লিখে রাখি। আর যদি সে কাজটি সম্পন্ন করে তখন তার দশগুণ নেকী লিখে রাখি। আর যদি সে অন্তরে কোন মন্দ কাজ করার কল্পনা করে, তখন সে কাজ না করা পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করে দিই। আর যদি সে কাজটি করে ফেলে তখন একটি গুনাহ লিখে রাখি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন: ফেরেশতারা বলেন- হে প্রভু! তোমার অমুক বান্দা একটি মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করেছে, অথচ তিনি স্বচক্ষে তা দেখেন- তখন তিনি তাদেরকে (ফেরেশতাদেরকে) বলেন: তাকে পাহারা দাও (অর্থাৎ দেখ সে কী করে)। যদি সে এ কাজটি করে, তাহলে একটি গুনাহ লিখ। আর যদি সে তা বর্জন করে, তবে তার জন্য একটি পুণ্য লিখ, কেননা সে আমার ভয়েই তা বর্জন করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যদি তোমাদের কেউ

ইসলামের প্রতি নিষ্ঠাবান হয় তখন তার প্রত্যেকটি নেক কাজ যা সে করে তার জন্যে দশ থেকে সাতশ' গুণ পরিমাণ নেকী লিখা হয় এবং প্রত্যেক মন্দ কাজের জন্য কেবলমাত্র একটি করে গুনাহ লিখা হয়। এভাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত) চলতে থাকে।[১৩৬]

٦/١٣٧. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرْوِيْ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً»

১৩৭/৬. শায়বান ইবনু ফাররূখ (রহ.) ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা ভাল এবং মন্দ উভয়টিকে লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন: যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা করে অথচ তা এখনও বাস্তবে পরিণত করেনি, তার জন্য আল্লাহ নিজের কাছে একটি পূর্ণাঙ্গ সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন। আর যদি সে কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা করে এবং তা বাস্তবেও পরিণত করে, তখন আল্লাহ নিজের কাছে দশ থেকে সাতশ' বা আরো অনেক বেশী সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন। আর যদি সে কোন মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে এবং তা বাস্তবে পরিণত না করে, তখন আল্লাহ নিজের কাছে তার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সাওয়াব লিপিবদ্ধ করেন, আর যদি সে কোন মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে এবং তা বাস্তবে পরিণত করে, তখন আল্লাহ তা'আলা কেবলমাত্র একটি পাপই লিপিবদ্ধ করেন।[১৩৭]

---

১৩৬. (মুসলিম ১২৯)
১৩৭. (মুসলিম ১৩১)

بَابُ بَيَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الإِيْمَانِ وَمَا يَقُوْلُهُ مَنْ وَجَدَهَا

অনুচ্ছেদ: ঈমানের মধ্যে ওয়াস্ওয়াসা সৃষ্টির ব্যাপারে এবং কারো অন্তরে যদি তা সৃষ্টি হয় তবে সে কী বলবে?

١٣٨/٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُوْنَ يَقُوْلُوْنَ مَا كَذَا مَا كَذَا حَتَّى يَقُوْلُوْا هٰذَا اللهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ»

১৩৮/৭. আবদুল্লাহ ইবনু আমের ইবনে যুরারা আল হাযরামী (র.) ...... আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন: আপনার উম্মাত সর্বদা এটা কে সৃষ্টি করল, এটা কে সৃষ্টি করল এ ধরনের প্রশ্ন করতে থাকে। এমনকি এ প্রশ্নও করবে যে, সকল সৃষ্টিই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তা হলে আল্লাহকে সৃষ্টি করল কে?

ইসহাক ইবনু ইবরাহীম ও আবূ বাকার ইবনু শায়বাহ (র.) ...... আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে রাবী ইসহাক তার রিওয়ায়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আপনার উম্মাত .... এ কথাটি উল্লেখ করেননি।

بَاب الْإِسْرَاءِ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَفَرْضِ الصَّلَوَاتِ

অনুচ্ছেদ: ফরয সলাত ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মি'রাজ সম্পর্কে

١٣٩/٨. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «أُتِيْتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيْلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُوْنَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ قَالَ فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِيْ يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ

خَرَجْتُ فَجَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَام بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَّبَ بِيْ وَدَعَا لِيْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقِيْلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابْنَيْ الْخَالَةِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِيْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِيْ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوْسُفَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِيْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَام قِيْلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيْسَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِيْ بِخَيْرٍ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السّماءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ من هذا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهَارُوْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِيْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَام قِيْلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ اِلَيْه قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوْسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِيْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتح جبْريْل فَقِيْلَ مَنْ هَذَا قَالَ

جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُوْدُوْنَ إِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِيْ إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا فَأَوْحَى اللهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِيْنَ صَلَاةً فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوْسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِيْنَ صَلَاةً قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيْفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيْقُوْنَ ذَلِكَ فَإِنِّيْ قَدْ بَلَوْتُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّيْ فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِيْ فَحَطَّ عَنِّيْ خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوْسَى فَقُلْتُ حَطَّ عَنِّيْ خَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيْقُوْنَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيْفَ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّيْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ فَذَلِكَ خَمْسُوْنَ صَلَاةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً قَالَ فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوْسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيْفَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّيْ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ»

১৩৯/৮. শায়বান ইবনু ফাররূখ (র.) ...... আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: আমার জন্য বুরাক পাঠানো হল। বুরাক গাধা থেকে বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট একটি সাদা রঙ্গের প্রাণী।

যতদূর দৃষ্টি যায় এক পদক্ষেপে সে ততদূর চলে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: আমি এতে আরোহণ করলাম এবং বায়তুল মাকদাস পর্যন্ত এসে পৌঁছলাম। অতঃপর চক্কর দিয়ে সে ঘরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলাম যেমনভাবে নাবী (আঃ) গণ সে ঘরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। অতঃপর মাসজিদে প্রবেশ করলাম ও দু'রাক'আত সলাত আদায় করে বের হলাম। জিবরাঈল একটি শরাবের পাত্র এবং একটি দুধের পাত্র নিয়ে আমার কাছে এলেন। আমি দুধ গ্রহণ করলাম। জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বললেন, আপনি ফিতরাতকেই গ্রহণ করলেন। তারপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে উর্ধ্বলোকে গেলেন এবং আসমান পর্যন্ত পৌঁছে দ্বার খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হল আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছিল? বললেন, হ্যাঁ, পাঠানো হয়েছিল। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। সেখানে আমি আদম (আঃ) এর দেখা পাই। তিনি আমাকে মুবারকবাদ জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দু'আ করলেন। তারপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে উর্ধ্বলোকে নিয়ে চললেন এবং দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত পৌঁছলেন ও দ্বার খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল কে? তিনি উত্তরে বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি আনতে পাঠানো হয়েছিল? বললেন, হ্যাঁ, পাঠানো হয়েছিল। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হল। সেখানে আমি 'ঈসা ইবনু মারইয়াম ও ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া (عليه السلام) দু' খালাত ভাইয়ের দেখা পেলাম। তারা আমাকে মারহাবা বললেন, আমার জন্য কল্যাণের দু'আ করলেন। তারপর জিবরাঈল (عليه السلام) আমাকে নিয়ে উর্ধ্বলোকে চললেন এবং তৃতীয় আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, কে? তিনি উত্তরে বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ! জিজ্ঞেস করা হল, আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছিল? বললেন, হ্যাঁ পাঠানো হয়েছিল। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হল। সেখানে ইউসুফ (عليه السلام)-এর দেখা পেলাম। সমুদয় সৌন্দর্যের অর্ধেক দেয়া হয়েছিল তাকে। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। তারপর জিবরাঈল (عليه السلام) আমাকে নিয়ে চতুর্থ

আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, কে? তিনি উত্তরে বললেন বিজরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি আনতে পাঠানো হয়েছিল? বললেন, হ্যাঁ. পাঠানো হয়েছিল। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হল। সেখানে ইদরীস (ﷺ)-এর দেখা পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন: "এবং আমি তাকে উন্নীত করেছি উচ্চ মর্যাদায়" (সূরা আল-হাদীদ: ১৯) তারপর জিবরাঈল (ﷺ) আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, কে? তিনি উত্তরে বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হল তাঁকে কি আনতে পাঠানো হয়েছিল? বললেন, হ্যাঁ পাঠানো হয়েছিল। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হল। সেখানে হারূন (ﷺ)-এর দেখা পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। তারপর জিবরাঈল (ﷺ) আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি আনতে পাঠানো হয়েছিল? বললেন. হাঁ, পাঠানো হয়েছিল। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হল। সেখানে মূসা (ﷺ)-এর দেখা পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। তারপর জিবরাঈল (ﷺ) আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, কে? তিনি উত্তরে বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সাথে কে, তিনি বললেন, মুহাম্মদ। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি আনতে পাঠানো হয়েছিল? বললেন, হাঁ, পাঠানো হয়েছিল। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হল। সেখানে ইবরাহীম (ﷺ)-এর দেখা পেলাম। তিনি বায়তুল মা'মুরে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছেন। বায়তুল মা'মুরে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা তাওয়াফের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন যাঁরা আর সেখানে পুনরায় ফিরে আসার সুযোগ পান না। তারপর জিবরাঈল আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায়

নিয়ে গেলেন। সে বৃক্ষের পাতাগুলো হাতির কানের ন্যায় আর ফলগুলো বড় বড় মটকার মত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: সে বৃক্ষটিকে যখন আল্লাহর নির্দেশে যা আবৃত করে তখন তা পরিবর্তিত হয়ে যায়, সে সৌন্দর্যের বর্ণনা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমার উপর যা ওয়াহী করার তা ওয়াহী করলেন। আমার উপর দিনরাত মোট পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করলেন, এরপর আমি মূসা (عليه السلام)-এর কাছে ফিরে আসলাম। তিনি আমাকে বললেন, আপনার রব আপনার উম্মতের জন্য কী ফরয করেছেন? আমি বললাম পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত। তিনি বললেন, আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং একে আরো সহজ করার আবেদন করুন। কেননা আপনার উম্মাত এ নির্দেশ পালনে সক্ষম হবে না। আমি বানী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের বিষয়ে আমি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: তখন আমি আবার আমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে গেলাম এবং বললাম, হে আমার রব! আমার উম্মাতের জন্য এ হুকুম সহজ করে দিন। পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হল। তারপর মূসা (عليه السلام)-এর নিকট ফিরে এসে বললাম, আমার থেকে পাঁচ ওয়াক্ত কমানো হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মাত এও পারবে না। আপনি ফিরে যান এবং আরো সহজ করার আবেদন করুন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: এভাবে আমি একবার মূসা (عليه السلام) ও একবার আল্লাহর মাঝে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম। শেষে আল্লাহ তা'আলা বললেন: হে মুহাম্মদ (ﷺ)! যাও, দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারণ করা হল। প্রতি ওয়াক্তে সলাতে দশ ওয়াক্ত সালাতের সমান সওয়াব রয়েছে। এভাবে (পাঁচ ওয়াক্ত হল) পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাতের সমান। যে ব্যক্তি কোন নেক কাজের নিয়্যাত করল এবং তা কাজে রূপায়িত করতে পারল না, আমি তার জন্য একটি সওয়াব লিখব; আর তা কাজে পরিণত করলে তার জন্য লিখব দশটি সওয়াব। পক্ষান্তরে যে কোন মন্দ কাজের নিয়্যাত করল অথচ তা কাজে পরিণত করল না তার জন্য কোন গুনাহ লিখা হয় না। আর তা কাজে পরিণত করলে তার উপর লিখা হয় একটি মাত্র গুনাহ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: তারপর আমি মূসা (عليه السلام)-এর নিকট নেমে এলাম এবং তাঁকে ও বিষয়ে অবহিত করলাম। তিনি তখন বললেন, আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যান এবং

আরো সহজ করার প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: এ বিষয় নিয়ে বারবার আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আসা-যাওয়া করেছি, এখন আবার যেতে লজ্জা হচ্ছে।[১৩৮]

بَاب إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْآخِرَةِ رَبَّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

অনুচ্ছেদ: আখিরাতে মু'মিনগণ তাদের মহান প্রভুকে দেখতে পাবে

٩/١٤٠. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا أَزِيْدُكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنْ النَّارِ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوْا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ» حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

১৪০/৯. 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'উমার ইবনু মায়সারাহ (রহ.) ..... সুহায়ব (র.) বলেন নবী (ﷺ) বলেন- জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন: তোমরা কি চাও, আমি আরো অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেই? তারা বলবে: আপনি কি আমাদের চেহারাগুলো আলোকোজ্জ্বল করে দেননি, আমাদের জান্নাতে দাখিল করেন নি এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দেন নি? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: এরপর আল্লাহ তা'আলা আবরণ তুলে নিবেন। আল্লাহর দর্শন লাভের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় জিনিস আর কিছুই তাদের দেয়া হয় নি।[১৩৯]

---

১৩৮. (মুসলিম ২৫৯)
১৩৯. (মুসলিম ১৮১)

بَاب مَعْرِفَةِ طَرِيْقِ الرُّؤْيَةِ

অনুচ্ছেদ: আল্লাহর দীদার লাভের উপায় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন

١٠/١٤١. حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوْا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «هَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوْا لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيْتَ الطَّوَاغِيْتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيْهَا مُنَافِقُوْهَا فَيَأْتِيْهِمْ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيْ صُوْرَةِ غَيْرِ صُوْرَتِهِ الَّتِيْ يَعْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيْهِمْ اللهُ تَعَالَى فِيْ صُوْرَتِهِ الَّتِيْ يَعْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُوْنَهُ وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُوْنُ أَنَا وَأُمَّتِيْ أَوَّلَ مَنْ يُجِيْزُ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِيْ جَهَنَّمَ كَلَالِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ السَّعْدَانَ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ الْمُؤْمِنُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ الْمُجَازَى حَتَّى يُنَجَّى حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوْا مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا مِمَّنْ

أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَقُوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَيَعْرِفُوْنَهُمْ فِي النَّارِ يَعْرِفُوْنَهُم بِأَثَرِ السُّجُوْدِ تَأْكُلُ النَّارُ مِنْ ابْنِ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُوْدِ حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُوْدِ فَيُخْرَجُوْنَ مِنَ النَّارِ وَقَدْ امْتَحَشُوْا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلًا الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ أَيْ رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِيْ عن النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِيْ رِيْحُهَا وَأَحْرَقَنِيْ ذَكَاؤُهَا فَيَدْعُو اللهَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُوْلُ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِيْ رَبَّهُ مِنْ عُهُوْدٍ وَمَوَاثِيْقَ مَا شَاءَ اللهُ فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُوْلُ أَيْ رَبِّ قَدِّمْنِيْ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اللهُ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُوْدَكَ وَمَوَاثِيْقَكَ لَا تَسْأَلُنِيْ غَيْرَ الَّذِيْ أَعْطَيْتُكَ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُوْلُ أَيْ رَبِّ وَيَدْعُو اللهَ حَتَّى يَقُوْلَ لَهُ فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُوْلُ لَا وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِيْ رَبَّهُ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ عُهُوْدٍ وَمَوَاثِيْقَ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَأَى مَا فِيْهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالسُّرُوْرِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُوْلُ أَيْ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُوْدَكَ وَمَوَاثِيْقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيْتَ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُوْلُ أَيْ رَبِّ لَا أَكُوْنُ أَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللهَ حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ اللهُ مِنْهُ قَالَ ادْخُلْ الْجَنَّةَ فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ تَمَنَّهْ فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى حَتَّى إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»

قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِهِ شَيْئًا حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَّ اللهَ قَالَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ أَشْهَدُ أَنِّيْ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلًا الْجَنَّةَ

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوْا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حدِيثِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ

১৪১/১০. যুহাইর ইবনু হারব (র.) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন যে, কয়েকজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ক্বিয়ামাত দিবসে আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবো? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কষ্ট হয়? সাহাবীগণ বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কষ্টবোধ হয়? তাঁরা বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তদ্রূপ তোমরা তাঁকেও দেখবে। ক্বিয়ামাতের দিবসে আল্লাহ সকল মানুষকে জমায়েত করে বলবেন, পৃথিবীতে তোমরা যে যার 'ইবাদত করেছিলে আজ তাকেই অনুসরণ কর। তখন সূর্যের উপাসক দল সূর্যের পেছনে, চন্দ্র উপাসক চন্দ্রের পিছনে, তাগুতের উপাসক দল দেব-দেবীর পিছনে চলবে। কেবল এ উম্মত অবশিষ্ট থাকবে। তন্মধ্যে মুনাফিকরাও থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট এমন আকৃতিতে হাজির হবেন যা তারা চিনে না। তারপর (আল্লাহ তা'আলা) বললেন, আমি তোমাদের প্রতিপালক (সুতরাং তোমরা আমার পিছনে চল)। তারা বলবে, নাউযুবিল্লাহ, আমাদের প্রভু না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব। আর তিনি যখন আসবেন, তখন আমরা তাকে চিনতে পারব। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট তাদের পরিচিত আকৃতিতে আসবেন, বলবেন: আমি তোমাদের প্রভু! তারা বলবে,

হাঁ, আপনি আমাদের প্রভু। এ বলে তারা তাকে অনুসরণ করবে। এমন সময়ে জাহান্নামের উপর দিয়ে সিরাত (সাঁকো) বসানো হবে। (নাবী (ﷺ) বলেন) আর আমি ও আমার উম্মাতই হব প্রথম এ পথ অতিক্রমকারী। সেদিন রসূলগণ ছাড়া অন্য কেউ মুখ খোলারও সাহস করবে না। আর রসূলগণও কেবল এ দু'আ করবেন: হে আল্লাহ! নিরাপত্তা দাও, নিরাপত্তা দাও আর জাহান্নামে থাকবে সা'দান বৃক্ষের কাঁটার মত অনেক কাঁটাযুক্ত মতই, তবে তা যে কত বিরাট তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। পাপ কাজের জন্য কাঁটার আংটাগুলো ছোবল দিতে থাকবে। তাদের কেউ কেউ মু'মিন (যারা সাময়িক জাহান্নামী) তারা রক্ষা পাবে, আর কেউ তো শাস্তি ভোগ করে নাজাত পাবে। এরপর আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা হতে অবসর হলে স্বীয় রহমতে কিছু সংখ্যক জাহান্নামীদের (জাহান্নাম হতে) বের করতে দেয়ার ইচ্ছা করবেন তখন ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিবেন যারা কালিমায় বিশ্বাসী ও শিরক করেনি যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা রহম করতে চাইবেন যে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আস। আর যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করতে চেয়েছেন তারা ঐ সকল লোক যারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলত। অতঃপর ফেরেশতাগণ তাদের সনাক্ত করবেন। তারা সিজদার চিহ্নের সাহায্যে তাদের চিনবেন। কারণ, অগ্নি মানুষের দেহের সবকিছু জ্বালিয়ে ফেললেও সিজদার স্থান অক্ষত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা সাজদা'র চিহ্ন নষ্ট করা হারা (নিষিদ্ধ) করে দিয়েছেন। মোট কথা, ফেরেশতাগণ এদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন এমনাবস্থায় যে, তাদের দেহ আগুনে দগ্ধ। তাদের উপর 'মাউল-হায়াত' (সঞ্জীবনী পানি) ঢেলে দেয়া হবে। তখন তারা এতে এমনভাবে সতেজ হয়ে উঠবে যেমনভাবে শস্য অঙ্কুর পানিসিক্ত উর্বর জমিতে সতেজ হয়ে উঠে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের বিচার সমাপ্ত করবেন। শেষে এক ব্যক্তি থেকে যাবে। তার মুখমণ্ডল হবে জাহান্নামের দিকে। এ হবে সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী। সে বলবে, হে আমার প্রভু! (অনুগ্রহ করে) আমার মুখটি জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দিন। কারণ জাহান্নামের দুর্গন্ধ আমাকে অসহনীয় কষ্ট দিচ্ছে; এর লেলিহান অগ্নিশিখা আমাকে দগ্ধ করে দিচ্ছে। আল্লাহ যতদিন চান ততদিন পর্যন্ত সে তাঁর নিকট দু'আ করতে থাকবে। পরে আল্লাহ বললেন, তোমার এ দু'আ কবূল করলে তুমি কি আরো কিছু কামনা করবে? সে বিভিন্ন ধরনের ওয়াদা ও অঙ্গীকার করে বলবে, হে আল্লাহ! আমি আর কিছু চাইব না এবং সে আরো অঙ্গীকার করতে থাকবে। আল্লাহ

তা'আলা তার মুখটি জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দিবেন। তার চেহারা যখন জান্নাতের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, আর সে জান্নাত দেখবে, তখন আল্লাহ যতদিন চান সে নীরব থাকবে। পরে আবার বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেবল জান্নাতের দরজা পর্যন্ত আমাকে পৌঁছে দিন। আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি না ওয়াদা ও অঙ্গীকার দিয়েছিলে যে, আমি তোমাকে যা দিয়েছি তাছাড়া আর কিছু চাইবে না। হে আদম সন্তান, তুমি হতভাগ্য ও তুমি সাংঘাতিক ওয়াদাভঙ্গকারী। তখন সে বলবে, হে আমার রব! এ বলে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকবে। আল্লাহ বলবেন, তুমি যা চাও তা যদি দিয়ে দেই তবে আর কিছু চাইবে না তো? সে বলবে, আপনার ইজ্জতের কসম, আর কিছু চাইব না। এভাবে সে তার ওযর (আল্লাহর) কাছে পেশ করতে থাকবে যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা হয়। এরপর তাকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া হবে। এবার যখন সে জান্নাতের দরজায় দাঁড়াবে, তখন জান্নাত তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সে জান্নাতের সমৃদ্ধি ও সুখ দেখতে থাকবে। সেখানে আল্লাহ যতক্ষণ চান সে ততক্ষণ চুপ করে থাকবে। পরে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ বললেন, তুমি না সকল ধরনের ওয়াদা ও অঙ্গীকার করে বলেছিলে, আমি যা দান করেছি এর চাইতে বেশী আর কিছু চাইবে না? হে হতভাগ্য আদম সন্তান! তুমি তো ভীষণ ওয়াদাভঙ্গকারী। সে বলবে, হে আমার রব! আমি যেন আপনার সৃষ্টির সবচেয়ে দুর্ভাগা না হই। সে বার বার দু'আ করতে থাকবে। পরিশেষে তার অবস্থা দেখে আল্লাহ তা'আলা হেসে ফেলবেন। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। (জান্নাতে প্রবেশের পর) আল্লাহ তাকে বলবেন (যা চাওয়ার) চাও। তখন সে তার সকল কামনা চেয়ে শেষ করবে। এরপর আল্লাহ নিজেই স্মরণ করিয়ে বলবেন, অমুক অমুকটা চাও। এভাবে তার কামনা শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ বলবেন, তোমাকে এ সব এবং এর সমপরিমাণ আরো দেয়া হল।

'আতা ইবনু ইয়াযীদ বলেন, এবং আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ হাদীসটি আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত এ হাদীসের কোন কথাই রদ করেন নি। তবে আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন এ কথা উল্লেখ করলেন "আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে বলবেন, তোমাকে এসব এবং এর সমপরিমাণ আরো দেয়া হল" তখন আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: হে আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)! বরং তাসহ আরও দশগুণ দেয়া হবে। আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে "এর

সমপরিমাণ" এ শব্দ **স্মরণ** রেখেছি। আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) **বললেন**, আমি **সাক্ষ্য** দিচ্ছি, আমি **রাসূলুল্লাহ** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **থেকে** "আরো দশগুণ" এ শব্দ সংরক্ষিত রেখেছি। রাবী বলেন, **আবূ** হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পরিশেষে বলেন, এ ব্যক্তি হবে জান্নাতের **সর্বশেষ** প্রবেশকারী।

আব্দুল্লাহ ইবনু 'আবদুর রহমান আদ দারিমী (রহ.) .... আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ক্বিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব? ..... এরপর রাবী ইররামী ইবনু সা'দ বর্ণিত **হাদীসের অনুরূপ** উল্লেখ করেন।[১৪০]

١١/١٤٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا **مَعْمَرٌ** عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا **أَبُوْ** هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ **رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى** اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «**إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ** مِنَ الْجَنَّةِ أَنْ **يَقُوْلَ لَهُ** تَمَنَّ **فَيَتَمَنَّى** وَيَتَمَنَّى **فَيَقُوْلُ لَهُ** هَلْ تَمَنَّيْتَ **فَيَقُوْلُ** نَعَمْ **فَيَقُوْلُ لَهُ** فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»

১৪২/১১. মুহাম্মাদ ইবনু রাফি' (রহ.) ...... হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ (রহ.) বলেন, আবূ **হুরায়রাহ** (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **থেকে** কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে এটিও ছিল, তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের জান্নাতিকে বলা হবে যে, তুমি কামনা কর। সে কামনা করতে থাকবে এবং আরও কামনা করবে। আল্লাহ তাকে বলবেন, তোমার যা কামনা করার তা কি **করেছ?** সে বলবে, জ্বী! আল্লাহ বললেন, যা কামনা করেছ তা এবং **অনুরূপ** তোমাকে প্রদান করা হল।[১৪১]

١٢/١٤٣. وَحَدَّثَنِي **سُوَيْدُ** بْنُ سَعِيْدٍ **قَالَ** حَدَّثَنِي **حَفْصُ** بْنُ **مَيْسَرَةَ** عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا **فِيْ** زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ **صَلَّى** اللهُ عَلَيْهِ **وَسَلَّمَ** **قَالُوْا** يَا **رَسُوْلَ اللهِ هَلْ** نَرَى رَبَّنَا **يَوْمَ** الْقِيَامَةِ

---

১৪০. (মুসলিম ১৮২)
১৪১. (মুসলিম ১৮২)

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ «هَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيْرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ قَالُوْا لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُوْنَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَغُبَّرِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَيُدْعَى الْيَهُوْدُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَمَاذَا تَبْغُوْنَ قَالُوْا عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلَا تَرِدُوْنَ فَيُحْشَرُوْنَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُوْنَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيْحَ ابْنَ اللهِ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلَا تَرِدُوْنَ فَيُحْشَرُوْنَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُوْنَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ تَعَالَى مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيْ أَدْنَى صُوْرَةٍ مِنَ الَّتِيْ رَأَوْهُ فِيْهَا قَالَ فَمَا تَنْتَظِرُوْنَ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوْا يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ فَيَقُوْلُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُوْنَهُ بِهَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ

اللهُ لَهُ بِالسُّجُوْدِ وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلَّا جَعَلَ اللهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُوْنَ رُءُوْسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِيْ صُوْرَتِهِ الَّتِيْ رَأَوْهُ فِيْهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ رَبُّنَا ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الْجِسْرُ قَالَ دَحْضٌ مَزِلَّةٌ فِيْهِ خَطَاطِيْفُ وَكَلَالِيْبُ وَحَسَكٌ تَكُوْنُ بِنَجْدٍ فِيْهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُوْنَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيْحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيْدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوْشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوْسٌ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلّٰهِ فِيْ اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ مَعَنَا وَيُصَلُّوْنَ وَيَحُجُّوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوْا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيْهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ فَيَقُوْلُ ارْجِعُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِيْنَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيْهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا ثُمَّ يَقُوْلُ ارْجِعُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِيْنَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيْهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيْهَا خَيْرًا وَكَانَ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُوْلُ إِنْ لَمْ تُصَدِّقُوْنِيْ بِهَذَا الْحَدِيْثِ فَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيْمًا فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ

الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّوْنَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوْا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوْا حُمَمًا فَيُلْقِيْهِمْ فِيْ نَهَرٍ فِيْ أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُوْنَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ أَلَا تَرَوْنَهَا تَكُوْنُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُوْنُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ وَمَا يَكُوْنُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُوْنُ أَبْيَضَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ قَالَ فَيَخْرُجُوْنَ كَاللُّؤْلُؤِ فِيْ رِقَابِهِمْ الْخَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ اللهِ الَّذِيْنَ أَدْخَلَهُمْ اللهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوْهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوْهُ ثُمَّ يَقُوْلُ ادْخُلُوْا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوْهُ فَهُوَ لَكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُوْلُوْنَ يَا رَبَّنَا أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُوْلُ رِضَايَ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا» قَالَ مُسْلِم قَرَأْتُ عَلَى عِيْسَى بْنِ حَمَّادٍ زُغْبَةَ الْمِصْرِيَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الشَّفَاعَةِ وَقُلْتُ لَهُ أُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْكَ أَنَّكَ سمعت مِنَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِعِيْسَى بْنِ حَمَّادٍ أَخْبَرَكُمُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَرَى رَبَّنَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَحْوٌ قُلْنَا لَا وَسُقْتُ الْحَدِيثَ حَتَّى انْقَضَى آخِرُهُ وَهُوَ نَحْوُ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوْهُ وَلَا قَدَمٍ قَدَّمُوْهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ بَلَغَنِيْ أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيثِ اللَّيْثِ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ وَمَا بَعْدَهُ فَأَقَرَّ بِهِ

عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ و حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِمَا نَحْوَ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِهِ وَقَدْ زَادَ وَنَقَصَ شَيْئًا

১৪৩/১২. সুওয়াইদ ইবনু সা'ঈদ (রহ.) .... আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে কতিপয় লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ক্বিয়ামাত দিবসে আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? রাসূলুল্লাহ বললেন: হাঁ। তিনি আরো বললেন: দুপুরে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কষ্ট হয়? চন্দ্রের চৌদ্দ তারিখে মেঘমুক্ত অবস্থায় চন্দ্র দেখতে কি তোমাদের কষ্ট হয়? সকলে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তা হয় না। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ঠিক তদ্রূপ কিয়ামাত দিবসে তোমাদের বরকতময় মহামহিম প্রতিপালককে দেখতে কোনই কষ্ট অনুভব হবে না যেমন চন্দ্র ও সূর্য দেখতে কষ্ট অনুভব কর না। সে দিন এক ঘোষণাকরী ঘোষণা দিবে যে যার উপাসনা করত সে আজ তার অনুসরণ করুক। তখন আল্লাহ ছাড়া যারা অন্য দেব-দেবী ও মূর্তির উপাসনা করত তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না' সকলেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সৎ হোক বা অসৎ যারা আল্লাহর ইবাদত করত তারাই কেবল অবশিষ্ট থাকবে এবং কিতাবীদের (যারা দেব-দেবী ও বেদীর উপাসক ছিল না তারাও বাকী থাকবে)। এরপর ইয়াহূদীদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে, আল্লাহর পুত্র 'উযায়রের। তাদেরকে বলা হবে মিথ্যা বলছো। আল্লাহ কোন স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করেন নি। তোমরা কী চাও? তারা বলবে, হে আল্লাহ! আমাদের খুব পিপাসা পেয়েছে। আমাদের পিপাসা নিবারণ করুন। প্রার্থনা শুনে তাদেরকে ইঙ্গিত করে মরীচিকাময় জাহান্নামের দিকে জমায়েত করা হবে। সেখানে আগুনের লেলিহান শিখা যেন পানির ঢেউ খেলবে। এর একাংশ আরেক অংশকে গ্রাস করতে থাকবে। তারা এতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এরপর খৃস্টানদেরকে ডাকা হবে, বলা হবে, তোমরা কার 'ইবাদত করতে? তারা বলবে, আল্লাহর পুত্র মসীহের (ঈসা) উপাসনা করতাম। বলা হবে, মিথ্যা বলছ। আল্লাহ কোন স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করেন নি। জিজ্ঞেস করা হবে, এখন কী চাও? তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের দারুন পিপাসা পেয়েছে, আমাদের

পিপাসা নিবারণ করুন। তখন তাদেরকেও পানির ঘাটে যাবার ইঙ্গিত করে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে জমায়েত করা হবে। এটিকে মরীচিকার ন্যায় মনে হবে। সেখানে আগুনের লেলিহান শিখা যেন পানির ঢেউ খেলবে। এর একাংশ অপর অংশকে গ্রাস করে নিবে। তারা তখন জাহান্নামে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকবে। শেষে সৎ হোক বা অসৎ এক আল্লাহর উপাসক ছাড়া আর কেউ (ময়দানে) অবশিষ্ট থাকবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা পরিচিত আকৃতিতে তাদের নিকট আসবেন। বলবেন, সবাই তাদের স্ব স্ব উপাস্যের অনুসরণ করে চলে গেছে, আর তোমরা কার অপেক্ষা করছ? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! যেখানে আমরা বেশী মুখাপেক্ষী ছিলাম সেই দুনিয়াতেই আমরা অপরাপর মানুষ থেকে পৃথক থেকেছি এবং তাদের সঙ্গী হইনি। তখন আল্লাহ বলবেন, আমিই তো তোমাদের প্রভু! মু'মিনরা বলবে, "আমরা তোমার থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আল্লাহর সঙ্গে আমরা কিছুই শরীক করি না"। এ কথা তারা দুই বা তিনবার বলবে। এমন কি কেউ কেউ অবাধ্যতা প্রদর্শনেও অবতীর্ণ হয়ে যাবে। আল্লাহ বলবেন, আচ্ছা তোমাদের নিকট এমন কোন নিদর্শন আছে যদ্বারা তাঁকে তোমরা চিনতে পার? তারা বলবে অবশ্যই আছে। এরপর পায়ের 'সাঁক' উন্মোচিত হবে। তখন পৃথিবীতে যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাজদাহ করত, সে মুহূর্তে তাদেরকে আল্লাহ সাজদাহ করতে অনুমতি দেবেন এবং তারা সবাই সাজদাবনত হয়ে পড়বে। আর যে কারো ভয়-ভীতি কিংবা লোক দেখানোর জন্য সাজদা করত তার মেরুদণ্ড শক্ত ও অনমনীয় করে দেয়া হবে। যখনই তারা সাজদাহ করতে ইচ্ছা করবে তখনই তারা চিত হয়ে পড়ে যাবে। অতঃপর তারা তাদের মাথা উঠাবে এবং তিনি তার আসলরূপে আবির্ভূত হবেন। অতঃপর বলবেন, আমি তোমাদের রব, তারা বলবে, হাঁ, আপনি আমাদের রব। তারপর জাহান্নামের উপর "জাসর" (পুর) স্থাপন করা হবে। শাফা'আতেরও অনুমতি দেয়া হবে। মানুষ বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! আমাদের নিরাপত্তা দিন, আমাদের পিরাপত্তা দিন! জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) "জাসর" কী? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: এটি এমন স্থান যেখানে পা পিছলে যায়। সেখানে আছে নানা প্রকারের লৌহ শলাকা ও কাঁটা, দেখতে নজদের সা'দান বৃক্ষের কাটার ন্যায়। মু'মিনগণের কেউ তো এ পথ চোখের পলকের গতিতে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বায়ুর গতিতে, কেউ উত্তম অশ্ব গতিতে, কেউ

উষ্ট্রের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ তো অক্ষত অবস্থায় নাজাত পাবে, আর কেউ তো হবে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় নাজাতপ্রাপ্ত। আর কতককে কাঁটাবিদ্ধ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অবশেষে মু'মিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যারা জাহান্নামে রয়ে গেছে তাদের ঐসব ভাইদের স্বার্থে ঐ দিন মু'মিনগণ আল্লাহর সঙ্গে এত অধিক বিতর্কে লিপ্ত হবে যে তোমরা পার্থিব অধিকারের ক্ষেত্রেও এমন বিতর্কে লিপ্ত হও না। তারা বলবে, হে রব! এরা তো আমাদের সাথেই সিয়াম, সলাত আদায় করত, হাজ্জ করত। তখন তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, যাও তোমাদের পরিচিতদের উদ্ধার করে আন। উল্লেখ্য এরা জাহান্নামে পতিত হলেও মুখমণ্ডল আযাব থেকে রক্ষিত থাকবে (তাই তাদেরকে চিনতে কোন অসুবিধা হবে না)। মু'মিনগণ জাহান্নাম হতে এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে আনবে। এদের অবস্থা এমন হবে যে, কারোর তো পায়ের নলা পর্যন্ত, আবার কারো হাঁটু পর্যন্ত দেহ আগুন ছাই করে দিয়েছে। উদ্ধার শেষ করে মু'মিনগণ বলবে, হে রব! যাদের সম্পর্কে আপনি নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, তাদের মাঝে আর কেউ অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ বলবেন, পুনরায় যাও, যার অন্তরে এক দীনার পরিমাণও ঈমান অবশিষ্ট পাবে তাকেও উদ্ধার করে আন। তখন তাঁরা আরো একদলকে উদ্ধার করে এনে বলবে, হে রব! অনুমতিপ্রাপ্তদের কাউকেও রেখে আসিনি। আল্লাহ বলবেন: আবার যাও, যার অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণও ঈমান অবশিষ্ট পাবে তাকেও বের করে আন। তখন আবার এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে, হে রব! যাদের আপনি উদ্ধার করতে বলেছিলেন, তাদের কাউকে ছেড়ে আসিনি। আল্লাহ বলবেন: আবার যাও, যার অন্তরে অণু পরিমাণও ঈমান বিদ্যমান, তাকেও উদ্ধার করে আন। তখন আবারও এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে, হে রব! যাদের কথা বলেছিলেন তাদের কাউকেও রেখে আসিনি। সাহাবী আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তোমরা যদি এ হাদীসের ব্যাপারে আমাকে সত্যবাদী মনে না কর তবে এর সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতটি যদি চাও তবে তিলাওয়াত করতে পার: (অর্থ) "আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না এবং অণু পরিমাণ নেক কাজ হলেও আল্লাহ তা দ্বিগুণ করে দেন এবং তাঁর নিকট হতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন"। (সূরা আন নিসা: ৪০)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন: ফেরেশতারা সুপারিশ করলেন, নাবীগণও সুপারিশ করলেন এবং মু'মিনরাও সুপারিশ করেছে, কেবলমাত্র আরহামুর রহিমীন- পরম দয়াময়ই রয়ে গেছেন। এরপর তিনি জাহান্নাম থেকে এক মুঠো তুলে আনবেন, ফলে এমন একদল লোক মুক্তি পাবে যারা কখনো কোন সৎকর্ম করে নি এবং আগুনে জ্বলে লাল হয়ে গেছে। পরে তাদেরকে জান্নাতের প্রবেশ মুখের 'নাহ্‌রুল হায়াতে' ফেলে দেয়া হবে। তারা এতে এমনভাবে সতেজ হয়ে উঠবে, যেমনভাবে শস্য অঙ্কুর স্রোতবাহিত পানি ভেজা উর্বর জমিতে সতেজ হয়ে উঠে। (রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন): তোমরা কি কোন বৃক্ষ কিংবা পাথরের আড়ালে কোন শস্যদানা অঙ্কুরিত হতে দেখনি? যেগুলো সূর্যকিরণের মাঝে থাকে সেগুলো হলদে ও সবুজরূপ ধারণ করে আর যেগুলো সাদা হয়ে যায়। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! মনে হয় যে আপনি গ্রামাঞ্চলে পশু চরিয়েছেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: এরপর তারা নহর থেকে মুক্তার ন্যায় ঝকঝকে অবস্থায় ওঠে আসবে এবং তাদের গ্রীবাদেশে মোহরাঙ্কিত থাকবে যা দেখে জান্নাতীগণ তাদের চিনতে পারবেন। এরা হল 'উতাকাউল্লাহ'- আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। আল্লাহ তা'আলা সৎ আমল ছাড়াই তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন। এরপর আল্লাহ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। আর যা কিছু দেখছ সব কিছু তোমাদেরই। তারা বলবে, হে রব! আপনি আমাদেরকে এত দিয়েছেন যা সৃষ্ট-জগতের কাউকে দেননি। আল্লাহ বলবেন: তোমাদের জন্য আমার নিকট এর চেয়েও উত্তম বস্তু আছে। তারা বলবে, কী সে উত্তম বস্তু? আল্লাহ বলবেন: সে হল, আমার সন্তুষ্টি। এরপর আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হব না।

ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন: শাফা'আত সম্পর্কিত এ হাদীসটি আমি ঈসা ইবনু হাম্মাদ যুগবাতুল মিসরী-এর নিকট পাঠ করে বললাম, আপনি লায়স ইবনু সা'দ থেকে নিজে এ হাদীসটি শুনেছেন? আমি কি আপনার পক্ষ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করতে পারি? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। এরপর আমি ঈসা ইবনু হাম্মাদকে হাদীসটি এ সূত্রে শুনিয়েছি যে, ঈসা ইবনু হাম্মাদ (রহ.) আবূ সা'ঈদ খুদরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললাম, আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আমরা কি আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? রাসূলুল্লাহ উত্তর করলেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে ভীড়ের কারণে তোমাদের কি কোন অসুবিধে হয়? আমরা বললাম, না ....। এভাবে হাদীসটির শেষ পর্যন্ত তুলে ধরলাম। এ হাদীসটি হাফেয ইবনু মায়সারা বর্ণিত হাদীসেরই অনুরূপ। তিনি بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوْهُ وَلَا قَدَمٍ قَدَّمُوْهُ এ অংশটুকুর পর فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ অর্থাৎ তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা দেখছ তা এবং তৎসঙ্গে অনুরূপ আরও কিছু। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমার কাছে রিওয়ায়াত পৌঁছেছে যে, 'জাসর' (পুল) চুল অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম ও তরবারী অপেক্ষা অধিক তীক্ষ্ম। তাছাড়া লায়সের হাদীসে فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ বাক্যটি এবং এর পরবর্তী অংশটির উল্লেখ নেই।

আবূ বাকার ইবনু আবূ শায়বাহ (রহ.) .... যায়দ ইবনু আসলাম (রাঃ) থেকে পূর্ব বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সনদের হাফস ইবনু মাইসারার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ রিওয়ায়াতে শব্দগত কিছু বেশকম আছে।[১৪২]

بَابُ اثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الْمُوَحِّدِيْنَ مِنَ النَّارِ

অনুচ্ছেদ: শাফা'আত ও তাওহীদবাদীদের জাহান্নাম থেকে উদ্ধার লাভের প্রমাণ

١٣/١٤٤. وحَدَّثَنِي هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِيْ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «يُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْلُ انْظُرُوْا مَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوْهُ فَيُخْرَجُوْنَ

১৪২. (মুসলিম ১৮৩)

مِنْهَا حُمَمًا قَدْ امْتَحَشُوْا فَيُلْقَوْنَ فِيْ نَهَرِ الْحَيَاةِ أَوْ الْحَيَا فَيَنْبُتُوْنَ فِيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً»

وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ح و حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا فَيُلْقَوْنَ فِيْ نَهَرٍ يُقَالُ لَهُ الْحَيَاةُ وَلَمْ يَشُكَّا وَفِيْ حَدِيثِ خَالِدٍ كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءَةُ فِيْ جَانِبِ السَّيْلِ وَفِيْ حَدِيثِ وُهَيْبٍ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِئَةٍ أَوْ حَمِيلَةِ السَّيْلِ

১৪৪/১৩. **হারূন ইবনু সা'ঈদ** লায়লী (রহ.) ..... আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) **বলেন** যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **বলেন:** জান্নাতীদেরকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তারপর (ফেরেশতাদেরকে) বলবেন: যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান দেখতে পাবে তাকেও জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে আনবে এবং তারা এমন কিছু লোককে সেখান থেকে বের করে আনবে, যারা আগুনে জ্বলে কালো হয়ে গেছে এবং 'হায়াত' বা 'হায়া নামক নহরে নিক্ষেপ করবে। তখন তারা এতে এমন সতেজ হয়ে উঠবে যেমনভাবে শস্য অঙ্কুর স্রোতবাহিত পলিতে সতেজ হয়ে উঠে। তোমরা কি দেখনি, কত সুন্দররূপে সে শস্যদানা কেমনভাবে হলদে মাথা মোড়ানো অবস্থায় অঙ্কুরিত হয়?

আবূ কাবার ইবনূ আবূ শায়বাহ (রহ.) উহাইব ও খালিদ উভয়ে 'আমর **ইবনু ইয়াহইয়ার সূত্রে** উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **বলেছেন:** অতঃপর তাদেরকে (জাহান্নাম থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদেরকে) 'হায়াত' নামক নহরে ফেলে দেয়া হবে। খালিদের বর্ণনায় আছে: প্লাবনে সিক্ত মাটিতে বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয়ে উঠে। উহাইবের বর্ণনায়: যেমন আপনা আপনি তরতাজা হয়ে উঠে পানির স্রোতের কিনারায় কাদা মাটির মধ্যে।[১৪৩]

---

১৪৩. (মুসলিম ১৮৪)

بَاب آخِرِ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا

অনুচ্ছেদ: জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত সর্বশেষ ব্যক্তি

١٤/١٤٥. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلًا الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا فَيَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُوْلُ اللهُ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أَمْثَالِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُوْلُ أَتَسْخَرُ بِيْ أَوْ أَتَضْحَكُ بِيْ وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ فَكَانَ يُقَالُ ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً»

১৪৫/১৪. 'উসমান **ইবনু** আবূ শায়বাহ ও ইসহাক ইবনু ইবরাহীম আল হানযালী (রহ.) .... 'আব্দুল্লাহ **ইবনু** মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ও জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারী লোকটিকে আমি অবশ্যই জানি। সে হামাগুড়ি দিয়ে বা হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন: যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে সেখানে আসবে। আর তার ধারণা হবে যে, তাতো পূর্ণ হয়ে গেছে **সেখানে** কোন স্থান নেই। তাই সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! আমি তো পরিপূর্ণ পেয়েছি। আল্লাহ তা'আলা আবার তাকে বলবেন: যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। তিনি (নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) বলেছেন: এ ব্যক্তি সেখানে আসলে তার ধারণা হবে যে, তা তো পরিপূর্ণ

হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! আমি তো পূর্ণ পেয়েছি। আল্লাহ তাকে পুনরায় বলবেন: যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাকে দুনিয়ার মত এবং তার দশগুণ দেয়া হল। অথবা তিনি বলেছেন, তোমাকে পৃথিবীর দশগুণ দেয়া হল। অতঃপর সে বলবে, আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? অথবা সে বলবে, আপনি কি আমার সাথে উপহাস করছেন? অথচ আপনি হচ্ছেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। তিনি বলেছেন: এ হবে সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীর জান্নাতী।[১৪৪]

١٥/١٤٦. وحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ واللفظ لِأَبِيْ كُرَيْبٍ قالا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنِّيْ لَأَعْرِفُ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيُقَالُ لَهُ انْطَلِقْ فادْخُلْ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوْا الْمَنَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِيْ كُنْتَ فِيْهِ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى فَيُقَالُ لَهُ لَكَ الَّذِيْ تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُوْلُ أَتَسْخَرُ بِيْ وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ»

১৪৬/১৫. আবূ বাকার ইবনু আবূ শায়বাহ ও আবূ কুরাইব (রহ.) .... আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ বের হয়ে আসা লোকটিকেও অবশ্যই আমি জানি। সে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। তারপর তাকে বলা হবে যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে লোকদের পাবে যে, তারা পূর্বেই জান্নাতের সকল স্থান দখল করে রেখেছে। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমার কি পূর্বকালের কথা (জাহান্নামের) স্মরণ

১৪৪. (মুসলিম ১৮৬)

Contents

আছে? সে বলবে, হাঁ। **তাকে বলা হবে তুমি** কামনা কর। সে **তখন কামনা** করবে। **তখন তাকে** বলা হবে, যাও, তোমার আশা পূর্ণ করলাম। সেই সাথে পৃথিবীর আরো দশগুণ বেশী প্রদান করলাম। লোকটি বলবে, আপনি সর্বশক্তিমান প্রভু! **আর আপনি** আমার সাথে তামাশা করছেন? সাহাবী বলেন, এ কথাটি বলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) এত হাসলেন যে, তাঁর নাড়ির দাঁত প্রকাশিত হয়ে গেল।[১৪৫]

١٦/١٤٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فَهْوَ يَمْشِيْ مَرَّةً وَيَكْبُوْ مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ تَبَارَكَ الَّذِيْ نَجَّانِيْ مِنْكِ لَقَدْ أَعْطَانِي اللهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُوْلُ أَيْ رَبِّ أَدْنِنِيْ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لَعَلِّيْ إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِيْ غَيْرَهَا فَيَقُوْلُ لَا يَا رَبِّ وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيْهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُوْلَى فَيَقُوْلُ أَيْ رَبِّ أَدْنِنِيْ مِنْ هَذِهِ لِأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقُوْلُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِيْ أَنْ لَا تَسْأَلَنِيْ غَيْرَهَا فَيَقُوْلُ لَعَلِّيْ إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِيْ غَيْرَهَا فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيْهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُوْلَيَيْنِ فَيَقُوْلُ أَيْ رَبِّ أَدْنِنِيْ مِنْ هَذِهِ لِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ

১৪৫. (মুসলিম ১৮৬)

مِنْ مَائِهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقُوْلُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِيْ أَنْ لَا تَسْأَلَنِيْ غَيْرَهَا قَالَ بَلَى يَا رَبِّ هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا فَيُدْنِيْهِ مِنْهَا فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ أَيْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْهَا فَيَقُوْلُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِيْنِيْ مِنْكَ أَيُرْضِيْكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا قَالَ يا ربِ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّيْ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ أَلَا تَسْأَلُوْنِيْ مِمَّ أَضْحَكُ فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ قَالَ هَكَذَا ضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حِيْنَ قَالَ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّيْ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُوْلُ إِنِّيْ لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلَكِنِّيْ عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ»

১৪৭/১৬. আবূ বাকার ইবনু আবূ শায়বাহ (রহ.) ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, সবার শেষে এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে একবার সম্মুখে হাঁটবে আবার একবার উপুড় হয়ে পড়ে যাবে। জাহান্নামের আগুন তাকে ঝাপটা দিবে। অগ্নিসীমা অতিক্রম করার পর সে তার দিকে ফিরে দেখবে এবং বলবে, সে সত্তা কত মহিমাময় যিনি আমাকে তোমা হতে নাজাত দিয়েছেন। তিনি আমাকে এমন জিনিস দান করেছেন যা পূর্বের বা পরের কাউকেও প্রদান করেন নি। এরপর তার সামনে একটি গাছ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে: (যা দেখে) সে বলবে, হে প্রতিপালক! আমাকে এ গাছটির নিকটবর্তী করে দিন, যেন আমি এর ছায়া গ্রহণ করতে পারি এবং এর নীচে প্রবাহিত পানি থেকে পিপাসা নিবারণ করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন: হে আদম সন্তান! যদি আমি তোমাকে তা দান করি, তবে হয়ত তুমি আবার অন্য একটির প্রার্থনা করে বসবে। তখন সে বলবে, না হে প্রভু! এর অতিরিক্ত কিছু চাইব না, বলে সে আল্লাহর নিকট কসম করবে এবং আল্লাহও তাঁর ওযর গ্রহণ করবেন। কারণ সে এমন সব জিনিস প্রত্যক্ষ করেছে যা দেখে সবর করা যায় না। অতএব আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ গাছটির নিকটবর্তী করে দিবেন। আর সে তার ছায়া গ্রহণ করবে ও পানি পান করবে। তারপর আবার একটি

গাছ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে; যেটি প্রথমটি অপেক্ষা অধিক সুন্দর। তা দেখেই সে প্রার্থনা করবে, হে পরওয়ারদিগার! আমাকে এ গাছের নিকটবর্তী করে দিন, যেন আমি তা থেকে পানি পান করতে পারি এবং এর ছায়া গ্রহণ করতে পারি। এরপর আর কিছুর প্রার্থনা করব না। আল্লাহ উত্তর দিবেন: আদম সন্তান! তুমি না আমার কসম করে বলেছিলে, আর কোনটির প্রার্থনা জানাবে না। আল্লাহ উত্তর দিবেন: যদি আমি তোমাকে তার নিকটবর্তী করে দেই তবে তুমি হয়ত আরও কিছুর জন্য প্রার্থনা করবে। সে আর কিছু চাইবে না বলে কসম করবে। আল্লাহ তা'আলা তার এ ওযর কবূল করবেন। কারণ সে এমন সব জিনিস প্রত্যক্ষ করছে যা দেখে সবর করা যায় না। যা হোক তিনি তাকে এর নিকটবর্তী করে দিবেন। আর সে এর ছায়া গ্রহণ করবে ও পানি পান করবে। এরপর আবার জান্নাতের দরজার কাছে আরেকটি গাছ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, এটি পূর্বের দু'টি গাছ অপেক্ষাও সুন্দর। তাই সে বলে উঠবে, হে প্রতিপালক! আমাকে এ গাছের নিকটবর্তী করে দিন, যাতে আমি এর ছায়া গ্রহণ করতে পারি ও পানি পান করতে পারি। আমি আর প্রার্থনা করব না। আল্লাহ বলবেন: হে আদম সন্তান! তুমি আমার নিকট আর কিছু চাইবে না বলে কসম করনি? সে উত্তরে বলবে, অবশ্যই করেছি। হে প্রভু! তবে এটিই। আর কিছু চাইব না। আল্লাহ তার ওযর গ্রহণ করবেন, কারণ সে এমন সব জিনিস প্রত্যক্ষ করছে যা দেখে সবর করা যায় না। তিনি তাকে এর নিকটবর্তী করে দিবেন। যখন তাকে নিকটবর্তী করে দেয়া হবে আর জান্নাতীদের কণ্ঠস্বর তার কানে ধ্বনিত হবে, তখন সে বলবে, হে প্রতিপালক! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ বলবেন: হে আদম সন্তান! তোমার কামনা কোথায় গিয়ে শেষ হবে? আমি যদি তোমাকে পৃথিবী এবং তার সমপরিমাণ বস্তু দান করি তবে তুমি পরিতৃপ্ত হবে? সে বলবে, হে প্রতিপালক! আপনি ঠাট্টা বিদ্রূপ করছেন। আপনি তো সারা জাহানের প্রতিপালক। একথাটি বর্ণনা করতে গিয়ে বর্ণনাকারী ইবনু মাসউদ (রা.) হেসে ফেললেন। আর বললেন, আমি কেন হাসছি তা তোমরা জিজ্ঞাসা করলে না? তারা বলল, কেন হাসছেন? তখন তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) অনুরূপ হেসেছিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! কেন হাসছেন? রসূলুল্লাহ (ﷺ)

বললেন। এজন্য যে, ঐ ব্যক্তিটির এ উক্তি "আপনি আমার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছেন, আপনিতো সারা জাহানের প্রতিপালক" শুনে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন হেসেছেন বলে আমি হাসলাম। যা হোক আল্লাহ্ তাকে বলবেন: তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। মনে রেখ, আমি আমার সকল ইচ্ছার উপর ক্ষমতাবান।[১৪৬]

بَاب أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيْهَا

অনুচ্ছেদ: সর্বনিম্ন জান্নাতী, সেখানে তার মর্যাদা

١٤٨/١٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِيْ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً رَجُلٌ صَرَفَ اللهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ وَمَثَّلَ لَهُ شَجَرَةً ذَاتَ ظِلٍّ فَقَالَ أَيْ رَبِّ قَدِّمْنِيْ إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُوْنُ فِيْ ظِلِّهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فَيَقُوْلُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِيْنِيْ مِنْكَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَزَادَ فِيْهِ وَيُذَكِّرُهُ اللهُ سَلْ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللهُ هُوَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنْ الْحُوْرِ الْعِيْنِ فَتَقُوْلَانِ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطِيْتُ»

১৪৮/১৭. আবূ বাকার ইবনু শায়বাহ (রহ.) .... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন: নিম্নতম জান্নাতী ঐ ব্যক্তি, যার মুখমণ্ডলটি আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের দিক থেকে সরিয়ে জান্নাতের দিকে করে দিবেন। আর সামনে একটি ছায়াযুক্ত গাছ উদ্ভাসিত করা হবে। সে ব্যক্তি প্রার্থনা জানাবে, হে প্রতিপালক! আমাকে এ গাছ

১৪৬. (মুসলিম ১৮৭)

পর্যন্ত এগিয়ে দিন। আমি এর ছায়ায় অবস্থান করতে চাই। ..... এভাবে তিনি **ইবনু** মাস'ঊদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এ হাদীসে يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِيْنِيْ مِنْكَ -এর উল্লেখ নেই। অবশ্য এতটুকু বলেছেন যে, আল্লাহ তাকে বিভিন্ন নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন: এটা চাও। এভাবে যখন তার সকল আকাঙ্ক্ষা সমাপ্ত হয়ে যাবে **তখন** আল্লাহ বলবেন: যাও, তোমাকে এসব **সম্পদ** প্রদান করলাম, সেই সাথে আরও দশগুণ দান করলাম।

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **বলেন:** তখন লোকটি (জান্নাতে) তার গৃহে প্রবেশ করবে। তার সাথে ডাগর আঁখি বিশিষ্ট **দু'জন** হূর তার পত্নী হিসেবে প্রবেশ করবে। আর তারা বলবে, সকল প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি আপনাকে আমাদের জন্য এবং আমাদেরকে আপনার জন্য সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বলবে, আমাকে যা দেয়া হয়েছে, এমন আর কাউকে দেয়া **হয়** নি।[১৪৭]

১٨/١٤٩. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ أَبْجَرَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رِوَايَةً إِنْ شَاءَ اللهُ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيْفٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيْدٍ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يُخْبِرُ عَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ و حَدَّثَنِيْ بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ وَابْنُ أَبْجَرَ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سُفْيَانُ رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا أُرَاهُ ابْنَ أَبْجَرَ قَالَ سَأَلَ مُوْسَى رَبَّهُ «مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِيْءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلْ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوْا أَخَذَاتِهِمْ

১৪৭. (মুসলিম ১৮৭)

فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُوْنَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ رَضِيْتُ رَبِّ فَيَقُوْلُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ رَضِيْتُ رَبِّ فَيَقُوْلُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ فَيَقُوْلُ رَضِيْتُ رَبِّ قَالَ رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً قَالَ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِيْ وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ قَالَ وَمِصْدَاقُهُ فِيْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ الْآيَةَ»

حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَام سَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَخَسِّ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا حَظًّا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ

১৪৯/১৮. সা'ঈদ ইবনু 'আমর আল আশআসী, ইবনু 'উমার এবং বিশর ইবনু হাকাম (রহ.) ...... মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ)-এর সূত্রে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর প্রতিপালককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জান্নাতের সবচেয়ে নিম্নস্তরের মর্যাদার লোক কে হবে? তিনি (আল্লাহ) বললেন: সে হল এমন এক ব্যক্তি যে জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর আসবে। তাকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, হে প্রতিপালক! তা কিরূপে হবে? জান্নাতীগণ তো নিজ নিজ আবাসের অধিকারী হয়ে গেছেন। তারা তাদের প্রাপ্য নিয়েছেন। তাকে বলা হবে, পৃথিবীর কোন সম্রাটের সাম্রাজ্যের সমপরিমাণ সম্পদ নিয়ে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে? সে বলবে, হে প্রভু! আমি খুশি। আল্লাহ বলবেন: তোমাকে উক্ত পরিমাণ সম্পদ দেয়া হল। সাথে দেয়া হল আরো সমপরিমাণ, আরো সমপরিমাণ, আরো সমপরিমাণ, আরো সমপরিমাণ। পঞ্চমবারে সে বলে উঠবে, আমি সন্তুষ্ট, হে আমার রব! তিনি (আল্লাহ) বলবেন: এটা তোমার জন্য এবং আরো দশগুণ দেয়া হল। তাছাড়া তোমার জন্য রয়েছে এমন জিনিস যদদ্বারা মন তৃপ্ত হয়, চোখ জুড়ায়। সে (লোকটি) বলবে, হে আমার প্রভু! আমি পরিতৃপ্ত। মূসা

(ﷺ) বললেন: তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ কে? আল্লাহ তা'আলা বলবেন: এরা তারাই, যাদের মর্যাদা আমি চূড়ান্তভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি। তিনি (আল্লাহ) বলবেন: ওরা তারাই যাদের জন্য আমি নিজ হস্তে যাদের মর্যাদা উন্নীত করেছি। আর তার উপর মোহর মেরে দিয়েছি। এমন জিনিস তাদের জন্য রেখেছি যা কোন চক্ষু কখনো দেখেনি, কোন কান কখনও শুনেনি, কারো অন্তরে কখনও কল্পনায়ও উদয় হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, কুরআন কারীমের এ আয়াতটি এর সত্যায়ন করে: (অর্থ) "কেউ জানে না তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ"। (সূরা আস সাজদাহ: ১৭)[১৪৮]

আবূ কুরাইব (রহ.) .... মুগীরা ইবনু শু'বা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মুসা (ﷺ) আল্লাহ তা'আলাকে জান্নাতের সর্বনিম্ন ব্যক্তিটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন .... এরপর বর্ণনাকারী পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَاب دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ وَبُكَائِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ

অনুচ্ছেদ: উম্মতের জন্য নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দু'আ ও তাদের প্রতি মায়া-মমতায় তাঁর ক্রন্দন

١٩/١٥٠. حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي الْآيَةَ وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكَى فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

১৪৮. (মুসলিম ১৮৯

وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ وَهُوَ أَعْلَمُ فَقَالَ اللهُ «يَا جِبْرِيْلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِيْ أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْءُكَ»

১৫০/১৯. **ইউনুস ইবনু** 'আব্দুল আ'লা আস **সাদাফী** (রহ.) ...... 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে **বর্ণিত** যে তিনি বলেন, **একদা** রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআনে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর দু'আ সম্বলিত আয়াত- "হে আমার প্রতিপালক! এ সকল প্রতিমা বহু মানুষকে **বিভ্রান্ত** করেছে সুতরাং যে আমার **অনুসরণ** করবে সে আমার দলভুক্ত আর যে আমার অবাধ্য **হবে তুমি তো** ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (সূরা ইবরাহীম: ৩৬) তিলাওয়াত করেন। আর ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলেছেন: "তুমি **যদি** তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা **তা** তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে **তুমি** তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়" (সূরা আল মায়িদা: ১১৮)। তারপর **তিনি** তাঁর **উভয় হাত** উঠালেন এবং **বললেন**, হে আল্লাহ! আমার উম্মাত, আমার উম্মাত! আর কেঁদে ফেললেন। **তখন** মহান আল্লাহ বললেন: হে জিবরীল! মুহাম্মাদের নিকট যাও, তোমার রব তো সবই জানেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কাঁদছেন কেন? জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে **জিজ্ঞাসা করলেন**। **তখন** রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলেছিলেন, তা তাঁকে অবহিত করলেন। আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ। **তখন** আল্লাহ তা'আলা বললেন: হে জিবরীল! **তুমি** মুহাম্মাদ-এর কাছে যাও এবং তাঁকে বল: "**নিশ্চয়** আমি (আল্লাহ) আপনার উম্মাতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দিব, আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না"।[১৪৯]

بَاب قَوْلِهِ يَقُوْلُ اللهُ لِآدَمَ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে বলবেন: যারা জাহান্নামে প্রেরিত হয়েছে তাদের প্রত্যেক এক হাজারের মধ্যে নয়শত নিরানব্বই জনকে বের করে আনো

১৪৯. (মুসলিম ২০২)

٢٠/١٥١. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «يَا آدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ قَالَ يَقُوْلُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ قَالَ فَذَاكَ حِيْنَ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ قَالَ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ أَبْشِرُوْا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِيْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِيْ ذِرَاعِ الْحِمَارِ»

১৫১/২০. 'উসমান ইবনু আবূ শায়বাহ 'আবাসী (রহ.) .... আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: মহামহিম আল্লাহ (কিয়ামাত দিবসে) আহ্বান করবে, হে আদম! তিনি উত্তরে বলবেন, আমি আপনার সামনে হাজির, আপনার কাছে শুভ কামনা করি এবং সকল মঙ্গল আপনারই হাতে। মহান আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামী দলকে বের কর। আদাম (আলাইহিস সালাম) জিজ্ঞাসা করবেন: জাহান্নামী দল কতজনে? মহান আল্লাহ বলবেন: প্রতি হাজার থেকে নয়শ নিরানব্বই। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: এ সেই মুহূর্ত যখন বালক হয়ে যাবে বৃদ্ধ, সকল গর্ভবতী তাদের গর্ভপাত করে ফেলবে আর মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়, বস্তুত; আল্লাহর 'আযাব বড়ই কঠিন। রাবী বলেন, কথাগুলো সাহাবাগণের কঠিন মনে হলো। তারা বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমাদের মধ্যে কে সেই ব্যক্তি? বললেন: আনন্দিত হও। ইয়াজুজ ও মাজূযের সংখ্যা এক হাজার হলে তোমাদের সংখ্যা হবে একজন। তারপর

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: কসম সে সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ হবে। (সাহাবী বলেন) আমরা আল্লাহর প্রশংসা করলাম এবং 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলাম। তারপর আবার তিনি বললেন, শপথ সে সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি আশা রাখি, জান্নাতীদের মধ্যে তোমরা তাদের এক তৃতীয়াংশ হবে। সাহাবী বলেন, আমরা বললাম 'আলহামদু লিল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলাম। তারপর আবার রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: কসম সে সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে এবং তোমরা অন্যান্য উম্মাতের মধ্যে কালো ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশমের মত অথবা গাধার পায়ের চিহ্নের মত।[১৫০]

بَاب وُجُوْبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنْ الْفَاتِحَةَ وَلَا امْكَنَهُ تَعَلُّمَهَا قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا

অনুচ্ছেদ: প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়া অপরিহার্য, কেউ যদি সূরা ফাতিহা পড়তে বা শিখতে সক্ষম না হয়, তবে সে যেন তার সুবিধামত স্থান থেকে ক্বিরা'আত পাঠ করে নেয়

٢١/١٥٢. وَحَدَّثَنَاه إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآن فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيْلَ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُوْنُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَعَالَى «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اللهُ تَعَالَى حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ

---

১৫০. (মুসলিম ২২২)

عَبْدِيْ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِيْنِ قَالَ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِيْ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هَذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِين قالَ هَذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ» قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوْبَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيْضٌ فِيْ بَيْتِهِ فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوْبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى بَنِيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآن بمثل حدىث سُفْيَانَ وَفِيْ حديثهما قَالَ اللهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصفين فنِصْفها لِيْ ونِصفها لِعَبْدِيْ حَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ جعفرٍ الْمَعْقِرِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُوَيْسٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ أَبِيْ وَمِنْ أَبِي السَّائِبِ وَكَانَا جَلِيْسَيْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لم يقرأ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ يَقُوْلُهَا ثَلَاثًا بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ

১৫২/২১. ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহ.) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে ব্যক্তি সলাত আদায় করল অথচ তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করে নি তার সলাত ত্রুটিপূর্ণ থেকে গেল, পূর্ণাঙ্গ হল না। একথাটা তিনি তিনবার বলেছেন।

Contents

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা যখন ইমামের পিছনে সলাত আদায় করব তখন কী করব? তিনি বললেন, তোমরা চুপে চুপে তা পড়ে নাও। কেননা আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি সলাতকে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে দিয়েছি এবং আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়। বান্দা যখন বলে 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' (সমস্ত প্রসংশা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য), আল্লাহ তা'আলা **তখন** বলেন: আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। সে যখন বলে, 'আররহমানির রাহীম' (তিনি অসীম দয়ালু এবং করুণাময়); আল্লাহ তা'আলা বলেন: বান্দা আমার প্রশংসা করেছে, গুণগান করেছে। সে যখন বলে, 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' (তিনি বিচার দিনের মালিক); তখন আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে। আল্লাহ আরো বলেন: **বান্দা** তার সমস্ত কাজ আমার উপর সমর্পণ করেছে। সে যখন বলে, 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন' (আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি); তখন আল্লাহ বলেন: এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যেকার ব্যাপার। আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়। যখন সে বলে, 'ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম', গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালায য-ল্লীন', (আমাদের সরল-সঠিক ও স্থায়ী পথে পরিচালনা করুন যেসব লোকেদের আপনি নি'আমাত দান করেছেন, যারা অভিশপ্তও নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়- **তাদের** পথেই আমাদের পরিচালনা করুন); তখন আল্লাহ বলেন: এসবই আমার বান্দার জন্যে এবং আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়।

সুফিয়ান বলেন, আমি আলা ইবনু 'আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াকূবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে এ হাদীস বর্ণনা করে শুনান। এ সময় তিনি রোগাশয্যায় ছিলেন এবং আমি তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

মুহাম্মাদ ইবনু রাফি' (রহ.) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি সলাত পড়ল অথচ তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না ..... সুফিয়ানের হাদীসের অনুরূপ। তাদের উভয়ের হাদীসে রয়েছে, মহান আল্লাহ বলেন: আমি সলাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়েছি, এর অর্ধেক আমার এবং আর অর্ধেক আমার বান্দার।

আহমাদ ইবনু জা'ফার (রহ.) .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন সলাত আদায় করল, কিন্তু তাতে ফাতিহাতুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) পাঠ করল না- তাঁর এ সলাত ত্রটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। তাদের হাদীসের অনুরূপ।[১৫১]

باب فضل صلاتَيْ الصُبح وَالْعَصْرِ والْمُحافظَةِ عَلَيْهِمَا

অনুচ্ছেদ: ফজর ও 'আসর সলাতদ্বয়ের ফযীলত ও এ দু'টির প্রতি যত্নবান হওয়া

٢٢/١٥٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليهِ وسلم قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ «كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ»

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ بِمِثْلِ حديث أَبِي الزِّنَادِ

১৫৩/২২. ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহ.) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: রাতের বেলা ও দিনের বেলা ফেরেশতা এক দলের পর আর একদল তোমাদের কাছে এসে থাকে এবং তাদের উভয় দল ফাজর ও আসরের সলাতের সময় একত্র হয়। অতঃপর যারা তোমাদের সাথে রাত্রি যাপন করেছে তারা উঠে যায়। তখন তাদের প্রভু মহান আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কিরূপ অবস্থায় রেখে আসলে? যদিও তাদের সম্পর্কে তিনি সম্যক

১৫১. (মুসলিম ৩৯৫)

অবগত। ফেরেশতারা তখন বলেন, আমরা যখন তাদেরকে ছেড়ে চলে আসলাম তখন তারা সলাত আদায় করছিল। আবার তাদের কাছে আমরা যখন গিয়েছিলাম তখনও তারা সলাত আদায় করছিল।

মুহাম্মদ ইবনু রাফি' (রহ.) ...... আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মাধ্যমে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন .... ফেরেশতারা এক দলের পরে আরেক দল তোমাদের কাছে এসে থাকে। এরপর আবূ যিনাদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[১৫২]

بَاب التَّرْغِيْبِ فِي الدُّعاءِ والذِّكْر فِيْ آخِرِ اللَّيْلِ وَالْإِجَابَة فِيْه

অনুচ্ছেদ: শেষ রাতে যিকর ও প্রার্থনা করা এবং দু'আ কবূল হওয়া সম্পর্কে

١٥٤/٢٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وتعالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُوْلُ «مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ ومَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ»

১৫৪/২৩. ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহ.) ...... আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: প্রত্যেক রাতে যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন আমাদের প্রতিপালক মহান ও কল্যাণময় আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন: কে এমন আছ যে এখন আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিব। এখন কে এমন আছ যে আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি তাকে দান করব। আর কে এমন আছ যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।[১৫৩]

---

১৫২. (মুসলিম ৬৩২)

১৫৩. (মুসলিম ৭৫৭)

٢٤/١٥٥. وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْـرَةَ عَـنْ رَسُـوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم قَالَ يَنْزِلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِـيْنَ يَمْـضِيْ ثُلُـثُ اللَّيْـلِ الْأَوَّلُ فَيَقُـوْلُ أَنَـا الْمَلِـكُ أَنَـا الْمَلِـكُ مَـنْ ذَا الَّذِيْ يَـدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ «مَن ذا الَّذِي يَسْأَلُنِيْ فَأُعطِيَهُ من ذا الّذِيْ يَسْتغفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيْءَ الْفَجْرُ»

১৫৫/২৪. কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ (রহ.) ...... আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: প্রত্যেক রাতে যখন রাতের প্রথম এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন- আমিই একমাত্র বাদশাহ! কে এমন আছে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে এমন আছে আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি তাকে দান করব। কে এমন আছে যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব, ফাজরের আলো ছাড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এরূপ বলতে থাকেন।[১৫৪]

٢٥/١٥٦. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْـلِ أَوْ ثُلُثَـاهُ يَـنْزِلُ اللهُ تَبَـارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدنيَا فَيَقُـوْلُ «هَـلْ مِـنْ سَـائِلٍ يُعْطَـى هَـلْ مِـنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ»

১৫৬/২৫. ইসহাক ইবনু মানসূর (রহ.) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: রাতের অর্ধেক অথবা দু' তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলে মহান ও বারাকাতময় আল্লাহ দুনিয়ার

---

১৫৪. (মুসলিম ৭৫৮)

আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন: কোন প্রার্থনাকারী আছে কি যাকে দেয়া হবে? কোন আহ্বানকারী আছে কি যার আহ্বানে সাড়া দেয়া হবে? কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে ক্ষমা করা হবে? আল্লাহ্ তা'আলা ভোর প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এরূপ বলতে থাকেন।[১৫৫]

٢٦/١٥٧. حَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ أَبُو الْمُوَرِّعِ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ مَرْجَانَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ اللهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ فَيَقُوْلُ «مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ أَوْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيْمٍ وَلَا ظَلُوْمٍ»

قَالَ مُسْلِم ابْنُ مَرْجَانَةَ هُوَ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمَرْجَانَةُ أُمُّهُ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُوْمٍ وَلَا ظَلُوْمٍ.

১৫৭/২৬. হাজ্জাজ ইবনু শা'ইর (রহ.) ..... ইবনু মারজানাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: রাতের অর্ধেকের সময় অথবা শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন: কে আছে আহ্বানকারী? (আহ্বান কর) আমি তার আহ্বানে সাড়া দান করব। কে আছে প্রার্থনাকারী? (প্রার্থনা কর) আমি দান করব। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলতে থাকেন: এমন সত্ত্বাকে কে কর্য দেবে যিনি কখনো ফকির বা দরিদ্র হবেন না বা যুলম করতে পারেন না?

হারুন ইবনু সা'ঈদ আল আয়লী (রহ.) ....সা'দ ইবনু সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে এ একই সানাদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণনা করেছেন যে, অতঃপর মহান ও বারাকাতময় আল্লাহ নিজের

১৫৫. (মুসলিম ৭৫৮)

দু'হাত প্রসারিত করে বলেন: যিনি কখনো দারিদ্র হবেন না, কিংবা যুলম করেন না এমন সত্ত্বাকে ঋণ দেয়ার জন্য কে আছ?[১৫৬]

٢٧/١٥٨. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُوْ بَكْرٍ ابنَا أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنَيْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ يَرْوِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ «هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ هَلْ مِنْ تَائِبٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ هَلْ مِنْ دَاعٍ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ»

وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَنْصُوْرٍ أَتَمُّ وَأَكْثَرُ

১৫৮/২৭. আবূ শাইবাহর দুই পুত্র 'উসমান ও আবূ বাকর এবং ইসহাক ইবনু ইবরাহীম আল হানযালী (রহ.) ..... আবূ সা'ঈদ খুদরী ও আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা অবকাশ দেন বা দেরী করেন না। এভাবে যখন রাতের প্রথম এক তৃতীয়াংশ অতিক্রম হয়ে যায় তখন তিনি দুনিয়ার আকাশে নেমে এসে বলতে থাকেন: কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি (যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আর আমি তাকে ক্ষমা করব)? কোন প্রার্থনাকারী আছে কি (যে প্রার্থনা করবে আর আমি তার প্রার্থনা কবূল করব)? কোন আহ্বানকারী আছে কি (আমি যার আহ্বানে সাড়া দান করব)? এভাবে ফজরের ওয়াক্ত পর্যন্ত তিনি বলতে থাকেন।

মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবনু বশশার (রহ.) ..... শু'বাহর মাধ্যমে আবূ ইসহাক (রহ.) থেকে একই সানাদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে মানসুর (রহ.) বর্ণিত হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ ও বেশী স্পষ্ট।[১৫৭]

---

১৫৬. (মুসলিম ৭৫৮)

بَاب الحَثّ عَلَى النَّفَقَةِ وَتَبْشِيرِ الْمُنْفِقِ بِالْخَلَفِ .

অনুচ্ছেদঃ দানশীলতার ফাযীলাত

١٥٩/٢٨. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ «أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَمِيْنُ اللهِ مَلأَى وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلْآنُ سَحَّاءُ لَا يَغِيْضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ».

১৫৯/২৮. যুহায়র **ইবনু হারব** ও মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু **নুমায়র** (রহঃ) .... আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ "হে আদাম সন্তানেরা! তোমরা অকাতরে দান করতে থাক, আমিও তোমাদের উপর ব্যয় করব, নাবী (ﷺ) আরও বলেন, আল্লাহর ডান হাত প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। রাত দিন অনবরত ব্যয় করলেও তা মোটেই কমছে না।[১৫৮]

١٦٠/٢٩. وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ حدثنا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِيْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ قَالَ لِي «أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمِيْنُ اللهِ مَلأَى لَا يَغِيْضُهَا سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِيْ يَمِيْنِهِ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ» .

১৬০/২৯. মুহাম্মাদ ইবনু রাফি' (রহঃ) .... আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার একটি

১৫৭. (মুসলিম ৭৫৮)
১৫৮. (মুসলিম ৯৯৩)

নিম্নরূপ। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলেছেন, 'খরচ কর, তোমার উপরও খরচ করা হবে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলার হাত আরো প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। রাত দিন ব্যয় করা সত্ত্বেও তা মোটেই কমছে না। একটু ভেবে দেখ! আসমান যমীন সৃষ্টি থেকে এ পর্যন্ত যে বিপুল পরিমাণ ব্যয় করেছেন এতে তাঁর হাত একটুও খালি হয়নি। তিনি বলেন, তাঁর (আল্লাহর) আরশ পানির উপর এবং তাঁর অপর হাতে রয়েছে মৃত্যু। যাকে ইচ্ছে করেন উপরে উঠান ও উন্নত করেন। আর যাকে চান নীচু করেন, অবনত করেন।[১৫৯]

بَاب فَضْلِ الصِّيَامِ

অনুচ্ছেদঃ সিয়ামের ফাযীলাত

١٦١/٣٠. وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ»

১৬১/৩০. হারমালাহ ইবনু ইয়াহ্ইয়া তুজাইবী (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ "মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, মানব সন্তানের যাবতীয় কাজ তার নিজের জন্য। কিন্তু সিয়াম, এটা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দিব"। সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতের মুঠোয় মুহাম্মাদের জীবন! নিশ্চয়ই সিয়াম পালনকারীর মুখে গন্ধ আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়।[১৬০]

---

১৫৯. (মুসলিম ৯৯৩)

১৬০. (মুসলিম ১১৫১)

٣١/١٦٢. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ»

১৬২/৩১. মুহাম্মাদ **ইবনু** রাফি‘ (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) থেকে **বর্ণিত**। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “মানব সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের সাওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশ’ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন, “আদাম সন্তানের যাবতীয় ‘আমাল তার নিজের জন্য কিন্তু সিয়াম বিশেষ করে আমার জন্যেই রাখা হয়। আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব।” সুতরাং **যখন** তোমাদের কারো রোযার দিন আসে সে যেন ঐ দিন অশ্লীল কথাবার্তা না বলে এবং অনর্থক শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা **তার** সাথে বিবাদ করতে চায়, সে যেন বলে, “আমি একজন সিয়াম পালনকারী। সেই মহান আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! সিয়াম পালনকারীদের মুখের **দুর্গন্ধ** ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর **কাছে** **কস্তুরীর** **সুগন্ধির** চেয়েও উত্তম হবে। আর সিয়াম পালনকারীদের জন্য দু’টি আনন্দ রয়েছে। এর মাধ্যমে সে অনাবিল আনন্দ লাভ করে। **একটি** হলো যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারীর মাধ্যমে আনন্দ পায় আর দ্বিতীয়টি হলো যখন সে তার প্রভুর সাথে মিলিত হবে তখন সে তার সিয়ামের জন্য আনন্দিত হবে।[১৬১]

---

১৬১. (মুসলিম ১১৫১)

٣٢/١٦٣. وحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنْ الأَعْمَشِ ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ الأَعْمَشِ ح وحَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الأَشَجُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِيْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوْفُ فِيْهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ»

১৬৩/৩২. আবূ বাকর ইবনু আবূ শাইবাহ, যুহায়র ইবনু হারব ও আবূ সা'ঈদ আশাজ্জ রহিমাহুমাল্লাহ ..... আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "মানব সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের সাওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন, "কিন্তু সিয়াম আমারই জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিফল দান করব। বান্দা আমারই জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে"। সিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে। একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি তার প্রতিপালক আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। সিয়াম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার কাছে মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধময়।[১৬২]

٣٣/١٦٤. وحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيْ سِنَانٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ «إِنَّ الصَّوْمَ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ اللهَ فَرِحَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ»

---

১৬২. (মুসলিম ১১৫১)

১৬৪/৩৩. আবূ বাক্‌র ইবনু আবূ শাইবাহ (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ্ ও আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সিয়াম আমারই জন্য এবং আমিই এর প্রতিফল দান করব।" সিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে। একটি হলো যখন সে ইফতার করে আনন্দিত হয়, অপরটি হলো যখন সে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন সে আনন্দিত হবে। সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! নিশ্চয়ই সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'আলার কাছে মিশকের সুগন্ধের চেয়েও তীব্র।[১৬৩]

.بَاب فِيْ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ: হাজ্জ, 'উমরাহ ও 'আরাফাত দিবসের ফাযীলাত

١٦٥/٣٤. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الايْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ يُوْنُسَ بْنَ يُوْسُفَ يَقُوْلُ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُوْ ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ».

১৬৫/৩৪. হারূন ইবনু সা'ঈদ আইলী (রহঃ) .... সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ আরাফাত দিবসের তুলনায় এমন কোন দিন নাই- যে দিন আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক সংখ্যক লোককে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দান করেন। আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তী হন অতঃপর বান্দাদের সম্পর্কে মালায়িকাহ্‌র সামনে গৌরব প্রকাশ করেন এবং বলেন ঃ তারা কী উদ্দেশে সমবেত হয়েছে (বা তারা কী চায়)?[১৬৪]

---

১৬৩. (মুসলিম ১১৫১)

১৬৪. (মুসলিম ১৩৪৮)

باب فضل إنْظَارِ الْمُعْسِرِ.

অনুচ্ছেদঃ গরীবকে সময় দেয়ার ফাযীলাত এবং ধনী ও গরীবের থেকে আদায়ের ব্যাপারে সহানুভূতি প্রদর্শন

١٦٦/٣٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلَقَّتْ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوْا أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ لَا قَالُوْا تَذَكَّرْ قَالَ كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوْا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوْا عَنْ الْمُوْسِرِ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «تَجَوَّزُوْا عَنْهُ».

১৬৬/৩৫. আহমাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ্ ইবনু ইউনুস (রহঃ) .... হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের এক ব্যক্তির রুহের সাথে ফেরেশতাগণ সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলেন, বিশেষ কোন সৎকাজ তুমি করেছ কি? সে বলল, না। তারা বললেন, স্মরণ **করে** দেখ। সে বলল, আমি মানুষের সাথে লেনদেন করতাম। অতঃপর অসচ্ছল ব্যক্তিদের অবকাশ দিতে ও সচ্ছল ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে আমি আমার লোকদের নির্দেশ দিতাম। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ "ওকে ছেড়ে দাও।"[১৬৫]

١٦٧/٣٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ الْمُغِيْرَةِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُوْدٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ رَجُلٌ لَقِيَ رَبَّهُ فَقَالَ مَا عَمِلْتَ قَالَ مَا عَمِلْتُ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا أَنِّيْ كُنْتُ رَجُلًا ذَا مَالٍ فَكُنْتُ أُطَالِبُ

১৬৫. (মুসলিম ১৫৬০)

بِهِ النَّاسَ فَكُنْتُ أَقْبَلُ الْمَيْسُوْرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنْ الْمَعْسُوْرِ فَقَالَ «تَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِيْ قَالَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ».

১৬৭/৩৬. 'আলী ইবনু হুজর ও ইসহাক্ব ইবনু ইব্‌রাহীম রহিমাহুমাল্লাহ .... রিব'ঈ ইবনু হিরাশ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আবূ মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একত্রে মিলিত হন। হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হয়। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কী কী সৎকাজ করেছ? সে বলল, আমি তেমন কোন সৎকাজ করিনি; তবে আমি একজন ধনী লোক ছিলাম। আমি মানুষের কাছে পাওনা চাইতাম এভাবে যে, সচ্ছলদেরকে সময় দিতাম আর গরীবদেরকে মাফ করে দিতাম। এরপর আল্লাহ নির্দেশ দিলেন ঃ আমার বান্দাকে মাফ করে দাও। আবূ মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এমনই বলতে শুনেছি।[১৬৬]

٣٧/١٦٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدِ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ سَعْد بن طَارِقٍ عَنْ رِبْعِيِّ بن حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفة قَالَ أُتِيَ اللهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِه آتاه الله مَالًا فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا قَالَ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللهَ حَدِيثًا قَالَ يَا رَبِ آتيتَنِيْ مَالكَ فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوْسِرِ وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ فَقَالَ اللهُ «أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِي».

১৬৮/৩৭. আবূ সা'ঈদ আশাজ্জ (রহঃ) .... হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সমীপে তাঁর এমন এক বান্দাকে হাজির করা হয়, যাকে তিনি প্রচুর সম্পদ দান করেছিলেন। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করেন, দুনিয়ায় তুমি কী 'আমাল (কাজ) করেছ? রাবী বলেন, আর আল্লাহ্‌র নিকট কেউ কোন কথা গোপন রাখতে পারে না। সে বলল, হে আমার রব! আপনি আপনার সম্পদ আমাকে দান করেছিলেন। আমি

---

১৬৬. (মুসলিম ১৫৬০)

মানুষের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করতাম। সুতরাং সচ্ছল ব্যক্তির সাথে আমি সহনশীলতা প্রদর্শন করতাম আর গরীবকে সময় দিতাম। আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ এ ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমি অধিক যোগ্য। তোমরা আমার বান্দাকে ছেড়ে দাও।[১৬৭]

٣٨/١٦٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُوْنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حُوْسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوْسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ».

১৬৯/৩৮. ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাক্র ইবনু আবূ শাইবাহ, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক্ব ইবনু ইবরাহীম রহিমাহুমুল্লাহ .... আবূ মাস'ঊদ (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক লোকের হিসাব গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তার মধ্যে কোন প্রকার ভাল 'আমাল পাওয়া যায়নি। কিন্তু সে মানুষের সাথে লেন-দেন করত এবং সে ছিল সচ্ছল। তাই দরিদ্র লোকদেরকে মাফ করে দেয়ার জন্যে সে তার কর্মচারীদের নির্দেশ দিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ বলেন ঃ এ ব্যাপারে আমি তার চেয়ে অধিক যোগ্য। একে ক্ষমা করে দাও।[১৬৮]

٣٩/١٧٠. حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ أَبِيْ مُزَاحِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ مَنْصُوْرٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ و قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ

---

১৬৭. (মুসলিম ১৫৬০)
১৬৮. (মুসলিম ১৫৬১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا «فَتَجَاوَزْ عَنْهُ» لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ.

১৭০/৩৯. মানসূর ইবনু আবূ মুযাহিম ও মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার ইবনু যিয়াদ রহিমাহুমাল্লাহ .... আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ এক লোক মানুষের সাথে লেন-দেন করত। সে তার গোলামকে বলে দিত, তুমি যখন কোন অভাবগ্রস্তের কাছে যাবে তখন তাকে ক্ষমা করে দিবে। হয়ত আল্লাহ আমাদেরও ক্ষমা করে দিবেন। এরপর সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মিলিত হল। আর আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন।[১৬৯]

بَاب بَيَانِ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّة وَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

অনুচ্ছেদ: শহীদদের আত্মা জান্নাতে থাকে, তারা সেখানে জীবিত এবং নিজেদের প্রভুর নিকট থেকে তারা রিযিক পেয়ে থাকে

৪০/১৭১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ وَعِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ جَمِيْعًا عَنْ الْأَعْمَشِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ قَالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ «أَرْوَاحُهُمْ فِيْ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِيْ إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطِّلَاعَةً فَقَالَ

১৬৯. (মুসলিম ১৫৬২)

هَلْ تَشْتَهُوْنَ شَيْئًا قَالُوْا أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِيْ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوْا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوْا قَالُوْا يَا رَبِّ نُرِيْدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِيْ أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِيْ سَبِيْلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوْا»

১৭১/৪০. মাসরূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম: "আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদের তোমরা মৃত ধারণা করো না, বরং তারা জীবিত, তাদের রবের নিকট থেকে তারা রিযিক লাভ করে থাকে।" উত্তরে ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, আমি এ সম্পর্কে (রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে) জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন: তাদের রূহ (আত্মা) সবুজ বর্ণের পাখির পেটের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহর আরশের নীচে ঝুলানো দীপাধারের মধ্যে তাদের বাসা। এরা জান্নাতের যে কোন জায়গায় অবাধে বিচরণ করতে পারে। পুনরায় তারা এই দীপাধারে ফিরে ফিরে আসে। অতঃপর তাদের রব তাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে বলেন, তোমরা কি কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা রাখো? তারা বলে, আমরা আর কোন জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করবো? আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারি। তাদের রব এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করেন। যখন তারা দেখলো যে, তাদের একই কথা বারবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তখন তারা বলল, হে প্রভু! আমরা চাচ্ছি যে, আমাদের দেহের মধ্যে আমাদের আত্মা পুনরায় ফিরিয়ে দিন। আমরা আর একবার আপনার রাস্তায় শহীদ হই। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা যখন দেখলেন যে, তাদের কোনো চাহিদাই নেই, তখন তাদেরকে নিজ নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেন।[১৭০]

---

১৭০. (মুসলিম ১৮৮৭, তিরমিযী ৩০১১, ইবনু মাজাহ ২৮০১)

بَاب تَحْرِيْمِ تَصْوِيْرِ صُوْرَةِ الْحَيَوَانِ وَتَحْرِيْمِ اتِّخَاذِ مَا فِيْهِ صُوْرَةٌ غَيْرُ مُمْتَهَنَةٍ بِالْفَرْشِ وَنَحْوِهِ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَام لَا يَدْخُلُوْنَ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلَا كَلْبٌ

অনুচ্ছেদঃ প্রাণীর ছবি তোলা হারাম। যেসব জিনিসের ওপর এ ধরনের ছবি রয়েছে তা ব্যবহার করা হারাম। যে ঘরে ছবি এবং কুকুর থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

١٧٢/٤١. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فِيْ دَارِ مَرْوَانَ فَرَأَى فِيْهَا تَصَاوِيْرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِيْ فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوْا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً» و حَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ دَارًا تُبْنَى بِالْمَدِيْنَةِ لِسَعِيْدٍ أَوْ لِمَرْوَانَ قَالَ فَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الدَّارِ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوْ لِيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً

১৭২/৪১. আবূ যুর'আহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-এর সাথে মারওয়ানের গৃহে গেলাম। তিনি সেখানে ছবি দেখতে পেয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি আমার সৃষ্টির অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করে, তার থেকে বড় যালিম আর কে হতে পারে? এতই যদি পারে তাহলে সে একটা অণু অথবা একটা গম বীজ অথবা একটি যবের বীজ সৃষ্টি করুক তো দেখি?

আবূ যুর'আহ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) মদীনায় একটি বাড়িতে প্রবেশ করলাম। তা সা'ঈদ অথবা মারওয়ানের জন্য নির্মাণ করা হচ্ছিল। সেখানে তিনি (আবূ হুরাইরাহ

(রাদিয়াল্লাহু আনহু) এক চিত্রকরকে ঘরের মধ্যে প্রতিকৃতি আঁকতে দেখেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ...... পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু এ বর্ণনায় "অথবা একটি যবের বীজ সৃষ্টি করুক" কথাটুকু উল্লেখ নেই।[১৭১]

بَاب النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ

অনুচ্ছেদ: যুগ বা সময়কে গালি দেয়া নিষেধ

٤٢/١٧٣. وَحَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ سمعتُ رَسُوْلَ الله صلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «يَسُبُّ ابنُ آدم الدهرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ»

১৭৩/৪২. আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেন: বনী আদম সময়কে গালি দিয়ে থাকে। অথচ আমিই সময়, আমার হাতেই রাত ও দিন (নিয়ন্ত্রাধীন)।[১৭২]

٤٣/١٧٤. وحدثناه إسحق بن إبراهِيْمَ وَابنُ أَبِيْ عمرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِيْ عُمَرَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ ابْنُ أَبِيْ عمر حدثنا سُفيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «يُؤْذِيْنِيْ ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»

১৭৪/৪৩. আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেন: বনী আদম সময়কে গালি দেয় আমাকে কষ্ট দেয়। অথচ আমিই সময়, আমিই রাত-দিনকে (চক্রাকারে) আবর্তিত করি।[১৭৩]

---

১৭১. (মুসলিম ২১১১, বুখারী ৫৯৫৩, ৭৫৫৯)

১৭২. (মুসলিম ২২৪৬, বুখারী ৪৮২৬, ৬১৮৩, আবূ দাউদ ৪৯৭৩, ৪৯৭৪)

১৭৩. (মুসলিম ২২৪৬, বুখারী ৪৮২৬, ৬১৮৩, আবূ দাউদ ৪৯৭৪, ৫২৭৪)

٤٤/١٧٥. وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عن ابن المسيبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «يُؤْذِيْنِيْ ابْنُ آدَمَ يَقُوْلُ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَلَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنِّيْ أَنَا الدَّهْرُ أُقلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهما»

১৭৫/৪৪. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহান আল্লাহ্ বলেছেন: বনী আদম আমাকে কষ্ট দেয় একথা বলে যে, হে দুর্ভাগা সময়! সুতরাং তোমাদের কেউ যেন 'হে দুর্ভাগা সময়' এ কথা না বলে, কেননা আমিই সময়, আমিই রাত-দিনের আবর্তন করে থাকি। অতঃপর যখন আমি চাইব দুটোকেই বিলুপ্ত করে ফেলব।[১৭৪]

بَاب فِيْ ذِكْرِ يُوْنُسَ عَلَيْهِ السَّلَام وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلى الله عليْهِ وسَلَّمَ لَا يَنْبَغِيْ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى

অনুচ্ছেদ: ইউনুস (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বক্তব্য: কোন বান্দার পক্ষে কখনও এমন বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস ইবনে মাত্তা (আলাইহিস সালাম) থেকে শ্রেষ্ঠ

٤٥/١٧٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جعفر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَعْنِي اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى «لَا يَنْبَغِيْ لِعَبْدٍ لِيْ و قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى لِعَبْدِيْ أَنْ يَقُوْلَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَام». قَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ

.১৭৪. (মুসলিম ২২৪৬, বুখারী ৪৮২৬, ৬১৮৩, আবূ দাঊদ ৪৯৭৪, ৫২৭৪)

১৭৬/৪৫. সা'দ ইবনু ইবরাহীম বলেন, আমি হুমায়েদ ইবনু আব্দুর রহমানকে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করতে শুনেছি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার কোন বান্দার উচিত নয়: ইবনুল মুসান্না বলেন, আমার বান্দার কখনও এমন বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস ইবনে মাত্তা আলাইহিস সালাম থেকে শ্রেষ্ঠ। ইবনু আবী শাইবা সূত্রধারা এভাবে বর্ণনা করেছেন।[১৭৫]

بَاب صِلَةِ الرَّحِمِ وَتَحْرِيْمِ قَطِيْعَتِهَا

অনুচ্ছেদঃ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা অপরিহার্য ও তা ছিন্ন করা হারাম

١٧٧/٤٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ جَمِيْلِ بْنِ طَرِيْفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَعِيْلَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ مُزَرِّدٍ مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ أَبُو الْحُبَابِ سَعِيْدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتْ الرَّحِمُ فَقَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ نَعَمْ «أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَذَاكِ لَكِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا»

১৭৭/৪৬. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগতের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর যখন সৃষ্টি করা থেকে বিরত হলেন তখন আত্মীয়তা দাঁড়িয়ে বললো: এ স্থান হলো সে ব্যক্তির যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে আশ্রয় চায়।

---

১৭৫. (বুখারী ২৪১১, ২৪১২, মুসলিম ২৩৭৬)

আল্লাহ তা'আলা বললেন: হ্যাঁ, তবে তুমি কি চাও না যে আমি তার **সম্পর্ক** স্থাপন করি যে তোমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি? আত্মীয়তা বললো, হ্যাঁ। আমি তাইতো চাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা বললেন: তোমার এ আশা পুরা করা হলো। তারপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: তোমাদের মনে চাইলে এ আয়াতটি পড়তে পারো- (আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করে) বলেছেন: "যদি তোমরা শাসন ক্ষমতা লাভ করতে পারো তবে কি এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তোমরা পৃথিবীতে গণ্ডগোল ও বিবাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে? এসব লোক হলো তারা যাদেরকে আল্লাহ তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। তারপর (সত্য কথা শোনার সৌভাগ্য থেকে) তাদেরকে বধির করে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টিএক অন্ধ করে দিয়েছেন। তাহলে এরা কি কুরআন মাজীদ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না অথবা তাদের অন্তরে তালা লেগে গেছে।"[১৭৬]

بَاب فِيْ فَضْلِ الْحُبِّ فِي اللهِ

অনুচ্ছেদ: আল্লাহর জন্য ভালবাসার ফযীলত

١٧٨/٤٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّيْ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّيْ»

১৭৮/৪৭. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) **থেকে বর্ণিত**। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলেন: "সেই সব লোকেরা কোথায় যারা আমার মহত্ত্বের ও অনুসরণের কারণে পরস্পর ভালবেসেছে? আজ আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দেবো। আমার ছায়া ছাড়া আজ আর অন্য কোন ছায়া নেই।"[১৭৭]

---

১৭৬. (বুখারী ২৩৮৪, ৩৯৮৭, ৪৯৮৮, **৭৫০২.** মুসলিম ২৫৫৪)
১৭৭. (মুসলিম ২৫৬৬)

بَاب فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ

অনুচ্ছেদ: রুগ্ন ব্যক্তির সেবা করার ফযীলত

٤٨/١٧٩. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوْدُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِيْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِيْ عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِيْ قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِيْ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِيْ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِه أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِيْ»

১৭৯/৪৮. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ তা'আলা (কোন এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে) বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি রোগাক্রান্ত হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সেবা করোনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তো বিশ্বজগতের প্রভু, আমি কী করে তোমার সেবা করতে পারি? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমার কি মনে নেই যে, আমার অমুক বান্দাহ রোগাক্রান্ত হয়েছিলো। তখন তুমি তার খোঁজ-খবর নেওনি। যদি তুমি তার সেবা করতে তাহলে আমাকে সেখানে পেতে। অতঃপর অপর এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা বলবেন- হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খেতে দাও নি। সে বলবে, হে প্রতিপালক! তুমি তো সারা জাহানের মালিক, আমি কিভাবে তোমাকে খাওয়াতে পারি? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার কি স্মরণ নেই যে, আমার অমুক বান্দাহ তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলো কিন্তু তুমি তাকে খেতে দাও নি। তোমার কি এ কথা জানা ছিল না যে, তুমি যদি

তাকে খেতে দাও তাহলে এর সওয়াব আমার কাছে পাবে। অতঃপর তিনি (অপর একজনকে) বলবেন: হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পান করাও নি। সে বলবে, হে প্রভু! আমি তোমাকে কিভাবে পান করাতে পারি? তুমি তো বিশ্বজাহানের প্রতিপালক! আল্লাহ্ তা'আলা **বলবেন, আমার** অমুক বান্দাহ তোমার কাছে **পানি** চেয়েছিলো, তুমি তাকে পানি দাও নি। যদি তখন তুমি তাকে পানি পান করাতে তাহলে এখন তা আমার কাছে পেতে।[১৭৮]

بَاب تَحْرِيْمِ الظُّلْمِ

অনুচ্ছেদ: যুলুম করা হারাম

١٨٠/٤٩. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بَهْرَامَ الدَّارِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عن رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ «يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِيْ أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِيْ أَكْسُكُمْ يَا عِبَادِيْ إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِيْ إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْا ضَرِّيْ فَتَضُرُّوْنِيْ وَلَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِيْ فَتَنْفَعُوْنِيْ يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلَى

---

১৭৮. (মুসলিম ২৫৬৯)

أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوْنِيْ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِيْ إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيْكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»

১৮০/৪৯. আবূ যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'আলা থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: হে আমার বান্দাহগণ! আমি নিজের উপর যুলুম করাকে হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও এ কাজটিকে হারাম করেছি। অতএব, তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করবে না। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে হিদায়াত (সঠিক পথ) প্রদান করি সে ছাড়া তোমাদের অন্য সকলেই পথভ্রষ্ট। কাজেই তোমরা আমার কাছে হিদায়াতের প্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবো। হে আমার বান্দাহগণ! আমি যাকে খাদ্য দান করি সে ছাড়া অন্যরা অভুক্ত থাকে। অতএব, তোমরা আমার কাছে খাদ্যের জন্য আবেদন কর, আমি তোমাদেরকে পোশাক পরিচ্ছদ দান করবো। হে বান্দাগণ! তোমরা দিনরাত গুনাহ কর আর আমি সকল প্রকার গুনাহ ক্ষমা করি। অতএব, তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার কোন অপকারও করতে পার না আর উপকারও করতে পার না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যে যেসব বড় বড় আল্লাহভীরু লোক রয়েছে, তোমাদের আগের ও পরের, এবং জ্বিন ও মানব সকলেই যদি তাদের মত মুত্তাকী হয়ে যায়- এতে আমার সাম্রাজ্যে কোন কল্যাণ বাড়াবে না। আর যদি তোমাদের আগের ও পরের লোকেরা এবং জ্বিন ও মানব সকলেই তোমাদের বড় বড় পাপাচারীদের ন্যায় পাপাচারী হয়ে যায় তাতেও আমার সাম্রাজ্যের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। হে আমার বান্দাহ সকল! তোমাদের আগের ও পরের মানুষ ও জ্বিন সকলে যদি এক ময়দানে সম্মিলিত হয়ে আমার কাছে চাইতে থাক এবং আমি তোমাদের প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রার্থনা অনুযায়ী দিতে থাকি তাতে আমার কাছে যে ধন ভাণ্ডার রয়েছে তা ফুরিয়ে যাবে না। বরং এতে যে পরিমাণ সম্পদ

কমবে তার পরিমাণ হতে মহাসমুদ্রে একটি সূঁচ ডুবিয়ে বের করে আনার অনুরূপ। হে আমার বান্দাগণ! এ তো তোমাদের আমলেরই ফলাফল। আমি তোমাদের আমলের প্রতিফল দান করবো। অতএব, যে ভাল ফল পাবে সে যেন আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে খারাপ প্রতিফল লাভ করে সে যেন এ জন্য নিজেকেই দায়ী ও অভিযুক্ত করে।"[১৭৯]

بَاب تَحْرِيْمِ الْكِبْرِ

অনুচ্ছেদ: অহংকার করা হারাম

١٨١/٥٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَغَرِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْعِزُّ إِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ يُنَازِعُنِيْ عَذَّبْتُهُ»

১৮১/৫০. আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: মাহাত্ম্য ও মর্যাদা আল্লাহর পায়জামা এবং গর্ব ও অহংকার আল্লাহর চাদর। অতএব যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে আমার বিরোধিতা করবে তাকে আমি শাস্তি দেব।[১৮০]

بَاب إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا حَبَّبَهُ إِلَى عِبَادِهِ

অনুচ্ছেদ: যখন কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ভালবাসেন ফেরেশতাগণও তাকে ভালবাসেন

١٨٢/٥١. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَقَالَ إِنِّيْ أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِيْ فِي

১৭৯. (মুসলিম ২৫৭৭, তিরমিযী ২৪৯৫, মাজাহ ৪২৫৭)
১৮০. (মুসলিম ২৬২০, আবূ দাঊদ ৪০৯০, মাজাহ ৪১৭৪)

السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَيَقُوْلُ إِنِّيْ أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِيْ فِيْ أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوْهُ قَالَ فَيُبْغِضُوْنَهُ ثُمَّ تُوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ»

১৮২/৫১. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাহকে ভালবাসেন তখন তিনি জিবরিল (আলাইহিস সালাম)-কে ডেকে বলেন, "আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসি তুমিও তাকে ভালবাস।" অতঃপর জিবরিল (আলাইহিস সালাম) তাকে ভালবাসেন এবং আসমানে ডেকে বলেন, "হে ফেরেশতাগণ! আল্লাহ তা'আলা অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন তোমরাও তাকে ভালবাসো। তখন আসমানবাসীরা তাকে ভালবাসেন। তারপর পৃথিবীর অধিবাসীদের মনে সে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। আর যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাহর সাথে শত্রুতা পোষণ করেন তখন জিবরিল (আলাইহিস সালাম)-কে ডেকে বলেন, "অমুক ব্যক্তির সঙ্গে আমি শত্রুতা পোষণ করি, তুমিও তার সাথে শত্রুতা করো। অতঃপর জিবরিল (আলাইহিস সালাম) তার সাথে শত্রুতা করেন এবং আকাশের অধিবাসী ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলেন, আল্লাহ তা'আলা অমুক ব্যক্তির সাথে শত্রুতা করেন, তোমরাও তার সাথে শত্রুতা করো। তখন তারা সকলেই তার সাথে শত্রুতা করে। এরপর পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে তার বিরুদ্ধে শত্রুতার ভাব বদ্ধমূল হয়।[১৮১]

بَاب الْحَثِّ عَلَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى

অনুচ্ছেদ: আল্লাহর যিকিরের প্রতি উৎসাহিত করার বর্ণনা

١٨٣/٥٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

১৮১. (বুখারী ৩২০৯, ৬০৪০, তিরমিযী ৩১৬১, মুসলিম ২৬৩৭)

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِيْ إِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً»

১৮৩/৫২. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাহ আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে থাকে আমি বান্দার সে ধারণার নিকটেই আছি। অর্থাৎ সে ধারণা অনুযায়ী ফল দিয়ে থাকি। এবং বান্দাহ যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সঙ্গেই থাকি। বান্দাহ যদি আমাকে অন্তরে স্মরণ করে তবে আমিও তাকে নিজে নিজে স্মরণ করি। আর সে যদি কোন জনসমষ্টি নিয়ে স্মরণ করে তবে আমিও বিশেষ দল নিয়ে স্মরণ করি যা তাদের জনসমষ্টি থেকে উত্তম। বান্দাহ যখন এক বিঘত আমার নিকটবর্তী হয়, তখন আমি একহাত তার নিকটবর্তী হই। আর একহাত অগ্রসর হলে আমি দু'হাত অগ্রসর হই। সে যদি ধীরে ধীরে আমার দিকে অগ্রসর হয়, তখন আমি দ্রুত তার দিকে এগিয়ে আসি।[১৮২]

٥٣/١٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ قَالَ «إِذَا تَلَقَّانِيْ عَبْدِيْ بِشِبْرٍ تَلَقَّيْتُهُ بِذِرَاعٍ وَإِذَا تَلَقَّانِيْ بِذِرَاعٍ تَلَقَّيْتُهُ بِبَاعٍ وَإِذَا تَلَقَّانِيْ بِبَاعٍ أَتَيْتُهُ بِأَسْرَعَ»

১৮৪/৫৩. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, যখন আমার

---

১৮২. (বুখারী ৭৪০৫, ৭৫০৫, মুসলিম ২৬৭৫, তিরমিযী ২৩৮৮, ৩৬০৩, মাজাহ ৩৮২২)

বান্দা এক বিঘত অগ্রসর হয়ে আমার সাথে মিলিত হয়, তখন আমি একহাত অগ্রসর হয়ে তাকে সাক্ষাৎ দান করি। আর যখন এক হাত অগ্রসর হয়ে আমার নিকটে আসে, আমি দু'হাত এগিয়ে সাক্ষাৎ দান করি। আর যখন দু'হাত এগিয়ে আসে তখন আমি তার চেয়ে দ্রুততর গতিতে তার কাছে আসি।[১৮৩]

٥٤/١٨٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِيْ»

১৮৫/৫৪. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাহ আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি সে ধারণার নিকটে আছি। অর্থাৎ বান্দার ধারণা অনুযায়ী ফল দিয়ে থাকি। এবং আমি বান্দার সাথে আছি যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে।[১৮৪]

٥٥/١٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِيْ ابْنَ سَعِيْدٍ وَابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ «إِذَا تَقَرَّبَ عَبْدِيْ مِنِّيْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرب مِنِّيْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوْعًا وَإِذَا أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً»

১৮৬/৫৫. আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ও আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমার বান্দাহ যখন এক বিঘত আমার নিকটবর্তী হয়, আমি একহাত তার নিকটবর্তী হই। আর সে যদি আমার দিকে একহাত নিকটবর্তী হয়, আমি দু'হাত তার

১৮৩. (বুখারী ৭৪০৫, ৭৫০৫, মুসলিম ২৬৭৫, তিরমিযী ২৩৮৮,)
১৮৪. (বুখারী ৭৪০৫, ৭৫০৫, মুসলিম ২৬৭৫, তিরমিযী ২৩৮৮, ৩৬০৩, মাজাহ ৩৮২২)

দিকে এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।[১৮৫]

بَاب فَضْلِ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى

অনুচ্ছেদ: যিকর, দু'আর ফযীলত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ

٥٦/١٨٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ واللَّفْظُ لِأَبِيْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ يذْكُرُنِيْ فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نفسِيْ وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُ وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وإنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً»

১৮৭/৫৬. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাহ আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে আমি তার ধারণার নিকটেই আছি এবং বান্দাহ যখন আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে সমষ্টিগতভাবে স্মরণ করে তখন আমিও তাকে এমন এক দলের মাঝে স্মরণ করি যা তাদের দল থেকে অতি উত্তম। বান্দাহ যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে একহাত এগিয়ে যাই। আর যদি সে আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয় তবে আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে যাই এবং বান্দাহ যদি আমার দিকে ধীর গতিতে এগিয়ে আসে, তবে আমি দ্রুতগতিতে তার দিকে এগিয়ে যাই।[১৮৬]

٥٧/١٨٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

১৮৫. (বুখারী ৭৪০৫, ৭৫০৫, মুসলিম ২৬৭৫, তিরমিযী ২৩৮৮, ৩৬০৩, মাজাহ ৩৮২২)
১৮৬. (মুসলিম ২৬৭৫, মাজাহ ৩৮২১)

يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيْدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِيَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيْئَةً لَا يُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً»

১৮৮/৫৭. হযরত আবূ যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি একটা পুণ্যের কাজ করে তার জন্যে (আমার কাছে) দশগুণ পুণ্যের সওয়াব নির্ধারিত আছে বরং আমি আরও বর্ধিত করি, কিন্তু যে ব্যক্তি একটা পাপের কাজ করে তার জন্যে মাত্র একটা পাপ বরাবর শাস্তি রয়েছে অথবা আমি মার্জনা করব। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি একহাত অগ্রসর হই এবং যে একহাত অগ্রসর হয় আমি দু'হাত অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে ধীর পদক্ষেপে আসে আমি তার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাই। আর যে ব্যক্তি জমিনভর পাপরাশি নিয়ে আমার কাছে আসে অথচ আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না, আমি সে পরিমাণ মাগফিরাত (ক্ষমা) নিয়ে তার কাছে আসি।[১৮৭]

بَاب فَضْلِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ

অনুচ্ছেদ: যিকরের মাজলিসের ফযীলত

١٨٩/٥٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «إِنَّ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَتَتَبَّعُوْنَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوْا مَجْلِسًا فِيْهِ ذِكْرٌ قَعَدُوْا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَئُوْا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوْا عَرَجُوْا وَصَعِدُوْا إِلَى السَّمَاءِ

---

১৮৭. (মুসলিম ২৬৮৭)

قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيُهَلِّلُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيَسْأَلُوْنَكَ قَالَ وَمَاذَا يَسْأَلُوْنِيْ قَالُوْا يَسْأَلُوْنَكَ جَنَّتَكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِيْ قَالُوْا لَا أَيْ رَبِّ قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِيْ قَالُوْا وَيَسْتَجِيْرُوْنَكَ قَالَ وَمِمَّ يَسْتَجِيْرُوْنَنِيْ قَالُوْا مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا نَارِيْ قَالُوْا لَا قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِيْ قَالُوْا وَيَسْتَغْفِرُوْنَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوْا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوْا قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ رَبِّ فِيْهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُوْلُ وَلَهُ غَفَرْتُ هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ"

১৮৯/৫৮. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহর অসংখ্য ভ্রাম্যমান ফেরেশতা অতিরিক্ত আছে যাঁরা যিকরের মাজলিস অন্বেষণ করেন। সুতরাং তাঁরা যখন এমন কোন মজলিস পান যেখানে যিকর হচ্ছে তখন তাদের সাথে বসে যান এবং একে অপরকে বাহু দ্বারা ঘিরে ফেলেন। এমনকি প্রথম আসমান ও তাঁদের মাঝখানের ফাঁকা জায়গা পূর্ণ করে ফেলেন। অতঃপর যখন যিকরকারীগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় তখন এসব ফেরেশতা আসমানে উঠে যান। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন- যদিও তিনি তাদের সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত আছেন- তোমরা কোথা থেকে আসলে? তাঁরা বলেন জমিনে অবস্থানরত আপনার কিছু সংখ্যক বান্দার নিকট থেকে যারা আপনার তসবীহ পাঠে রত ও আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে, এবং আপনার একত্ব ঘোষণা করছে, আপনার প্রশংসায় রত আছে। আর তারা আপনার কাছে প্রার্থনা করছে। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন, তারা আমার কাছে কী প্রার্থনা করছে? তারা বলেন, তারা আপনার জান্নাত প্রার্থনা করছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে? তারা উত্তর করেন, না, হে প্রভু! আল্লাহ বলেন, যদি তারা জান্নাত দেখতে

পেত তবে কেমন হতো? ফেরেশতাদল বলেন, এবং তারা আপনার কাছে আশ্রয় চায়। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, কিসের থেকে আশ্রয় চায়? তারা বলেন, আপনার **জাহান্নাম** থেকে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমার জাহান্নাম দেখতে পেয়েছে? তারা বলেন, না, **হে** প্রভু! আল্লাহ বলেন, তারা যদি আমার জাহান্নাম দেখতো তবে অবস্থা কেমন হতো?

ফেরেশতা বলেন, এবং তারা আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছে। **রসূলুল্লাহ** (ﷺ) বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তাদেরকে **ক্ষমা** করে দিলাম **এবং** তারা যা চেয়েছে তা দান করলাম **এবং** তারা যে বস্তু থেকে আশ্রয় চেয়েছে তাদেরকে তা থেকে আশ্রয় দান করলাম।

রাসূল (ﷺ) **বলেন**, অতঃপর ফেরেশতারা বলেন, অমুক বান্দাহ গুনাহগার, এ মজলিসের পাশ দিয়ে যেতে এদেব সাথে বসে গেছে। তখন আল্লাহ বলেন, তাকেও ক্ষমা করে দিলাম। তারা এমন একটি পবিত্র দল যে এ দলের সাহচর্য লাভকারীও **বঞ্চিত** হবে না।[১৮৮]

بَاب فِي الْحَضِّ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْفَرَحِ بِهَا

অনুচ্ছেদ: তাওবাহর প্রতি উৎসাহিতকরণ ও তাওবাহর করার কারণে খুশি হওয়া

٥٩/١٩٠. حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يذكُرُنِيْ وَاللهِ لَلهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِيْ أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ» .

---

১৮৮. (বুখারী ৬৪০৮, মুসলিম ২৬৮৯, তিরমিযী ৩৬০০)

১৯০/৫৯. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, বান্দাহ আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে আমি আমার বান্দার সে ধারণার পাশাপাশি আছি (অর্থাৎ সে ধারণা মুতাবিক ফল দিয়ে থাকি)। বান্দাহ যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সঙ্গেই থাকি, কসম! মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবায় ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশী হন যে ব্যক্তি কোন শূন্য মাঠে তাঁর হারানো বস্তু ফিরে পায়।

যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দু'হাত অগ্রসর হই। আর যখন বান্দাহ আমার দিকে ধীর গতিতে এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসি।[১৮৯]

بَاب فِيْ سِعَةِ رَحْمَةِ اللّٰهِ تعالى وَأَنَّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ

অনুচ্ছেদ: আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা এবং তাঁর রহমত তাঁর অসন্তোষের উপর বেশী হওয়ার বর্ণনা

١٩١/٦٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ «إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِيْ»

১৯১/৬০. হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, যখন মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন তখন তিনি তাঁর কিতাবে লিখে দিয়েছেন যা আরশের উপর তাঁর কাছে সংরক্ষিত আছে- "নিশ্চয় আমার রহমত আমার অসন্তোষের উপর গালেব (জয়ী)"।[১৯০]

---

১৮৯. (বুখারী ৭৪০৫, ৭৫০৫, মুসলিম ২৬৭৫, তিরমিযী ২৩৮৮, ৩৬০৩, মাজাহ ৩৮২২)
১৯০. (বুখারী ৩১৯৪, ৭৪০৪, মুসলিম ২৭৫১, তিরমিযী ৩৫৪৩, মাজাহ ১৮৯)

٦١/١٩٢. حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «سَبَقَتْ رَحْمَتِيْ غَضَبِي»

১৯২/৬১. হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমার রহমত আমার গযবের (অসন্তুষ্টি) উপর প্রাধান্য লাভ করেছে।[১৯১]

٦٢/١٩٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا أَبُوْ ضَمْرَةَ عَنْ الْحَارِث بن عبد الرَّحْمَنِ عَنْ عطاءِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مَوْضُوْعٌ عِنْدَهُ «إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِي».

১৯৩/৬২. আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন নিজ কিতাবে নিজস্ব ব্যাপারে লিখে রাখলেন যা তাঁর কাছে সংরক্ষিত আছে- "নিশ্চয় আমার রহমত গযবের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে।"[১৯২]

بَاب قَبُوْلِ التَّوْبَة مِنْ الذُّنُوْبِ وَإِنْ تَكَرَّرَتْ الذُّنُوْبُ وَالتَّوْبَةُ

অনুচ্ছেদ: বার বার গুনাহ করা ও তাওবা করা সত্ত্বেও তাওবা কবূল হওয়ার বর্ণনা

٦٣/١٩٤. حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ أَبِيْ

১৯১. (মুসলিম ২৭৫১)
১৯২. (মুসলিম ২৭৫১)

هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى «أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى لَا أَدْرِي أَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ اعْمَلْ مَا شِئْتَ»

১৯৪/৬৩. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী কারীম (ﷺ) থেকে ঐ কথাটুকু বর্ণনা করেন যা নবী কারীম (ﷺ) আল্লাহ তা'আলা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কোন বান্দাহ যখন গুনাহ করে অনুতপ্ত হয়ে বলে, হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মার্জনা কর। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাহ গুনাহ করেছে, তার জানা আছে যে, তার একজন প্রভু আছে তিনি গুনাহ মাফ করতে পারেন এবং গুনাহর শাস্তিও দিতে পারেন। অতঃপর আবার গুনাহ করে বলে, হে আল্লাহ আমার গুনাহ মাফ কর। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাহ গুনাহ করে ফেলেছে এবং তার বিশ্বাস আছে যে, তার একজন প্রভু আছে যিনি গুনাহ মাফ করতে পারেন এবং গুনাহর শাস্তি দিতে পারেন। অতঃপর আবার গুনাহ করে বলে, হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মার্জনা কর, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাহ আবার গুনাহ করে ফেলেছে এবং তার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, তার এমন একজন প্রভু আছে যিনি গুনাহ মার্জনা করেন এবং শাস্তিও দিতে পারেন। যাও তুমি যা ইচ্ছা কর আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। 'আবদুল আ'লা বলেন, আমার জানা নেই তৃতীয় বারে না চতুর্থবারে বলেছেন "যা ইচ্ছা কর"।[১৯৩]

---

১৯৩. (বুখারী ৭৫০৭, মুসলিম ২৭৫৮)

١٩٥/٦٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا»

১৯৫/৬৪. আমর বিন মুররাহ বলেন, আমি আবূ উবায়দাকে আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি (আবূ মূসা) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা রাত্রিভাগে নিজ হস্তকে প্রসারিত করে দেন যাতে দিবাভাগে পাপকারী বান্দাহ তাওবা করে এবং দিবাভাগে নিজ হস্ত প্রসারিত করেন যাতে রাতে পাপকারী বান্দাহ তওবা করে যে পর্যন্ত না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয়। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত তওবা করার সুযোগ রয়েছে।[১৯৪]

بَاب قَبُوْلِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَثُرَ قَتْلُهُ

অনুচ্ছেদ: হত্যাকারীর তওবা কবূল হওয়ার বর্ণনা যদিও তার হত্যা অধিক হয়ে থাকে

١٩٦/٦٥. (٢٧٦٨) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِي النَّجْوَى قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ «يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوْبِهِ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُ فَيَقُوْلُ أَيْ رَبِّ أَعْرِفُ قَالَ فَإِنِّيْ قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِّيْ أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى صَحِيْفَةَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُوْنَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللهِ»

১৯৪. (মুসলিম ২৭৫৯)

১৯৬/৬৫. ক্বাতাদাহ সাফওয়ান বিন মুহরিয হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করলো যে, হে ইবনু 'উমার! আপনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে একান্তে কথা বলা সম্পর্কে কিভাবে বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ ক্বিয়ামাতের দিন ঈমানদার ব্যক্তিকে তার প্রতিপালক প্রভুর খুব নিকটবর্তী করা হবে, এমনকি তিনি তার থেকে পর্দা সরিয়ে নিবেন, অতঃপর তার থেকে তার গুনাহসমূহের স্বীকারোক্তি আদায় করবেন। তিনি বলবেন ঃ তুমি কি চিনতে পেরেছ? সে বলবে, হে প্রভু! হ্যাঁ, আমি চিনতে পেরেছি, এমনকি আল্লাহর মর্জি মাফিক সে স্বীকার করতে থাকবে। তিনি বলবেন, আমি তোমার এ গুনাহসমূহ দুনিয়াতে লুকিয়ে রেখেছি এবং আজ তোমার সেই গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর তার ডান হাতে তার সৎকাজের হিসাব সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রদান করা হবে। অপরদিকে কাফের ও মুনাফিক্বদেরকে উপস্থিত সকলের সামনে ডাক দিয়ে বলা হবে, "এরাই তাদের প্রতিপালক প্রভুর প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। সাবধান! যালিমদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত"– (সূরাহ হূদ ১১ ঃ ১৮)।[১৯৫]

بَاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ

অনুচ্ছেদ: কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা

١٩٧/٦٦. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ «أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ»

১৯৭/৬৬. সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন জমিনকে হাতের মুঠোতে নিবেন, আকাশকে সঙ্কুচিত করে হাতে নিবেন, অতঃপর বলবেন, আমিই একমাত্র রাজাধিরাজ, কোথায় জমিনের বাদশাহরা?[১৯৬]

---

১৯৫. (বুখারী ২৪৪১, মুসলিম ২৭৬৮, ইবনু মাজাহ ১৮৩)

১৯৬. (বুখারী ৪৮১২, ৭৩৮২, মুসলিম ২৭৮৭, ইবনু মাজাহ ১৯২)

١٩٨/٦٧. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله أخبرني عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول «أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون»

১৯৮/৬৭. সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) জানিয়েছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন প্রথমে আকাশমণ্ডলীকে সঙ্কুচিত করে ডান হাতে ধারণ করবেন। অতঃপর বলবেন, আমিই একমাত্র অধিপতি। কোথায় দুনিয়ার প্রতাপশালীরা! কোথায় অহংকারীরা! এরপর ভূমণ্ডলকে বাম হাতে সঙ্কুচিত করে বলবেন, আমিই একমাত্র অধিপতি। কোথায় দুনিয়ার প্রতাপশালীরা! কোথায় অহংকারীরা![১৯৭]

١٩٩/٦٨. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن حدثني أبو حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه فيقول «أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم»

১৯৯/৬৮. উবাইদুল্লাহ ইবনু মুকসাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন কিভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভাব-ভঙ্গী নকল করছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ হাতদ্বারা সংকেত দিয়ে বললেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে এভাবে

---

১৯৭. (বুখারী ৭৪১৩, মুসলিম ২৭৮৮, ইবনু মাজাহ ১৯৮, ৪২৭৫)

আসমান ও যমীনকে ধারণ করবেন এবং বলবেন, "আমিই আল্লাহ!" এ সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজ অঙ্গুলি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করছিলেন তখন আমি মিম্বারের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তা নিচে স্থাপিত বস্তু থেকে খুব নড়াচড়া করছে। এমনকি আমি মনে মনে ভাবছিলাম, না জানি মিম্বার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নিয়ে পড়ে যায়।[১৯৮]

بَاب طَلَبِ الْكَافِرِ الْفِدَاءَ بِمِلْءِ الْأَرْضِ ذهبًا

অনুচ্ছেদ: কাফির কর্তৃক জমিন ভর্তি স্বর্ণ ফিদইয়া দিতে চাওয়া

٦٩/٢٠٠. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن أبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عذابًا «لَوْ كَانَتْ لَكَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِيْ صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ أَحْسِبُهُ قَالَ وَلَا أُدْخِلَكَ النَّارَ فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ»

২০০/৬৯. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) নাবী কারীম (ﷺ) থেকে বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের সবচেয়ে সহজ শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলবেন, যদি পৃথিবীর ও তার মাঝের যাবতীয় বস্তু তোমার হয়ে যেত তাহলে কি এ আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তা দিয়ে ফিদইয়া বা বিনিময় করতে? তখন ঐ ব্যক্তি বলবে, হ্যাঁ! তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি তো তোমার কাছ থেকে এর চেয়ে অনেক সহজ কাজ পেতে চেয়েছিলাম, যখন তুমি আদমের (আঃ) ঔরসে ছিলে। তা হচ্ছে এই যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবেনা। রাবী বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন, এবং আমি তোমাকে জাহান্নামে ফেলব না। কিন্তু (দুর্ভাগ্য বশত;) তুমি তা অস্বীকার করে শিরককেই গ্রহণ করেছ।[১৯৯]

---

১৯৮. (মুসলিম ২৭৮৮)

১৯৯. (বুখারী ৩৩৩৪, মুসলিম ২৮০৫)

باب الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا

অনুচ্ছেদ: জান্নাত ও এর নিয়ামতরাজি এবং অধিবাসীদের বর্ণনা

٧٠/٢٠١. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا و قَالَ سَعِيْدٌ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِيْ كِتَابِ اللهِ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾»

২০১/৭০. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ (জান্নাতের বর্ণনায়) বলেছেন, আমি আমার নেক্কার বান্দাদের জন্য **এমন** কিছু তৈরী করে রেখেছি যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে তার **কল্পনা**ও **হয়নি**। এ কথার স্বপক্ষে আল্লাহর কিতাবের বাণী রয়েছে- "কোন প্রাণী জানেনা যে জান্নাতবাসীদের জন্যে কত চোখ জুড়ানো নিয়ামত গুপ্ত রাখা **হয়েছে** ওসব সৎকাজের প্রতিদান স্বরূপ যা তারা দুনিয়াতে করেছিল"।[২০০]

٧١/٢٠٢. حَدَّثَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ»

২০২/৭১. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) **থেকে বর্ণিত হয়েছে** যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ্ তা'আলা (জান্নাতের নিয়ামত সম্পর্কে) পবিত্র কুরআনে তোমাদেরকে যতটুকু অবহিত করেছেন তাছাড়াও (পরোক্ষ ও ওহীর

---

২০০. (বুখারী ৩২৪৪, ৪৭৭৯, মুসলিম ২৮২৪, তিরমিযী ৩১৯৮, ইবনু মাজাহ ৪৩২৮)

মাধ্যমে) তিনি এরশাদ করেছেন: আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন কিছু তৈরী করে রেখেছি যা কোনদিন কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে তার কল্পনাও হয়নি।[২০১]

٧٢/٢٠٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قالا حدثنا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ»

২০৩/৭২. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন সব (নিয়ামত) তৈরী করে রেখেছি, যা কোন দিন কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে তার কল্পনাও হয়নি। আল্লাহ তোমাদেরকে (কুরআনে) যতটুকু অবহিত করেছেন, তাছাড়া (পরোক্ষ ওহীর মাধ্যমে) তিনি এ কথাগুলোও বলেছেন। এরপর তিনি এ আয়াতটুকু পাঠ করেছেন- "কোন প্রাণী জানেনা, জান্নাতবাসীদের জন্য চক্ষুশীতলকারী কতসব নিয়ামত গুপ্ত রাখা হয়েছে"।[২০২]

بَاب إِحْلَالِ الرِّضْوَانِ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلَا يَسْخَطُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا

অনুচ্ছেদ: জান্নাতীদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন, কক্ষনো তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না

٧٣/٢٠٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ حدثنا عَبْدُ اللهِ بْن الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس ح و حَدَّثَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ

২০১. (বুখারী ৩২৪৪, ৪৭৭৯, মুসলিম ২৮২৪, তিরমিযী ৩১৯৮, ইবনু মাজাহ ৪৩২৮)
২০২. (বুখারী ৩২৪৪, ৪৭৭৯, মুসলিম ২৮২৪, তিরমিযী ৩১৯৮, ইবনু মাজাহ ৪৩২৮)

لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ «يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ أَلَا أُعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُوْلُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيْ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا»

২০৪/৭৩. আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পরকালে জান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবেন, হে জান্নাতের অধিবাসীগণ! তারা উত্তরে বলবে, আমরা হাজির হে প্রভু! আনুগত্যের জন্য হাজির! যাবতীয় কল্যাণ তোমারই আওতাধীন। তখন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন- তোমরা কি খুশী হয়েছ? তখন তারা বলবে আমরা কেন খুশি হব না হে আমাদের রব্ব, তুমি আমাদেরকে এমন কিছু দান করেছ যা তোমার কোন মাখলুককে দান করনি। তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট নিয়ামত দান করব? তখন তারা অবাক হয়ে বলবে, প্রভু! এর চেয়ে উৎকৃষ্ট নিয়ামত আর কী? আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার সন্তোষ নাযিল করছি, এরপর আর কখনও আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।[২০৩]

بَاب النَّارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَّارُوْنَ وَالْجَنَّةُ يَدْخُلُهَا الضُّعَفَاءُ

অনুচ্ছেদ: অহংকারীরা জাহান্নামে এবং দুর্বল ও অসহায় ব্যক্তিগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে

٧٤/٢٠٥. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «احْتَجَّتْ

২০৩. (বুখারী ৬৫৪৯, মুসলিম **২৮২৯**, তিরমিযী ২৫৫৫)

النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتْ هَذِهِ يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُوْنَ وَالْمُتَكَبِّرُوْنَ وَقَالَتْ هَذه يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِيْنُ فقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ أَنْتِ عَذَابِيْ أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَرُبَّمَا قَالَ أُصِيْبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَقَالَ لِهَذِهِ أَنْتِ رَحْمَتِيْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا»

২০৫/৭৪. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ে তর্কে লিপ্ত হল। অতঃপর একটি (জাহান্নাম) বলল, আমার মাঝে প্রবেশ করবে অত্যাচারী অহংকারী লোকগণ। অপরটি (জান্নাত) বলল, আমার মাঝে প্রবেশ করবে যত দুর্বল ও অসহায় লোক সকল। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে লক্ষ্য করে বলবেন, তুমি আমার শাস্তি, তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিব। কখনও বলেছেন, যাকে ইচ্ছা করি তোমার দ্বারা বিপদে ফেলব। আর জান্নাতকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার রহমত (করুণা), আমি যাকে ইচ্ছা করি তোমার দ্বারা রহমত (দয়া) করব। আর তোমাদের প্রত্যেকেরই পেট ভর্তি হবে, (দুটোই পরিপূর্ণ হবে)।[২০৪]

٢٠٦/٧٥. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثنِيْ وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «تَحَاجَّتْ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتْ النَّارُ أُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ وَقَالَتْ الْجَنَّةُ فَمَا لِيْ لَا يَدْخُلُنِيْ إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَعَجَزُهُمْ فَقَالَ اللهُ لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِيْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيْ وَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِيْ أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيْ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ»

---

২০৪. (বুখারী ৪৮৪৯, ৪৮৫০, মুসলিম ২৮৪৬)

২০৬/৭৫. আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) **নবী** কারীম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (ﷺ) বলেছেন: (অদৃশ্য জগতে) জান্নাত-দোযখ উভয়ে পরস্পর বাদানুবাদে লিপ্ত হয়। অতঃপর জাহান্নাম বলল, আমাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে অহংকারী অত্যাচারীদের **দ্বারা**। এবং জান্নাত বলল, আমার **কী** হল? আমার মধ্যে কেবল দুর্বল, **অসহায়** হীন ও **অক্ষম** লোকেরাই প্রবেশ করবে? **তখন** আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে **লক্ষ** করে বললেন, তুমি আমার রহমত। আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে **ইচ্ছা** করি, তোমার দ্বারা রহমত করব এবং দোযখকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি **আমার** আযাব। আমি বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা আযাব প্রদান করব। আর তোমাদের প্রত্যেকেরই পেট ভর্তি হবে। কিন্তু দোযখের পেট ভরবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর পা উহার উপর স্থাপন করবেন। এবার বলবে, হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে। এ সময় তা পরিপূর্ণ হয়ে **যাবে** এবং **একাংশ** অপর অংশের সাথে মিলে যাবে (অর্থাৎ কোন অংশই আর খালি থাকবে না)।[২০৫]

٧٦/٢٠٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَحَاجَّتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ النَّارُ أُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ وَقَالَتْ الْجَنَّةُ فَمَا لِيْ لَا يَدْخُلُنِيْ إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَغِرَّتُهُمْ قَالَ اللهُ لِلْجَنَّةِ إِنَّمَا أَنْتِ رَحْمَتِيْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيْ وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِيْ أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيْ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِجْلَهُ تَقُوْلُ قَطْ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا»

---

২০৫. (বুখারী ৪৮৪৯, ৪৮৫০, মুসলিম ২৮৪৬)

২০৭/৭৬. **হাম্মাম** ইবনু মুনাব্বাহ (রহঃ) বলেন, আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে এই: এরপর তিনি কতিপয় হাদীসের উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটা এই- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, (অদৃশ্য জগতে) জান্নাত ও জাহান্নাম বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। তখন জাহান্নাম বলল, আমাকে মনোনীত করা হয়েছে অহংকারী ও অত্যাচারীদের জন্য। এবং জান্নাত বলল, আমার কী হল? আমার মধ্যে কেবল দুর্বল, অসহায়, হীন, উদাসীন, সাদাসিধে লোকেরাই প্রবেশ করবে? তখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে লক্ষ্য করে বলবেন, তুমি অবশ্যই আমার রহমত। আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করি তোমার দ্বারা রহমত করব। এবং দোযখকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি অবশ্যই আমার শাস্তি। আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করি তোমার দ্বারা শাস্তি দিব। অবশ্য তোমাদের প্রত্যেকের উদরপূর্তির ব্যবস্থা করা হবে। এরপরও অবশ্য দোযখের পেট ভরপুর হবে না। অবশেষে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাঁর পা এর উপর রাখলে সে বলে উঠবে- "যথেষ্ট, যথেষ্ট, যথেষ্ট"। তখন সে পরিপূর্ণ হবে এবং উহার একাংশ অপর অংশের সাথে মিলে একাকার হয়ে যাবে (কোন অংশই খালি থাকবে না)। আল্লাহ্ অবশ্য তাঁর মাখলুকের কারও প্রতি সামান্য অবিচারও করবেন না (কারো কোন হক নষ্ট করা হবে না)। এদিকে জান্নাতের (শূন্যস্থান পূরণের) জন্য আল্লাহ তা'আলা অন্য মাখলুক সৃষ্টি করবেন।[২০৬]

بَاب عَرْضِ مَقْعَدِ الْمَيِّتِ مِنْ الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ عَلَيْهِ وَإِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ: মৃত ব্যক্তির নিকট জান্নাত বা জাহান্নামে তার অবস্থানস্থল উপস্থাপন করা এবং কবরের আযাবের সত্যতা ও তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

٢٠٨/٧٧. حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا بُدَيْلٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ «إِذَا خَرَجَتْ رُوْحُ

---

২০৬. (বুখারী ৪৮৪৯, ৪৮৫০, মুসলিম ২৮৪৭)

الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا قَالَ حَمَّادٌ فَذَكَرَ مِنْ طِيْبِ رِيْحِهَا وَذَكَرَ الْمِسْكَ قَالَ وَيَقُوْلُ أَهْلُ السَّمَاءِ رُوْحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِيْنَهُ فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَقُوْلُ انْطَلِقُوْا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ قَالَ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوْحُهُ قَالَ حَمَّادٌ وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا وَذَكَرَ لَعْنًا وَيَقُوْلُ أَهْلُ السَّمَاءِ رُوْحٌ خَبِيْثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ قَالَ فَيُقَالُ انْطَلِقُوْا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَرَدَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَيْطَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا»

২০৮/৭৭. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মুমিন ব্যক্তির রূহ বের হয়ে যায়, তখন দু'জন ফেরেশতা সাদরে গ্রহণ করে আসমানে আরোহণ করে। হাম্মাদ বলেন, অতঃপর তিনি (আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) তার সুগন্ধি ও মেশকের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, (আসমানে আরোহণ করলে) আকাশবাসীরা বলে, উহ! কী পবিত্র আত্মা যমিনের দিন থেকে এসেছে! আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত করুন এবং ঐ দেহের প্রতি রহমত করুন, যাকে তুমি সঞ্জীবিত রেখেছিলে (যে দেহে তুমি বিরাজ করছিলে)। অতঃপর তাকে তার প্রভুর কাছে নিয়ে যায়। প্রভুর কাছে নিয়ে গেলে তিনি বলেন, একে চিরকালীন উর্ধ জগতে (ইল্লিয়্যীনে) নিয়ে যাও। রাবী বলেন, আর কাফিরের রূহ যখন বের হয় .... হাম্মাদ বলেন, তিনি তার দুর্গন্ধ ও অভিশাপের কথা উল্লেখ করেন: (উক্ত রূহ আসমানে গেলে) আকাশবাসীরা বলে ছি... ছি....! কী অপবিত্র আত্মা যমিনের দিক থেকে এসেছে! তখন বলা হয়ে থাকে একে চিরকালীন অধঃজগতে (সিজ্জীনে) নিয়ে যাও। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এ কথা বলার সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার শরীরের চাদর অথবা রুমাল নিজ নাকের উপর এভাবে ঢেকে দিলেন।[২০৭]

২০৭. (মুসলিম ২৮৭২)

بَاب ذِكْرِ الدَّجَّالِ وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ

অনুচ্ছেদ: দাজ্জাল, তার গুনাগুণ ও তার সাথে যা থাকবে

٧٨/٢٠٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ قَاضِيْ حِمْص حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سمعان الْكِلَابِيَّ ح و حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيْهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاه فِىْ طائفة النَّخل فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَف ذلِكَ فِيْنَا فَقَالَ «مَا شَأْنُكُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْل الله ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً فَخَفَّضْتَ فِيْهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِيْ طَائِفَةِ النَّخْلِ فَقَالَ غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِيْ عَلَيْكُمْ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيْكُمْ فَأَنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيْكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيْجُ نَفْسِهِ وَاللهُ خَلِيْفَتِيْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ كَأَنِّيْ أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِيْنًا وَعَاثَ شِمَالًا يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوْا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَسَنَةٍ أَتَكْفِيْنَا فِيْهِ صلَاةُ يَوْمٍ قَالَ لَا اقْدُرُوْا لَهُ قَدْرَهُ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ الله وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ فَيَأْتِيْ عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوْهُمْ فَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ

وَيَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا وَأَسْبَغَهُ ضُرُوْعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوْهُمْ فَيَرُدُّوْنَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُوْنَ مُمْحِلِيْنَ لَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُوْلُ لَهَا أَخْرِجِيْ كُنُوْزَكِ فَتَتْبَعُهُ كُنُوْزُهَا كَيَعَاسِيْبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُوْ رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوْهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْدَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِيْ حَيْثُ يَنْتَهِيْ طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِيْ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوْهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيْسَى إِنِّيْ قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِيْ لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِيْ إِلَى الطُّوْرِ وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُوْنَ مَا فِيْهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيْسَى وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُوْنَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِيْنَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيْسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِيْ رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُوْنَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيْسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيْسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ

حَيْثُ شَاءَ اللهُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ أَنْبِتِيْ ثَمَرَتَكِ وَرُدِّيْ بَرَكَتَكِ فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّوْنَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيْلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيْحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُوْنَ فِيْهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ»

২০৯/৭৮. নাওয়াস ইবনু সাময়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন সকাল বেলা দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। আলোচনার শুরুতে তিনি তার ব্যক্তিত্বকে তুচ্ছ করে তুলে ধরেন। পরে বেশ গুরুত্ব সহকারে পেশ করেন যাতে তাকে আমরা ঐ খেজুর বাগানের নির্দিষ্ট এলাকায় (যেখানে তার আবাসস্থল) কল্পনা করতে লাগলাম। এরপর যখন সন্ধ্যায় আমরা তাঁর কাছে গেলাম তখন তিনি আমাদের মনোভাব বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ব্যাপার কী? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকাল বেলা আপনি দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। প্রথমে তাকে খুব তুচ্ছ করে তুলে ধরেছেন ও পরে তার ব্যক্তিত্বকে এত বড় করে তুলে ধরেছেন, যাতে আমরা তাকে খেজুর বাগানের ঐ নির্দিষ্ট এলাকায় কল্পনা করতে থাকি (যেখানে সে খুব জাঁকজমক সহকারে অবস্থান করছে)। তখন তিনি বললেন, আমি তো তোমাদের জন্য দাজ্জাল ছাড়া অন্য বিষয়কে অধিকতর আতঙ্কের কারণ মনে করছি। যদি আমি তোমাদের মাঝে বেঁচে থাকাকালীন তা আত্মপ্রকাশ করে তবে আমি তোমাদের সামনে তার সাথে বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হব, আর যদি সে আত্মপ্রকাশ করে আর আমি তোমাদের মধ্যে না থাকি, তবে প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি নিজেই তর্কে লিপ্ত হবে এবং আমার পরে আল্লাহই প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির একমাত্র তত্ত্বাবধানকারী। সে (দাজ্জাল) মধ্যম বয়স্ক যুবক হবে ঘন কোকড়ানো চুল বিশিষ্ট, এক চোখ জ্যোতিহীন আঙ্গুর সদৃশ গোল, যেন আমার মনে হয় আব্দুল উজ্জা ইবনু কাতনের

আকৃতি বিশিষ্ট। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাকে পাবে সে যেন তার উপর সূরায়ে কাহাফের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ পাঠ করে। সে প্রথমতঃ সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী রাস্তায় আত্মপ্রকাশ করবে। অতঃপর ডানে বামে (চতুর্দিকে) ফিৎনা অরাজকতা সৃষ্টি করতে থাকবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা তখন ঈমানের উপর অটল থেকো। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যমীনে তার অবস্থান কতকাল হবে? তিনি বললেন, চল্লিশ দিন। তবে প্রথম দিন এক বছরের সমান হবে, দ্বিতায় দিন একমাসের সমান এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান, এছাড়া বাকী দিনসমূহ তোমাদের দিনের সমান হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে দিনটা এক বছরের সমান হবে, তাতে কি বর্তমান এক দিনের নামায আমাদের যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, না, তোমরা অনুমান করে সময় নির্ধারণ করবে (এবং আনুমানিক সময় হিসাব করে নামায পড়বে), আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যমিনে তার গতিবেগ কেমন হবে? বললেন, মেঘের গতি যাকে প্রবল বাতাস পিছন থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। সে জনগণের কাছে এসে তাদেরকে নিজের প্রতি আহ্বান করবে। তখন তারা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তার প্রতি আনুগত্য পোষণ করবে। এরপর সে আসমানকে আদেশ করলে বৃষ্টি হবে, এবং যমিনকে আদেশ করলে যমিন থেকে ফসল উৎপন্ন হবে। তাদের পশুগুলো সকালে বের হয়ে সন্ধ্যায় অধিকতর হৃষ্ট পুষ্ট হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে। এদের দুধের স্তন অধিক পরিপূর্ণ, কোমর শক্ত সবল (পেট ভর্তি) অবস্থায় ফিরবে।

তারপর আবার সে অন্য একদল মানুষের কাছে এসে তাদেরকে নিজের প্রতি আহ্বান করলে তারা তার কথাকে প্রত্যাখ্যান করবে। তখন সে তাদের থেকে ফিরে আসবে। এর ফলে তারা রিক্ত ও বঞ্চিত হয়ে রাত অতিবাহিত করবে, তাদের হাতে মালসম্পদ কিছুই থাকবে না। এ দিকে দাজ্জাল একটা বিরান (পুরাতনস্থান) স্থানে গিয়ে তাকে আদেশ করবে, তোমার গুপ্ত ধনরাশি বের করে দাও। তখন এর ধনরাশি এভাবে তার কাছে এসে পুঞ্জীভূত হবে যেরূপ মৌমাছির ঝাঁক দলে দলে এসে এক জায়গায় একত্রিত হয়। অতঃপর সে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে ডেকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে হত্যা করবে। তাকে ডাক দিলে দু'টুকরো করে প্রত্যেক টুকরা এক তীরের নিশান বরাবর দূরে রাখবে। অতঃপর তাকে ডাক দিলে দু'টুকরো একত্রিত হয়ে তার কাছে চলে আসবে। এ সময় তার হাসিমুখ ও চেহারা বেশ উজ্জ্বল হবে। এভাবে সে হাসিখুশী আনন্দ উল্লাসে

মত্ত থাকবে। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনু মারইয়াম (عليه السلام)-কে যমিনে পাঠিয়ে দিবেন। তিনি দামেশকের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত মিনারা বাইযায় (সাদা মিনারায়) অবতরণ করবেন। এ সময় তিনি ওয়ারস ও জা'ফরান রঙয়ের দুটো বস্ত্র পরিহিত থাকবেন। তিনি দু'জন ফেরেশতার পাখায় দু'হাত রেখে অবতরণ করবেন। যখন তিনি মাথা নীচু করবেন হালকা বৃষ্টি হবে আর যখন মাথা উঁচু করবেন, তার গা থেকে মুক্তা বিন্দুর ন্যায় ফোঁটা গড়িয়ে পড়বে। তার নিঃশ্বাসের বাতাস পেলে একটি কাফিরও বাঁচতে পারবে না, সব মরে যাবে। এবং তাঁর শ্বাস তাঁর শেষ দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তিনি এসে দাজ্জালকে অনুসন্ধান করবেন। অবশেষে তাকে বাইতুল মুকাদ্দাস এলাকায় "লুদ" নামক শহরের দ্বারপ্রান্তে খুঁজে বের করে হত্যা করবেন। এর কিছুপর এক সম্প্রদায়ের লোক ঈসা (عليه السلام)-এর সমীপে আসবে যাদেরকে আল্লাহ দাজ্জাল থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ঈসা (عليه السلام) তাদের চেহারায় হাত বুলিয়ে দিবেন এবং জান্নাতে তাদের জন্য নির্ধারিত স্থান সম্পর্কে তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। তিনি এ আলোচনারত অবস্থায় থাকতেই আল্লাহ তাঁর কাছে 'ওহী' নাযিল করবেন- "আমি আমার একদল বান্দাকে বের করে দিয়েছি যাদের সাথে যুদ্ধ করার কারো ক্ষমতা নেই। অতএব আপনি আমার ঈমানদার বান্দাদেরকে 'তুর' পাহাড়ের দিকে নিয়ে একত্র করুন।" (তিনি তাই করবেন) এদিকে আল্লাহ তা'আলা 'ইয়াজুজ মাজুজ' কে ছেড়ে দিবেন। তারা ছাড়া পেয়ে পৃথিবীর সব প্রান্তে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। তাদের প্রথম দলগুলো 'বুহাইরায়ে তাবারিয়া'র (ভূমধ্যসাগর) উপকূলে এসে পৌঁছবে এবং তাতে যত পানি আছে সব খেয়ে নিঃশেষ করবে। এরপর শেষ দল এসে বলবে, (পানি কোথায়?) এখানে তো কোন সময় পানি ছিল। এদিকে আল্লাহর নবী ঈসা (عليه السلام) ও তাঁর সঙ্গীগণ অবরুদ্ধ অবস্থায় অতি কষ্টে কাল যাপন করবেন। এমন কি একটা গরুর মাথাও তাদের কাছে বর্তমানের একশত স্বর্ণমুদ্রার চেয়ে অধিক শ্রেয় বোধ হবে। এরপর আল্লাহর নবী ঈসা (عليه السلام) ও তাঁর সঙ্গীরা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাদের (ইয়াযুজ মাজুযের) গর্দানে এক প্রকার বিষাক্ত কীট সৃষ্টি করবেন। যার ফলে তারা এক নিমিষে সব মরে যাবে। তারপর আল্লাহর নবী ঈসা (عليه السلام) ও তাঁর সঙ্গীগণ যমিনের বুকে নেমে আসবেন। এসে দেখবেন যমিনে এক বিঘত জায়গাও খালি নেই বরং ইয়াজুয মাজুযের লাশের পচাগলা ও তীব্র দুর্গন্ধে যমিন ভরে গেছে। তখন আল্লাহর নবী ঈসা (عليه السلام) ও তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা

করলে আল্লাহ একদল (বিরাটকায়) পাখী- উটের গর্দানের ন্যায় গর্দান বিশিষ্ট- পাঠিয়ে দিবেন। তারা এগুলো বহন করে আল্লাহর যেখানে ইচ্ছা সেখানে ফেলে দিয়ে আসবে। অতঃপর আল্লাহ প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যা পৃথিবীর আনাচে কানাচে কোন ঘর দুয়ারে না পৌঁছে থাকবে না। তা সমগ্র যমিনকে বিধৌত করে আয়নার ন্যায় পরিস্কার করে দিবে। অতঃপর যমিনকে আদেশ করা হবে- "তোমার ফলমূল শস্যাদি উৎপন্ন কর এবং বরকত ফিরিয়ে দাও।"

ঐ সময়, বিরাট জনগোষ্ঠি একটিমাত্র আনার ফল খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে এবং একটা আনারের ছালের নীচে ছায়া গ্রহণ করবে। পশুর দুধে যথেষ্ট বরকত হবে। এমনকি একটা দুগ্ধবতী উষ্ট্রী একটা বিরাট জনসমষ্টির জন্য যথেষ্ট হবে, একটা দুগ্ধবতী গাভী একটা গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে। তারা এমনি সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির ভিতরে কাল যাপন করতে থাকবে। এমন সময় হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা একটা মনোরম হাওয়া ছেড়ে দিবেন যা সবার বগলের নীচে (বুকে) স্পর্শ করবে এবং প্রতিটি ঈমানদার মুসলমানের রূহ কবয করবে। এরপর বেঈমান বদকার লোকরাই অবশিষ্ট থাকবে যারা যমীনের বুকে গাধার ন্যায়, শুকরের ন্যায় প্রকাশ্যে নারী সঙ্গম করবে। তাদের উপর কিয়ামত কায়েম হবে।[২০৮]

باب: اَلْجَوَارِحُ تَكْفِيْ شَاهِدَةً

অনুচ্ছেদ: স্বাক্ষী হিসেবে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই যথেষ্ট

٧٩/٢١٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ حَدَّثَنِيْ أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ أَضْحَكُ قَالَ قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُوْلُ «يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِيْ مِنْ

২০৮. (মুসলিম ২৯৩৭)

الظُّلْمِ قَالَ يَقُوْلُ بَلَى قَالَ فَيَقُوْلُ فَإِنِّي لَا أُجِيْزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّيْ قَالَ فَيَقُوْلُ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيْدًا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ شُهُوْدًا قَالَ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيْهِ فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ انْطِقِيْ قَالَ فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ قَالَ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ قَالَ فَيَقُوْلُ بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ»

২১০/৭৯. আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে ছিলাম। তিনি হাসলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা জান কি আমি কেন হাসছি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, বান্দা তার প্রভুকে যে সম্বোধন করবে তা স্মরণ করে হাসছি। সে বলবে, হে প্রভু! আপনি কি আমাকে যুলুম থেকে বাঁচান নি? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, অবশ্যই। বান্দা বলবে, আমি আমার নিজের ব্যাপারে নিজস্ব স্বাক্ষী ছাড়া আর কাউকে সাক্ষ্যদানের অনুমতি দিব না। আল্লাহ বলবেন, আজকের দিনে তোমার জন্য তোমার নিজের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আর কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাদের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। এরপর তার জবান বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জবান খুলে দিয়ে বলা হবে, তোমরা সাক্ষ্য দান কর। আল্লাহর হুকুমে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার কার্যকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। অতঃপর তাকে কথা বলার অনুমতি দেয়া হবে। তখন সে অনুশোচনা করে বলবে, তোমরা দূর হও! ধিক তোমাদের প্রতি। তোমাদের রক্ষা করার জন্য কতই না চেষ্টা তদবীর করেছিলাম (আর তোমরাই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে)।[২০৯]

بَاب مَنْ أَشْرَكَ فِيْ عَمَلِهِ غَيْرَ اللهِ

অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি তার কাজের মধ্যে শির্‌ক করে

٢١١/٨٠. حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوْبَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ

২০৯. (মুসলিম ২৯৬৯)

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيْ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»

২১১/৮০. **আবূ হুরাইরাহ** (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: বরকতময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি শরীকদের **শিরক** থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যাতে আমার **সাথে** অন্যকে শরীক করে আমি তাকে ও তার শিরককে প্রত্যাখ্যান করি।[২১০]

---

২১০. (মুসলিম **২৯৮৫, ইবনু মাজাহ** ৪২০২)

জামেউত তিরমিযী

মোট কুদ্‌সী হাদীস সংখ্যা ৫৫টি

بَاب كَمْ فَرَضَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنْ الصَّلَوَاتِ

অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের উপর কত সালাত ফরয করেছেন

١/٢١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُودِيَ «يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ» قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَبِي قَتَادَةَ وَمَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

২১২/১. আনাস **ইবনু মালিক** (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মিরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর তা কম করতে করতে পাঁচ ওয়াক্তে স্থির করা হয়। **এরপর** ঘোষণা করা হল, ওহে মুহাম্মাদ! আমার **নিকট** কথার কোন **হেরফের হয় না**। তোমার **জন্য এ পাঁচ ওয়াক্তের** মধ্যেই **পঞ্চাশ** ওয়াক্তের সাওয়াব রয়েছে।

এ অধ্যায়ে উবাদা **ইবনু** সামিত, তলহা **ইবনু** উবাইদুল্লাহ, আবূ কাতাদাহ, আবূ যর, মালিক ইবনু স'আসআ এবং আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। **আবূ** ঈসা বলেনঃ আনাসের হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।[২১১]

---

২১১. (বুখারী ৩৪৫, নাসায়ী ৪৪৮, তিরমিযী ২১৩ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

بَاب مَا جَاءَ أَنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ

অনুচ্ছেদ: কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট হতে সর্বপ্রথম সলাতের হিসেব নেয়া হবে

٢/٢١٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ إِنِّي سَأَلْتُ اللهَ أَنْ يَرْزُقَنِي جَلِيسًا صَالِحًا فَحَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ «انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ»

وَفِي الْبَاب عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَسَنِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْمَشْهُورُ هُوَ قَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُ هَذَا

২১৩/২. হুরাইস ইবনু কাবীসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাদীনায় আসম এবং বললাম, " হে আল্লাহ! আমায় একজন পুণ্যবান সহযোগী দান করুন।"

রাবী বলেন, আমি আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট অবস্থান করলাম। আমি (তাঁকে) বললাম, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট একজন নেককার

সহযোগী চাইলাম। অতএব আপনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট শুনেছেন এমন একটি হাদীস আমাকে বলুন। আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা আমাকে এর দ্বারা কল্যাণ দিবেন। তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামাতের দিন বান্দার কাজসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সলাতের হিসেব নেয়া হবে। যদি সঠিকভাবে সলাত আদায় করা হয়ে থাকে তবে সে কল্যাণ প্রাপ্ত ও নাযাতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি নামায সঠিক না পাওয়া যায় তাহলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ফরয সলাতের মধ্যে কিছুটা ঘাটতি থাকে তবে মহান আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ দেখ, বান্দার কোন নফল সলাত আছে কি না। থাকলে তা দিয়ে ফরযের এ ঘাটতি পূরণ করা হবে। তারপর সকল কাজের বিচার পালাক্রমে এভাবে করা হবে।

এ অধ্যায়ে তামীম আদ-দারী (رضي الله عنه) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন: আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه)-এর নিকট হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাসানের কোন সাথী হাসানের সূত্রে কাবীসা ইবনু হুরাইস হতে অন্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। আনাস ইবনু মালিকের সূত্রে আবূ হুরাইরাহ হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[২১২]

بَاب مَا جَاءَ فِيْ نُزُوْلِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ

অনুচ্ছেদ: মহান আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক রাতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন

٣/٢١٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِيْنَ يَمْضِيْ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَيَقُوْلُ «أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيْءَ الْفَجْرُ»

---

২১২. (তিরমিযী ৪১৩ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, নাসায়ী ৪৬৫, ইবনু মাজাহ ১৪২৫, ১৪২৬)

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَرِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيْرَةٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَنْزِلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ

২১৪/৩. আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ তা'আলা রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রতি রাতে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে নেমে আসেন। অতঃপর তিনি বলেন: আমি রাজাধিরাজ। আমার নিকট প্রার্থনাকারী কে আছে, আমি তার আবেদন কবূল করব। আমার নিকট আবেদনকারী কে আছে, আমি তার আবেদন পূরণ করব। আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী কে আছে, আমি তাকে ক্ষমা করব। সকাল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের এভাবে আহ্বান করতে থাকেন।

এ অধ্যায়ে আলী ইবনু আবূ তালিব, আবূ সাঈদ, রিফাআ আল-জুহানী, জুবাইর ইবনু মুতইম, ইবনু মাসউদ, আবূ দারদা ও উসমান ইবনু আবুল 'আস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন: আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) 'র হাদীসটি হাসান সহীহ।

উপর্যুক্ত হাদীসটি আবূ হুরাইরার নিকট হতে বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে এও বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে বরকতময়ণ্ডিত আল্লাহ তা'আলা (পৃথিবীর) নিকটতম আকাশে অবতরন করেন।[২১৩]

بَاب مَا جَاءَ فِيْ صَلاةِ الضُّحَى

অনুচ্ছেদ: বেলা এক প্রহরে চাশতের সালাত

٤/٢١٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ جَعْفَرٍ السِّمْنَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ

২১৩. (তিরমিযী ৪৪৬ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

أَبِي الدَّرْدَاءِ أَوْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ «أَنَّهُ قَالَ ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِيْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ آخِرَهُ»

২১৫/৪. আবূদ দারদা ও আবূ যর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে **বর্ণিত** আছে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন: হে আদম সন্তান! দিনের প্রথমভাগে আমার জন্য চার রাক'আত সলাত আদায় কর, আমি তোমার দিনের শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন পূর্ণ করে দিব। আবূ ঈসা বলেন: হাদীসটি হাসান গারীব।[২১৪]

بَاب مَا جَاءَ فِيْ تَعْجِيْلِ الْإِفْطَارِ

অনুচ্ছেদ: তাড়াতাড়ি করে ইফতার করা

٥/٢١٦. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «أَحَبُّ عِبَادِيْ إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا»

২১৬/৫. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) **হতে বর্ণিত** আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমার বান্দাদের মাঝে যারা তাড়াতাড়ি ইফতার করে তারাই আমার নিকট বেশী প্রিয়।

আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান... আওযাঈ হতে উপর্যুক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

আলবানী বলেন, হাদীসটি যঈফ। এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছে। কুররা বিন আব্দুর রহমান (মৃত্যু ১৪৭ হিজরী)। ইবনু আদী তার সম্পর্কে বলেন, আমি তার মত অতিশয় মুনকার বর্ণনাকারী দেখিনি। আহমাদ বিন হাম্বালও তাকে অতিশয় মুনকার বর্ণনাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মুঈন বলেন, সে দুর্বল বর্ণনাকারী।[২১৫]

---

২১৪. (তিরমিযী ৪৭৫ -আলবানী হাদীসটিকে **সহীহ** বলেছেন)

২১৫. (তিরমিযী ৭০০)

بَاب مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الصَّوْمِ

অনুচ্ছেদ: সাওম রাখার ফযীলত

٦/٢١٧. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُوْلُ «كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَالصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنْ النَّارِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّيْ صَائِمٌ»

وَفِي الْبَاب عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَسَلَامَةَ بْنِ قَيْصَرٍ وَبَشِيْرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ وَاسْمُ بَشِيْرٍ زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ وَالْخَصَاصِيَةُ هِيَ أُمُّهُ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَحَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

২১৭/৬. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের প্রতিপালক বলেন, "প্রতিটি সৎ কাজের প্রতিদান হল দশ গুণ হতে সাত শত গুণ পর্যন্ত। কিন্তু সিয়াম কেবল আমার জন্যই এবং এর প্রতিদান আমি নিজেই দিব। সিয়াম জাহান্নাম হতে বাঁচার ঢালস্বরূপ। আল্লাহ তা'আলার নিকট সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ কস্তুরী ও মিশক আম্বরের সুগন্ধের চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। তোমাদের কোন সিয়াম পালনকারীর সাথে যদি কোন জাহিল মূর্খাচরণ করে তবে সে যেন বলে, আমি সায়েম।

মুআয ইবনু জাবাল, সাহল ইবনু সা'দ, কা'ব ইবনু উজরা, সালামা ইবনু কাইসার ও বাশীর ইবনুল খাসাসিয়্যা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতেও এ অধ্যায়ে হাদীস বর্ণিত আছে। বাশীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) -এর নাম যাহম ইবনু মা'বাদ, খাসাসিয়্যা হলেন

তাঁর মা। আবূ ঈসা এ সূত্রে আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।[২১৬]

بَاب مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيْدِ عِنْدَ الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ: মৃত্যুর সময় ভীষণ কষ্ট সম্পর্কে

٧/٢١٨. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ الْحَلَبِيُّ عَنْ تَمَّامِ بْنِ نَجِيْحٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا مِنْ حَافِظَيْنِ رَفَعَا إِلَى اللهِ مَا حَفِظَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَيَجِدُ اللهُ فِيْ أَوَّلِ الصَّحِيْفَةِ وَفِيْ آخِرِ الصَّحِيْفَةِ خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللهُ تَعَالَى أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ مَا بَيْنَ طَرَفَيْ الصَّحِيْفَةِ» (ضعيف و انفرد به الترمذي)

২১৮/৭. আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: বান্দার আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদ্বয় দিবারাত্রির যখনই আমলনামা নিয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছে, আর আল্লাহ তা'আলা আমলনামার প্রথমে ও শেষে কল্যাণ (দেখতে) পান তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন: তোমাদেরকে এ কথার উপর সাক্ষি রাখছি যে, আমার বান্দার আমল নামার মাঝখানে যা আছে তা আমি ক্ষমা করে দিলাম। অত্যন্ত দুর্বল।[২১৭]

بَاب فَضْلِ الْمُصِيْبَةِ إِذَا احْتَسَبَ

অনুচ্ছেদ: বিপদে সাওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণের ফযীলত

٨/٢١٩. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ سِنَانٍ قَالَ دَفَنْتُ ابْنِيْ سِنَانًا وَأَبُوْ طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيُّ جَالِسٌ

---

২১৬. (বুখারী ১৮৯৪, ১৯০৪, ১১৫১, তিরমিযী ৭৬৪ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, ইবনু মাজাহ ১৬৩৮, ১৬৯১)

২১৭. (তিরমিযী ৯৮১, যঈফ)

عَلَى شفير القبر فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال ألا أبشرك يا أبا سنان قلت بلى فقال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِيْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ عَبْدِيْ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ ابْنُوْا لِعَبْدِيْ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ»

২১৯/৮. আবূ সিনান (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার ছেলে সিনানকে আমি দাফন করলাম। কবরের কিনারায় আবূ তালহা আল-খাওলানী (রাহিমাহুল্লাহ) বসা অবস্থায় ছিলেন। কবর হতে আমি যখন উঠে আসতে চাইলাম তখন তিনি আমার হতে ধরে বললেন, হে আবূ সিনান! তোমাকে কি আমি শুভসংবাদ দিব না ? আমি বললাম, অবশ্যই দিন। তিনি বললেন, আবূ মূসা আল-আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে যাহহাক ইবনু আবদুর রহমান ইবনু আরযাব (রাহিমাহুল্লাহ) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: কোন বান্দার কোন সন্তান মারা গেলে তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতাদের প্রশ্ন করেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানকে কি ছিনিয়ে আনলে ? তারা বলে হাঁ। আবার আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেন, তোমরা তাঁর হৃদয়ের টুকরাকে ছিনিয়ে আনলে ? তারা বলে হাঁ। আবার তিনি প্রশ্ন করেন ; তখন আমার বান্দা কী বলেছে ? তারা বলে, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, জান্নাতের মধ্যে আমার এ বান্দার জন্য একটি ঘর তৈরী কর এবং তার নাম রাখ "বাইতুল হামদ" বা প্রশংসার ঘর।

অত্র হাদীসে তিনজন দুর্বল রাবী রয়েছেন। একজন হচ্ছেন বিশর বিন রাফে। ইমাম বুখারী তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেননি। ইয়াহইয়া বিন মুঈন বলেন, সে মুনকার। আরেকজন হচ্ছেন আবদুল্লাহ বিন সুলাইমান বিন জানাদাহ বিন আবূ উমাইয়া। ইমাম বুখারী ও ইবনু আদী তার হাদীসসে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। আল আকীলী তাকে দুর্বল আখ্যায়িত

করেছেন। তৃতীয়জন হচ্ছে উপরোক্ত রাবীর পিতা সুলাইমান বিন জানাদাহ বিন আবূ উমাইয়া। তাকে ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম মুনকার আখ্যায়িত করেছেন।[২১৮]

بَاب مَا جَاءَ فِيْ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالرِّفْقِ بِهِ

অনুচ্ছেদ: ঋণগ্রস্তকে (ঋণ পরিশোধে) অবকাশ দেয়া এবং তার প্রতি সদয় হওয়া

٩/٢٢٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُوْسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوْسِرًا وَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوْا عَنْ الْمُعْسِرِ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ» قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَأَبُو الْيَسَرِ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو

২২০/৯. আবূ মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির কোন এক লোকের হিসাব নেয়া হলে তার কোন ভাল কাজ পাওয়া গেল না। সে ছিল ধনীলোক। সে যখন লোকেদের সঙ্গে লেন-দেন করত তখন নিজ গোলামদের নির্দেশ দিত অভাবী ঋণগ্রস্তদের সাথে সহনুভূতিপূর্ণ আচরণ করার। এতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমি ক্ষমা ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি হকদার। অতএব, (হে ফেরেশতাগণ!) তাকে মুক্তি দাও।

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। আবুল ইয়াসারের নাম কা'ব ইবনু আমর।[২১৯]

---

২১৮. (মুসলিম ১৫৬১, তিরমিযী ১০২১ -আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

২১৯. (তিরমিযী ১৩০৭ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

بَاب مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْجِهَادِ

অনুচ্ছেদ: জিহাদের ফযীলত সম্পর্কে

١٠/٢٢١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِيْ مَرْزُوْقٌ أَبُوْ بَكْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِيْ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «**الْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ هُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ إِنْ قَبَضْتُهُ أَوْرَثْتُهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ**»

২২১/১০. আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমার রাস্তায় জিহাদকারীর জন্য আমি নিজেই যামিন। আমি তার জীবনটা নিয়ে নিলে তবে তাকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেই। আমি তাকে (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) ফিরিয়ে আনলে তাকে সওয়াব বা গানীমাতসহ ফিরিয়ে আনি।

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা উল্লেখিত সনদে সহীহ গারীব বলেছেন।[২২০]

بَاب مَا جَاءَ فِيْ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ

অনুচ্ছেদ: নিকট আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করা সম্পর্কে

١١/٢٢٢. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَا حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ اشْتَكَى أَبُو الرَّدَّادِ اللَّيْثِيُّ فَعَادَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ خَيْرُهُمْ وَأَوْصَلُهُمْ مَا عَلِمْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى «**أَنَا اللهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِيْ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ**»

---

২২০. (তিরমিযী ১৬২০ -আলবানী হাদীসটিকে [illegible] বলেছেন)

২২২/১১. আবূ সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবুর রাদ্দাদ (রাঃ) একবার অসুস্থ হলে তাঁকে আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) দেখতে আসেন। আবুর রাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, আমার জানামতে সবচেয়ে উত্তম ও সর্বাধিক আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী লোক হলেন আবূ মুহাম্মাদ (আবদুর রহমান)। আবদুর রহমান (রাঃ) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি: পূর্ণ কল্যাণ ও প্রাচুর্যের অধিকারী আল্লাহ তা'আলা বলেন: 'আমিই আল্লাহ এবং আমিই রহমান। আত্মীয়তার সম্পর্ককে আমিই সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম হতে বের করে এ নাম (রহমান হতে রেহেম) রেখেছি। যে ব্যক্তি এ সম্পর্ক বজায় রাখবে আমিও তার সাথে (রহমাতের) সম্পর্ক বজায় রাখব। আর এ সম্পর্ক যে ব্যক্তি ছিন্ন করবে আমিও তার হতে (রহমাতের) সম্পর্ক ছিন্ন করব।"

আবূ সাঈদ, ইবনু আবী আউফ, আমির ইবনু রাবী'আ, আবূ হুরাইরাহ ও জুবাইর ইবনু মুতঈম (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, যুহরীর সূত্রে আবূ সুফিয়ান কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। মা'মার এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যুহরী হতে, তিনি আবূ সালামা হতে, তিনি রাদ্দাদ আল লাইসী হতে, তিনি আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) এর সূত্রে। মুহাম্মাদ বলেন মা'মার বর্ণিত রিয়ায়াতটিতে ভুল আছে।[২২১]

بَاب مَا جَاءَ فِي سُؤَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فِي أُمَّتِهِ

অনুচ্ছেদ: স্বীয় উম্মতের জন্য নবী (সাঃ)-এর প্রার্থনা

١٢/٢٢٣. حدثنا قتيبة حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي

---

২২১. (তিরমিযী ১৯০৭ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, আবূ দাঊদ ১৬৯৪)

أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ «إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُوْنَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِيْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا»

২২৩/১২. সাওবান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আমার জন্য দুনিয়াকে আল্লাহ তা'আলা সংকুচিত করেন। ফলে আমি এর পূর্ব-পশ্চিম সর্বদিক দর্শন করি। আমার জন্য দুনিয়ার যেটুকু পরিমাণ সংকুচিত করা হয়েছে, আমার উম্মাতের রাজত্ব **শীঘ্রই** ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ **করবে**। আর আমাকে লাল-সাদা (সোনা-রূপা) দু'টি খণিজ ভাণ্ডারই দেয়া হয়েছে। উপরন্তু আমি আমার উম্মাতের জন্য আমার প্রভুর নিকট আবেদন করেছি যে, তিনি ছাড়া বিজাতি দুশমনদেরকে যেন তাদের **উপর** আধিপত্য বিস্তার করতে না দেন যাতে তারা তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করার সুযোগ পেতে পারে। আমার প্রভু বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি কোন ফায়সালা করলে তা কোন ক্রমেই বদল হওয়ার নয়। আমি তোমার উম্মাতের জন্য কবূল করলাম যে, প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে তাদের ধ্বংস করব না, তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কোন দুশমনদেরকে তাদের উপর আধিপত্যশালী করব না যাতে তারা তোমার উম্মাতকে ধ্বংশ করতে সুযোগ পায়, এমনকি (দুনিয়ার) সকল অঞ্চল **হতে** তারা একজোট হয়ে গেলেও। তবে তারা পরস্পরকে ধ্বংস করবে এবং কতক কতককে বন্দী করবে।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।[২২২]

---

২২২. (মুসলিম ২৮৮৯, ৪২৫২, ইবনু মাজাহ ৩৯৫২, তিরমিযী ২১৭৬ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

بَاب مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

অনুচ্ছেদ: লোক দেখানো (আমল) এবং অহংকার করা সম্পর্কে

١٣/٢٢٤. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ أَبُو عُثْمَانَ الْمَدَائِنِيُّ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ شُفَيًّا الْأَصْبَحِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا أَبُو هُرَيْرَةَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ فَلَمَّا سَكَتَ وَخَلَا قُلْتُ لَهُ أَنْشُدُكَ بِحَقٍّ وَبِحَقٍّ لَمَا حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلْتَهُ وَعَلِمْتَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَفْعَلُ لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتُهُ ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً فَمَكَثَ قَلِيلًا ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى ثُمَّ أَفَاقَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى ثُمَّ أَفَاقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ أَفْعَلُ لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً شَدِيدَةً ثُمَّ مَالَ خَارًّا عَلَى وَجْهِهِ فَأَسْنَدْتُهُ عَلَيَّ طَوِيلًا ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَرَجُلٌ يَقْتَتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ فَيَقُولُ اللهُ لِلْقَارِئِ «أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي قَالَ

بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيْمَا عُلِّمْتَ قَالَ كُنْتُ أَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَيَقُوْلُ اللهُ لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُوْلُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ وَيَقُوْلُ اللهُ بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ فُلَانًا قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ذَاكَ وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُوْلُ اللهُ لَهُ أَلَمْ أُوَسِّعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ قَالَ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيْمَا آتَيْتُكَ قَالَ كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ فَيَقُوْلُ اللهُ لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُوْلُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ وَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ذَاكَ وَيُؤْتَى بِالَّذِيْ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقُوْلُ اللهُ لَهُ فِيْ مَاذَا قُتِلْتَ فَيَقُوْلُ أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُوْلُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ وَيَقُوْلُ اللهُ بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ جَرِيْءٌ فَقَدْ قِيْلَ ذَاكَ ثُمَّ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتِيْ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أُوْلَئِكَ الثَّلَاثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

২২৪/১৩. শুফাই আলা আসবাহী (রহ.) **হতে** বর্ণিত আছে, কোন একদিন তিনি মাদীনায় পৌঁছে দেখতে পেলেন যে, একজন লোককে ঘিরে জনতা ভিড় করে আছে। তিনি প্রশ্ন করেন, ইনি কে ? উপস্থিত লোকেরা আমাকে বলল, ইনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)। (শুফাই বলেন), আমি নিকটে গিয়ে তার সামনে বসলাম। তখন লোকেদের তিনি হাদীস শুনাচ্ছিলেন। তারপর তিনি যখন নীরব ও একাকী হলেন, আমি তাকে বললাম, আমি সত্যিকারভাবে আপনার নিকট এ নিবেদন করছি যে, আপনি আমাকে এমন একটি হাদীস শুনাবেন, যা আপনি সরাসরি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট শুনেছেন, ভালোভাবে বুঝেছেন এবং জেনেছেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন, আমি তাই করব, **আমি** এমন একটি **হাদীস** তোমার কাছে বর্ণনা করব যা সরাসরি রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন এবং আমি সেটি বুঝেছি ও জেনেছি। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) **একথা বলার** পর কেমন যেন **তন্ময় হয়ে** যান। **অল্প** সময় এভাবে থাকলেন। তারপর তন্ময়ভাব কেটে গেলে তিনি বললেন, আমি এমন

একটি হাদীস তোমার নিকট বর্ণনা করব যা রসূলুল্লাহ (ﷺ) এ ঘরের মধ্যে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তখন আমি ও তিনি ছাড়া আমাদের সাথে আর কেউ ছিল না। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) আবার বেহুশ হয়ে গেলেন; তিনি পুনরায় হুশে ফিরে এসে তার মুখমণ্ডল মুছলেন এবং বললেন, আমি তা করব। আমি অবশ্যই তোমার নিকট এমন হাদীস বর্ণনা করব যা তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন। আমি তখন তার সাথে এ ঘরে ছিলাম। আমি আর তিনি ছাড়া তখন আর কেউ ছিল না। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) পুনরায় আরো গভীরভাবে তন্দ্রাগ্রস্ত হয়ে যান এবং বেহুশ হয়ে উপুড় হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। আমি অনেকক্ষণ তাকে ঠেস দিয়ে রাখলাম। তারপর হুশ ফিরলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য কিয়ামাত দিবসে তাদের সামনে উপস্থিত হবেন। সকল উম্মাতই তখন নতজানু অবস্থায় থাকবে। তারপর হিসাব-নিকাশের জন্য সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিদের ডাকা হবে তারা হল কুরআনের হাফিয, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় শহীদ এবং প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক।

সেই ক্বারী (কুরআন পাঠক)-কে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, আমি আমার রসূলের নিকট যা পাঠিয়েছি তা কি তোমাকে শিখাইনি। সে বলবে, হে রব! হ্যাঁ, শিখিয়েছেন। তিনি বলবেন, তুমি যা শিখেছ সে অনুযায়ী কোন কো আমল করেছ ? সে বলবে, আমি রাত-দিন তা তিলাওয়াত করেছি। তখনণ আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, ফেরেশতারাও বলবে, তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ তা'আলা তাকে আরো বলবেন, বরং তুমি ইচ্ছে করেছিলে যে, তোমাকে বড় ক্বারী (হাফিয) ডাকা হোক। আর তা তো ডাকা হয়েছে। তারপর সম্পদওয়ালা ব্যক্তিকে হাজির করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে বলবেন, আমি কি তোমাকে সম্পদশালী বানাইনি? এমনকি তুমি কারো মুখাপেক্ষী ছিলে না? সে বলবে, হে রব! হ্যাঁ, তা বানিয়েছেন। তিনি বলবেন, আমার দেয়া সম্পদ হতে তুমি কোন কোন্ (নেক) আমল করেছ ? সে বলবে, আমি এর দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখেছি এবং দান-সাদকা করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, ফেরেশতারাও বলবে, তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা আরো বলবেন, তুমি ইচ্ছে করেছিলে যে মানুষের নিকট তোমার দানশীল-দানবীর নামের প্রচার হোক। আর তা তো হয়েছেই। তারপর যে লোক আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাৎ বরণ করেছে তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কিভাবে নিহত হয়েছ? সে বলবে,

আমি তো আপনার পথে জিহাদ করতে আদিষ্ট হয়েছিলাম। কাজেই আমি জিহাদ করতে করতে শাহাদাৎ বরণ করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, আর ফেরেশতারাও তাকে বলবে তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা আরো বলবেন, তুমি ইচ্ছে করেছিলে লোকমুখে একথা প্রচার হোক যে, অমুক ব্যক্তি খুব সাহসী বীর। আর তাতো বলাই হয়েছে। তারপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার হাটুতে হাত মেরে **বললেন:** হে আবূ হুরাইরাহ ! কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্য হতে এ তিনজন দ্বারাই প্রথমে জাহান্নামের আগুন জ্বালানো করা হবে।

ওয়ালীদ অর্থাৎ আবূ উসমান আল মাদাইনী বলেন: উকবা ইবনু আমাকে বলেছেন যে, উক্ত শুফাই (শাফী) এ হাদীসটি মু'আবিয়া (رضي الله عنه)-এর নিকট গিয়ে বর্ণনা করেন। আবূ উসমান আরো বলেন, আলা ইবনু আবূ হাকীম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, সে (শাফী) ছিল মু'আবিয়া (رضي الله عنه)-এর তলোয়ারবাহক। সে বলেছে যে, এক ব্যক্তি মু'আবিয়া-এর নিকট এসে উপর্যুক্ত হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তখন মু'আবিয়া বলেন, যদি তাদের সাথে এমনটি করা হয় তাহলে অন্যসব লোকের কী অবস্থা হবে ? তারপর মু'আবিয়া (رضي الله عنه) খুব বেশি কান্না করলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে তিনি কাঁদতে কাঁদতে মরে যাবেন। আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, এ লোকটিই আমাদের এখানে অনিষ্ট নিয়ে এসেছে। ইতোমধ্যে মু'আবিয়া (رضي الله عنه) হুঁশ ফিরে পেলেন এবং তার চেহারা মুছলেন, তারপর বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ) সত্যই বলেছেন।

(এই বলে তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন:)

"যে কেউ পার্থিব জীবন ও এর সৌন্দর্য কামনা করে, আমি দুনিয়াতে তাদের কর্মের পূর্ণ ফল প্রদান করে থাকি এবং সেখানে তাদেরকে কম প্রদান করা হবে না। তাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছু নেই **এবং** তারা যা করে আখিরাতে তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যা করে থাকে তা বিফলে যাবে"। (সূরা **হূদ-১৫-১৬)**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।[২২৩]

---

২২৩. (মুসলিম ১৯০৫, নাসায়ী ৩১৩৭ তিরমিযী ২৩৮২ -আলবানী **হাদীসটিকে সহীহ** বলেছেন)

بَاب مَا جَاءَ فِيْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করা

٢٢٥/١٤. حدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ جعفرِ بْنِ بُرقَان عَنْ يزِيدَ بْن الْأَصَمِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي»

২২৫/১৪. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন: বান্দাহ আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা পোষণ করে আমি তার সাথে তেমনি আচরণ করি। সে আমাকে ডাকলে আমি তার সাথেই থাকি।

আবূ ঈসা বলেন: এ হাদীসটি হাসান সহীহ।[২২৪]

بَاب مَا جَاءَ فِي الْحُبِّ فِي اللهِ

অনুচ্ছেদ: আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসা রাখা সম্পর্কে

٢٢٦/١٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِيْ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيْ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ حَدَّثَنِيْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِيْ جَلَالِيْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ»

২২৬/১৫. মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমার মর্যাদা ও শক্তিমত্তার কারণে যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য রয়েছে আলোর মিম্বার। নাবী ও শহীদগণ পর্যন্ত তাদের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হবে।

---

২২৪. (বুখারী ৭৪০৫, মুসলিম ২৬৭৫, ইবনু মাজাহ ৩৮২২, তিরমিযী ২৩৮৮ -**আলবানী** হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

আবূ দারদা, ইবনু মাসউদ, উবাদা ইবনুস সামিত, আবূ হুরাইরা ও আবূ মালিক আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ মুসলিম আল-খাওলানীর নাম আবদুল্লাহ, পিতা সাওব।[২২৫]

بَاب مَا جَاءَ فِيْ ذَهَابِ الْبَصَرِ

অনুচ্ছেদঃ দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়া সম্পর্কে

١٦/٢٢٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ ظِلَال عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنّ الله يقوْل إ»ذا أَخَذْتُ كَرِيْمَتَيْ عَبْدِيْ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ عِنْدِيْ إِلَّا الْجَنَّةَ»

২২৭/১৬. আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমি দুনিয়াতে যখন কোন বান্দার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেই, তখন তার জন্য একমাত্র জান্নাত ছাড়া আমার নিকট আর কোন পুরস্কার থাকে না।[২২৬]

١٧/٢٢٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أخبرنا سُفْيَانُ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يقوْل الله عَزَّ وَجَلَّ «مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ»

২২৮/১৭. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সূত্রে মারফূভাবে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: আমি যে ব্যক্তির দুটি প্রিয় চোখ কেড়ে নিয়েছি ; অতঃপর সে ধৈর্য ধারণ করেছে এটা আল্লাহর পক্ষ হতে হয়েছে বলে মনে করে এবং সওয়াবের আশায়,

---

২২৫. (তিরমিযী ২৩৯০ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)
২২৬. (বুখারী ৫৬৫৩, তিরমিযী ২৪০০ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

আমি তাকে জান্নাত ছাড়া অন্য কোন কিছু প্রতিদান দিয়ে সন্তুষ্ট হবে না। ইরবায ইবনু সারিয়া (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।[২২৭]

١٨/٢٢٩. حدثنا سويد أخبرنا ابن المبارك أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل «أبي يغترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا» (ضعيف جدا)

২২৯/১৮. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: শেষ যামানায় কিছু লোকের উদ্ভব হবে যারা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য ধর্মকে প্রতারণার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবে। তারা জনগণের সম্মুখে ভেড়ার চামড়ার মত কোমল পোশাক পরিধান করবে। তাদের মুখের ভাষা হবে চিনির চেয়ে মিষ্টি, কিন্তু তাদের হৃদয় হবে নেকড়ের মত হিংস্র। আল্লাহ তা'আলা তাদের বলবেন: তোমরা কি আমার ব্যাপারে ধোঁকায় পড়ে আছ, নাকি আমার প্রতি ধৃষ্টতা দেখাচ্ছ? আমার শপথ! আমি তাদের উপর তাদের মধ্য থেকেই এমন বিপর্যয় আপতিত করব, যা তাদের খুবই সহনশীল ব্যক্তিদের পর্যন্ত হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিবে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইবনু উমার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আলবানী হাদীসটিকে অত্যন্ত দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। অত্র হাদীসে একজন রাবী রয়েছে, যার নাম উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাব। তার সম্পর্কে ইমাম শাফেঈ বলেছেন, আমরা তাকে চিনি না। ইমাম আহমাদ বলেন, সে পরিচিত নয়। ইবনুল কাত্তানও তাকে অপরিচিত

---

২২৭. (তিরমিযী ২৪০১ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

বলেছেন। এ হাদীস আরও একজন বর্ণনাকারী উপরোক্ত বর্ণনাকারীর পুত্র ইয়াহইয়া বিন উবাইদুল্লাহ। ইমাম আহমাদ তাকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মুঈন তার হাদীস লিখতেন না। আবূ হাতিম তাকে দুর্বল ও মুনকারুল হাদীস বলেছেন।[২২৮]

٢٣٠. ١٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ أَبِيْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ «لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ وَقُلُوْبُهُمْ أَمَرُّ مِنْ الصَّبْرِ فَبِيْ حَلَفْتُ لَأُتِيْحَنَّهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا فَبِيْ يَغْتَرُّوْنَ أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِئُوْنَ» (ضعيف)

২৩০/১৯. ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "আমি এমন মাখলুকও সৃষ্টি করেছি, যাদের মুখের ভাষা মধুর চেয়েও মিষ্টি, কিন্তু তাদের হৃদয় তিক্ত ফলের চেয়েও তিক্ত। আমার সত্তার শপথ! আমি তাদেরকে এমন এক মারত্মক বিপযয়ের মধ্যে ছেড়ে দেব যে, তা তাদের অধিক সহনশীল ব্যক্তিকেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিবে। তারা কি আমার সঙ্গে প্রতারণা করছে, নাকি আমার প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে ?

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব। আমরা কেবল উপর্যুক্ত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি।

এ হাদীসে রয়েছে হামযাহ বিন আবূ মুহাম্মাদ। তার সম্পর্কে আবূ হাতিম আররাযী বলেন, সে দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। ইবনুল বারকী তাকে দুবল আখ্যায়িত করেছেন, আবূ যারআ আর রাযী তাকে লীন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[২২৯]

২২৮. (তিরমিযী ২৪০৪)

২২৯. (তিরমিযী ২৪০৫ -আলবানী হাদীসটিকে **যঈফ** বলেছেন)

بَاب مَا جَاءَ فِي الْعَرْضِ

অনুচ্ছেদ: কিয়ামতের বিভীষিকা সম্পর্কে

٢٣١/٢٠. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجَاءُ بِابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَدَيْ اللهِ فَيَقُوْلُ اللهُ لَهُ «أَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ فَمَاذَا صَنَعْتَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِيْ آتِكَ بِهِ فَيَقُوْلُ لَهُ أَرِنِيْ مَا قَدَّمْتَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِيْ آتِكَ بِهِ كُلِّهِ فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ» (ضعيف)

২৩১/২০. আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: কিয়ামাতের দিন আদম-সন্তানকে ভেড়ার (সদ্য প্রসূত) বাচ্চার ন্যায় হাজির করা হবে। তারপর তাকে আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড় করানো হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তোমাকে ক্ষেত-খামার, দাস-দাসী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দান করেছিলাম এবং আরো বিভিন্ন ধরনের অনুগ্রহ করেছিলাম; সে কী করেছ। তখন সে বলবে হে আমার প্রভু! আমি সেগুলো জমা করে রেখেছি, বহু গুণে বাড়িয়েছি এবং যা ছিল তার চাইতে অনেক বাড়িয়ে রেখে এসেছি। আমাকে একটুখানি ফেরত যেতে দিন, আমি সে গুলো আপনার নিকটে নিয়ে আসব। তিনি তাকে বলবেন, তুমি কী কী আমল করে এসেছ তা আমাকে দেখাও, অতঃপর দেখা যাবে সে এমন এক বান্দা যে কোন ভাল কাজই করেনি, ফলে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আবূ ঈসা বলেন, একাধিক রাবী উপযুক্ত হাদীসটি হাসান বাসরী (রহ.)-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তারা এটিকে মুসনাদ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেননি। রাবী ইসমাঈল ইবনু মুসলিম তার স্মরণশক্তির দুর্বলতার কারণে সমালোচিত।

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরাহ ও আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। (যঈফ)

এ হাদীসের দুটি সনদেই রয়েছে ইসমাঈল বিন মুসলিম। শেষ যুগের তাবেঈ। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান তাকে মুখাল্লাত (মিশ্রণকারী) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী তার নিকট থেকে হাদীস লিখতেন না।[২৩০]

٢١/٢٣٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ أَبُوْ مُحَمَّدٍ التَّمِيْمِيُّ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ اللهُ لَهُ «أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَالًا وَوَلَدًا وَسَخَّرْتُ لَكَ الْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ وَتَرَكْتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلَاقِيْ يَوْمَكَ هَذَا قَالَ فَيَقُوْلُ لَا فَيَقُوْلُ لَهُ الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِيْ»

২৩২/২১. আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও আবূ সাঈদ হতে বর্ণিত আছে, তারা দু'জনেই বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: কিয়ামাতের দিন কোন বান্দাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রশ্ন করবেন, আমি তোমাকে কান, চোখ, ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি দেইনি এবং তোমার অধীনে জীব-জন্ত ও খেত-খামার দেইনি ? তোমাকে তো স্বাধীনভাবে ছেড়ে রেখেছিলাম সর্দারী করতে এবং মানুষের নিকট হতে এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করতে (জাহিলী যুগের একটি রীতি)। তুমি কি ধারণা করতে যে, এ দিনে আমার সাথে তোমার সাক্ষাত হবে ? সে বলবে, না। তিনি তাকে বলবেন, তুমি যেভাবে আমাকে ভুলে গিয়েছিলে, আমিও আজ তোমাকে ভুলে গেলাম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ গারীব। "তোমাকে ভুলে গেলাম" কথার অর্থ : আমি আজ তোমাকে শাস্তি প্রদান করলাম। আবূ ঈসা বলেন, কিছু আলিম ("আজ আমি তাদের ভুলে গেছি") (সূরা: আ'রাফ-৫১) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আজ আমি তাদের শাস্তি কার্যকর করলাম।[২৩১]

---

২৩০. (তিরমিযী ২৪২৭ -আলবানী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন)
২৩১. (তিরমিযী ২৪২৮ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

بَاب مَا جَاءَ فِي الشَّفَاعَةِ

অনুচ্ছেদ: শাফা'আত সম্পর্কে

٢٣٣/٢٢. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا أَبُوْ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ فَأَكَلَهُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قَالَ «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تَدْرُوْنَ لِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمْ الدَّاعِيْ وَيَنْفُذُهُمْ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ فَبَلَغَ النَّاسُ مِنْ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيْقُوْنَ وَلَا يَحْتَمِلُوْنَ فَيَقُوْلُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلَا تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَلَيْكُمْ بِآدَمَ فَيَأْتُوْنَ آدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيْهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُوْلُ لَهُمْ آدَمُ إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِيْ عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِيْ اذْهَبُوْا إِلَى نُوْحٍ فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا نُوْحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُوْرًا اشْفَعْ لنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُوْلُ لَهُمْ نُوْحٌ إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ لِيْ دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اذْهبوا إِلَى غَيْرِيْ اذْهَبُوْا إِلَى إِبْرَاهِيْم فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا إِبْرَاهِيْمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى

مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّيْ قَدْ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ فَذَكَرَهُنَّ أَبُوْ حَيَّانَ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِيْ اذْهَبُوْا إِلَى مُوْسَى فَيَأْتُوْنَ مُوْسَى فَيَقُولُوْن يَا مُوْسَى أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ فضّلَك الله بِرِسَالتِهِ وبِكَلامِهِ عَلَى الْبَشَرِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّيْ قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُوْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِيْ اذْهَبُوْا إِلَى عِيْسَى فَيَأْتُوْنَ عِيْسَى فَيَقُوْلُوْنَ يَا عِيْسَى أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ عِيْسَى إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِيْ اذْهَبُوْا إِلَى مُحَمَّدٍ قَالَ فَيَأْتُوْنَ مُحَمَّدًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَأَنْطَلِقُ فَآتِيْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَخِرُّ سَاجِدًا لِرَبِّيْ ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاء عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِيْ ثُمَّ يُقَالَ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رأْسِيْ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ يَا رَبِّ أُمَّتِيْ فَيَقُوْلُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأَبْوَابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ وَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى»

২৩৩/২২. আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন এক সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে গোশত আনা হলো। তারপর

তাঁকে সামনের একটি রান উঠিয়ে দেয়া হলো। তিনি তা খুবই পছন্দ করতেন- আর তিনি তা দাঁত দিয়ে টেনে টেনে খেতে লাগলেন। তারপর তিনি বললেন: কিয়ামাত দিবসে আমিই হবো সকল মানুষের নেতা। তোমরা কি জান এর কারণ কী? আল্লাহ তা'আলা সেদিন পূর্বেকার ও পরের সকল মানুষকে এক জায়গায় সমবেত করবেন। একজনের আওয়াজই সবার কাছে পৌঁছে যাবে এবং সবাই একজনের দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকবে।

সূর্য তাদের খুব নিকটে আসবে। মানুষ সীমাহীন দুর্ভোগ ও মাসর্থ্যের অতীত দুর্ভাবনায় পড়ে যাবে এবং ধৈর্যহারা হয়ে পড়বে। তারা পরস্পরকে বলবে, তোমরা কি এ দুঃসহ বিপদ দেখতে পাচ্ছ না? তোমাদের প্রভুর নিকট তোমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারে এমন কাউকে খুঁজে দেখছ না কেন? লোকেরা একে অপরকে বলবে, তোমাদের উচিত আদম (عليه السلام)-এর কাছে যাওয়া। অতএব তারা আদম (عليه السلام)-এর নিকট গিয়ে বলবে, আপনি তো মানব জাতির আদি পিতা। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাঁর নিজ হাতে তৈরী করেছেন এবং আপনার মধ্যে তাঁর সৃষ্ট রূপ ফুঁকে দিয়েছেন। তারপর ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলে তারা আপনাকে সাজদাহ করেছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি লক্ষ্য করছেন না আমরা দুঃখ-দুর্দশার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি! আদম (عليه السلام) তাদেরকে বলবেন, আমার প্রভু আজ এতই ক্রোধান্বিত হয়েছেন যেরূপ ইতোপূর্বে আর কখনো হননি এবং পরেও কখনো হবেন না। তিনি আমাকে একটি গাছের ব্যাপারে (তার ফল খেতে) নিষেধ করেছিলেন। আমি তা অমান্য করেছি। নাফসী, নাফসী, নাফসী (অর্থাৎ আমারই তো কোন উপায় দেখছি না)। তোমরা অন্য কারো নিকট যাও। তোমরা বরং নূহ (عليه السلام)-এর নিকট যাও। তারা তখন নূহ (عليه السلام)-এর নিকট গিয়ে বলবে, হে নূহ! আপনি তো দুনিয়াবাসীদের জন্য প্রথম রসূল। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে 'আবদ শাকূর' (কৃতজ্ঞ বান্দাহ) উপাধি দিয়েছেন, আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, আমরা কী অবস্থায় পড়ে আছি, আপনি কি লক্ষ্য করছেন না আমরা দুঃখ-দুর্দশার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি! নূহ (عليه السلام) তাদেরকে বলবেন, আজ আমার প্রতিপালক এতই রাগান্বিত হয়েছেন যেমনটি ইতোপূর্বে আর কখনো হননি এবং পরেও হবেন না। আমাকে একটি দু'আ করার অধিকার দেয়া হয়েছিল (যা কবূল করবেন বলে অঙ্গীকার ছিল)। কিন্তু আমি আমার উম্মাতের বিরুদ্ধে সেই দু'আ

করেছি। নাফসী, নফসী, নাফসী। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা বরং ইবরাহীম (عليه السلام)-এর নিকট যাও। তারা ইবরাহীম (عليه السلام)-এর নিকট গিয়ে বলবে, হে ইবরাহীম (عليه السلام) আপনি আল্লাহর নাবী এবং দুনিয়াবাসীর মধ্যে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমরা কী অবস্থার মধ্যে আছি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন, আমার প্রতিপালক আজ এতই রাগান্বিত হয়েছেন, যেমনটি এরপূর্বে তিনি আর কখনো হননি এবং পরেও কখনো হবেন না। আমি তিনটি মিথ্যা কথা বলেছি। (আবূ হাইয়্যান তার বর্ণিত হাদীসে সেগুলো উল্লেখ করেছেন।) নাফসী, নাফসী, নাফসী (আমি আজ আমার নিজের চিন্তায় অস্থির)। তোমরা বরং অন্য কারো নিকট যাও, তোমরা মূসা (عليه السلام)-এর নিকট যাও। তখন মূসা (عليه السلام)-এর নিকট হাজির হয়ে বলবে, হে মূসা! আপনি তো আল্লাহর রসূল, আল্লাহ তাঁর রিসালাত ও কথাবার্তা দ্বারা আপনাকে মানুষের উপর মর্যাদা দান করেছেন। আপনি কি আমাদের অবস্থা দেখছেন না? আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আজ এতই রাগান্বিত হয়েছেন, যেমনটি এরপূর্বে তিনি আর কখনো হননি আর পরেও হবেন না। আমি তো এক লোককে হত্যা করেছি। অথচ তাকে হত্যার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়নি। নাফসী, নাফসী, নাফসী। তোমরা বরং অন্য কারো নিকট যাও। তোমরা ঈসা (عليه السلام)-এর নিকট যাও। তখন ঈসা (عليه السلام)-এর নিকট গিয়ে তারা বলবে, হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রসূল, তাঁর একটি বাণী বা তিনি মারইয়ামের গর্ভে নিক্ষেপ করেছেন এবং তাঁর সৃষ্ট আত্মা। আপনি দোলনায় থাকতে মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আপনি কি আমাদের এ অবস্থা দেখছেন না? আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন। তখন ঈসা (عليه السلام) বলবেন, আমার পরোয়ারদিগার আজ এতই রাগান্বিত হয়েছেন যেমনটি এর আগে তিনি আর কখনো হন নি এবং পরে কখনো হবেন না। তিনি কোন গুনাহের কথা উল্লেখ করবেন না। তিনি বললেন, নাফসী, নাফসী, নাফসী। তোমরা অন্য কারো নিকট যাও। তোমরা মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নিকট যাও। তখন তারা মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নিকট হাজির হয়ে বলবে, হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহর রাসূল, নাবীগণের মধ্যে সর্বশেষ নাবী, আপনার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। আপনি কি দেখছেন না আমরা কি অবস্থায় আছি। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন। তখন আমি রওয়ানা হয়ে আরশের নীচে উপস্থিত হবো। তারপর আমার প্রভুর

উদ্দেশ্যে সাজদায় লুটিয়ে পড়ব। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য তার প্রশংসা ও সর্বোত্তম গুণগানের এমন কিছু উন্মুক্ত করে দিবেন যা আমার পূর্বে আর কারো জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি। তারপর বলা হবে, হে মুহাম্মদ! তুমি মাথা উঠাও এবং আবেদন কর, তোমার আবেদন পূরণ করা হবে, সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবূল করা হবে। তারপর আমি মাথা তুলে বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাত, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাত (তাদের রক্ষা করুন)। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, হে মুহাম্মদ! তোমার উম্মাতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ নেই তাদেরকে তুমি জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করাও। অধিকন্তু তারা অন্য মানুষের সাথে শরীক হয়ে অন্যান্য দরজা দিয়ে প্রবেশ করার অধিকারও পাবে। তারপর তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! জান্নাতের দরজার দুটি চৌকাঠের মধ্যকার ব্যবধান মক্কা ও হাজার এবং মাক্কা ও বুসরার মধ্যকার ব্যবধানের সমান।

আবূ বাকর সিদ্দীক, আনাস, উকবা ইবনু আমির ও আবূ সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হদীসটি হাসান সহীহ। আবূ হাইয়্যান আত-তাইমীর নাম ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ ইবনু হাইয়্যান। তিনি কূফার অধিবাসী এবং বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। আবূ যুরআ ইবনু আমর জারীর-এর নাম হারিস।[২৩২]

٢٣/٢٣٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُس عَنْ عِمْـرَانَ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيْطٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ «يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِيْ أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ»

২৩৪/২৩. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন: হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদাতের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা কর, আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যে ভরে দিব এবং তোমার অভাব দূর করে দিব। তুমি তা না করলে আমি তোমার দু'হাত কর্মব্যস্ততায় ভরে দিব এবং তোমার অভাব-অনটন দূর করবো না।

---

২৩২. (বুখারী ৩৩৪০, মুসলিম ১৯৪, নাসায়ী ১১৪, তিরমিযী ২৪৩৪ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব। আবূ খালিদ আল-ওয়ালিবীর নাম হুরমুয।[২৩৩]

٢٤/٢٣٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى «يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَسَلُوْنِى الْهُدَى أَهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فَقِيْرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَلُوْنِيْ أَرْزُقْكُمْ وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّيْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِيْ غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أُبَالِيْ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِيْ مَا زَادَ ذَلِك فِيْ مُلْكِيْ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُم ورَطْبَكُمْ ويَابِسَكُمْ اجتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِيْ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنكُم مَا سَأَلَ مَا نَقَصَ ذلِكَ مِنْ مُلْكِيْ إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيْهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ ذَلِكَ بِأَنِّيْ جَوَادٌ مَاجِدٌ أَفْعَلُ مَا أُرِيْدُ عَطَائِيْ كَلَامٌ وَعَذَابِيْ كَلَامٌ إِنَّمَا أَمْرِيْ لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتُهُ أَنْ أَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ»

২৩৫/২৪. আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন: হে আমার বান্দাগণ! তোমরা তো সবাই পথভ্রষ্ট, তবে তারা নয়, যাদের আমি হিদায়াত করি। সুতরাং তোমরা আমার নিকটে হিদায়াতের আবেদন কর, আমি হিদায়াত করব।

২৩৩. (তিরমিযী ২৪৬৬ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, ইবনু মাজাহ ৪১০৭)

আর যাদের আমি **ধনী করেছি** তাদের ছাড়া তোমাদের সকলেই তো গুনাহগার। তোমার মধ্যে যে ব্যক্তি এ কথা জানে যে, আমি ক্ষমা করার **ক্ষমতা** রাখি, তারপর সে ক্ষমা ভিক্ষা করে, আমি তার গুনাহ ক্ষমা করে **দেই**। আমি এ ব্যাপারে কোন ভ্রুক্ষেপ করি না। তোমাদের পূর্বের ও পরের, জীবিত ও মৃত, ভিজা ও শুষ্ক (সচ্ছল ও অসচ্ছল) সকলেই যদি আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তাহলে একটি মশার পাখার সমানও আমার রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে না। আর তোমাদের আগের ও পরের, জীবিত ও মৃত, ভিজা ও শুষ্ক (সচ্ছল ও অসচ্ছল) সকলে যদি আমার বান্দাদের মধ্যে সবচাইতে বড় পাপী বান্দার মত হয়ে যায়, তাহলে একটি মশার পাখার সমানও আমার রাজত্বের হানি ঘটবে না। আর যদি তোমাদের আগের ও পরের, জীবিত ও মৃত, ভিজা ও শুষ্ক সকলে একটি জায়গায় একত্রিত হয় এবং প্রত্যেকেই তার **পূর্ণ** চাহিদামত আমার নিকট প্রার্থনা করে, আর আমি তাদের চাওয়া অনুযায়ী সবকিছু যদি দেই, তাহলেও আমার রাজতের কিছুই কমবে না, এছাড়া যে, তোমাদের কেউ সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় তাতে একটি সুই ডুবিয়ে তা তুলে নিলে তাতে সমুদ্রের পানি যেটুকু কমে। কারণ আমি দাতা, দয়ালু ও মহান। আমি যা চাই তাই করি। আমার দান আমার কথা আর আমার আযাব হল আমার নির্দেশ। আমার ব্যাপার এই যে, আমি যখন কিছু ইচ্ছা করি তখন বলি, "হয়ে যাও" অমনি তা হয়ে যায়।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। কিন্তু রাবী এ হাদীস শাহর ইবনু হাওশাব হতে মাদীকারিব-এর সূত্রে আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বরাতে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে একই ভাবে বর্ণনা করেছেন।

আলবানী হাদীসটিকে **দুর্বল** আখ্যায়িত করেছেন। অত্র হাদীসে দুজন বর্ণনাকারী রয়েছে। একজন লাইস। তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন, সে হচ্ছে মুযতারাবুল হাদীস। ইয়াহইয়া বিন মুঈন তাকে **দুর্বল** বলেছেন। আবূ হাতিম আর রাযী তাকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন।[২৩৪]

---

২৩৪. (মুসলিম ২৫৭৭. ইবনু মাজাহ ৪২৫৭, তিরমিযী ২৪৯৫ -আলবানী হাদীসটিকে **যঈফ** বলেছেন)

بَاب مَا جَاءَ فِيْ سُوْقِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ: জান্নাতের বাজার সম্পর্কে

٢٥/٢٣٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِيْنَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ فِيْ سُوْقِ الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيْدٌ أَفِيْهَا سُوْقٌ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوْهَا نَزَلُوْا فِيْهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ ثُمَّ يُؤْذَنُ فِيْ مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَزُوْرُوْنَ رَبَّهُمْ وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشَهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَتُوْضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوْتٍ وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيْهِمْ مِنْ دَنِيٍّ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُوْرِ وَمَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَهَلْ نَرَى رَبَّنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قُلْنَا لَا قَالَ كَذَلِكَ لَا تُمَارَوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ وَلَا يَبْقَى فِيْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا حَاضَرَهُ اللهُ مُحَاضَرَةً حَتَّى يَقُوْلَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ أَتَذْكُرُ يَوْمَ قُلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيُذَكِّرُ بِبَعْضِ غَدَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِيْ فَيَقُوْلُ بَلَى فَسَعَةُ مَغْفِرَتِيْ بَلَغَتْ بِكَ مَنْزِلَتَكَ هَذِهِ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيْبًا لَمْ يَجِدُوْا مِثْلَ رِيْحِهِ شَيْئًا قَطُّ وَيَقُوْلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى «قُوْمُوْا إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوْا مَا اشْتَهَيْتُمْ فَنَأْتِيْ سُوْقًا قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ فِيْهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعُيُوْنُ إِلَى مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعِ الْآذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ

عَلَى الْقُلُوْبِ فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا لَيْسَ يُبَاعُ فِيْهَا وَلَا يُشْتَرَى وَفِيْ ذَلِكَ السُّوْقِ يَلْقَى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ وَمَا فِيْهِمْ دَنِيٌّ فَيَرُوْعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ فَمَا يَنْقَضِيْ آخِرُ حَدِيْثِهِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ إِلَيْهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيْهَا ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَى مَنَازِلِنَا فَيَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ وَيَحِقُّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا»

২৩৬/২৫. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহ.) হতে বর্ণিত আছে, একদা তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-এর সাথে দেখা করলে তিনি বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকটে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাকে ও তোমাকে জান্নাতের বাজারে একত্র করেন। সাঈদ (রাঃ) প্রশ্ন করেন, জান্নাতে কি বাজারও আছে? তিনি বললেন, হাঁ। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে জানিয়েছেন যে, জান্নাতীরা জান্নাতে গিয়ে নিজ নিজ আমলের পরিমাণ ও মর্যাদা অনুযায়ী সেখানে জায়গা (মর্যাদা) পাবে। তারপর দুনিয়ার সময় অনুসারে জুমু'আর দিন তাদেরকে (তাদের রবের দর্শনের) অনুমতি দেয়া হবে এবং তারা তাদের রবকে দেখতে আসবে। তাদের জন্য তাঁর আরশ প্রকাশিত হবে। জান্নাতের কোন এক বাগানে তাদের সামনে তার প্রভুর (তাজাল্লীর) প্রকাশ ঘটবে। তাদের জন্য নূর মুণিমুক্তা, পদ্মরাগ মণি, যমরূদ ও সোনা-রূপা ইত্যাদির মিম্বারসমূহ রাখা হবে। তাদের মধ্যকার সবচাইতে নিম্নস্তরের জান্নাতীও মিশক ও কর্পূরের স্তূপের উপর আসন গ্রহণ করবে। তবে সেখানে কেউ হীন-নীচ হবে না। মিম্বারে আসীন ব্যক্তিগণকে তারা তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট ভাববে না। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন ঃ হ্যা, সূর্য বা পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোন সন্দেহ হয়? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন ঠিক সেরকম তোমাদের রবের দেখাতেও কোন সন্দেহ থাকবে না। আর সেই মাজলিসের প্রতিটি লোক আল্লাহর সাথে কথা বলবে। এমনকি তিনি একে একে তাদের নাম ধরে ডেকে বলবেন ঃ হে অমুকের

পুত্র অমুক! অমুক দিনে তুমি এমন কথা বলেছিলে, মনে আছে কি? এভাবে তিনি তাকে দুনিয়ার কিছু নাফরমানী ও বিদ্রোহের কথা স্বরণ করিয়ে দিবেন। লোকটি তখন বলবে, হে আমার রব! আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেননি? তিনি বলবেন ঃ হ্যা, আমার ক্ষমার বদৌলতেই তুমি এ জায়গাতে পৌছেছ। এ অবস্থায় হঠাৎ তাদের উর এক খন্ড মেঘ এসে তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে এবং তা হতে তাদের উপর সুগন্ধ (বৃষ্টি) বর্ষিত হবে, যেরূপ সুগন্ধ তারা ইতোপূর্বে কখনো কিছুতে পায়নি। আমাদের রব বলবেন ঃ উঠো! আমি তোমাদের সম্মানে যে মেহমানদারি প্রস্তুত করেছি সেদিকে অগ্রসর হও এবং যা কিছু পছন্দ হয় তা গ্রহণ কর। তখন আমরা একটি বাজারে এসে হাজির হব, যা ফিরিশতারা ঘিরে রাখবে। সেখানে এমন পণ্যসামগ্রী থাকবে, যা না কোন চোখ দেখেছে, না কোন কান শুনেছে, এবং না কোন অন্তর কল্পনা করেছে। আমরা সেখানে যা চাইব, তাই তুলে দেয়া হবে। তবে বেচা-কেনা হবে না। আর সে বাজারেই জান্নাতীরা একে অপরের সাথে দেখা করবে। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতী সামনে এগিয়ে তাঁর চাইতে অল্প মর্যাদাবান জান্নাতীর সাথে দেখা করবে। তবে সেখানে তাদের মধ্যে উঁচু-নিচু বলতে কিছু থাকবে না। তিনি তার পোশাক দেখে অস্থির হয়ে যাবেন। একথা শেষ হতে না হতেই তিনি মনে করতে থাকবেন যে, তার গায়ে আগের চাইতে উত্তম দেখা যাচ্ছে। আর এমন এজন্যই হবে যে, সেখানে কারো দুঃখ-কষ্ট বা দুশ্চিন্তা স্পর্শ করবে না। তারপর আমরা নিজেদের স্থানে ফিরে আসব এবং নিজ নিজ স্ত্রীদের দেখা পাব। তারা তখন বলবে, মারহাবা, স্বাগতম! কী ব্যাপার! যে রূপ সৌন্দর্য নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলে, তার চাইতে উত্তম সৌন্দর্য নিয়ে ফিরে এসেছ। আমরা বলব, আজ আমরা আমাদের আল্লাহ তা'আলার সাথে মাজলিসে বসেছিলাম। তাই এ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। আর এটাই ছিল স্বাভাবিক।[২৩৫]

আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস জেনেছি। সুয়াইদ ইবনু আমর আওয়াঈর সূত্রে এ হাদীসের অংশ বিশেষ বর্ণনা করেছেন।[২৩৬]

---

২৩৫. যঈফ. ইবনু মাজাহ (৪৩৩৬)

২৩৬. (বুখারী ৮০৬, ৪৮৪৯, মুসলিম ১৮২, ৪৭৩০, আবূ দাউদ ২৯৬৮, তিরমিযী ২৫৪৯ - আলবানী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন, ইবনু মাজাহ ১৭৮, ৪৩)

আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। এ হাদীসে রয়েছে আব্দুল হামীদ বিন হাবীব বিন আবুল ইশরীন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি কখনও কখনও হাদীস বর্ণনায় ভুল করতেন।

بَاب مَا جَاءَ فِيْ رُؤْيَةِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

অনুচ্ছেদ: মহান বরকতময় আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ

٢٦/٢٣٧. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ «يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ مَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ أَنَا أُعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوْا أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيْ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا»

২৩৭/২৬. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তারা বলবে, "লাব্বাইকা রব্বানা ওয়া সা'দাইকা" (হে প্রভু! আমরা হাজির)। তিনি বলবেন, তোমরা কি খুশি হয়েছ? তারা বলবে, আমরা কেন খুশি হবো না? আপনি তো আমাদের কে ঐ সমস্ত জিনিষ দান করেছেন যা আপনার আর কোন সৃষ্টিকেই দেননি। তিনি বলবেন, আমি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম জিনিস দান করবো। তারা বলবে, এর চেয়েও উত্তম জিনিস আর কি আছে? তিনি বলবেন, আমি তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবো না। সহীহ বুখারী, মুসলিম। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।[২৩৭]

---

২৩৭. (বুখারী ৬৫৬৯, মুসলিম ২৮২৯, তিরমিযী ২৫৫৫ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

بَاب مَا جَاءَ فِيْ خُلُوْدِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ: জান্নাত ও জাহান্নামবাসীদের চিরস্থায়ী হওয়া সম্পর্কে

٢٧/٢٣٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ صَعِيْد واحد ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُوْلُ «أَلَا يَتْبَعُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَهُ فَيُمَثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيْبِ صَلِيْبُهُ وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيْرِ تَصَاوِيْرُهُ وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ فَيَتْبَعُوْنَ مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ وَيَبْقَى الْمُسْلِمُوْنَ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُوْلُ أَلَا تَتَّبِعُوْنَ النَّاسَ فَيَقُوْلُوْنَ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ اللهُ رَبُّنَا هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ ثُمَّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيَقُوْلُ أَلَا تَتَّبِعُوْنَ النَّاسَ فَيَقُوْلُوْنَ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ نَعُوْذُ بِالله مِنْكَ اللهُ رَبُّنَا وَهَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ قَالُوْا وَهَلْ نَرَاهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ ثُمَّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُوْنِيْ فَيَقُوْمُ الْمُسْلِمُوْنَ وَيُوْضَعُ الصِّرَاطُ فَيَمُرُّوْنَ عَلَيْهِ مِثْلَ جِيَادِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ سَلِّمْ سَلِّمْ وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيْهَا فَوْجٌ ثُمَّ يُقَالُ هَلْ امْتَلَأْتِ فَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ ثُمَّ يُطْرَحُ فِيْهَا فَوْجٌ فَيُقَالُ هَلْ امْتَلَأْتِ فَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتَّى إِذَا أُوْعِبُوْا فِيْهَا وَضَعَ الرَّحْمَنُ قَدَمَهُ فِيْهَا وَأَزْوَى بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ قَالَ قَطْ قَالَتْ قَطْ قَطْ فَإِذَا أَدْخَلَ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ قَالَ أُتِيَ بِالْمَوْتِ مُلَبَّبًا فَيُوْقَفُ عَلَى السُّوْرِ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَاهلِ النَّارِ ثمّ يَقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَطَّلِعُوْنَ

خَائِفِيْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَطَّلِعُوْنَ مُسْتَبْشِرِيْنَ يَرْجُوْنَ الشَّفَاعَةَ فَيُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وأَهْلِ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هَذَا فَيَقُوْلُوْنَ هَؤُلَاءِ وهَؤُلَاء قَدْ عَرَفْنَاهُ هُوَ الْمَوْتُ الَّذِيْ وُكِّلَ بِنَا فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّوْرِ الَّذِيْ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ لَا مَوْتَ»

২৩৮/২৭. আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে একটি ময়দানে একত্রিত করবেন, তারপর রাব্বুল 'আলামীন তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলবেন ঃ পৃথিবীতে যে যার অনুসরণ করতো, এখন কেন সে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না? অতএব, ক্রুশ পূজারীদের জন্য ক্রুশ, মূর্তি পূজারীদের জন্য মূর্তি, অগ্নি উপাসকদের জন্য আগুন উপস্থান করা হবে এবং সকলেই নিজ নিজ পূজনীয় মা'বুদের সাথে চলবে। আর মুসলিমগণ তাদের জায়গাতেই থেকে যাবে। রাব্বুল 'আলামীন তাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে বলবেন ঃ তোমরা কেন ঐসব মানুষদের অনুসরণ করছো না? তারা বলবে, নাঊযুবিল্লাহ মিনকা নাঊযুবিল্লাহ মিনকা, (আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। আল্লাহ তা'আলাই আমাদের প্রভু। আর এটা আমাদের জায়গা। আমরা আমাদের প্রভুর সাক্ষাৎ পাওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এ স্থান ছেড়ে যাবো না। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিবেন এবং তাদেরকে নিজ জায়গায় অটল রাখবেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্য হয়ে যাবেন। তিনি পুনরায় তাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে বলবেন, তোমরা কেন ঐসব মানুষের অনুসরণ করছো না? তারা বলবে, নাঊযুবিল্লাহ মিনকা, নাঊযুবিল্লাহ মিনকা, (আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। আল্লাহ আমাদের রব এবং এটা আমাদের অবস্থানস্থল। আমরা আমাদের রবের দেখা পাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ জায়গা ত্যাগ করব না। তিনি তাদেরকে আদেশ দিবেন এবং স্বস্থানে দৃঢ় রাখবেন। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল (ﷺ)! আমরা কি আমাদের প্রভুর দেখা পাবো? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কি পূর্ণিমার রাতের চাদ দেখতে অন্যদেরকে কষ্ট দিতে হয়? তারা বললেন, না, হে আল্লাহর রাসুল (ﷺ)! তিনি বললেন ঃ অনুরূপভাবে সে সময় তোমরা তাঁকে দেখার জন্য তোমাদের কাউকেও যন্ত্রণা দিতে হবে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা আড়ালে চলে যাবেন।

তিনি পুনরায় তাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে নিজের পরিচিতি উপস্থাপন করে বলবেন ঃ আমিই তোমাদের প্রভু। তোমরা আমার অনুসরণ কর। মুসলিমগণ উঠে দাঁড়াবে। চলার পথে পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। তারা তা খুব সহজেই দ্রুতগামী ঘোড়া ও উটের মতো অতিক্রম করবে এবং এর উপরে তাদের ধ্বনি হবে ঃ 'সাল্লিম সাল্লিম' (হে আল্লাহ আমাদেরকে শান্তিতে রাখো)। জাহান্নামীরা পার হতে না পেরে এখানেই থেকে যাবে। তাদের মধ্যে হতে একটি দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং জাহান্নামকে প্রশ্ন করা হবে, তোর পেট ভরেছে কি? সে বলবে, আরো আছে কি? আবার আরেকটি দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং প্রশ্ন করা হবে, তোর পেট ভরেছে কি? সে বলবে, আরো আছে কি? এভাবে সমস্ত জাহান্নামীকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন দয়ালু প্রভু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পা এর উপর রাখবেন এবং এর এক অংশ আরেক অংশের সাথে মিলে যাবে। তিনি বলবেন, যথেষ্ট হয়েছে তো। জাহান্নাম বলবে, হ্যাঁ, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, তখন 'মৃত্যু'-কে গলায় কাপড় বেঁধে টেনে আনা হবে এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝখানের প্রাচীরে রাখা হবে। তারপর ডেকে বলা হবে, হে জাহান্নামীগণ ! তারা ভয়ে ভয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতীগণ ! তারা ভয়ে ভয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর বলা হবে, হে জাহান্নামীগণ ! তারাও সুসংবাদ মনে করে শাফা'আত লাভের আশায় আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তোমরা কি একে চিনো? জান্নাতী ও জাহান্নামীরা বলবে, হ্যাঁ, আমরা একে চিনে ফেলেছি। এটা 'মৃত্যু' যা আমাদের উপর নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। তারপর মৃত্যুকে চিৎ করে শোয়ানো হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের প্রাচীরের উপর যবেহ করা হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতীগণ ! তোমরা চিরদিন জান্নাতে থাকবে। এরপর আর মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীগণ! তোমরা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে, এরপর আর মৃত্যু নেই।[২৩৮] সহীহ ঃ তাখরীজ তাহাভীয়া (৫৭৬)

---

২৩৮. (বুখারী ৩৩৪০, ১৯৪, নাসায়ী ১১৪, তিরমিযী **২৫৫৭** -আলবানী **হাদীসটিকে সহীহ** বলেছেন)

بَاب مَا جَاءَ حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

অনুচ্ছেদ: জান্নাত কষ্ট কাঠিন্যের দ্বারা এবং জাহান্নাম কুপ্রবৃত্তির লোভ লালসা দিয়ে পরিবেষ্টিত

٢٨/٢٣٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيْلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ «انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا قَالَ فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللهُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ قَالَ اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا»

২৩৯/২৮. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করার পর জিবরীল (আঃ)-কে জান্নাতের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে বলেন ঃ জান্নাত এবং আমি এর মধ্যে জান্নাতীদের জন্য যে সব দ্রব্যাদি সৃষ্টি করে রেখেছি, তুমি সেগুলো দেখে এসো। তিনি বলেন ঃ তারপর তিনি জান্নাতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার সমস্ত বস্তুসমূহ দেখলেন এবং তাঁর নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের শপথ! যে কেউ জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি প্রসঙ্গে শুনবে, সে-ই তাতে প্রবেশের চেষ্টা করবে। তারপর তিনি আদেশ করলেন। ফলে কষ্ট মুসিবতের বস্তু দ্বারা জান্নাতকে ঘেরাও করা হলো। তিনি জিবরীল (আঃ)-কে পুনরায় বললেন ঃ তুমি আবার জান্নাতে প্রবেশ

কর এবং জান্নাতীদের জন্য আমার তৈরিকৃত বস্তুসমূহ দেখে এসো! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ তারপর তিনি সেখানে ফিরে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তা কষ্ট মুসীবাতের বস্তু দ্বারা ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের শপথ! আমার ভয় হচ্ছে যে, এতে কোন ব্যক্তিই যেতে পারবে না। এবার আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন ঃ আমি জাহান্নাম এবং জাহান্নামীদের জন্য যে আযাব তৈরী করে রেখেছি তুমি গিয়ে তা দেখে এসো। তিনি সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, এর এক অংশ অন্য অংশের উপর চড়াও হচ্ছে (গিলে ফেলেছে)। তিনি তা দেখার পর আল্লাহ তা'আলার সামনে ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের শপথ! যে ব্যক্তি এর বর্ণনা শুনবে সে এতে প্রবেশ করবে না। তারপর তাঁর নির্দেশে জাহান্নামকে লোভ-লালসা দ্বারা ঘিরে দেয়া হলো। এবার জিবরীল (عليه السلام)-কে তিনি বললেন ঃ তুমি আবার সেখানে যাও (এবং তা দেখে এসো)। তিনি সেখানে আবারো গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের শপথ ! আমার ধারণা হচ্ছে যে, কেউই এ থেকে মুক্তি পাবে না, সকলেই এতে প্রবেশ করবে। হাসান সহীহ ঃ তাখরীজুত তানকীল (২/১৭৭)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।[২৩৯]

بَاب مَا جَاءَ فِيْ احْتِجَاجِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

অনুচ্ছেদ: জান্নাত ও জাহান্নামের ঝগড়া

٢٩/٢٤٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «احْتَجَّتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ الْجَنَّةُ يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِيْنُ وَقَالَتْ النَّارُ يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُوْنَ وَالْمُتَكَبِّرُوْنَ فَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِيْ أَنْتَقِمُ بِكِ مِمَّنْ شِئْتُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِيْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ شِئْتُ»

২৩৯. (তিরমিযী ২৫৬০ -আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন, নাসায়ী ৩৭৬৩)

২৪০/২৯. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে বিতর্ক হলো। জান্নাত বলল, গরীব-মিসকীন ও দুর্বল ব্যক্তি আমার মধ্যে দাখিল হবে। জাহান্নাম বলল, যতো স্বেচ্ছাচারী যালিম ও অহংকারীরা আমার মধ্যে দাখিল হবে। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে বললেন ঃ তুই আমার আযাব, আমি তোর দ্বারা যার থেকে ইচ্ছা প্রতিশোধ নিব। তিনি জান্নাতকে বলেন ঃ তুমি আমার রহমাত, আমি তোমার দ্বারা যাকে ইচ্ছা রহমত দান করব।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।[২৪০]

بَاب مَا جَاءَ أَنَّ لِلنَّارِ نَفَسَيْنِ وَمَا ذُكِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيْدِ

অনুচ্ছেদঃ জাহান্নামের দু'টি নিঃশ্বাস এবং তাওহীদে বিশ্বাসীগণ হতে যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে-এ সম্পর্কে

٢٤١/٣٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ وَقَالَ شُعْبَةُ «أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً»

২৪১/৩০. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলবেন, (হিশামের বর্ণনায়) জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে অথবা (শু'বাহর বর্ণনায়) যে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই বলেছে তাকে বের করে আন যদি তার অন্তরে যবের দানা

---

২৪০. (বুখারী ৪৮৫০,মুসলিম ২৮৪৬, তিরমিযী ২৫৬১ -আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন)

পরিমাণ ঈমান থাকে তবুও। আর যে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার অন্তরে গমের দানা পরিমাণও ঈমান থাকলে তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আন। যে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলেছে তার অন্তরে অণু পরিমাণ) ঈমান থাকলে তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আন।

জাবির, আবূ সাঈদ ও 'ইমরান ইবনূ হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।[২৪১]

٣١/٢٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ «أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِيْ يَوْمًا أَوْ خَافَنِيْ فِيْ مَقَامٍ»

(ضعيف وانفرد به الترمذي)

২৪২/৩১. আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলবেন: যে ব্যক্তি কোন দিন আমাকে মনে করেছে কিংবা কোন স্থানে আমাকে ভয় করেছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনো।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। যঈফ

আলবানী হাদীসটিকে যঈফ (দুর্বল) বলেছেন। মুবারক বিন ফাযালা বিন আবূ উমাইয়া। আবূ যারআ আর রাযী ও আবূ দাউদ বলেন, তিনি অনেক হাদীস বর্ণনায় তাদলীস করতেন। তবে যখন তিনি হাদ্দাসানা বলে হাদীস বর্ণনা করেছেন তখন তা বিশ্বস্ত।[২৪২]

٣٢/٢٤٣. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا رِشْدِيْنُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَنْعُمَ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اشْتَدَّ صِيَاحُهُمَا فَقَالَ

২৪১. (তিরমিযী ৪৪, ২৫৯৩ -আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন, ইবনু মাজাহ ৪৩১২)

২৪২. (তিরমিযী ২৫৯৪ -আলবানী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন)

الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ «أَخْرِجُوْهُمَا فَلَمَّا أُخْرِجَا قَالَ لَهُمَا لِأَيِّ شَيْءٍ اشْتَدَّ صِيَاحُكُمَا قَالَا فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَرْحَمَنَا قَالَ إِنَّ رَحْمَتِيْ لَكُمَا أَنْ تَنْطَلِقَا فَتُلْقِيَا أَنْفُسَكُمَا حَيْثُ كُنْتُمَا مِنَ النَّارِ فَيَنْطَلِقَانِ فَيُلْقِيْ أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ فَيَجْعَلُهَا عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا وَيَقُوْمُ الْآخَرُ فَلَا يُلْقِيْ نَفْسَهُ فَيَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِيَ نَفْسَكَ كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ إِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ لَا تُعِيْدَنِيْ فِيْهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجْتَنِيْ فَيَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ لَكَ رَجَاؤُكَ فَيَدْخُلَانِ جَمِيْعًا الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللهِ» (ضعيف وانفرد به الترمذي)

২৪৩/৩২. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) **হতে বর্ণিত** আছে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, জাহান্নামে প্রবেশকারীদের মধ্যে দু ব্যক্তি (প্রবেশ করেই) জোরে চিৎকার করবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন: এদের দু'জনকে বের করে আন। অতঃপর তাদের বের **করে** আনা হলে তিনি জিজ্ঞেস করবেন: **এত** জোরে কেন চিৎকার করছিলে? **তারা বল**বে, আমরা এমন করেছি, যেন আপনি আমাদের প্রতি দয়া **করেন**। তিনি বলবেন: আমি তোমাদের প্রতি দয়া করলাম। তবে তোমরা জাহান্নামের যেখানে ছিলে সেখানে গিয়ে নিজেদেরকে নিক্ষেপ কর। তারা সেদিকে **যাবে**। তারপর তাদের একজন নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্য আগুনকে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দিবেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি **উঠে** দাঁড়াবে কিন্তু নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে না। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন: তোমার সাথীর মতো তুমি নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলে না কেন? সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি আশা করি আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনার পর তাতে আবার ফিরিয়ে দিবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন: তোমার আশা পূর্ণ হোক! তারপর আল্লাহ তা'আলার রহমাতে তারা দু'জনই জান্নাতে চলে যাবে।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ যঈফ। কারণ এটি রিশদীন ইবনু সাদের **সূত্রে** বর্ণিত। তিনি হাদীসবিদদের মতে দুর্বল রাবী। এ হাদীসের অন্য রাবী **ইবনু** আনউম আল-ইফরীকীও হাদীস বিশারদদের **মতে** দুর্বল।

এ হাদীসে রিশদীন বিন সাদ বিন মুফলিহ (মৃত্যু ১৮৮ হিজরী) রয়েছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও আবূ যারআ আররাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মুঈন তার নিকট থেকে হাদীস লিখতেন না। আবূ হাতিম আররাযী বলেন, সে হচ্ছে মুনকারুল হাদীস। কেননা তার মধ্যে গাফলতি পরিলক্ষিত হয়। অন্যজন হচ্ছে আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনআম প্রথম যুগের তাবেঈ (মৃত্যু ১৫৬ হিজরী, আফ্রিকায়)। ইমাম আহমাদ তার সম্পর্কে একবার বলেনে, তার হাদীস আমি লিখিনা। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান তার বর্ণনাকৃত হাদীস পরিত্যাগ করতেন।[২৪৩]

بَاب مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَمُوْتُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

অনুচ্ছেদ: "আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোন প্রভু নেই" এ সাক্ষ্য দিয়ে যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে

٣٣/٢٤٤. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِيْ عَامِرُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ ثُمَّ الْحُبُلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ اللهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِيْ عَلَى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُوْنَ فَيَقُوْلُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ أَفَلَكَ عُذْرٌ فَيَقُوْلُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَيَقُوْلُ احْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ فَقَالَ

২৪৩. (তিরমিযী ২৫৯৯ -আলবানী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন)

إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ قَالَ فَتُوْضَعُ السّجلَّاتُ فِيْ كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَــةُ فِيْ كَفَّــةٍ فَطَاشَــتَ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتَ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ» (ماجه ٤٣٠٠)

২৪৪/৩৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি: আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের একজনকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে আলাদা করে এনে হাজির করবেন। তিনি তার সামনে নিরানব্বইটি 'আমালনামার খাতা খুলে ধরবেন। প্রতিটি খাতা দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তারপর তিনি প্রশ্ন করবেন, তুমি কি এগুলো থেকে কোন একটি (গুনাহ) অস্বীকার করতে পার? আমার লেখক ফেরেশতারা কি তোমার উপর যুলম করেছে? সে বলবে না, হে প্রভু! তিনি আবার জিজ্ঞেস করবেন: তোমার কোন অভিযোগ আছে কি? সে বলবে, না, হে আমার প্রভূ! তিনি বলবেন: আমার কাছে তোমার একটি সাওয়াব আছে। আজ তোমার উপর এতটুকু যুলমও করা হবে না। তখন ছোট একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে। তাতে লিখা থাকবে: "আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভু নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল"। তিনি তাকে বলবেন: দাড়িপাল্লার সামনে যাও। সে বলবে, হে প্রভু! এতগুলো খাতার বিপরীতে এ সামান্য কাগজটুকুর কিইবা ওজন হবে? তিনি বলবেন: তোমার উপর কোন রকম যুলম করা হবে না। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তারপর খাতাগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে আর সেই টুকরাটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। ওজনে খাতাগুলোর পাল্লা হালকা হবে এবং কাগজের টুকরার পাল্লা ভারী হবে। আর আল্লাহর নামের বিপরীতে কোন কিছুই ভারী হতে পারে না।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। কুতাইবা-ইবনু লাহীআ' হতে, তিনি 'আমির ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) হতে এ সনদে উপযুক্ত মর্মে এরকম বর্ণিত আছে। 'বিতাকা' বা খণ্ড।[২৪৪]

---

২৪৪. (তিরমিযী ২৬৩৯, সহীহ : ইবনু মা-জাহ ৪৩০০)

بَاب مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ: নবী (ﷺ)-এর কুরআন তেলাওয়াত কেমন ছিল?

٢٤٥/٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ «مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ»

২৪৫/৩৪. আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: মহান রব ইজ্জাত বলেন, কুরআন (চর্চার ব্যস্ততা) ও আমার যিকর যাকে আমার নিকটে কিছু নিবেদন করা হতে বিরত রেখেছে আমি তাকে আমার

কাছে যারা চায় তাদের চেয়ে অনেক উত্তম বখশিশ দিব। সব কালামের উপর আল্লাহর কালামের মাহাত্ম্য এত বেশি যত বেশি আল্লাহর সম্মান তাঁর সকল সৃষ্টির উপর।

আবূ ঈসা বলেন: এ হাদীসটি হাসান গারীব।

অত্র হাদীসে দুজন দুর্বল রাবী আছে। একজন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বিন আবূ ইয়াযীদ। ইমাম আহমাদ, ইয়াকূব বিন সুফইয়ান, আবূ দাউদ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মুঈন বলেন, সে মিথ্যা বলত। নাসাঈ তাকে পরিত্যাজ্য বলেছেন। অন্যজন হচ্ছেন আতীয়্যাহ বিন সাদ বিন জানাদাহ (মৃত্যু ১১১ হিজরী কুফার অধিবাসী)। ইমাম আহমাদ তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যারআ আররাযী তাকে লীন বলেছেন। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, তার উপর নির্ভর করা যায় না।[২৪৫]

---

২৪৫. (তিরমিযী ২৯২৬ -আলবানী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন. যঈফ. দারেমী ৩৩৫৬ এ উল্লেখ করেছেন, যঈফ, মিশকাত ২১৩৬, ১৩৩৫)

بَاب وَمِنْ سُوْرَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ: সূরা আল-ফাতিহা সম্পর্কিত

٣٥/٢٤٦. حدَّثنَا قُتيبَةُ حَدَّثنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّيْ أَحْيَانًا أَكُوْنُ وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ فَاقْرَأْهَا فِيْ نَفْسِكَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِيْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ يَقْرَأُ الْعَبْدُ فَيَقُوْلُ ﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ فَيَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ فَيَقُوْلُ ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ﴾ فَيَقُوْلُ اللهُ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ فَيَقُوْلُ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ فَيَقُوْلُ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ وَهَذَا لِيْ وَبَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾ وَآخِرُ السُّوْرَةِ لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ يَقُوْلُ ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾»

২৪৬/৩৫. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে লোক সলাত আদায় করলো, অথচ তাতে উম্মুল কুরআন (সূরা আল-ফাতিহা) পড়লো না, তা (সলাত) ত্রুটিপূর্ণ, তা ত্রুটিপূর্ণ তা অসম্পূর্ণ। বর্ণনাকারী ('আব্দুর রহমান) বলেন, আমি বললাম, হে আবূ হুরাইরাহ! আমি তো অনেক সময় ইমামের পশ্চাতে সলাত আদায় করি। তিনি বলেন, হে পারস্যের পুত্র! তুমি তা নীরবে পাঠ করবে। কারণ আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার ও আমার বান্দাদের মাঝে সলাতকে অর্ধাঅর্ধি ভাগ করে নিয়েছি। সলাতের অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক আমার বান্দার। আর বান্দা আমার নিকট যা চায় তা-ই তাকে দেয়া হয়। বান্দা **যখন** (সলাতে দাঁড়িয়ে) বলে,

আল-হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন (সমস্ত প্রশংসা তামাম জগতের প্রভু আল্লাহ তা'আলার জন্য), তখন কল্যাণের আধার আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন বান্দা বলে, আর-রাহমানির রাহীম (তিনি অতি দয়াদ্র পরম দয়ালু), তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। যখন বান্দা বলেন, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন (বিচার দিবসের মালিক), তখন আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছে। এটা হচ্ছে আমার জন্য। আর আমার ও আমার বান্দার জন্য যোগাযোগের সূত্র হচ্ছে: ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'ঈন (আমরা শুধু তোমারই 'ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য চাই), সূরার শেষ পর্যন্ত আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দার জন্য তাই যা সে চায়। বান্দা বলে, "ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম। সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম। গাইরিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়ালায য-লালীন" আমাদেরকে সরল ও সুদৃঢ় পথ দেখাও। ঐ মানুষদের পথ যাদের তুমি নিয়ামত দান করেছ। যারা অভিশপ্ত হয় নি, যারা পথভ্রষ্ট নয়।[২৪৬]

بَاب وَمِنْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرانَ

অনুচ্ছেদ: সূরা আল ইমরান সম্পর্কিত

٣٦/٢٤٧. حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ حبيب بْنِ عَرَبِيٍّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ قال سمعت طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ قَال سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُوْلُ لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيْ يَا جَابِرْ مَا لِيْ أَرَاكَ مُنْكَسِرًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اسْتُشْهِدَ أَبِيْ قُتِلَ يَوْمَ أُحُد وتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا قَالَ أَفَلَا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللهُ بِه أَبَاكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رسُوْل اللهِ قَالَ «مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَحْيَا أَبَاك فكَلَّمَهُ كِفَاحًا فَقَالَ يَا عَبْدِيْ تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِك قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِيْنِيْ فَأُقْتَلَ فِيْكَ ثَانِيَةً قَالَ الرَّبُّ

২৪৬. (মুসলিম ৩৯৫, নাসায়ী ৯০৯, আবূ দাউদ ৮২, ৮১৯, ইবনু মাজাহ ৮৩৮ সহীহ, তিরমিযী ২৯৫৩ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّيْ أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُوْنَ قَالَ وَأُنْزِلَتْ هَـذِهِ الْآيَـةُ ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا﴾ الْآيَةَ»

২৪৭/৩৬. জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার সাথে সাক্ষাৎ করে আমাকে বললেন ঃ হে জাবের! কী ব্যাপার, আমি তোমাকে মনভাঙ্গা দেখছি কেন ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা (উহূদের যুদ্ধে) শহীদ হয়েছেন এবং সম্বলহীন পরিবার-পরিজন ও ঋণ রেখে গেছেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কিভাবে তোমার পিতার সাথে মিলিত হয়েছেন আমি কি তোমাকে সে সুসংবাদ দিব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন ঃ আল্লাহ কখনো কারো সাথে তাঁর পর্দার আড়াল ব্যতীত কথা বলেননি, কিন্তু তিনি তোমার পিতাকে জীবন দান করে তার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। তাকে তিনি বললেন ঃ তুমি আমার নিকট চাও, আমি তোমাকে দান করব। সে বলল, হে প্রভু! আপনি আমাকে জীবনদান করুন, যাতে আমি দ্বিতীয়বার আপনার রাহে নিহত হতে পারি। বারাকাতময় আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ আমার পক্ষ থেকে আগে হতেই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত হয়ে আছে যে, তারা আর ফিরে যাবে না। এ প্রসঙ্গে ঐ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা রিযিকপ্রাপ্ত"। (সূরা আলি ইমরান: ১৬৯)[২৪৭]

٣٧/٢٤٨. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْـدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ سُـئِلَ عَـنْ قَـوْلِهِ ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ﴾ فَقَـالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرْنَا «أَنَّ أَرْوَاحَهُمْ فِيْ طَـيْرٍ خُـضْرٍ تَـسْرَحُ فِيْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ وَتَأْوِيْ إِلَى قَنَادِيْلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِـمْ رَبُّـكَ

২৪৭. (তিরমিযী ৩০১০ -আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, হাসান : ইবনু মাজাহ ১৯০, ২৮০০)

اطِلَاعَةً فَقَالَ هَلْ تَسْتَزِيْدُوْنَ شَيْئًا فَأَزِيْدُكُمْ قَالُوْا رَبَّنَا وَمَا نَسْتَزِيْدُ وَنَحْنُ فِي الْجَنَّةِ نَسْرَحُ حَيْثُ شِئْنَا ثُمَّ اطَّلَعَ إِلَيْهِمْ الثَّانِيَةَ فَقَالَ هَلْ تَسْتَزِيْدُوْنَ شَيْئًا فَأَزِيْدُكُمْ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَمْ يُتْرَكُوْا قَالُوْا تُعِيْدُ أَرْوَاحَنَا فِيْ أَجْسَادِنَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَنُقْتَلَ فِيْ سَبِيْلِكَ مَرَّةً أُخْرى» (م ١٨٨٧، ماجه ٢٨٠١)

২৪৮/৩৭. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিম্নোক্ত আয়াত বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হল: "যারা আল্লাহ তা'আলার পথে নিহত হয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে রিযিকপ্রাপ্ত" (সূরা আলি ইমরান) তিনি বললেন, আমরাও অবশ্য এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম। আমাদেরকে অবহিত করা হয় যে, জান্নাতের মধ্যে তাদের রূহগুলো সবুজ পাখির আকারে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ায়, আরশের সাথে ঝুলানো ঝাড়বাতিসমূহ আরাম করে। একবার তোমার প্রভু তাদের প্রতি উঁকি দিয়ে প্রশ্ন করেন: তোমরা আরো কিছু চাও কি? তাহলে আমি তোমাদের আরো বাড়িয়ে দিব। তারা বলল, হে আমাদের প্রভু! আমরা এর চাইতে বেশি আর কী চাইব। আমরা জান্নাতের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা আবার উঁকি দিয়ে বলেন: তোমাদের আরো কিছু চাওয়ার আছে কি? তাহলে আমি আরো বৃদ্ধি করে দিব। যখন তারা দেখলো যে, কিছু চাওয়া ছাড়া তাদের রেহাই নেই তখন তারা বলল, আপনি আমাদের দেহে প্রাণ সঞ্চার করে দিন যাতে আমরা আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারি এবং আপনার পথে আবার শহীদ হতে পারি।[২৪৮]

بَاب وَمِنْ سُوْرَةِ الْأَنْعَامِ

অনুচ্ছেদ: সূরা আল আন'আম সম্পর্কিত

٣٨/٢٤٩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ

---

২৪৮. (তিরমিযী ৩০১১ -আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন, আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ, সহীহ : ইবনু মাজাহ : ২৮০১)

وَجَلَّ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ «إِذَا هَمَّ عَبْدِيْ بِحَسَنَةٍ فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوْهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا بِمِثْلِهَا فَإِنْ تَرَكَهَا وَرُبَّمَا قَالَ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً ثُمَّ قَرَأَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»

২৪৯/৩৮. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: বারাকাতময় আল্লাহ তা'আলা বলেন: আর তাঁর বাণী সম্পূর্ণ সত্য: আমার কোন বান্দা যখন কোন ভালো কাজের ইচ্ছা করে তখন তোমরা তার জন্য একটি নেকি লিখো। পক্ষান্তরে সে কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করলে তবে তোমরা কোন গুনাহ লিখো না, যদি সে তা করে তবে একটি মাত্র গুনাহই লিখো এবং যদি সে তা বর্জন করে এবং কখনোও বলেছেন কার্যকর না করে তার জন্য একটি নেকি লিখো। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন: "কেউ কোন সৎকাজ করলে সে তার দশ গুণ পাবে এবং কেউ কোন অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু এর প্রতিফল দেয়া হবে" (সূরা আন'আম: ১৬০)[২৪৯]

সহীহ: রাওযুন নাযীর: ২/৭৪২, আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

بَاب وَمِنْ سُوْرَةِ مَرْيَمَ

অনুচ্ছেদ: সূরা মারইয়াম সম্পর্কিত

٢٥٠/٣٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيْلَ إِنِّيْ قَدْ أَحْبَبْتُ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ قَالَ فَيُنَادِيْ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْمَحَبَّةُ فِيْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا

২৪৯. (বুখারী ৪২, ৭৫০১,মুসলিম ১২৮, তিরমিযী ৩০৭৩ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا وَإِذَا أَبْغَضَ اللهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيْلَ إِنِّيْ أَبْغَضْتُ فُلَانًا فَيُنَادِيْ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ»

২৫০/৩৯. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: কোন বান্দাকে আল্লাহ যখন ভালবাসেন তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন: আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসি। অতএব তুমিও তাকে ভালবাস। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আসমানবাসীদের মধ্যে জিবরীল তখন ঘোষণা করেন। তারপর যমীনবাসীদের অন্তরে তার জন্য ভালবাসা অবতীর্ণ হয়। এটাই আল্লাহ তা'আলার বাণীতে প্রস্ফুটিত: "যারা ঈমান এনেছে এবং উত্তম কার্য সম্পাদন করেছে খুব শীঘ্রই দয়াময় রহমান (লোকেদের অন্তরে তাদের জন্য) ভালবাসার উদ্রেক করবেন" (সূরা মারইয়াম: ৯৬) অপর দিকে যখন আল্লাহ কাউকে ঘৃণা করেন তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন: আমি অমুককে ঘৃণা করি। জিবরীল তখন আসমানবাসীদের মধ্যে এটা ঘোষণা করেন। তারপর যমীনের অধিবাসীদের মনে তার জন্য ঘৃণা অবতীর্ণ হতে থাকে।

সহীহ: ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। নাসিরুদ্দীন আলাবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[২৫০]

بَاب وَمِنْ سُوْرَةِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ: সূরা হজ্জ সম্পর্কিত

٢٥١/٤٠. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُدْعَانَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَتْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ إِلَى قَوْلِهِ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ قَالَ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ وَهُوَ فِيْ سَفَرٍ فَقَالَ أَتَدْرُوْنَ أَيُّ يَوْمٍ ذَلِكَ فَقَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذَلِكَ يَوْمَ يَقُوْلُ اللهُ لِآدَمَ

২৫০. (বুখারী ৩২০৯, ৭৪৮৫,মুসলিম **২৬৩৭, তিরমিযী ৩১৬১** -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ **বলেছেন**, সনদ দুর্বল)

«ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ فَقَالَ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ تِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ إِلَى النَّارِ وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَأَنْشَأَ الْمُسْلِمُوْنَ يَبْكُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِبُوْا وَسَدِّدُوْا فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا جَاهِلِيَّةٌ قَالَ فَيُؤْخَذُ الْعَدَدُ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنْ تَمَّتْ وَإِلَّا كَمُلَتْ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ وَمَا مَثَلُكُمْ وَالْأُمَمِ إِلَّا كَمَثَلِ الرَّقْمَةِ فِيْ ذِرَاعِ الدَّابَّةِ أَوْ كَالشَّامَةِ فِيْ جَنْبِ الْبَعِيْرِ ثُمَّ قَالَ إِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنُوْا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُوْا ثُمَّ قَالَ إِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُوْا ثُمَّ قَالَ إِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرُوْا قَالَ لَا أَدْرِيْ قَالَ الثُّلُثَيْنِ أَمْ لَا» (ضعيف الإسناد)

২৫১/৪০. ইমরান ইবনু হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। "হে লোকেরা! তোমাদের প্রভুর গযব হতে নিজেদেরকে রক্ষা কর। কিয়ামতের কম্পন বড়ই ভয়াবহ ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা দেখতে পাবে সেদিনের অবস্থা এমন হবে যে, প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী নিজের দুধের শিশুকে দুধ পান করাতে ভুলে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত করবে এবং লোকদেরকে তোমরা মাতালের মতো দেখতে পাবে, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার শাস্তিই এতদূর কঠোর হবে" (সূরা হজ্জ: ১-২)

রাবী বলেন, এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরে ছিলেন। তিনি বললেন: তোমরা কি জান এটা কোন দিন? সাহাবাগণ বললেন: আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই বেশি জানেন। তিনি বললেন: এটা সেই দিন, যখন আল্লাহ আদম (আলাইহিস সালাম)-কে বলবেন: জাহান্নামের বাহিনী প্রস্তুত কর। আদম (আলাইহিস সালাম) বলবেন: হে প্রভু! জাহান্নামের বাহিনীর সংখ্যা কত? তিনি বললেন: (হাজারে) নয় শত নিরানব্বই জন জাহান্নামের এবং একজন জান্নাতের বাহিনী। একথা শুনে মুসলমানরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: সমতল পথে চলো, আল্লাহর নৈকট্য খোঁজ কর, সোজা পথে চল। প্রত্যেক নাবুয়্যাতের পূর্বেই রয়েছে জাহিলিয়াত। তিনি আরো বললেন: জাহিলিয়াত

হতেই বেশি সংখ্যক নেয়া হবে। যদি এতে সংখ্যা পূর্ণ হয় তো ভাল, অন্যথায় মুনাফিকদের দিয়ে সংখ্যা পূর্ণ করা হবে। অন্যান্য উম্মাতের ও তোমাদের উদাহরণ হচ্ছে, যেমন পশুর বাহুর দাগ অথবা উটের পার্শ্বদেশের তিলক। তিনি আবার বললেন: আমি আশা করি তোমরাই হবে জান্নাতের এক চতুর্থাংশ অধিবাসী। একথা শুনে তারা তাকবীর ধ্বনি দেন। তারপর তিনি বললেন: আমি আশা করি তোমরাই হবে জান্নাতের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী। একথা শুনে তারা তাকবীর ধ্বনি দেন। তিনি আবার বললেন: আমি আশা করি তোমরাই হবে জান্নাতের অর্ধেক অধিবাসী। তারা এবারও তাকবীর ধ্বনি দেন। রাবী বলেন, তিনি দুই-তৃতীয়াংশের কথা বলেছেন কি না তা আমার মনে নেই।

আলবানী হাদীসটির সনদকে দুর্বল বলেছেন। প্রথমত হাদীসটিতে বর্ণনাকারী সাহাবী ইমরান বিন হুসাইন ও আল হাসান বিন আবুল হাসানের মধ্যে সনদে ইনকিতা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এ হাদীসের একজন রাবী আলী বিন যায়েদ বিন আবদুল্লাহ বিন জুদআনকে ইমাম আহমাদ, ইয়াহইয়া বিন মুঈন শক্তিশালী রাবী হিসেবে পরিগণিত করেননি। আর ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান তার হাদীস পরিত্যাগ করেছেন। সনদ দুর্বল, তা'লীকুর রাগীব (৪/২২৯)[২৫১]

٤١/٢٥٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَتَفَاوَتَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي السَّيْرِ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ إِلَى قَوْلِهِ عذابَ الله شديدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ حَثُّوْا الْمَطِيَّ وَعَرَفُوْا أَنَّهُ عِنْدَ قَوْلٍ يَقُوْلُهُ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ أَيُّ يَوْمٍ ذَلِكَ قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ يُنَادِي اللهُ فِيهِ آدَمَ فَيُنَادِيهِ

২৫১. (তিরমিযী ৩১৬৮)

رَبُّهُ فَيَقُوْلُ يَا آدَمُ «ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ فَيَقُوْلُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ فَيَئِسَ الْقَوْمُ حَتَّى مَا أَبَدَوْا بِضَاحِكَةٍ فَلَمَّا رَأَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بِأَصْحَابِهِ قَالَ اعْمَلُوْا وَأَبْشِرُوْا فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيْقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلَّا كَثَّرَتَاهُ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ وَبَنِيْ إِبْلِيْسَ قَالَ فَسُرِّيَ عَنْ الْقَوْمِ بَعْضُ الَّذِيْ يَجِدُوْنَ فَقَالَ اعْمَلُوْا وَأَبْشِرُوْا فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِيْ جَنْبِ الْبَعِيْرِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِيْ ذِرَاعِ الدَّابَّةِ»

২৫২/৪১. **ইমরান ইবনু** হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। চলার পথে তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ অগ্র পশ্চাৎ হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (সূরা হাজ্জের প্রথম) এ দু'টি আয়াতের মাধ্যমে নিজের আওয়াজ বড় করলেন। "হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। ক্বিয়ামতের কম্পন এক ভয়াবহ ব্যাপার .... বস্তুত আল্লাহ তা'আলার শাস্তি বড় কঠিন"- (সূরা হাজ্জ: ১-২) তাঁর সাহাবীগণ এই ডাক শুনতে পেয়ে নিজেদের জন্তুযানের গতি বাড়িয়ে দিলেন এবং জানলেন যে, তিনি কিছু বলবেন। (সাহাবীগণ তাঁর কাছে পৌঁছলে) তিনি বললেন: তোমরা কি জান সেই দিন কোনটি? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি জানেন। তিনি বললেন: সেদিন আল্লাহ আদমকে ডেকে বলবেন, হে আদম! (তোমার বংশধর থেকে) একদলকে বের করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে আস। আদম (আলাইহিস সালাম) বলবেন: হে আমার প্রতিপালক! জাহান্নামী দলের পরিমাণ কী? তিনি বলবেন: প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন জাহান্নামে যাবে এবং একজন জান্নাতে যাবে। সাহাবীগণ একথা শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। তখন কারো মুখে হাসি ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের এ অবস্থা দর্শনে বললেন: কাজ করতে থাক এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন! তোমরা দু'টি জীবের সাক্ষাৎ পাবে।

তাদের সাথে যাদের সাক্ষাৎ হবে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে। এ দু'টি জীব হল ইয়াযূজ ও মাযূজ এবং আদম সন্তান ও ইবলীসের সন্তানদের মধ্যে যারা মরে গেছে তারা। বর্ণনাকারী বলেন, এতে লোকদের চিন্তা ও বিষণ্ণতা কিছুটা দূরীভূত হল।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: তোমরা কাজ কর এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! (অন্যান্য জাতির তুলনায়) তোমাদের দৃষ্টান্ত হল, উটের পার্শ্বদেশের তিলক অথবা চতুষ্পদ জন্তুর বাহুর দাগের মত।[২৫২]

بَاب وَمِنْ سُوْرَةِ السَّجْدَةِ

অনুচ্ছেদ: সূরা আস্ সাজদাহ্-সম্পর্কিত

٢٥٣/٤٢. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ تَعَالَى «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَتَصْدِيْقُ ذَلِكَ فِيْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾» (ب ٣٢٤٤، ٤٧٧٩، ٤٧٨٠، ٧٤٩٨، ٢٨٢٤، ماجه ٤٣٢٨)

২৫৩/৪২. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেন: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তু বানিয়ে রেখেছি, যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন অন্তঃকরণ চিন্তা করেনি। এর সত্যতা আল্লাহর কিতাবেই বিদ্যমান: "তাদের ভাল কাজের পুরস্কার হিসাবে তাদের চোখ জুড়ানো কোন বিষয় লুকিয়ে রাখা হয়েছে"। (সূরা সাজদাহ: ১৭)[২৫৩]

---

২৫২. (তিরমিযী ৩১৬৯ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, বুখারী: ৪৭৪১, মুসলিম ১/১৩৯। আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।)

২৫৩. (তিরমিযী ৩১৯৭ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, বুখারী: ৪৭৭৯, মুসলিম)

٢٥٤/٤٣. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ أَبْجَرَ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَام سَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ أَيْ رَبِّ أَيُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَدْنَى مَنْزِلَةً قَالَ «رَجُلٌ يَأْتِيْ بَعْدَمَا يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلْ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ كَيْفَ أَدْخُلُ وَقَدْ نَزَلُوْا مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوْا أَخَذَاتِهِمْ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُوْنَ لَكَ مَا كَانَ لِمَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ قَدْ رَضِيْتُ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ هَذَا وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ فَيَقُوْلُ رَضِيْتُ أَيْ رَبِّ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ هَذَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهِ فَيَقُوْلُ رَضِيْتُ أَيْ رَبِّ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَعَ هَذَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ»

২৫৪/৪৩। **মুগীরাহ ইবনু** শু'বাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: একবার মূসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর প্রতিপালককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ জান্নাতের সবচেয়ে নিম্নতম মর্যাদার লোক কে হবে? আল্লাহ বলেন: জান্নাতবাসীরা জান্নাতে চলে যাওয়ার পর এক লোক হাজির হবে। তাকে বলা হবে, প্রবেশ কর। সে বলবে, আমি কিভাবে জান্নাতে প্রবেশ করব, লোকেরা তো নিজ নিজ স্থানে পৌঁছে তা দখল করে নিয়েছে! তখন তাকে বলা হবে, দুনিয়ার বাদশাদের মধ্যে একজন বাদশার যত বড় রাজত্ব হতে পারে, তোমাকে যদি ততটুকু দেয়া হয় তাহলে তুমি কি খুশি হবে? সে বলবে, হে প্রভু! আমি **খুশী**। তাকে বলা হবে, তোমাকে এ পরিমাণ এবং এর অতিরিক্ত তিনগুণ স্থান দেয়া হল। সে বলবে, হে প্রভু! আমি এতে খুশি আছি। তাকে বলা হবে, তোমাকে এ পরিমাণ দেয়া হল এবং তার দশগুণ দেয়া হল। সে বলবে, হে প্রভু! আমি সন্তুষ্ট হলাম। তাকে বলা হবে, এ ছাড়াও তোমার আত্মা যা কামনা করবে এবং তোমার চোখ যা পেয়ে শীতল হবে তাও তোমাকে দেয়া হবে।[২৫৪]

---

২৫৪. (সহীহ মুসলিম : ১৮৯, **তিরমিযী** ৩১৯৮ -আলবানী হাদীসটিকে **সহীহ** বলেছেন)

بَاب وَمِنْ سُوْرَةِ ص

*অনুচ্ছেদ: সূরা সদ- সম্পর্কিত

٤٤/٢٥٥. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِيْ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ أَوْ قَالَ فِيْ نَحْرِيْ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِيْ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ اِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ فِي الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَيَوْمِ ولدته أُمُّهُ وقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِيْ إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ قَالَ وَالدَّرَجَاتُ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ»

২৫৫/৪৪. ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:আজ রাতে আমার মহান ও বারাকাতময় প্রভু সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় আমার কাছে এসেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মতে তিনি বলেছেন: ঘুমের মাঝে স্বপ্নযোগে। তারপর তিনি বললেন: হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর জগতের অধিবাসীরা কোন বিষয়ে বিবাদ করছে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আমি বললাম, না। তিনি তাঁর হাত আমার দু' কাঁধের মাঝখানে রাখলেন। এমনকি আমি আমার দু' স্তনের বা বুকের মাঝে এর শীতলতা অনুভব করলাম। আসমান-যমীনে যা

কিছু আছে আমি তা অবগত হলাম। তিনি বললেন: হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর জগতের অধিবাসীরা কোন বিষয়ে বিবাদ করছে? আমি বললাম: হ্যাঁ কাফফারাত নিয়ে বিবাদ করছে। কাফ্ফারাত অর্থ "নামাযের পর মাসজিদে বসে থাকা, নামাযের জামা'আতে হাজির হওয়ার জন্য হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়েও সুষ্ঠুভাবে উযূ করা"। যে লোক এসব কাজ করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণের সাথে মরবে এবং তার জন্ম দিনের মত গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আরো বললেন: হে মুহাম্মাদ! তুমি যখন সালাত আদায় করবে তখন এ দু'আ পড়বে ঃ

" হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট ভাল কাজ করার, খারাপ কাজ ত্যাগ করার এবং গরীব নিঃস্বদের ভালবাসার মনোষ্কামনা চাই।। তুমি যখন তোমার বান্দাদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলার ইচ্ছা কর, তখন আমাকে এ ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার আগেই আমাকে তোমার কাছে তুলে নাও"।

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন: দারাজাত ও মর্যাদার স্তর বলতে বুঝায় সালামের প্রচার প্রসার ঘটানো, মানুষকে খাওয়ানো এবং রাতের অন্ধকারে মানুষ যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে তখন নামায আদায় করা।

সহীহ: আযযিলাল: ৩৮৮, তা'লীকুল রাগীব: ১/৯৮, ১/১২৬।

আবূ ঈসা বলেন, বর্ণনাকারীগণ আবূ কিলাবাহ ও ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)-এর মাঝখানে আরও একজন বর্ণনাকারীর উল্লেখ করেছেন।। ক্বাতাদাহ এ হাদীস আবূ কিলাবাহ হতে, তিনি খালিদ ইবনুল লাজলাজ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) হতে, এ সনদে বর্ণনা করেছেন।[২৫৫]

٤٥/٢٥٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ قَالَ «فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ رَبِّ لَا أَدْرِي فَوَضَعَ يَدَهُ

---

২৫৫. (তিরমিযী ৩২৩৩ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ فِي الدَّرَجَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَفِي نَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَمَنْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

২৫৬/৪৫. ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আমার প্রতিপালক প্রভু সর্বোত্তম চেহারায় আমার নিকট আসলেন। তিনি বললেন: হে মুহাম্মাদ ! আমি বললাম, হে আমার রব! আমি হাজির আমি হাজির। তিনি প্রশ্ন করেন: উর্ধ্ব জগতের অধিবাসীরা কী নিয়ে ঝগড়া করছে? আমি উত্তর দিলাম, প্রভু! আমি জানি না। তিনি তাঁর হাত আমার দু'কাধের মাঝখানে রাখলেন। এমনকি আমি এর শীতলতা আমার উভয় স্তনের মাঝে অনুভব করলাম। পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে যা কিছু আছে তা আমি জেনে নিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম, হে আমার রব ! আমি আপনার সামনে হাজির আছি। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, মর্যাদা বৃদ্ধি, কাফ্ফারাত লাভ, পায়ে হেঁটে জামা'আতে যোগদান, কষ্টকর অবস্থায়ও উত্তমরূপে উযূ করা এবং এক ওয়াক্তের নামায আদায় করার পর পরের ওয়াক্তের নামাযের অপেক্ষায় থাকা ইত্যাদি বিষয়ে তারা তর্ক করছে। যে লোক এগুলোর হিফাযাত করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণময় মৃত্যুলাভ করবে এবং তার মা তাকে প্রসব করার সময়ের মত গুনাহ মুক্ত হয়ে যাবে।

সহীহ: আযযিলাল: ৩৮৮, তা'লীকুল রাগীব: ১/৯৮, ১/১২৬।

আবূ ঈসা তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উল্লেখিত সনদসূত্রে গারীব। মু'আয ইবনু জাবাল ও আব্দুর রহমান ইবনু আউফ এর বরাতেও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীস মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বরাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে অনেক দীর্ঘাভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আমি তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। ফলে আমার গভীর ঘুম এসে গেল। ঘুমের ভিতর আমি

আমার প্রতিপালককে সুন্দরতম চেহারায় দেখতে পেলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, উর্ধ্বজগতের অধিবাসীরা কী বিষয় নিয়ে ঝগড়া করছে .... শেষ পর্যন্ত।[২৫৬]

٤٦/٢٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ أَبُوْ هَانِئٍ الْيَشْكُرِيُّ حَدَّثَنَا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَبِيْ سَلَّامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عايش الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضِي الله عنه قال احتبس عَنَّا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى كِدْنَا نَتَرَاءَى عَيْنَ الشَّمْسِ فخرج سَرِيْعًا فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجَوَّزَ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصوته فقال لنا عَلَى مَصَافِّكُمْ كَمَا أَنْتُمْ ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَيْنَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّيْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا حبسنيْ عَنْكُمْ الْغَدَاةَ أَنِّيْ قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قُدِرَ لِيْ فنعست فِيْ صَلَاتِيْ فَاسْتَثْقَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّيْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ قال «فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ لَا أَدْرِيْ رَبِّ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَتَجَلَّى لِيْ كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ فِي الْكَفَّارَاتِ قَالَ مَا هُنَّ قُلْتُ مَشْيُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَالْجُلُوْسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ فِي الْمَكْرُوْهَاتِ قَالَ ثُمَّ فِيْمَ قُلْتُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَلِيْنُ الْكَلَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ قَالَ سَلْ قُلْ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ

২৫৬. (তিরমিযী ৩২৩৪ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا حَقٌّ فَادْرُسُوْهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوْهَا»

২৫৭/৪৬. মু'আয **ইবনু** জাবাল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের সাথে ফজরের নামায আদায় করতে আসতে বাধাপ্রাপ্ত হলেন। এমনকি আমরা সূর্য উদিত হয়ে যাওয়ার আশংকা করলাম। তিনি তাড়াতাড়ি বের হয়ে **এলে** সালাতের জন্য ইক্বামাত দেয়া হল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংক্ষেপে সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর উচ্চৈঃস্বরে আমাদেরকে ডেকে বললেন: তোমরা যেভাবে সারিবদ্ধ অবস্থায় আছ সেভাবেই থাক। তারপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বসলেন অতঃপর বললেন: সকালে তোমাদের কাছে আসতে আমাকে কিসে বাধাগ্রস্ত করেছে তা এখনই তোমাদেরকে বলছি। আমি রাত্রে উঠে উযূ করলাম **এবং** সামর্থ্যমত নামায পড়লাম। নামাযের **মধ্যে** আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। অতঃপর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, এমন সময় আমি আমার বারাকাতময় প্রভুকে খুব সুন্দর অবস্থায় দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, **হে** মুহাম্মাদ! আমি বললাম: প্রভু! আমি **হাজির** আছে। তিনি বললেন, উর্ধ্বজগতের অধিবাসীগণ (নেতৃস্থানীয় ফেরেশতাগণ) কী ব্যাপারে তর্ক **করছে?** আমি বললাম: প্রভু! আমি জানি না। আল্লাহ তা'আলা এ **কথা** তিনবার বললেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আমি তাঁকে দেখলাম যে, তিনি তাঁর হাতের তালু আমার **দু' কাঁধের** মধ্যখানে রাখলেন। আমি আমার বক্ষস্থলে তাঁর হাতের আঙ্গুলের শীতলতা **উপলব্ধি** করলাম। ফলে প্রতিটি জিনিস আমার **কাছে** আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং আমি তা জানতে পারলাম। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মুহাম্মাদ ! আমি বললাম: প্রভু! আমি আপনার **কাছে হাজির**। তিনি বললেন, উর্ধ্বজগতের বাসিন্দাগণ কী ব্যাপারে তর্ক করছে? আমি বললাম: কাফফারাত প্রসঙ্গে, তিনি বলেন, **সেগুলো** কী? আমি বললাম: হেঁটে সালাতের জামা'আতসমূহে হাজির **হওয়া,** নামাযের পর মাসজিদে বসে থাকা **এবং কষ্ট** হলেও উত্তমরূপে উযূ করা। তিনি বললেন, তারপর কী ব্যাপারে তারা তর্ক করছে? আমি বললাম: খাদ্যপ্রার্থীকে খাদ্য দান,

নম্রতার সাথে কথাবলা এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে সে সময় সালাত আদায় করা প্রসঙ্গে। আল্লাহ বললেন, তুমি কিছু চাও, বল, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ভাল ও কল্যাণকর কাজ সম্পাদনের, মন্দ কাজসমূহ পরিত্যাগের, দরিদ্রজনদের ভালবাসার তাওফীক চাই, তুমি আমায় ক্ষমা কর ও দয়া কর। তুমি যখন কোন গোত্রকে বিপদে ফেলার ইচ্ছা কর তখন তুমি আমাকে বিপদমুক্ত রেখে তোমার কাছে উঠিয়ে নিও। আমি প্রার্থনা করি তোমার ভালবাসা, যে তোমায় বালবাসে তার ভালবাসা এবং এমন কাজের ভালবাসা যা তোমার ভালবাসার নিকটে এনে দেয়।" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: স্বপ্নটি অবশ্যই সত্য। অতএব তা পড়, তারপর তা শিখে নাও।[২৫৭]

সহীহ: মুখতাসার আল উলুব্বি: ৮০/১১৯, আযযিলাল: ৩৮৮।

بَاب وَمِنْ سُوْرَةِ الْوَاقِعَةِ

অনুচ্ছেদ: সূরা আল ওয়াকি'আহ-সম্পর্কিত

٢٥٨/٤٧. بِسمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللهُ «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ وَفِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا وَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ ﴿وَظِلٍّ مَمْدُوْدٍ﴾ وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ﴾»

---

২৫৭. (তিরমিযী ৩২৩৫ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

২৫৮/৪৭. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:আল্লাহ বলেন,আমার নেক বান্দাদের জন্য আমি, এমনকিছু তৈরি করে রেখেছি যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান কখনও শোনেনি এবং মানুষের মন তা ধারণাও করতে পারে না। এ আয়াতটি তোমরা ইচ্ছা করলে পাঠ করতে পার- “তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ তা সবারই অজানা” (সূরা সাজাদাহ৮: ১৭) আর জান্নাতে এমন একটি গাছ আছে যার ছায়াতলে কোন আরোহী একশত বছর চলতে থাকবে কিন্তু তা অতিক্রম করতে পারবে না। তোমরা চাইলে পাঠ করতে পার, “ আর সম্প্রসারিত ছায়া” (সূরা ওয়াক্বিয়াহ: ৩০)। জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা পৃথিবী ও তার মাঝের সব কিছুর চাইতে উত্তম। তোমরা চাইলে পাঠ করতে পার-“ জাহান্নাম থেকে যাকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়” (সূরা আলে ইমরান: ১৮৫)

হাসান সহীহ: সহীহ হাদীস সিরিজ হাঃ ১৯৭৮, বুখারী ‘ইক্বরাউ’ (তোমরা পাঠ করা) শব্দ ছাড়া বর্ণনা করেছেন।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।[২৫৮]

بَاب وَمِنْ سُوْرَةِ الْمُدَّثِّرِ

অনুচ্ছেদ: সূরা আল মুদ্দাসসির- সম্পর্কিত

٢٥٩/٤٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُطَعِيُّ وَهُوَ أَخُوْ حَزْمِ بْنِ أَبِيْ حَزْمٍ الْقُطَعِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِيْ هَذِهِ الْآيَةَ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «أَنَا أَهْلٌ أَنْ أُتَّقَى فَمَنْ اتَّقَانِيْ فَلَمْ يَجْعَلْ مَعِيْ إِلَهًا فَأَنَا أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ» (ماجه ٤٢٩٩)

২৫৮. (বুখারী ৩২৪৪, ৪৭৭৯, ২৮২৪, ইবনু মাজাহ ৪৩২৮, তিরমিযী ৩২৯২ -আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

২৫৯/৪৮. আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তিনিই সেই সত্তা যাকে ভয় করা উচিত। আর তিনিই বান্দার পাপ মার্জনা করার অধিকারী" (সূরা আল মুদ্দাসসির: ৫৬) এ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: আমিই কেবল **মাত্র** (বান্দাদের) **ভয়ের** যোগ্য। কাজেই যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে, আমার **সাথে কাউকে** অংশীদার স্থির করে না, তাকে মাফ করার **যথার্থ** অধিকারী আমিই।[২৫৯]

আলবানী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। এ হাদীসে **সুহাইল** বিন আবূ হাযম নামক বর্ণনাকারী রয়েছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, সে প্রতিষ্ঠিত মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী। **ইমাম** বুখারী বলেন, তার হাদীস অগ্রহণযোগ্য। তার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। আবূ হাতিম ও নাসাঈ তাকে **শক্তিশালী** রাবী নন বলে মত দিয়েছেন।

بَاب وَمِنْ سُوْرَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ: সূরা ফালাক্ব ও নাস (মুয়াব্বিযাতাইন)-সম্পর্কিত

٢٦٠/٤٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حدثنا صفوان بن عيسى حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ ذُبَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَنَفَخَ فِيْهِ الرُّوْحَ عَطَسَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلهِ فَحَمِدَ اللهَ بِإِذْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ يَرْحَمُكَ اللهُ يَا آدَمُ اذْهَبْ إِلَى أُوْلَئِكَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى مَلَإٍ مِنْهُمْ جُلُوْسٍ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالُوْا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيْكَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ اللهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوْضَتَانِ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ اخْتَرْتُ يَمِيْنَ رَبِّيْ وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّيْ يَمِيْنٌ مُبَارَكَةٌ ثُمَّ بَسَطَهَا فَإِذَا فِيْهَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ فَقَالَ أَيْ رَبِّ مَا هَؤُلَاءِ فَقَالَ هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوْبٌ

---

২৫৯. (যঈফ, ইবনু মাজাহ : ৪২৯৯, তিরমিযী ৩৩২৮)

عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَؤُهُمْ أَوْ مِنْ أَضْوَئِهِمْ قَالَ يَا رَبِّ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ قَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ يَا رَبِّ زِدْهُ فِيْ عُمْرِهِ قَالَ ذَاكَ الَّذِيْ كَتَبْتُ لَهُ قَالَ أَيْ رَبِّ فَإِنِّيْ قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِيْ سِتِّيْنَ سَنَةً قَالَ أَنْتَ وَذَاكَ قَالَ ثُمَّ أُسْكِنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أُهْبِطَ مِنْهَا فَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ قَالَ فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ قَدْ عَجَّلْتَ قَدْ كُتِبَ لِيْ أَلْفُ سَنَةٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكِ دَاوُدَ سِتِّيْنَ سَنَةً فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِيَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ قَالَ فَمِنْ يَوْمِئِذٍ أُمِرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُوْدِ»

২৬০/৪৯. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যখন আল্লাহ আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করে তাঁর মাঝে রূহ বা আত্মা ফুঁকে দিলেন, সে সময় তার হাঁচি আসে এবং তিনি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলেন। তিনি আল্লাহর অনুমতি নিয়েই তার প্রশংসা করেন। তারপর তাঁর উদ্দেশে আল্লাহ "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলেন এবং আরো বলেন: হে আদম! তুমি ঐসব ফেরেশতার নিকট যাও যারা সমবেত অবস্থায় ওখানে বসে আছে। অতঃপর তিনি গিয়ে 'আস সালামু আলাইকুম' বললেন। ফেরেশতাগণ জবাবে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বললেন। তারপর তিনি তাঁর প্রভুর নিকট এলে তিনি বললেন: এটাই তোমার ও তোমার সন্তানদের পারস্পরিক সম্ভাষণ। এবার আল্লাহ তাঁর দু'টি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তাঁকে বললেন: দু'টি হাতের মাঝে যেটি ইচ্ছা বেছে নাও। তিনি বললেন: আমার রবের ডান হাত আমি বেছে নিলাম। আর আমার রবের প্রত্যেক হাতই ডান হাত এবং বারাকাতময়, অতঃপর আল্লাহ তার মুষ্টিবদ্ধ হাত খুললে দেখা গেল যে, তাতে আদম (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর সন্তানরা রয়েছে। আদম (আলাইহিস সালাম) বললেন: হে আমার পালনকর্তা! এরা কারা ? আল্লাহ তা'আলা বললেন: এরা তোমার বংশধর। তাদের সকলের দু চক্ষুর মাঝখানে তাদের আয়ুষ্কাল লেখা ছিল। তাদের মাঝে একজন অতি উজ্জ্বল চেহারার ছিল। তিনি বললেন: হে আল্লাহ! কে এই লোক ? তিনি বললেন: সে তোমার সন্তান দাউদ (আলাইহিস সালাম)। আমি তার চল্লিশ বছর বয়স স্থির করেছি। আদম (আলাইহিস সালাম) বললেন: হে আল্লাহ ! তার

আয়ুষ্কাল আপনি আরো বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ বললেন আমি তার জন্য এ বয়স লিখে দিয়েছি। আদম বললেন: হে প্রভু আমি আমার আয়ুষ্কাল হতে ষাট বছর তাকে ছেড়ে দিলাম। আল্লাহ বললেন: এটা তার প্রতি তোমার বদান্যতা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: অতঃপর আল্লাহ যত দিন চাইলেন তিনি জান্নাতে থাকলেন, তারপর তাঁকে সেখান থেকে পৃথিবীতে নামালেন। আদম (عليه السلام) নিজের বয়সের গণনা করতে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: অতঃপর আদম (عليه السلام)-এর নিকট মালাকুল মাউত এসে হাজির হলে তিনি তাকে বললেন: আমার জন্য ধার্যকৃত বয়স তো হাজার বছর, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তুমি এসেছ। মউতের ফেরেশতা বললেন হ্যাঁ, তবে আপনি আপনার বয়স হতে ষাট বছর আপনার ছেলে দাউদ (عليه السلام)-কে দান করেছেন। আদম (عليه السلام) তা অস্বীকার করলেন। এজন্য তার সন্তানরাও অস্বীকার করে থাকে। আর তিনি ভুলে গিয়েছিলেন তাই তার সন্তানরাও ভুলে যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: সেদিন থেকেই লিখে রাখা ও সাক্ষী রাখার হুকুম দেয়া হয়।[২৬০]

হাসান সহীহ: মিশকাত হাঃ ৪৬৬২, যিলালুল জান্নাহ হাঃ ২০৪-২০৬।

٢٦١/٥٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيْدُ فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَعَادَ بِهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ فَعَجِبَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ قَالُوْا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيْدُ قَالُوْا يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيْدِ قَالَ نَعَمْ النَّارُ فَقَالُوْا يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ قَالَ نَعَمْ الْمَاءُ قَالُوْا يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ الرِّيحُ قَالُوْا يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ قَالَ نَعَمْ ابْنُ آدَمَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ بِيَمِيْنِهِ يُخْفِيْهَا مِنْ شِمَالِهِ»

---

২৬০. (তিরমিযী ৩৩৬৮ -আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন)

২৬১/৫০. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন আল্লাহ যখন দুনিয়া সৃষ্টি করেন তখন তা দুলতে থাকে। তাই তিনি পর্বতমালা সৃষ্টি করে তাকে দুনিয়ার উপর স্থাপন করেন। ফলে দুনিয়া শান্ত হয়। পর্বতমালার শক্ত কাঠামোতে ফিরিশতাগণ আশ্চার্যান্বিত **হয়ে** বলেন: হে প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে পর্বতমালা থেকেও কঠিন কোনকিছু আছে কি ? আল্লাহ বলেন: হ্যাঁ, লৌহ। তারা বললেন হে রব ! আপনার সৃষ্টির মধ্যে লোহা হতেও শক্ত ও মজবুত কোন কিছু আছে কি? তিনি বললেন: হ্যাঁ, আগুন। তারা বললেন: হে প্রতিপালক! "আগুন হতেও আপনার সৃষ্টির মধ্যে শক্তিশালী ও কঠিন অন্য কিছু আছে কি? তিনি বললেন: হ্যাঁ, পানি। তারা বললেন: হে প্রভু ! আপনার সৃষ্টির মধ্যে পানি হতেও শক্তিশালী কিছু আছে কি? তিনি বললেন: হ্যাঁ, বায়ু। অবশেষে, ফেরেশতাগণ বললেন: হে প্রতিপালক! বায়ু হতেও বেশি কঠিন ও শক্তিশালী আপনার সৃষ্টির মধ্যে কিছু আছে কি ? আল্লাহ বললেন: হ্যাঁ, সেই আদম সন্তান, যে ডান হাতে দান-খাইরাত করলে তার বাম হাতের কাছে অজানা থাকে।[২৬১]

আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। এ হাদীসে রয়েছেন বর্ণনাকারী সুলাইমান বিন আবূ সুলাইমান। ইয়াহইয়া বিন মুঈন বলেন, আমি তাকে চিনি না। দারাকুতনী ও যাহাবী বলেন, সে অপরিচিত। যঈফ, মিশকাত: ১৯২৩, তা'লীকুর রাগীব: **২/৩১**।

بَاب مَا جَاءَ فِيْ عَقْدِ التَّسْبِيْحِ بِالْيَدِ

অনুচ্ছেদ: হাতের আঙ্গুল গুণে তাসবীহ পাঠ করা

٢٦٢/٥١. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ وَعَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ»

---

২৬১. (তিরমিযী ৩৩৬৯)

২৬২/৫১. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে আমাদের প্রভু দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন। অতঃপর তিনি বলেন: "আমার নিকট যে দু'আ করবে তার দু'আ আমি কবূল করব। যে ব্যক্তি আমার নিকট প্রার্থনা করবে আমি তাকে তা দান করব। যে ব্যক্তি আমার নিকট ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।[২৬২]

بَاب فِيْ فَضْلِ التَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ لِعِبَادِهِ

অনুচ্ছেদ: তাওবাহ্ ও ক্ষমা চাওয়ার ফযীলত এবং বান্দাদের প্রতি আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ সম্পর্কিত

٢٦٣/٥٢. حدثنا عبد الله بْنُ إِسْحَقَ الْجَوْهَرِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ فَائِدٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَال سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا أَنَس بْن مَالِكٍ قَال سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلّم يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى «يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَك عَلَى مَا كَانَ فِيْكَ وَلَا أُبَالِيْ يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَك وَلَا أُبَالِيْ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خطايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً»

২৬৩/৫২. আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমি বলতে শুনেছি: বারাকাতময় আল্লাহ তা'আলা বলেন: হে আদম সন্তান! যতক্ষণ আমাকে তুমি ডাকতে থাকবে এবং আমা হতে ক্ষমা পাওয়ার আশায় থাকবে, তোমার গুনাহ যত অধিক হোক, তোমাকে আমি ক্ষমা করব, এতে কোন পরওয়া করব না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহর পরিমাণ যদি আসমানের কিনারা বা মেঘমালা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, তারপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, এতে আমি পরওয়া করব না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পুরো পৃথিবী ভরা গুনাহ

২৬২. (বুখারী ১১৪৫, মুসলিম ৭৫৮, আবূ দাউদ ১৩১৫. ইবনু মাজাহ ১৩৬৬, তিরমিযী ৩৪৯৮ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

নিয়েও আমার নিকট আস এবং আমার সঙ্গে কাউকে অংশীদার না ক'রে থাক, তাহলে তোমার কাছে আমিও পৃথিবী ভরা ক্ষমা নিয়ে হাজির হব।[২৬৩]

بَاب فِيْ دُعَاءِ الضَّيْفِ

অনুচ্ছেদ: মেহমানের দু'আ

٥٣/٢٦٤. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا دَوْسٍ الْيَحْصُبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَائِذٍ الْيَحْصُبِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَعْكَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ «إِنَّ عَبْدِيْ كُلَّ عَبْدِيَ الَّذِيْ يَذْكُرُنِيْ وَهُوَ مُلَاقٍ قِرْنَهُ يَعْنِيْ عِنْدَ الْقِتَالِ»

২৬৪/৫৩. উমারা ইবনু যা'কারাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমার পূর্ণ বান্দা সেই ব্যক্তি যে তার শত্রুর সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় আমাকে মনে করে।

আলবানী হাদীসটিকে দুবল বলেছেন। এখানে এক বর্ণনাকারী রয়েছেন যার নাম উফাইর ইবনু মাদান। ইমাম নাসাঈ বলেন, সে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী নয়। তার হাদীস গ্রহণ করা হতো না। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বর্ণনাকারীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যঈফ, **যঈফা:** ৩১৩৫।[২৬৪]

بَاب مَا جَاءَ إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ

অনুচ্ছেদ: যমীনে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বিচরণকারী ফেরেশতা সম্পর্কিত

٥٤/٢٦٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ

---

২৬৩. (তিরমিযী ৩৫৪০ -আলবানী **হাদীসটিকে সহীহ** বলেছেন)

২৬৪. (তিরমিযী ৩৫৮০)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ فُضُلًا عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ فَإِذَا وَجَدُوْا أَقْوَامًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا إِلَى بُغْيَتِكُمْ فَيَجِيْئُوْنَ فَيَحُفُّوْنَ بِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ يَصْنَعُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ يَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ وَيَذْكُرُوْنَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ فَهَلْ رَأَوْنِيْ فَيَقُوْلُوْنَ لَا قَالَ فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِيْ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْكَ لَكَانُوْا أَشَدَّ تَحْمِيْدًا وَأَشَدَّ تَمْجِيْدًا وَأَشَدَّ لَكَ ذِكْرًا قَالَ فَيَقُوْلُ وَأَيَّ شَيْءٍ يَطْلُبُوْنَ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ يَطْلُبُوْنَ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَقُوْلُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَا قَالَ فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْهَا لَكَانُوْا أَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وأَشَد عَلَيْهَا حِرْصًا قَالَ فَيَقُوْلُ فَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَتَعَوَّذُوْنَ قَالُوْا يَتَعَوَّذُوْنَ مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَأَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَا فَيَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْهَا لَكَانُوْا أَشَدَّ مِنْهَا هَرَبًا وَأَشَدَّ مِنْهَا خَوْفًا وَأَشَدَّ مِنْهَا تَعَوُّذًا قَالَ فَيَقُوْلُ فَإِنِّيْ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ إِنَّ فِيْهِمْ فُلَانًا الْخَطَّاءَ لَمْ يُرِدْهُمْ إِنَّمَا جَاءَهُمْ لِحَاجَةٍ فَيَقُوْلُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى لَهُمْ جَلِيْسٌ»

২৬৫/৫৪. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) অথবা আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: মানুষের আমালনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ ছাড়া আল্লাহর আরও কিছু ফেরেশতা আছেন যারা দুনিয়াতে ঘুরে বেড়ান। তারা আল্লাহ র যিকরে রত ব্যক্তিদের পেয়ে গেলে একে অন্যকে ডেকে বলেন, নিজেদের উদ্দেশ্যে তোমরা এদিকে চলে এসো। অতএব তারা সেদিকে ছুটে আসেন এবং যিকরে রত লোকদের পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশ পর্যন্ত পরিবেষ্টন করে রাখেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ সে সময় বলেন, আমার বান্দাদেরকে তোমরা কী কাজে রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? ফেরেশতারা বলেন, আমরা তাদেরকে আপনার প্রশংসারত, আপনার মর্যাদা বর্ণনারত এবং আপনার যিকররত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তাদেরকে

আল্লাহ বলেন, তারা আমাকে দেখেছে কি? তারা বলেন, না। নবী (ﷺ) বলেন: আল্লাহ্ পুনরায় প্রশ্ন করেন, তারা আমাকে দেখলে কেমন হত? ফেরেশতারা বলেন, তারা আপনার দর্শন পেলে আপনার অনেক বেশি প্রশংসাকারী, অধিক মাহাত্ম্য বর্ণনাকারী এবং অধিক যিকরকারী হত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: আল্লাহ ফেরেশতাদের আবারও বলেন, আমার কাছে তারা কী চায়? ফেরেশতারা বলেন, আপনার কাছে তারা জান্নাত পেতে চায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: আল্লাহ প্রশ্ন করেন, তারা তা দেখেছে কি? ফেরেশতারা বলেন, না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: আল্লাহ তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তারা তা প্রত্যক্ষ করলে কেমন হত? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: আল্লাহ আবারও প্রশ্ন করেন, তারা কোন্ বস্তু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে? ফেরেশতারা বলেন, তারা জাহান্নাম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: আল্লাহ বলেন: তারা তা দেখেছে কি? ফেরেশতারা বলেন, না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: আল্লাহ্ বলেন, তারা তা দেখলে কেমন হত? ফেরেশতারা বলেন, তারা তা দেখলে তা থেকে আরো অধিক পালিয়ে যেত, আরো বেশি ভয় করত এবং তা থেকে বাঁচার জন্য বেশি বেশি আশ্রয় প্রার্থনা করত। নাবী (ﷺ) বলেন: আল্লাহ বলেন, তোমাদেরকে আমি সাক্ষী করছি যে, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। তখন ফেরেশতারা বলেন, তাদের মাঝে এমন এক লোক আছে যে তাদের সঙ্গে একত্র হওয়ার জন্য আসেনি, বরং ভিন্ন কোন দরকারে এসেছে। সে সময় আল্লাহ বলেন, তারা এমন একদল লোক যে, তাদের সাথে যারা বসে তারাও বঞ্চিত হয় না।[২৬৫]

بَاب فِيْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে উত্তম ধারণা করা

٥٥/٢٦٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

২৬৫. (বুখারী ৬৪০৮, মুসলিম ২৬৮৯, তিরমিযী ৩৬০০)

وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِيْ فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً»

২৬৬/৫৫. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমাকে আমার বান্দা যেভাবে ধারণা করে আমি (তার জন্য) সে রকম। যখন সে আমাকে মনে করে সে সময় আমি তার সঙ্গেই থাকি। সুতরাং সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করলে আমিও তাকে তাদের চাইতে উত্তম মাজলিসে মনে করি। সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসলে আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই। যদি সে আমার দিকে একহাত এগিয়ে আসে, তাহলে তার দিকে আমি একবাহু এগিয়ে যাই। সে আমার দিকে হেঁটে আসলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।[২৬৬]

২৬৬. (বুখারী ৭৪০৫, ২৬৭৫, হবনু মাজাহ ৩৮২২, তিরমিযী ৩৬০৩)

সুনান নাসাঈ

মোট কুদ্‌সী হাদীস সংখ্যা ২৫টি

নাসাঈতে কোন দুর্বল কুদসী হাদীস বর্ণিত হয়নি

بَاب الِاسْتِتَارِ عِنْدَ الِاغْتِسَالِ

অনুচ্ছেদ: গোসল করার সময় আড়াল (পর্দা) করা

١/٢٦٧. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَام يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِيْ فِيْ ثَوْبِهِ قَالَ فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّوبُ «أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ قَالَ بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنْ لَا غِنَى بِيْ عَنْ بَرَكَاتِكَ»

২৬৭/১. আহমদ ইবনু হাফস ইবনু আব্দুল্লাহ (রহ.)... আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: এক সময় হযরত আইয়ূ্যব (আলাইহিস সালাম) উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করছিলেন এমতাবস্থায় তাঁর উপর একটি স্বর্ণের পতঙ্গ পড়লে তিনি তা তাঁর কাপড়ে ভরতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তখন তাঁর প্রভু তাঁকে ডেকে বললেন, হে আইয়ূ্যব! আমি কি তোমাকে ধনবান করি নি? তিনি উত্তরে বললেন: হে আল্লাহ! হ্যাঁ, আপনি আমাকে ধনবান করেছেন। কিন্তু আমি আপনার বরকত থেকে অমুখাপেক্ষী নই।[২৬৭]

بَاب الْحُكْمِ فِيْ تَارِكِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ: সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান

٢/٢٦٨. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيم قَال حدثنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يعْمَر عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِه العبد

---

২৬৭. (বুখারী ২৭৯, ৩৩৯১, ৭৪৯৩, নাসায়ী ৪০৯ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

صَلَاتُهُ فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا وَإِلَّا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «انْظُرُوْا لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَكْمِلُوْا بِهِ الْفَرِيْضَةَ»

২৬৮/২. ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (র.) .... আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: কিয়ামাতের দিন বান্দার থেকে সর্ব প্রথম সালাতের হিসাব নেয়া হবে। সালাত পুরোপুরি আদায় ক'রে থাকলে তো ভাল কথা, অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা বলবেন, দেখ, আমার বান্দার কোন নফল সালাত আছে কি না? নফল সালাত থাকলে বলবেন, এই নফল সালাত দ্বারা ফরয সালাত পূর্ণ করে দাও।[২৬৮]

الْأَذَانُ لِمَنْ يُصَلِّيْ وَحْدَهُ

অনুচ্ছেদ: একা সালাত আদায়কারীর আযান

٣/٢٦٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِيْ غَنَمٍ فِيْ رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّيْ فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ»

২৬৯/৩. মুহাম্মদ ইবনু সালামা (র.) .... উকবা ইবনু আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমার রব সে ব্যক্তির উপর খুশি হন, যে পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গে বকরী চরায় এবং সালাতের জন্য আযান দেয় ও সালাত আদায় করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: 'তোমরা আমার এ বান্দাকে দেখ, সে আযান দিচ্ছে এবং সালাত কায়েম করছে ও আমাকে ভয় করছে। 'আমি আমার এ বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালাম।'[২৬৯]

---

২৬৮. (সুনান নাসাঈ ৪৬৭ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, ইবনু মাজাহ ১৪২৫, ১৪২৬)
২৬৯. (আবূ দাঊদ ১২০৩, নাসায়ী ৬৬৬ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

بَابُ تَرْكِ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فِيْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ: সূরা ফাতিহায় 'বিসমিল্লাহ' না পড়া

٢٧٠/٤. فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّيْ أَحْيَانًا أَكُوْنُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَغَمَزَ ذِرَاعِيْ وَقَالَ اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِيْ نَفْسِكَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِيْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُوْا يَقُوْلُ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ يَقُوْلُ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ»

২৭০/৪. রাবী বলেন, পরবর্তীকালে আমি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি যে, আমি অনেক সময় ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে থাকি, তখন সূরা ফাতিহা পাঠ করব কি? তিনি আমার বাহু চাপ দিয়ে বলেন, হে ফারসী! তখন তুমি তা মনে মনে পড়বে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি সালাতকে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে) আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত করেছি। অতএব, এর অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক বান্দার জন্য। আর আমার বান্দার জন্য রয়েছে যা সে চায়- তাই তাকে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা সূরা ফাতিহা পাঠ কর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন আমার বান্দা বলে: 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর যখন বান্দা বলে, 'আররহমানির রাহীম' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। আর বান্দা যখন বলে, 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা

আমার সম্মান প্রদর্শন করেছে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন' তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সীমিত এবং আমার বান্দা যা প্রার্থনা করল তা-ই তাকে দেওয়া হয়। অতপর বান্দা যখন 'ইহ্দিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম', গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালায য-ল্লীন', বলে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, এসমস্ত আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা কিছু প্রার্থনা করেছে, তা সে প্রাপ্ত হবে।[২৭০]

تَأْوِيْلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنْ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলার বাণী: আমি তোমাকে সাতটি আয়াত প্রদান করেছি, যা বারবার পড়া হয় এবং কুরআনের ব্যাখ্যা

٥/٢٧١. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ التَّوْرَاةِ وَلَا فِيْ الْإِنْجِيْلِ مِثْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَهِيَ مَقْسُوْمَةٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ»

২৭১/৫. হুসাইন ইবনু হুরায়ছ (রহ.) ... উবাই ইব্নু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতিহার মত তাওরাত অথবা ইঞ্জিলে কোন আয়াত নাযিল করেননি। তা সাত আয়াত, যা বারবার পাঠ করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন এ আমার ও আমার বান্দার মধ্যে ভাগ করা। আর আমার বান্দার জন্য রয়েছে, সে যা চায়।[২৭১]

---

২৭০. (মুসলিম ৩৯৫, তিরমিযী ২৯৫৩, আবূ দাউদ ৮২১, নাসায়ী ৯০৯ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

২৭১. (তিরমিযী ২৮৭৫, ৩১২৫, নাসায়ী ৯১৪ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

كَرَاهِيَةُ الِاسْتِمْطَارِ بِالْكَوْكَبِ

অনুচ্ছেদ: তারকার সাহায্যে বৃষ্টি কামনার অপছন্দনীয়তা

٦/٢٧٢. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِيْ مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِيْنَ يَقُوْلُوْنَ الْكَوْكَبُ وَبِالْكَوْكَبِ»

২৭২/৬. আমর ইবনু সাওয়াদ (রহ.) .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার বান্দাদের যে কোন নেয়ামত দান করি না কেন তাদের একদল ঐ নেয়ামতের অস্বীকারকারী হয়ে যায়। তারা বলে, নক্ষত্র আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।[২৭২]

٧/٢٧٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حدثنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ اللَّيْلَةَ قَالَ مَا «أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِيْ مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِيْنَ يَقُوْلُوْنَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَأَمَّا مَنْ آمَنَ بِيْ وَحَمِدَنِيْ عَلَى سُقْيَايَ فَذَاكَ الَّذِيْ آمَنَ بِيْ وَكَفَرَ بِالْكَوْكَبِ وَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَاكَ الَّذِيْ كَفَرَ بِيْ وَآمَنَ بِالْكَوْكَبِ»

---

২৭২. (মুসলিম ৭২, নাসায়ী ১৫২৪ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

২৭৩/৭. কুতায়বা (রহ.) ...... যায়দ ইব্নু খালিদ জুহানা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে মানুষদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হল। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি শুনতে পাওনি, তোমাদের রব গত রাত্রে কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, আমি আমার বান্দাদের কোন নেয়ামত দান করলে তাদের একদল ঐ নেয়ামতের অস্বীকারকারী হয়ে যায়। তারা বলে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। অতএব, যারা আমার উপর ঈমান আনল এবং আমার বৃষ্টি বর্ষণ করার কারণে আমার প্রশংসা করল, তারাই আমার উপর ঈমান আনল আর নক্ষত্রের মূল প্রভাবকে অস্বীকার করল। আর যারা বলে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমার উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, তারাই আমাকে অস্বীকার করল এবং নক্ষত্রের মূল প্রভাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করল।[২৭৩]

فِيمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ

অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে

٢٧٤/٨. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ح وَأَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى «إِذَا أَحَبَّ عَبْدِيْ لِقَائِيْ أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِيْ كَرِهْتُ لِقَاءَهُ»

২৭৪/৮. হারিছ ইবনু মিসকীন এবং কুতায়বা (রহ.) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন আমার বান্দা আমার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আমিও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করি। আর যখন সে আমার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আমিও তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করি।"[২৭৪]

---

২৭৩. (বুখারী ৮৪৬, ১০৩৮,মুসলিম ৭১, আবূ দাউদ ৩৯০৬, নাসায়ী ১৫২৫ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

২৭৪. (বুখারী ৭৫০৪,মুসলিম ১৫৭. ২৬৮৪, তিরমিযী ১০৬৮, ইবনু মাজাহ ৪২৬৪, নাসায়ী ১৮৩৫ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন)

أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ

অনুচ্ছেদ: মু'মিনগণের রূহ

٩/٢٧٥. أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «كَذَّبَنِيْ ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يُكَذِّبَنِيْ وَشَتَمَنِيْ ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَشْتُمَنِيْ أَمَّا تَكْذِيْبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ إِنِّيْ لَا أُعِيْدُهُ كَمَا بَدَأْتُهُ وَلَيْسَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَعَزَّ عَلَيَّ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا وَأَنَا اللهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِيْ كُفُوًا أَحَدٌ»

২৭৫/৯. রবী' ইবনু সুলায়মান (রহ.) ...... আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আদম সন্তান আমাকে অস্বীকার করে অথচ তার জন্য উচিত ছিল না আমাকে অস্বীকার করা। আদম সন্তান আমাকে গালি দেয় অথচ তার জন্য উচিত ছিল না আমাকে গালি দেয়া। আমাকে তার অস্বীকার করার অর্থ হল তার একথা বলা যে, আমি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করব না যেরূপ প্রথমে সৃষ্টি করেছিলাম অথচ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করা অপেক্ষা আমার জন্য কোন কঠিন ব্যাপারই নয়। আর আমাকে তারা গালি দেওয়ার অর্থ হল: সে বলে যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন অথচ আমি আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়, কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি কাউকে জন্মও দেইনি আর আমি কারও জাতও নই আর আমার সমকক্ষও কেহ নেই।[২৭৫]

١٠/٢٧٦. أَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ

২৭৫. (বুখারী ৩১৯৩, ৪৯৭৪, নাসায়ী ২০৭৮ -আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন)

رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَسْرَفَ عَبْدٌ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِأَهْلِهِ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُوْنِيْ ثُمَّ اسْحَقُوْنِيْ ثُمَّ اذْرُوْنِيْ فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنِّيْ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ قَالَ فَفَعَلَ أَهْلُهُ ذَلِكَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «لِكُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا أَدِّ مَا أَخَذْتَ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ خَشْيَتُكَ فَغَفَرَ اللهُ لَهُ»

২৭৬/১০. কাছীর ইবনু উবায়দ (রহ.) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, এক বান্দা নিজের উপর অত্যাচার করছিল। এমতাবস্থায় তার কাছে মৃত্যু উপস্থিত **হলে** সে তার পরিবার-পরিজনকে বলল: যখন আমি মৃত্যুবরণ করি তখন তোমরা আমাকে পুড়িয়ে এবং ছাই করে ফেলবে। তারপর আমাকে বাতাসে সাগরে ফেলে দিবে। আল্লাহর কসম, যদি আল্লাহ তা'আলা আমার উপর ক্ষমতা পান তাহলে তিনি আমাকে এমন শাস্তি দিবেন যা তাঁর সৃষ্টির কাউকেও দেননি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তার পরিবার-পরিজন তাই করল। (আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন) ঐ ব্যক্তিকে বলবেন, যে নিজের কিছু অংশ বিনষ্ট করে দিয়েছিলে "তুমি তা ফিরিয়ে দাও।" তখন সে দাঁড়িয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন: "তুমি কেন **এমন** করেছিলে?" সে বলবে, "তোমার ভয়ে! অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন।[২৭৬]

١١/٢٧٧. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيْءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِأَهْلِهِ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُوْنِيْ ثُمَّ اطْحَنُوْنِيْ ثُمَّ اذْرُوْنِيْ فِي الْبَحْرِ فَإِنَّ اللهَ إِنْ يَقْدِرْ عَلَيَّ لَمْ يَغْفِرْ لِيْ قَالَ «فَأَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ فَتَلَقَّتْ رُوْحَهُ قَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ قَالَ يَا رَبِّ مَا فَعَلْتُ إِلَّا مِنْ مَخَافَتِكَ فَغَفَرَ اللهُ لَهُ»

---

২৭৬. (বুখারী ৩৪৮১, ৭৫০৬, ইবনু মাজাহ, নাসায়ী ২০৭৯ -আলবানী হাদীসটিকে **সহীহ** বলেছেন)

২৭৭/১১. ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহ.) .... (হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের পূর্বেকার এক ব্যক্তি তার আমল সম্পর্কে মন্দ ধারণা করেছিল। যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হল সে তার পরিবারের লোকজনকে বললো যে, আমি মৃত্যুবরণ করলে তোমরা আমাকে পুড়িয়ে ফেলবে এবং আমার ছাই নিশ্চিহ্ন করে সাগরে ফেলে দিবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা যদি আমার উপর ক্ষমতাবান হন তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আদেশ করলে তারা তার আত্মাকে উপস্থিত করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তখন জিজ্ঞাসা করবেন, "তুমি যা করেছিলে তা করতে তোমাকে কোন্ জিনিস উদ্বুদ্ধ করেছিল?" সে বলবে, "হে আমার প্রভু! আমি একমাত্র তোমার ভয়ে ঐরূপ করেছিলাম।" তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন।[২৭৭]

فَضْلُ الصِّيَامِ والاخْتلَافُ عَلَى أَبِيْ إِسْحَقَ فِيْ حَدِيثِ عَلِيّ بْنِ أَبِيْ طَالبٍ فِيْ ذَلكَ

অনুচ্ছেদ: সিয়াম পালনের ফযীলত, এ প্রসঙ্গে আলী ইবনু আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আবূ ইসহাক (রহ.) থেকে বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় পার্থক্য

١٢/٢٧٨. أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحَق عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عنْ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ «الصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ حِيْنَ يُفْطِرُ وَحِيْنَ يَلْقَى رَبَّهُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ»

২৭৮/১২. হিলাল ইবনু 'আলা (রহ.) .... আলী ইবনু আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: সাওম আমারই জন্য আর আমিই তার প্রতিদান দেব।

---

২৭৭. (বুখারী ৩৪৭৯, ৬৪৮০, নাসায়ী ২০৮০ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

সাওম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে- যখন সে ইফতার করে এবং যখন সে তার রবের সাথে (আল্লাহ তা'আলার) সাথে সাক্ষাৎ করবে, ঐ সত্তার শপথ যাঁর কুদরতী হস্তে আমার জীবন রয়েছে, সাওম পালনকারীর (ক্ষুধাজনিত কারণে নির্গত) মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মিশকের সুগন্ধি থেকে অধিক পছন্দনীয়।[২৭৮]

٢٧٩/١٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ وللصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِيْنَ يَلْقَى رَبَّهُ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ

২৭৯/১৩. মুহাম্মদ ইবনু বাশ্শার (রহ.).... আবুল আহওয়াস (রহ.) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন: সাওম আমারই জন্য আর আমিই তার প্রতিদান দেব। সাওম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে- একটি যখন সে তার রবের (প্রভুর) সাথে সাক্ষাৎ করবে আর দ্বিতীয়টি যখন সে ইফতার করে। আর সায়েমের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মিশকের সুগন্ধি থেকেও অধিক পছন্দনীয়।[২৭৯]

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِيْ صَالِحٍ فِيْ هَذَا الْحَدِيثِ

অনুচ্ছেদ: এ হাদীসের বর্ণনায় আবূ সালিহ (রহ.) থেকে বর্ণনাকারীদের বর্ণনার পার্থক্যের উল্লেখ

٢٨٠/١٤. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثنَا أَبُوْ سِنَانٍ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ الصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ

২৭৮. (নাসায়ী ২২১১ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ লি-গাইরিহী বলেছেন)

২৭৯. (নাসায়ী ২২১২ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন)

وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ اللهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

২৮০/১৪. আলী ইবনু হারব (রহ.) ..... আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, সওম আমারই জন্য আর আমিই তার প্রতিদান দেব। সাওম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে- সে যখন ইফতার করে আনন্দ লাভ করে আর সে যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং আল্লাহ তাকে প্রতিদান দেবেন তখনও সে আনন্দ লাভ করবে। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন, সাওম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার কাছে মিশকের সুগন্ধি থেকে বেশি পছন্দনীয়।[২৮০]

٢٨١/١٥. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصَّائِمُ يَفْرَحُ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ فِطْرِهِ وَيَوْمَ يَلْقَى اللهَ وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»

২৮১/১৫. সুলায়মান ইবনু দাউদ (রহ.) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, সাওম আমারই জন্য আর আমিই তার প্রতিদান দেব। সাওম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে; ইফতারের সময় এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের সময়। আর সাওম পালনকারীর (ক্ষুধাজনিত কারণে) নির্গত মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার কাছে কস্তুরীর সুগন্ধি থেকেও অধিক পছন্দনীয়।[২৮১]

---

২৮০. (মুসলিম ১১৫১, নাসায়ী ২২১৩ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

২৮১. (বুখারী ১৮৯৪, ১৯০৪,মুসলিম ১১৫১, তিরমিযী ৭৬৪, ৭৬৬, আবূ দাউদ ২৩৬৩, ইবনু মাজাহ ১৬৩৮, ১৬৯১, নাসায়ী ২২১৪ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন)

١٦/٢٨٢. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا ابْنُ آدَمَ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا «الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ جُنَّةٌ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»

২৮২/১৬. ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহ.) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: যে কোন নেক কাজ আদম সন্তান করে না কেন তার জন্য দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করে সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: সাওম ব্যতীত, যেহেতু সাওম আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দিব। সাওম পালনকারী আমারই কারণে স্বীয় কামভাব এবং পানাহার পরিত্যাগ করে। সাওম পালনকারীর জন্য সাওম ঢাল স্বরূপ। সাওম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে- তার ইফতারের সময় এবং তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়। আর সাওম পালনকারীর (ক্ষুধাজনিত কারণে নির্গত) মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার কাছে কস্তুরীর সুগন্ধি থেকেও অধিক পছন্দনীয়।[২৮২]

١٧/٢٨٣. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ إِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ

---

২৮২. (বুখারী ১৮৯৪, ১৯০৪,মুসলিম ১১৫১, তিরমিযী ৭৬৪, ৭৬৬, আবূ দাউদ ২৩৬৩. ইবনু মাজাহ ১৬৩৮, ১৬৯১, নাসায়ী ২২১৫ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرِحَ بِصَوْمِهِ»

২৮৩/১৭. ইবরাহীম ইবনু হাসান (রহ.) .... আবূ সালিহ্ যায়্যাত (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, বনী আদমের প্রত্যেক নেক কাজ তার নিজের জন্য (কেননা সব কাজের প্রতিদান তাকে দেওয়া হয়। কিন্তু সাওম আমারই জন্য এবং আমিই নিজে তার প্রতিদান দিব। আর সাওম ঢালস্বরূপ। তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সাওম পালন করে, তখন সে যেন অশ্লীল বাক্য ব্যবহার না করে এবং উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলে ও কারো উপর রাগান্বিত না হয়। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে আসে তখন সে যেন বলে, 'আমি সাওম পালন করছি।' ঐ সত্তার শপথ যাঁর পবিত্র হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রাণ, সাওম পালনকারীর (ক্ষুধাজনিত কারণে) মুখের দুর্গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে কস্তুরীর সুগন্ধি থেকেও অধিক পছন্দনীয় হবে। সাওম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দ' রয়েছে- যার দ্বারা সে আনন্দিত হবে। স্বীয় ইফতারের সময় সে আনন্দিত হবে এবং তার রবের সাথে সাক্ষাত করার সময় তার সাওম পালনের কারণে আনন্দিত হবে।[২৮৩]

١٨/٢٨٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الزَّيَّاتُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ الصِّيَامُ

---

২৮৩. (বুখারী ১৮৯৪, ১৯০৪,মুসলিম ১১৫১. তিরমিযী ৭৬৪, ৭৬৬, আবূ দাউদ ২৩৬৩. ইবনু মাজাহ ১৬৩৮, ১৬৯১, নাসায়ী ২২১৬ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন)

جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ»

২৮৪/১৮. মুহাম্মদ ইবনু হাতিম (রহ.) ..... আতা যায়্যাত (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছেন: রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: বনী আদমের প্রত্যেক নেক কাজ তারই। (কেননা সব কাজের প্রতিদান তাকে দেওয়া হয়) কিন্তু সাওম একমাত্র আমারই জন্য এবং আমিই নিজে তার প্রতিদান দিব। আর সাওম ঢালস্বরূপ। তোমাদের মধ্যে কেহ যখন সাওম পালন করে, তখন সে যেন অশ্লীল বাক্য ব্যবহার না করে এবং উচ্চঃস্বরে কথা না বলে ও কারো উপর রাগান্বিত না হয়। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে আসে তখন সে যেন বলে, আমি সাওম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ যাঁর পবিত্র হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রাণ আল্লাহ তা'আলার কাছে সাওম পালনকারীর (ক্ষুধাজনিত কারণে নির্গত) মুখের দুর্গন্ধ কিয়ামতের দিন কস্তুরীর সুগন্ধি থেকেও অধিক পছন্দনীয় হবে।[২৮৪]

١٩/٢٨٥. أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَان قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُس عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سعِيد بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سمعت رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدم لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عنْدَ الله مِنْ رِيْحِ الْمِسْك»

২৮৫/১৯. রবী' ইবনু সুলায়মান (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি:

২৮৪. (বুখারী ১৮৯৪, ১৯০৪,মুসলিম ১১৫১, তিরমিযী ৭৬৪, ৭৬৬, আবূ দাউদ ২৩৬৩, ইবনু মাজাহ ১৬৩৮, ১৬৯১, নাসায়ী ২২১৭ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: বনী আদমের প্রত্যেক নেক কাজ তারই। (কেননা সব কাজের প্রতিদান তাকে দেওয়া হয়) কিন্তু সাওম একমাত্র আমারই জন্য এবং আমিই নিজে তার প্রতিদান দিব। ঐ সত্তার শপথ যাঁর পবিত্র হাতে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর প্রাণ, আল্লাহ তা'আলার কাছে সাওম পালনকারীর (ক্ষুধাজনিত কারণে নির্গত) মুখের দুর্গন্ধ কিয়ামতের দিন কস্তুরীর সুগন্ধি থেকেও অধিক পছন্দনীয় হবে।[২৮৫]

٢٨٦/٢٠. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب عَنْ عَمْرو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَّا الصِّيَامَ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ»

২৮৬/২০. আহমাদ ইবনু ঈসা (রহ.) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে নবী (ﷺ), থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: বনী আদম যে নেক কাজ করে তাকে তার দশগুণ প্রতিদান দেওয়া হয়। কিন্তু সাওম আমারই জন্য এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান দিব।[২৮৬]

بَاب مَا تَكَفَّلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِهِ

অনুচ্ছেদ: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর জন্য আল্লাহ যে জিনিসের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন

٢٨٧/٢١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سعِيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ مَوْلَى ابْنِ أَبِيْ ذُبَابٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ انْتَدَبَ «اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَخْرُجُ فِيْ سَبِيْلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْإِيْمَانُ بِيْ وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِيْ أَنَّهُ ضَامِنٌ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بِأَيِّهِمَا كَانَ إِمَّا بِقَتْلٍ أَوْ وَفَاةٍ أَوْ أَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ نَالَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ»

---

২৮৫. (বুখারী ১৮৯৪, ১৯০৪,মুসলিম ১১৫১, তিরমিযী ৭৬৪, ৭৬৬, আবূ দাউদ ২৩৬৩, ইবনু মাজাহ ১৬৩৮, ১৬৯১, নাসায়ী ২২১৮ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন)

২৮৬. (বুখারী ১৮৯৪, ১৯০৪,মুসলিম ১১৫১, তিরমিযী ৭৬৪, ৭৬৬, আবূ দাউদ ২৩৬৩, ইবনু মাজাহ ১৬৩৮, ১৬৯১, নাসায়ী ২২১৯ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন)

২৮৭/২১. কুতায়বা (রহ.) .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছে, তাকে আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কিছুই বের করেনি এমন ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আল্লাহ তা'আলা, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে- তাকে শাহাদাত নসীব ক'রে অথবা তার মৃত্যু দ্বারা; অথবা তাকে গনীমতের সম্পদ ও সওয়াবসহ ফিরিয়ে আনবেন সে স্থানে, যে স্থান হতে সে বের হয়েছিল।[২৮৭]

بَاب ثَوَابِ السَّرِيَّةِ الَّتِيْ تُخْفِقُ

অনুচ্ছেদ: গনীমতের মাল হতে মাহরূমদের পুণ্য

٢٨٨/٢٢. أَخْبَرَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حدثنا حجَاجُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَحْكِيْهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ «أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِيْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُ إِنْ أَرْجَعْتُهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ وَإِنْ قَبَضْتُهُ غَفَرْتُ لَهُ وَرَحِمْتُهُ»

২৮৮/২২. ইবরাহীম ইবনু ইয়াকূব (রহ.) ... ইব্‌নু উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, যা তিনি তাঁর রব থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: আমার যে বান্দা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয়েছে; আমার জিম্মায় রইলো- আমি তাকে ফিরিয়ে আনবো। যদি আমি তাকে ফিরিয়ে আনি, তা হলে আমি তাকে ফিরিয়ে আনব তার পুণ্য ও গনীমতের সম্পদসহ, আর যদি আমি তাকে ওফাত দেই, তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব এবং তার প্রতি রহমত করব।[২৮৮]

---

২৮৭. (বুখারী ১৮৯৪, ১৯০৪,মুসলিম ১১৫১, তিরমিযী ৭৬৪, ৭৬৬, আবূ দাঊদ ২৩৬৩, ইবনু মাজাহ ১৬৩৮, ১৬৯১, নাসায়ী ৩১২৩ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

২৮৮. (বুখারী ৩৬, ৩১২৩, ৭৪৫৭,মুসলিম ১৮৭৬, ইবনু মাজাহ ২৭৫৩, নাসায়ী ৩১২৬ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

مَا يَتَمَنَّى أَهْلُ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ: জান্নাতীগণ যা কামনা করবেন

٢٨٩/٢٣. أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ فَيَقُوْلُ أَيْ رَبِّ خَيْرَ مَنْزِلٍ فَيَقُوْلُ سَلْ وَتَمَنَّ فَيَقُوْلُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّنِيْ إِلَى الدُّنْيَا فَأُقْتَلَ فِيْ سَبِيْلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ»

২৮৯/২৩. আবূ বকর ইবনু নাফি (রহ.) .... আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: জান্নাতীদের মধ্যে শহীদকে আনা হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন: হে আদম সন্তান! তোমার বাসস্থান কেমন পেলে? সে বলবে: ইয়া আল্লাহ! সর্বোত্তম স্থান। তিনি বলবেন: আরও কিছু চাও এবং আকাঙ্ক্ষা কর। তখন সে ব্যক্তি বলবে: হে আল্লাহ! আমি চাই, আপনি আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন। আমি আপনার রাস্তায় দশবার শহীদ হই। কেননা সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে।[২৮৯]

بَابُ قَتْلِ النَّمْلِ

অনুচ্ছেদ: পিঁপড়া হত্যা

٢٩٠/٢٤. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِبَيْتِهِنَّ فَحُرِقَ عَلَى مَا فِيْهَا فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ «فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً» و قَالَ الْأَشْعَثُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ فَإِنَّهُنَّ يُسَبِّحْنَ

---

২৮৯. (বুখারী ২৭৯৫, ২৮১৭,মুসলিম ১৮৭৭, তিরমিযী ১৬৬১, নাসায়ী ৩১৬০ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ

২৯০/২৪. ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহ.) ... হযরত হাসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: একজন নবী গাছের নীচে অবতরণ করলে তাকে একটি পিপড়ায় দংশন করে। ফলে তাঁর আদেশে তাদের পূর্ণ বস্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা উক্ত নবীর উপর ওহী অবতীর্ণ করেন যে, তুমি ঐ পিঁপড়াকে কেন মারলে না, যে তোমাকে দংশন করেছে? আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, সেই বর্ণনায় এটুকু বর্ধিত আছে যে, কারণ তারা তাসবীহ পাঠ করে।

ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহ.) .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, মারফূ'রূপে বর্ণনা করেননি।[২৯০]

زِيَادَةُ الْإِيْمَانِ

অনুচ্ছেদ: ঈমানের বৃদ্ধি পাওয়া

٢٩١/٢٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مُجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ فِي الْحَقِّ يَكُوْنُ لَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَشَدَّ مُجَادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِرَبِّهِمْ فِيْ إِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ أُدْخِلُوْا النَّارَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَنَا وَيَصُوْمُوْنَ مَعَنَا وَيَحُجُّوْنَ مَعَنَا فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ قَالَ فَيَقُوْلُ «اذْهَبُوْا فَأَخْرِجُوْا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ قَالَ فَيَأْتُوْنَهُمْ فَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِصُوَرِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبَيْهِ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا قَالَ

---

২৯০. (বুখারী ৩০১৯, ৩৩১৯, মুসলিম ২২৪১. আবূ দাউদ ৫২৬৫, ৫২৬৬, ইবনু মাজাহ ৩২২৫, নাসায়ী ৪৩৫৯ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ মাকতূ' বলেছেন)

وَيَقُوْلُ أَخْرِجُوْا مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ وَزْنُ دِيْنَارٍ مِنَ الْإِيْمَانِ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِيْنَارٍ حَتَّى يَقُوْلَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ» قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فَلْيَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ إِلَى عَظِيْمًا

২৯১/২৫. মুহাম্মদ ইবনু রাফে' (রহ.) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের পার্থিব কোন ঝগড়া এত অধিক হবে না, যা মু'মিন তার দোযখী ভাইদের জন্য আল্লাহ তা'আলার সাথে করবে। তিনি বলেন, তারা বলবে: ইয়া আল্লাহ! আমাদের ভাইগণ আমাদের সাথে সালাত আদায় করতো, আমাদের সাথে রোযা রাখতো এবং আমাদের সাথে হজ্জ করতো, আর আপনি তাদেরকে দোযখে দাখিল করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন: তোমরা গিয়ে যাকে চিনতে পার তাকে বের করে নাও। তিনি বলবেন: তারা এসে তাদেরকে চিনতে পারবে তাদের চেহারা দেখে। তাদের মধ্যে এমন লোক হবে, যাকে আগুন তার পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত ধরেছে, কাউকে পায়ের গিট পর্যন্ত, তারা তাদেরকে বের করবে এবং বলবে ঃ হে আমাদের রব! আপনি যাদেরকে বের করার আদেশ দিয়েছেন, আমরা তাদেরকে বের করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন: তাদেরকেও বের কর যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান রয়েছে। এরপর বলবেন: ঐ সকল লোকদেরকেও বের কর যাদের অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বলবেন: এমন লোকদেরকেও বের কর যাদের অন্তরে অণু (জাররা) পরিমাণ ঈমান রয়েছে। আবূ সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: যার বিশ্বাস না হয়, সে এই আয়াত: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ﴾ হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করতে পারে।[২৯১]

---

২৯১. (নাসায়ী ৫০১০ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, ইবনু মাজাহ ৬০)

সুনান আবূ দাউদ

মোট কুদ্সী হাদীস সংখ্যা ১৫টি

এতে একটি মাত্র দুর্বল হাদীস বর্ণিত হয়েছে। দুটি হাসান ও দুটি হাসান সহীহ বাকী ১০টি সহীহ কুদসী হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

بَاب فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى وَقْتِ الصَّلَوَاتِ

অনুচ্ছেদ: সালাতের ওয়াক্তসমূহের হিফাযত সম্পর্কিত

٢٩٢/١. حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ ضُبَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سُلَيْكٍ الْأَلْهَانِيِّ أَخْبَرَنِي ابْنُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ أَخْبَرَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى «إِنِّيْ فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِيْ عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِيْ» (ماجه ١٤٠٣ حسن)

২৯২/১. হায়ওয়াত ইবনু শুরায়হ্ আল মিসরী ..... আবূ কাতাদা ইবনু রিবঈ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: মহান আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চিত আমি আপনার উম্মাতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি এবং আমি নিজের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি: যে ব্যক্তি তা সঠিক ওয়াক্তসমূহে আদায় করবে- আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি তার হেফাজত করে না- তার জন্য আমার পক্ষ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি নেই।[২৯২]

بَاب مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِيْ صَلَاتِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না

٢٩٣/٢. قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّيْ أَكُوْنُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ فَغَمَزَ ذِرَاعِيْ وَقَالَ اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِيْ نَفْسِكَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَعَالَى «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِيْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اقْرَءُوْا يَقُوْلُ الْعَبْدُ ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

---

২৯২. (আবূ দাউদ ৪৩০ -আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, ইবনু মাজাহ হাঃ ১৪০৩)

حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ يَقُوْلُ ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ﴾ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾ يَقُوْلُ اللهُ هَذِهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ يَقُوْلُ الْعَبْدُ ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾ يَقُوْلُ اللهُ فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ»

২৯৩/২. রাবী বলেন, পরবর্তীকালে আমি আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি যে, আমি অনেক সময় ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে থাকি, তখন সূরা ফাতিহা পাঠ করব কি? তিনি আমার বাহু চাপ দিয়ে বলেন, হে ফারসী! তখন তুমি তা মনে মনে পড়বে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি সালাতকে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে) আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত করেছি। অতএব, এর অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক বান্দার জন্য। আর আমার বান্দার জন্য রয়েছে যা সে চায়- তাই তাকে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা সূরা ফাতিহা পাঠ কর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন আমার বান্দা বলে: 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর যখন বান্দা বলে, 'আররহমানির রাহীম' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। আর বান্দা যখন বলে, 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার সম্মান প্রদর্শন করেছে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন' তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সীমিত এবং আমার বান্দা যা প্রার্থনা করল তা-ই তাকে দেওয়া হয়। অতঃপর বান্দা যখন 'ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম', গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালায য-ল্লীন' বলে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, এসমস্ত আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা কিছু প্রার্থনা করেছে, তা সে প্রাপ্ত হবে।[২৯৩]

---

২৯৩. (মুসলিম ৩৯৫, তিরমিযী ২৯৫৩ সহীহ, নাসায়ী ৯০৯ সহীহ, ইবনু মাজাহ ৮৩৮ সহীহ, আবূ দাউদ ৮২১ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُتِمُّهَا صَاحِبُهَا تُتَمُّ مِنْ تَطَوُّعِه

অনুচ্ছেদঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর বাণী-অপূর্ণাঙ্গ ফরয সালাতকে নফল সালাতের মাধ্যমে পূর্ণতা দেয়া হবে

٣/٢٩٤. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ الضَّبِّيِّ قَالَ خَافَ مِنْ زِيَادٍ أَوْ ابْنِ زِيَادٍ فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَلَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فَنَسَبَنِي فَانْتَسَبْتُ لَهُ فَقَالَ يَا فَتَى أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا قَالَ قُلْتُ بَلَى رَحِمَكَ اللهُ قَالَ يُونُسُ وَأَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ» حدثنا موسى بن إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِيطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ بِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ

২৯৪/৩. ইয়াকুব ইবনু ইবরাহীম ... আনাস ইবন হাকীম আদ্-দাব্বী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি যিয়াদ অথবা ইবন যিয়াদের ভয়ে মদীনায় চলে আসেন এবং হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করেন। হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) আমাকে তাঁর বংশ-পরিচয় প্রদান

করেন এবং আমি আমার পরিচয় প্রদান করি। তিনি আমাকে বলেন ঃ হে যুবক! আমি কি তোমার নিকট হাদীস বর্ণনা করব না? জবাবে আমি বলি ঃ হ্যাঁ, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। রাবী ইউনুস বলেন ঃ আমি মনে করি তিনি এ হাদীসটি সরাসরি নবী করীম (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম (ﷺ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন লোকদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম তাদের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তিনি বলেন ঃ আমাদের মহান রব বান্দার নামায সম্পর্কে স্বয়ং জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করবেন, দেখ তো সে তা পূর্ণরূপে আদায় করেছে, না তাতে কোন ত্রুটি আছে? অতঃপর বান্দার নামায পরিপূর্ণ হলে তা তদ্রূপই লিখিত হবে। অপরপক্ষে যদি তাতে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তবে তিনি (রব) ফেরেশতাদের বলবেন ঃ দেখ তো আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কি? যদি থাকে তবে তিনি বলবেন ঃ তোমরা তার নফল দ্বারা তাঁর ফরয নামাযের ত্রুটি দূর কর। অতঃপর এইরূপে সমস্ত ফরয আমলের ত্রুটি নফল দ্বারা দূরীভূত করা হবে।

মূসা ইবন ইসমাঈল .... আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হযরত নবী করীম (ﷺ) হতে উপর্যুক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... তামীমুদ-দার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি (রাঃ) বলেন ঃ যাকাতের ব্যাপারটিও তদ্রূপ হবে। অতঃপর অন্যান্য আমলের হিসাবও অনুরূপভাবে গ্রহণ করা হবে।[২৯৪]

بَاب الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ: সফর অবস্থায় আযান দেয়া

٤/٢٩٥. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِث أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ

---

২৯৪. (তিরমিযী ৪১৩ সহীহ, নাসায়ী ৪৬৫, ৪৬৬ সহীহ, আবূ দাউদ ৮৬৪ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, ইবনু মাজাহ ১৪২৫, ১৪২৬ সহীহ)

رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِيْ غَنَمٍ فِيْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّيْ فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ» (صحيح)

২৯৫/৪. হারূন ইবনু মারূফ (রহ.) ..... উকবা ইবনু আমির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি: যখন কোন বকরির পালের রাখাল পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানকালে আযান দিয়ে সলাত আদায় করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান **এবং** বলেন: (হে আমার ফেরেশতারা!) তোমরা আমার বান্দার প্রতি লক্ষ্য কর। এই ব্যক্তি (পাহাড়ের চূড়ায়ও) আযান দিয়ে সলাত আদায় করছে। সে আমার ভয়েই তা করছে। অতএব আমি আমার এ বান্দার যাবতীয় **গুনাহ ক্ষমা** করে দিলাম এবং আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।[২৯৫]

بَاب صَلَاةِ الضُّحَى

অনুচ্ছেদ: চাশতের সালাত

٥/٢٩٦. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ أَبِيْ شَجَرَةَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «يَا ابْنَ آدَمَ لَا تُعْجِزْنِيْ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِيْ أَوَّلِ نَهَارِكَ أَكْفِكَ آخِرَهُ» (صحيح)

২৯৬/৫. দাউদ ইব্‌ন রাশীদ (র.) ....নুআয়ম ইব্‌ন হাম্মার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। **তিনি** বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেনঃ হে বনী আদম! তোমরা দিনের প্রথমাংশে চার রাকাত নামায আদায় না করে আমাকে **দিনের শেষ** ভাগ **পর্যন্ত** তোমাদের ভালোবাসা হতে বঞ্চিত রেখ না।[২৯৬]

---

২৯৫. (আবূ দাউদ ১২০৩ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, নাসায়ী ৬৬৬ সহীহ)
২৯৬. (আবূ দাউদ ১২৮৯ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

بَاب أَيِّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

অনুচ্ছেদ: রাতের কোন্ অংশ (ইবাদতের জন্য) উত্তম

٦/٢٩٧. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُوْلُ «مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ» (ب ١١٤٥، ٦٣٢١، ٧٤٩٤، م ٧٥٨، ت ٤٤٦ صحيح، ٣٤٩٨ صحيح، ماجه ١٣٦٦ صحيح) (صحيح)

২৯৭/৬. আল্-কা'নাবী (রহ.) .... আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: প্রত্যহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হয়ে বলতে থাকেন: তোমাদের যে কেউ আমার নিকট কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করবে, আমি তার ঐ দুআ কবূল করব, এবং যে আমার নিকট গোনাহ মাফের জন্য কামনা করবে, আমি তার গোনাহ মাফ করব। ()[২৯৭]

بَاب فِيْ صِلَةِ الرَّحِمِ

অনুচ্ছেদ: নিকটাত্মীয়দের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন

٧/٢٩٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ «أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِيْ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ

---

২৯৭. (বুখারী ১১৪৫, ৬৩২১, মুসলিম ৭৫৮, তিরমিযী ৪৪৬ সহীহ, **ইবন** মাজাহ ১৩৬৬ সহীহ, আবূ দাউদ ১৩১৫ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

العشقلانِيّ حدثنا عبد الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ أَنَّ الرَّدَّادَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ (ت ١٩٠٧ صحيح) (صحيح)

২৯৮/৭. মুসাদ্দাদ (রহ.) ...... আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন: আমি 'রহমান', আর আত্মীয় সম্পর্ক হল 'রাহেম'। আমি আমার নাম হতে তা বের করেছি। কাজেই যে ব্যক্তি আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখে, আমি তার নিকটবর্তী হই। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তা ছিন্ন করে আমি আমার সম্পর্কও তার সাথে ছিন্ন করি।[২৯৮]

بَاب فِي الرَّجُلِ يَشْرِيْ نَفْسَهُ

অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে নিজেকে বিক্রি করে দেয়

٨/٢٩٩. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَانْهَزَمَ يَعْنِيْ أَصْحَابُهُ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتَّى أُهَرِيْقَ دَمُهُ فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ انظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ رَجَعَ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِيْ وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِيْ حَتَّى أُهَرِيْقَ دَمُهُ» (حسن)

২৯৯/৮. মূসা ইবন ইসমাঈল (রহ.) .... আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমাদের মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির বিষয়ে বিস্ময়বোধ করবেন, যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে গিয়ে সঙ্গ-সাথীসহ পরাজিত হয়ে আল্লাহর হক সম্পর্কে নিজ কর্তব্য উপলব্ধি করে। তারপর কাফিরদের সঙ্গে মনে প্রাণে যুদ্ধ করার জন্য ফিরে আসে ও নিজের রক্ত বইয়ে দিয়ে শহীদ হয়। তখন আল্লাহ্

২৯৮. (আবূ দাউদ ১৬৯৪ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, তিরমিযী ১৯০৭ সহীহ)

ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে বলে থাকেন, তোমরা আমার এ বান্দার প্রতি দেখ. সে আমার নিকট হতে সাওয়াব পাওয়ার আশায় এবং আমার আযাবের ভয়ে ফিরে এসে নিজের রক্ত দিয়েছে।[২৯৯]

بَاب فِي الشَّرِكَةِ

অনুচ্ছেদ: শরীকী কারবার সম্পর্কে

٩/٣٠٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللهَ يَقُولُ «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» (انفرد به أبو داود) (ضعيف)

৩০০/৯. মুহাম্মদ ইবনু সুলাইমান (রহ.) .... আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন আমি দুই শরীকের মধ্যে তৃতীয়, যতক্ষণ না তারা একে অপরের প্রতি খিয়ানত করে। এরপর যখন তাদের কেউ অন্যের প্রতি খিয়ানত করে, তখন আমি তাদের সংস্রব পরিত্যাগ করি। (ফলে সে যৌথ কারবারে বরকত উঠে যায়।)[৩০০]

আলবানী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। যঈফুল জামে ১৭৪৮, ইরওয়াউল গালীল ১ম খণ্ড ২৮৮ পৃষ্ঠা, হাদাস নং ১৪৬৮।

بَاب فِي النُّجُوْمِ

অনুচ্ছেদ: জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে

١٠/٣٠١. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خالد الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا

---

২৯৯. (আবূ দাউদ ২৫৩৬ -আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

৩০০. (আবূ দাউদ ৩৩৮৩)

انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ»

৩০১/১০. কা'নাবী (রহ.) ..... যায়দ ইব্‌নু খালিদ জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুদায়বিয়াতে আমাদের সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করেন। তখন রাত্রিতে কিছু বৃষ্টি হওয়ার চিহ্ন বাকী ছিল। সালাত শেষে তিনি লোকদের বলেন: তোমরা কি জান, তোমার রব কী বলেছেন? সাহাবীগণ বলেন: এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তার রাসূলই অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: আল্লাহ বলেছেন: ফজরের সময় আমার কিছু বান্দা মু'মিন এবং কিছু সংখ্যক কাফির হয়ে গেছে। যারা **এরূপ** বলেছে: আমরা আল্লাহর রহমত ও বরকতে পানি পেয়েছি, তাঁরা তো আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং তারার প্রভাবের প্রতি অবিশ্বাসী। পক্ষান্তরে যারা এরূপ বলেছে: অমুক অমুক তারার প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার অস্বীকারকারী বান্দা এবং তারার প্রতি বিশ্বাসী।[৩০১]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ كِتَابُ الْحُرُوْفِ وَالْقِرَاءَاتِ

অনুচ্ছেদ: কুরআনের হরূফ এবং কিরাআত

٣٠٢/١١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح و حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ «ادْخُلُوْا الْبَابَ سُجَّدًا

৩০১. (বুখারী ৮৪৬, ১০৩৮, ৪১৪৭, মুসলিম ৭১. নাসায়ী ১৫২৫ সহীহ, আবূ দাউদ ৩৯০৬ - আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

وَقُوْلُوا حِطَّةٌ تُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ» حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ (انفرد به أبو داود) (حسن صحيح)

৩০২/১১. আহমাদ ইব্‌নু সালিহ্ (রহ.) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন আল্লাহ্ তা'আলা বনূ ইসরাঈলদের এমন নির্দেশ দেন ঃ "দ্বার দিয়ে নতশিরে **প্রবেশ** কর এবং বল, 'ক্ষমা চাই': আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব"। (২: ৫৮) জা'ফর ইব্‌নু মুসাফির (রহ.) .... ইব্‌নু আবূ ফুদায়ক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হিসাম ইব্‌নু সা'আদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে উপরোক্ত হাদীসের সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩০২]

بَاب مَا جَاءَ فِي الْكِبْرِ

অনুচ্ছেদ: গর্ব ও অহংকার সম্পর্কে

١٢/٣٠٣. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنَا هَنَّادٌ يَعْنِيْ ابْنَ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْمَعْنَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ مُوْسَى عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ وَقَالَ هَنَّادٌ عَنْ الْأَغَرِّ أَبِيْ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ هَنَّادٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عز وجل «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ وَالْعَظَمَةُ إِزَارِيْ فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ» (صحيح)

৩০৩/১২. মূসা ইব্‌নু ইসমাঈল (রহ.) .... হান্নাদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুংগী স্বরূপ। তাই, যে ব্যক্তি এ দু'টি জিনিসে আমার শরীক হতে চায়, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।"[৩০৩]

---

৩০২. (আবূ দাউদ ৪০০৬ -আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন)

৩০৩. (মুসলিম ২৬২০, ইবনু মাজাহ ৪১৪৭ সহীহ, আবূ দাউদ ৪০৯০ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

بَاب فِي الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ

অনুচ্ছেদ: জাহমীয়াহ সম্প্রদায়ের (আক্বীদার) জবাব

١٣/٣٠٤. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُوْلُ «مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ» (صحيح)

৩০৪/১৩. কা'নাবী (রহ.) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আমাদের রব প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আসমানে এসে বলেন: আমার কাছে কে দু'আ করবে? আমি তার দু'আ কবূল করবো। কে আমার কাছে চাবে, আমি তাকে তা দেব। আমার কাছে কে গুনাহ্ মাফ চাবে, আমি তার গুনাহ্ মাফ করে দেব।[৩০৪]

بَاب فِيْ خَلْقِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

অনুচ্ছেদ: জান্নাত ও জাহান্নামের সৃষ্টি সম্পর্কে

١٤/٣٠٥. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيْلَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ

---

৩০৪. (বুখারী ১১৪৫, ৬৩২১, মুসলিম ৭৫৮, তিরমিযী ৪৪৬, ৩৪৯৮ সহীহ, আবূ দাউদ ৪৭৩৩ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, ইবনু মাজাহ ১৩৬৬ সহীহ)

وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ قَالَ فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ النَّارَ قَالَ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا» (حسن صحيح)

৩০৫/১৪. মূসা ইবনু ইসমাঈল (রহ.) ...... আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: মহান আল্লাহ যখন জান্নাত সৃষ্টি করেন, তখন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে বলেন: যাও জান্নাত দেখে এসো। তিনি জান্নাত দেখে এসে বলেন: হে আমার রব! যে কেউ এ জান্নাতের কথা শোনবে, সে এতে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা করবে। এরপর আল্লাহ্ জান্নাতকে কিছু কঠিন ও মুশকিল আমল দিয়ে আচ্ছাদিত করেন এবং বলেন: হে জিবরিল! এখন গিয়ে তা দেখে এসো। জিবরিল (আলাইহিস সালাম) তা দেখে এসে বলবেন: হে আমার রব! তোমার 'ইজ্জতের কসম! আমার ভয় হচ্ছে, এখন হয়তো আর কেউ সেখানে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। এরপর আল্লাহ জাহান্নাম সৃষ্টি করার পর জিবরিল (আলাইহিস সালাম)-কে বলেন: হে জিবরিল! সেখানে যাও এবং দেখে এসো। জিবরিল (আলাইহিস সালাম) তা দেখে এসে বলেন: হে আমার রব! আপনার 'ইজ্জতেব কসম! যারা এর অবস্থা শোনবে, তারা কেউ-ই সেখানে যেতে চাইবে না। এরপর আল্লাহ তা'আলা শাহ্য়াত তথা কু-রিপু দিয়ে তাকে ঢেকে দেন এবং বলেন: হে জিবরিল! এখন সেখানে যাও এবং দেখে এসো। জিবরিল (আলাইহিস সালাম) তা দেখে এসে বলেন: হে আমার রব! আপনার 'ইজ্জতের কসম! এখন আমার ভয় হচ্ছে যে, হয়তো সব লোক এতে প্রবেশ করবে।[৩০৫]

---

৩০৫. (বুখারী ৬৪৮৭, তিরমিযী ২৫৬০ হাসান সহীহ, নাসায়ী ৩৭৬৩ হাসান সহীহ, আবূ দাঊদ ৪৭৪৪ -আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন)

بَاب فِي الرَّجُلِ يَسُبُّ الدَّهْرَ

অনুচ্ছেদঃ সময়কে গালি দেয়া সম্পর্কে

١٥/٣٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «يُؤْذِيْنِيْ ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مَكَانَ سَعِيْدٍ وَاللهُ أَعْلَمُ» (صحيح)

৩০৬/১৫. মুহাম্মদ ইবনু সাব্বাহ (রহ.) ...... আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেনঃ বনী আদম সময়কে গালি দেয় আমাকে কষ্ট দেয়। অথচ আমিই সময়, আমার নিয়ন্ত্রণে সব কিছুইঃ আমিই রাত-দিনকে (চক্রাকারে) আবর্তিত করি।[৩০৬]

রাবী ইবনু সারহ (রহ.) ইবনু মুসায়্যাব (রহ.)-এর স্থলে- সাঈদ (রহ.)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

৩০৬. (বুখারী ৪৮২৬, ২২৪৬, আবূ দাউদ ৫২৭৪ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

সুনান ইবনু মাজাহ

মোট কুদ্সী হাদীস সংখ্যা ২৬টি

এ গ্রন্থে মোট ৫টি দুর্বল, ৪টি হাসান ও অবশিষ্ট ১৭টি সহীহ কুদসী হাদীস বর্ণিত হয়েছে

بَاب مَا جَاءَ فِيْ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

অনুচ্ছেদ: পাঁচ ওয়াক্তের ফরয সালাত ও তার হেফাযত করা

١/٣٠٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ضُبَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السُّلَيْكِ أَخْبَرَنِي دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «افْتَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِيْ عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي»

৩০৭/১. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহ.) বলেন, কাতাদা ইবনু রিবঈ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: মহামহিম আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: আমি আপনার উম্মাতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছি এবং আমি আমার নিকট এ অঙ্গীকার করছি যে, যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ওয়াক্তমত এসব সালাতের হেফাযত করবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে হেফাযত করবে না, তার জন্য আমার পক্ষ থেকে কোন অঙ্গীকার নেই।[৩০৭]

আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ

অনুচ্ছেদ: বিপদে ধৈর্য ধারণ করা

٢/٣٠٨. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ «ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ» (انفرد به ابن ماجه) (حسن)

---

৩০৭. (ইবনু মাজাহ ১৪০৩ -আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, আবূ দাঊদ ৪৩০ হাসান।)

৩০৮/২. আবূ উমামা (রহ.) থেকে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেন ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ হে বনী আদম! যদি তুমি সওয়াবের আশায় প্রথম আঘাতেই ধৈর্য ধারণ করো তাহলে আমি তোমাকে সওয়াবের বিনিময় হিসাবে জান্নাত দান না করে সন্তুষ্ট হবো না।

আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এখানে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন যারা নাম আল কাসিম বিন আব্দুর রহমান। আজলী তার হাদীস বর্ণনা করেছেন তবে তাকে শক্তিশালী রাবীদের মধ্য গণ্য করেননি।[৩০৮]

بَاب مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الصِّيَامِ

অনুচ্ছেদ: রোযার ফযীলত

٣/٣٠٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ مَا شَاءَ اللهُ يَقُوْلُ اللهُ «إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِيْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ»

৩০৯/৩. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহর মর্জি হলে আদম সন্তানের প্রতিটি সৎকাজের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাত শতগুণ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। আল্লাহ বলেন: তবে রোযা ব্যতীত, তা আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার প্রতিদান দিবো। সে তার প্রবৃত্তি ও পানাহার আমার জন্যই ত্যাগ করে। রোযাদারদের জন্য দু'টি আনন্দ: একটি আনন্দ ইফতারের সময় এবং আরেকটি আনন্দ রয়েছে তার প্রভু আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। রোযাদার ব্যক্তির মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরির ঘ্রাণের চেয়েও অধিক সুগন্ধময়।[৩০৯]

---

৩০৮. (ইবনু মাজা ১৫৯৭ -আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

৩০৯. (বুখারী ১৮৯৪, ১৯০৪, মুসলিম ১১৫১. তিরমিযী ৭৬৪, নাসায়ী ২২১৪, ২২১৬, ইবনু মাজা ১৬৩৮ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

بَاب النَّهْيِ عَنْ الْإِمْسَاكِ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرِ عِنْدَ الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ: জীবিতকালে কৃপণতা এবং মরণকালে অযাচিত অপব্যয় নিষিদ্ধ

٤/٣١٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ بَزَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَفِّهِ ثُمَّ وَضَعَ أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ وَقَالَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «أَنَّى تُعْجِزُنِي ابْنَ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ قُلْتَ أَتَصَدَّقُ وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ» (حسن)

৩১০/৪. বুসর্ ইবন জাহ্হাশ আল-কুরাশী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাতের তালুতে থুথু ফেলে তার উপর তাঁর শাহাদাত আঙ্গুল রেখে বলেন ঃ মহামহিম আল্লাহ বলেন, আদম-সন্তান আমাকে কিবাবে অক্ষম করবে, অথচ আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি এর অনুরূপ জিনিস থেকে। অতঃপর তোমার জান যখন এ পর্যন্ত পৌঁছবে- তিনি তাঁর কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করলেন- তখন তুমি বলবে, আমি দান করব। অথচ তখন দান-খয়রাত করার সুযোগ কোথায়?[৩১০]

আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এখানে রয়েছে আব্দুর রহমান বিন মায়সারা শামের অধিবাসী। শুধুমাত্র আলী ইবনুল মাদীনী তাকে মাজহুল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

অনুচ্ছেদ: এক-তৃতীয়াংশ সম্পদে ওসিয়াত করা

٥/٣١١. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ

---

৩১০. (ইবনু মাজা ২৭০৭ -আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ «يَا ابْنَ آدَمَ اثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا جَعَلْتُ لَكَ نَصِيْبًا مِنْ مَالِكَ حِيْنَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ لِأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيَكَ وَصَلَاةُ عِبَادِيْ عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ» (ضعيف، انفرد به ابن ماجه)

৩১১/৫. ইবন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম-সন্তান! দু'টি জিনিস তোমার পাওনা ছিলো না। তার একটি এই যে, তোমার মৃত্যুর সময় তোমার মাল থেকে একটি অংশ (দান-খয়রাতের জন্য) নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যাতে তুমি (গুনাহ থেকে) পাকসাফ হতে পারো। আর অপরটি হলো, তোমার মৃত্যুর পর তোমার জন্য আমার বান্দাদের দোয়া।[৩১১]

আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। মুবারক বিন হাস্সান হচ্ছেন দুর্বল রাবী। আবূ দাউদ তাকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন। ইবনু আদী বলেন, তার বর্ণিত কিছুই নিরাপদ নয়। নাসাঈ বলেন, সে বিশ্বস্ত রাবীদের অন্তর্ভুক্ত নয়, তার বর্ণিত হাদীসে সমস্যা রয়েছে। ইবনু হিববান বলেন, সে ভুল করতো ও বিপরীত বর্ণনা করতো।

بَاب فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

অনুচ্ছেদ: আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার ফযীলত

٦/٣١٢. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَرَامِيُّ الْأَنْصَارِيُّ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَابِرُ أَلَا أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَبِيْكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ «مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَدًا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ يَا عَبْدِيْ تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِيْنِيْ فَأُقْتَلُ فِيْكَ ثَانِيَةً قَالَ إِنَّهُ سَبَقَ

---

৩১১. (ইবনু মাজা ২৭১০)

مِنِّيْ أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُوْنَ قَالَ يَا رَبِّ فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِيْ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا الْآيَةَ كُلَّهَا»

৩১২/৬. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) শহীদ হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ হে জাবির! মহামহিম আল্লাহ তোমার পিতাকে যা বলেছেন তা কি আমি তোমাকে অবহিত করবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যার সাথেই কথা বলেছেন, পর্দার অন্তরাল থেকে বলেছেন, কিন্তু তোমার পিতার সাথে সামনা সামনি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, হে আমার বান্দা! তুমি আকাঙ্ক্ষা করো, আমি তোমাকে দিবো। সে বললো, হে আমার প্রভু! আমাকে জীবিত করুন আমি পুনরায় আপনার রাস্তায় শহীদ হবো। তিনি বলেন, আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই এটা সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, এখানে আসার পর তারা আর প্রত্যাবর্তন করবে না। সে বললো, প্রভু! আমার পক্ষ থেকে আমার পশ্চাতের (পৃথিবীর) লোকদের সুসংবাদ পৌছে দিন। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ " যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা কখনও মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত...." (সূরা আল ইমরান ঃ ১৬৯-১৭১)[৩১২]

আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এখানে মূসা বিন ইবরাহীম বিন কাসীর তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বানের মন্তব্য। তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করতেন।

٧/٣١٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِيْ قَوْلِهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ قَالَ أَمَا إِنَّا سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرْوَاحُهُمْ كَطَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِيْ أَيِّهَا شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِيْ إِلَى

৩১২. (বুখারী ৭৪৪৪, তিরমিযী ৩০১০ হাসান, ইবনু মাজা ২৮০০ -আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

قَنَادِيْلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِّلاَعَةً فَيَقُوْلُ «سَلُوْنِيْ مَا شِئْتُمْ قَالُوْا رَبَّنَا مَاذَا نَسْأَلُكَ وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِيْ أَيِّهَا شِئْنَا فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لاَ يُتْرَكُوْنَ مِنْ أَنْ يَسْأَلُوْا قَالُوْا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِيْ أَجْسَادِنَا إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى نُقْتَلَ فِيْ سَبِيْلِكَ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لاَ يَسْأَلُوْنَ إِلَّا ذَلِكَ تُرِكُوْا»

৩১৩/৭. আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে বর্ণিত। " যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা কখনও মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত..." (সূরা আল ইমরান ঃ ১৬৯)। তিনি বলেন ঃ আমরা উক্ত আয়াতের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ শহীদগণের রূহ সবুজ পাখির ন্যায় স্বাধীনভাবে জান্নাতে যত্রতত্র উড়ে বেড়ায় এবং আরশের সাথে ঝুলন্ত ফানুসের মধ্যে বিশ্রাম গ্রহণ করে। একদা তাদের রূহসমূহ ঐ অবস্থায় থাকাকালে তোমার প্রতিপালক তাদের নিকট উদ্ভাসিত হয়ে বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা আমার নিকট চাও। তারা বললো, আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার নিকট আর কী চাইবো! আমরা তো স্বাধীনভাবে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াই। তারা যখন দেখলো যে, কিছু না চাওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ছাড়া হবে না, তখন তারা বললো. আমরা আপনার নিকট চাই যে, আপনি আমাদের দেহে আমাদের রূহ ফেরত দিয়ে আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠাবেন, যাতে আমরা আপনার রাস্তায় জিহাদ করতে পারি। আল্লাহ যখন দেখলেন যে, তারা কেবল এটাই চাচ্ছে, তখন তাদেরকে (স্ব অবস্থায়) ত্যাগ করা হলো।[৩১৩]

---

৩১৩. (মুসলিম ১৮৮৭, তিরমিযী ৩০১১ হাসান, ইবনু মাজা ২৮০১ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

بَاب الْحُمَّى

অনুচ্ছেদ: জ্বর সম্পর্কে

٨/٣١٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَادَ مَرِيضًا ومعهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ مِنْ وَعْكٍ كَانَ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرْ فَإِنَّ اللهَ يَقُوْلُ «هِيَ نَارِيْ أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا لِتَكُوْنَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ» (صحيح)

৩১৪/৮. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) -কে সাথে নিয়ে জ্বরাক্রান্ত এক রোগীকে দেখতে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোগীকে বললেন ঃ সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটা আমার আগুন যা আমি দুনিয়াতে আমার মু'মিন বান্দার উপর চাপিয়ে দেই, যাতে আখেরাতে তার প্রাপ্য আগুনের বিকল্প হয়ে যায়।[৩১৪]

بَاب ثَوَابِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ: কুরআন অধ্যয়নের সওয়াব

٩/٣١٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هريرة قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ شَطْرَيْنِ فَنِصْفُهَا لِيْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُوْا يَقُوْلُ

৩১৪. (ইবনু মাজা ৩৪৭০ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَيَقُوْلُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَيَقُوْلُ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ يَقُوْلُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ فَيَقُوْلُ اللهُ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ فَهَذَا لِيْ وَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ يَقُوْلُ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ يَعْنِيْ فَهَذِهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ وَآخِرُ السُّوْرَةِ لِعَبْدِيْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَهَذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ»

৩১৫/৯. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি সলাতকে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি। সলাতের **অর্ধেক** আমার এবং **অর্ধেক** আমার বান্দার। আমার বান্দা যা প্রার্থনা করে তাই তাকে দেয়া হয়। রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: তোমরা পড়ো। বান্দা বলে, 'আল-হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন (সমস্ত প্রশংসা সারা পৃথিবীর প্রভু আল্লাহ তা'আলার জন্য), তখন কল্যাণের আধার আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে, তাই তাকে দেয়া হবে। যখন বান্দা বলে, 'আর-রাহমানির রাহীম' (তিনি দয়াময় পরম দয়ালু), তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে তা সে পাবে। **যখন** বান্দা বলেন, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন (প্রতিফল দিবসের মালিক)। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছে। **এটা হচ্ছে** আমার জন্য, আর আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি **যোগসূত্র হচ্ছে: ইয়্যাকা না'বুদু** ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'ঈন (আমরা শুধু তোমারই **'ইবাদত করি এবং** তোমারই নিকট সাহায্য চাই), এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে, আমার বান্দা যা প্রার্থনা করে তাই সে পাবে। সূরার শেষ পর্যন্ত আমার বান্দার জন্য। বান্দা বলে, "ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম। সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম। গাইরিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়ালায য-ললীন" (আমাদেরকে সরল ও মযবুত পথ দেখাও। ঐ মানুষদের পথ যাদের **তুমি** নিয়ামত দান করেছ। যারা

অভিশপ্ত হয় নি, যারা পথহারা হয় নি) এটা আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে, তাই সে পাবে।[৩১৫]

بَاب فَضْلِ الذِّكْرِ

অনুচ্ছেদ: যিকরের ফযীলত সম্পর্কে

١٠/٣١٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ أَنَا «مَعَ عَبْدِيْ إِذَا هُوَ ذَكَرَنِيْ وَتَحَرَّكَتْ بِيْ شَفَتَاهُ» (صحيح)

৩১৬/১০. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাহ যখন আমার যিকির করে এবং আমার যিকির তার দুই ঠোঁট নাড়ায় তখন আমি তার সাথে অবস্থান করি।[৩১৬]

بَاب فَضْل لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

অনুচ্ছেদ: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর ফযীলত সম্পর্কে

١١/٣١٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حدثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰق عَنْ الْأَغَرِّ أَبِيْ مُسْلِمٍ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «صَدَقَ عَبْدِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِيْ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا شَرِيْكَ لِيْ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِيْ لَا

---

৩১৫. (নুর্লাদন ৩৯৫, তিরমিযী ২৯৫৩, নাসায়ী ৯০৯, আবূ দাউদ ৮২১, ইবনু মাজা ৩৭৩৪ - আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

৩১৬. (ইবনু মাজা ৩৭৯২ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ قَالَ صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي» قَالَ أَبُو إِسْحَقَ ثُمَّ قَالَ الْأَغَرُّ شَيْئًا لَمْ أَفْهَمْهُ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ مَا قَالَ فَقَالَ مَنْ رُزِقَهُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ

৩১৭/১১. আবূ হুরাইরাহ ও আবূ সাঈদ (রাঃ) সাক্ষ্য দেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: বান্দাহ যখন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ্ মহান) বলে, তখন মহান আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দাহ সত্য কথা বলেছে। আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমিই মহান। বান্দাহ যখন বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক), তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দাহ সত্য কথা বলেছে, আমি একা ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। বান্দাহ্ যখন বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা শারীকালাহু" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই), তখন তিনি বলেন, আমার বান্দাহ সত্য কথা বলেছে। আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমার কোন শরীক নেই। বান্দাহ যখন বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই সার্বভৌমত্বের মালিক এবং সমস্ত প্রশংসা তার), তখন তিনি বলেন, আমার বান্দাহ সত্য কথা বলেছে, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, সার্বভৌমত্ব আমারই এবং সকল প্রশংসা আমারই। যখন সে বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ ভিন্ন ক্ষতি রোধ করার এবং কল্যাণ অর্জনের কোন শক্তি নেই), তখন তিনি বলেন, আমার বান্দাহ সত্য কথা বলেছে। আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি ভিন্ন ক্ষতি রোধ করার এবং কল্যাণ অর্জনের কোন শক্তি নেই। আবূ ইসহাক (রহ.) বলেন, আল-আগার (রহ.) আরো কিছু বলেছিলেন, যা আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। তাই আমি আবূ জাফর (রহ.) -কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি কী বলেছিলেন? তিনি বলেন, আল্লাহ যাকে মৃত্যুর সময় এ বাক্য বলার সৌভাগ্য দান করবেন, জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।[৩১৭]

৩১৭. (তিরমিযী ৩৪৩০ **সহীহ, ইবনু** মাজা ৩৭৯৪ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

بَاب فَضْلِ الْحَامِدِيْنَ

অনুচ্ছেদ: প্রশংসাকারীদের ফযীলত সম্পর্কে

١٢/٣١٨. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ بَشِيرٍ مَوْلَى الْعُمَرِيِّينَ قَالَ سَمِعْتُ قُدَامَةَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْجُمَحِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ غُلَامٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ قَالَ فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللهِ قَالَ يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ فَعَضَّلَتْ بِالْمَلَكَيْنِ فَلَمْ يَدْرِيَا كَيْفَ يَكْتُبَانِهَا فَصَعِدَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَا يَا رَبَّنَا إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةً لَا نَدْرِي كَيْفَ نَكْتُبُهَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ عَبْدُهُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي قَالَا يَا رَبِّ إِنَّهُ قَالَ يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا «اكْتُبَاهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي حَتَّى يَلْقَانِي فَأَجْزِيَهُ بِهَا» (ضعيف، انفرد به ابن ماجه)

৩১৮/১৩. আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যকার এক বান্দা বললো, "হে প্রভু! আপনার মহিমান্বিত চেহারার এবং আপনার মহান রাজত্বের উপযোগী প্রশংসা আপনার জন্য"। দু'জন ফেরেশতা একথা শুনে হতবাক হলেন এবং তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না যে, তা কিভাবে লিপিবদ্ধ করবেন। তাই তারা আসমানে আরোহণ করে বলেন, হে আমাদের প্রভু! আপনার এক বান্দা এমন একটি বাক্য বলেছে, যা আমরা কিভাবে লিখবো তা বুঝে উঠতে পারছি না। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করলেন- যদিও তাঁর বান্দা যা বলেছে তা তিনি সম্যক অবগত- আমার বান্দা কী বলেছে ? ফেরেশতাদ্বয় বলেন, হে আমাদের প্রভু! সে বলেছে, "হে প্রভু! তোমার মহিমান্বিত চেহারার এবং

তোমার মহান রাজত্বের উপযোগী প্রশংসা তোমার জন্য"। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলেন, **আমার** বান্দা যেভাবে **বলেছে তদ্রূপই** লিখে **রাখো**। আমার সাথে সাক্ষাত লাভের সময় আমি তাকে তার বিনিময় দান করবো।[৩১৮]

আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। আর **রাগীব** ২য় খণ্ড ২৫৩ পৃষ্ঠা। জামেউস সগীর ৪৬৮৭। তারগীব ওয়াত তারহীব ৯৬১।

بَاب فَضْلِ الْعَمَلِ

অনুচ্ছেদ: আমলের ফযীলত সম্পর্কে

١٣/٣١٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيْدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ [illegible]تُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِيَنِيْ بِقُرَابِ [illegible] خَطِيئَةً ثُمَّ لَا يُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً» (م ٢٦٨٧) (صحيح)

৩১৯/১৩. আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি একটি নেক আমল করলো, তার জন্য রয়েছে দশগুণ। আমি অবশ্য বাড়াতেও পারি। যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করলো, তার পাপের শাস্তি হবে তার সমপরিমাণ অথবা আমি তা ক্ষমাও করতে পারি। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। আর যে এক হাত আমার দিকে অগ্রগামী হয়, আমি তার দিকে এক বাহু অগ্রগামী হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। কোন ব্যক্তি আমার সাথে কোন কিছু শরীক না করা অবস্থায় পৃথিবীপূর্ণ গুনাহ

---

৩১৮. (মুসলিম ২৬৮৭, ইবনু মাজা ৩৮০১)

নিয়ে আমার সাথে মিলিত হলেও আমি অনুরূপ পরিমাণ ক্ষমাসহ তার সাথে মিলিত হবো।[৩১৯]

١٤/٣٢٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللهُ سُبْحَانَهُ «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِيْ فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً»

৩২০/১৪. আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার সম্পর্কে আমার বান্দার ধারণা মোতাবেক আচরণ করি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সাথেই থাকি। সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। সে যদি কোন মজলিসে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমি তাদের চেয়ে উত্তম মাজলিসে তার আলোচনা করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।[৩২০]

١٥/٣٢١. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ إِلَّا «الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ»

৩১৯. (বুখারী ৭৪০৫, মুসলিম ২৬৭৫, তিরমিযী ৩৬০৩ সহীহ, ইবনু মাজা ৩৮২১ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

৩২০. (ইবনু মাজা ৩৮২২ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

৩২১/১৫. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আদম সন্তানের প্রতিটি কাজের সওয়াব দশ থেকে সাত শতগুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তবে সাওম ব্যতীত। কেননা তা শুধু আমার জন্য এবং আমিই তার পুরস্কার দিবো।[৩২১]

بَاب الْهَمِّ بِالدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ: পার্থিব চিন্তা

١٦/٣٢٢. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ قَالَ يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ «يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ»

৩২২/১৬. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতে মগ্ন হও। আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যমন্ডিত করবো এবং তোমার দারিদ্র্য দূর করবো। তুমি যদি তা না করো, তাহলে আমি তোমার অন্তর পেরেশানী দিয়ে পূর্ণ করবো এবং তোমার দারিদ্রতা দূর করবো না।[৩২২]

بَاب الْبَرَاءَةُ مِنَ الْكِبْرِ وَالتَّوَاضُعُ

অনুচ্ছেদ: অহমিকা বর্জন এবং বিনয়-নম্রতা অবলম্বন

١٧/٣٢٣. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي مَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ»

---

৩২১. (বুখারী ১৮৯৪, ১৯০৪, ৭৫৩৮, মুসলিম ১১৫১, তিরমিযী ৭৬৪, নাসায়ী ২২১৫-২২১৯, ইবনু মাজা ৩৮২৩ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

৩২২. (তিরমিযী ২৪৬৬, ইবনু মাজা ৪১০৭ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

৩২৩/১৭. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন, অহংকার আমার চাদর, মহানত্ব আমার লুঙ্গি। কেউ এ দু'টির কোন একটি নিয়ে আমার সাথে বিবাদ করলে, আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো।[৩২৩]

٣٢٤/ ١٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سعِيدٍ وهَارُوْنُ بْنُ إِسْحَقَ قالا حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللهُ سُبْحَانَهُ «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ وَالْعَظَمَةُ إِزَارِيْ فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ» (انفرد به ابن ماجه) (صحيح)

৩২৪/১৮. ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: মহান আল্লাহ বলেন, অহংকার আমার চাদর, মহানত্ব আমার লুঙ্গি। কেউ এ দু'টির কোন একটি নিয়ে আমার সাথে বিবাদ করলে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।[৩২৪]

بَاب الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

অনুচ্ছেদ: কপটতা ও খ্যাতিলাভের আকাঙ্ক্ষা

١٩/٣٢٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ الْعلاءِ بْنِ عبدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْك فَمَنْ عَمِلَ لِيْ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِيْ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيْءٌ وَهُوَ لِلَّذِيْ أَشْرَكَ»

৩২৩. (মুসলিম ২৬২০, আবূ দাউদ ৪০৯০, ইবনু মাজা ৪১৭৪ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

৩২৪. (ইবনু মাজা ৪১৭৫ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

৩২৫/১৯. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি শরীকদের (মুশরিকদের) শেরেক হতে মুক্ত। যে ব্যক্তি আমার জন্য কোন কাজ করলো এবং তাতে আমি ব্যতীত অন্য কিছুকে শরীক করলো, আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সে কাজ তার যাকে সে শরীক করেছে।[৩২৫]

بَاب ذِكْرِ التَّوْبَةِ

অনুচ্ছেদ: তাওবা সম্পর্কিত আলোচনা

٣٢٦/٢٠. حدثنا عبد الله بن سعيد حَدَّثَنَا عَبدة بن سليمان عن مُوسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ الثَّقَفِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ «يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَسَلُوْنِي الْمَغْفِرَةَ فَأَغْفِرَ لَكُمْ وَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّيْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِيْ بِقُدْرَتِيْ غَفَرْتُ لَهُ وَكُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَسَلُوْنِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فَقِيْرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَلُوْنِيْ أَرْزُقْكُمْ وَلَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوْا فَكَانُوْا عَلَى قَلْبِ أَتْقَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِيْ لَمْ يَزِدْ فِيْ مُلْكِيْ جَنَاحُ بَعُوْضَةٍ وَلَوْ اجْتَمَعُوْا فَكَانُوْا عَلَى قَلْبِ أَشْقَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِيْ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ مُلْكِيْ جَنَاحُ بَعُوْضَةٍ وَلَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوْا فَسَأَلَ كُلُّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ مَا نَقَصَ مِنْ مُلْكِيْ إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِشَفَةِ الْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيْهَا إِبْرَةً ثُمَّ نَزَعَهَا ذٰلِكَ بِأَنِّيْ جَوَادٌ مَاجِدٌ عَطَائِيْ كَلَامٌ إِذَا

৩২৫. (মুসলিম ২৯৫৮, ইবনু মাজা ৪২০২ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

أَرَدْتُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ» (م ٢٥٧٧، ت ضعيف بهذا السياق

(٢٤٩٥) (ضعيف)

৩২৬/২০. আবূ যার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: প্রাচুর্যময় মহান আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি যাদের ক্ষমা করেছি তারা ব্যতীত তোমাদের সকলেই গুনাহগার। অতএব তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করবো। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জানে যে, আমি ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখি, অতঃপর সে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেই। আমি যাদের হেদায়াত করেছি তারা ব্যতীত তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। অতএব তোমরা আমার নিকট সৎপথ প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের সৎপথ প্রদর্শন করবো। আমি যাদের ধনবান করেছি তারা ব্যতীত তোমরা সকলেই দরিদ্র। তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের রিযিক দান করবো। তোমাদের জীবিত, মৃত, আগের ও পরের, সিক্ত ও শুষ্ক (সচ্ছল-অসচ্ছল) নির্বিশেষে সকলেই যদি আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তাহলে একটি মশার পাখার সমপরিমাণও আমার রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে না। পক্ষান্তরে তারা সকলে যদি একত্রে আমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক পাপী বান্দার মত হয়ে যায়, তবুও তাতে একটি মশার পাখার সম-পরিমাণও আমার রাজত্বের সৌন্দর্যহানি ঘটবে না। তোমাদের জীবিত, মৃত, আগের ও পরের, সিক্ত ও শুষ্ক সকলে যদি একত্র হয়ে প্রত্যেকে তার পূর্ণ চাহিদামত আমার নিকট প্রার্থনা করে এবং আমি তাদের চাহিদামত সবকিছু দান করি, তব্ও আমার রাজত্বের কিছুই কমবে না, তবে এতটুকু পরিমাণ যে, তোমাদের কেউ সমুদ্রের কিনারা দিয়ে অতিক্রম করে অতঃপর তাতে একটা সূঁচ ডুবিয়ে দেয় অতঃপর তা তুলে নিলে পানি যতটুকু হ্রাস পাবে। কারণ আমি হলাম দাতা, দয়ালু ও মহান। আমি যা চাই তাই করি। আমার দান হলো আমার কথা (এবং আমার আযাব হলো আমার নির্দেশ)। আমার ব্যাপার এই যে, আমি যখন কিছু করি তখন বলি, "হয়ে যাও", অমনি তা হয়ে যায়।[৩২৬]

---

৩২৬. (**ইবনু মাজা** ৪২৫৭)

আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। এ হাদীসের রাবীদের মধ্যে রয়েছেন শাহর বিন হাওশাব। শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ তার হাদীস পরিত্যাগ করেছেন।

তবে উপরোক্ত হাদীসের মত মুসলিমে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। মুসলিম ২৫৭৭

بَاب ذِكْرِ الْبَعْثِ

অনুচ্ছেদ: পুনরুত্থান সম্পর্কিত আলোচনা

٢١/٣٢٧. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يَأْخُذُ الْجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرَضِيْهِ بِيَدِهِ وَقَبَضَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا ثُمَّ يَقُوْلُ «أَنَا الْجَبَّارُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ قَالَ وَيَتَمَايَلُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَقُوْلُ أَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

৩২৭/২১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি: মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ তাঁর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে তাঁর হাতের মুঠোয় পুরে নিয়ে তা মুষ্টিবদ্ধ করবেন, অতঃপর তা সংকুচিত ও প্রসারিত করতে থাকবেন, অতঃপর বলবেন, আমিই মহাপ্রতাপশালী, আমিই রাজাধিরাজ। প্রতাপশালী দাম্ভিকেরা কোথায়? রাবী বলেন, এ কথা বলতে বলতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডানে বামে ঝুঁকছিলেন। শেষে আমি লক্ষ্য করলাম যে, মিম্বারের নিম্নাংশ তাঁকে নিয়ে দুলছে, এমনকি আমি বলতে লাগলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বার থেকে নিচে পড়ে যান কি না?[৩২৭]

---

৩২৭. (মুসলিম ২৭৮৮, ইবনু মাজা ৪২৭৫ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

بَاب مَا يُرْجَى مِنْ رَحْمَةِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অনুচ্ছেদ: কিয়ামতের দিন আল্লাহর রহমত লাভের আশা করা

٢٢/٣٢٨. حدثنا أبو بكر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أخو حزمٍ القطعِي حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ أَوْ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ فَقَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «أَنَا أَهْلٌ أَنْ أُتَّقَى فَلَا يُجْعَلْ مَعِيْ إِلَهٌ آخَرُ فَمَنْ اتَّقَى أَنْ يَجْعَلَ مَعِيْ إِلَهًا آخَرَ فَأَنَا أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّان حدثناه إبراهيم بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْ هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَبُّكُمْ أَنَا أَهْلٌ أَنْ أُتَّقَى فَلَا يُشْرَكَ بِيْ غَيْرِيْ وَأَنَا أَهْلٌ لِمَنْ اتَّقَى أَنْ يُشْرِكَ بِيْ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ

৩২৮/২২. আনাস ইবনে মালেক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াত পাঠ বা তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ ঃ "একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী" (সূরা মুদ্দাসসির ৫৬), অতঃপর বলেনঃ মহান আল্লাহ বলেছেন, আমিই উপযুক্ত যে কেবল আমাকেই ভয় করতে হবে। অতএব আমার সাথে যেন অন্য ইলাহ যোগ না করা হয়। যে ব্যক্তি আমার সাথে অন্য কোন ইলাহ যোগ করা পরিহার করবে, আমি তাকে ক্ষমা করার অধিকারী।

আবুল হাসান আল-কাত্তান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। "একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী" (সূরা মুদ্দাসসির) শীর্ষক আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমিই উপযুক্ত যে, আমাকেই ভয় করতে হবে, আমার সাথে অন্যকে শরীক করা যাবে না। আর যে ব্যক্তি আমার সাথে শরীক করা পরিহার করেছে আমিই তাকে ক্ষমা করার অধিকারী।[৩২৮]

---

৩২৮. (তিরমিযী ৩৩২৮ যঈফ, ইবনু মাজা ৪২৯৯)

আলবানী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। এ হাদীসে সুহাইল বিন আবূ হাযম নামক বর্ণনাকারী রয়েছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, সে প্রতিষ্ঠিত মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস অগ্রহণযোগ্য। তার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। আবূ হাতিম ও নাসাঈ তাকে শক্তিশালী রাবীদের মধ্যে গণ্য করেন নি।

٢٣/٣٢٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَيَقُوْلُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُوْنَ ثُمَّ يَقُوْلُ أَلَكَ عَنْ ذَلِكَ حَسَنَةٌ فَيُهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ لَا فَيَقُوْلُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ فَيَقُوْلُ إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ فَتُوْضَعُ السِّجِلَّاتُ فِيْ كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِيْ كِفَّةٍ فَطَاشَتْ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتْ الْبِطَاقَةُ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْبِطَاقَةُ الرُّقْعَةُ وَأَهْلُ مِصْرَ يَقُوْلُوْنَ لِلرُّقْعَةِ بِطَاقَةً

৩২৯/২৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে আমার এক উম্মাতকে ডাকা হবে, অতঃপর তার সামনে নিরানব্বইটি দফতর পেশ করা হবে। প্রতিটি দফতর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি কি এর কোন কিছু অস্বীকার করো? সে বলবে, না, হে আমার প্রভু! আল্লাহ বলবেন, তোমার উপর আমলনামা লেখক আমার ফেরেশতাগণ কি জুলুম করেছে? অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার নিকট কি কোন নেকী আছে? সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং বলবে, না। তখন আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ, আমার নিকট তোমার কিছু নেকী জমা আছে। আজ তোমার

উপর জুলুম করা হবে না। অতঃপর তার সামনে একটি চিরকুট তুলে ধরা হবে, যাতে লিপিবদ্ধ থাকবেঃ "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল"। সে বলবে, হে আমার রব! এতো বৃহৎ দফতরসমূহের তুলনায় এ ক্ষুদ্র চিরকুট কী উপকারে আসবে! তিনি বলবেন, তোমার প্রতি অন্যায় করা হবে না। অতঃপর সেই বৃহদাকার দফতরসূহ এক পাল্লায় এবং সেই ক্ষুদ্র চিরকুটটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। এতে বৃহদাকার দফতরসমূহের পাল্লা হালকা হয়ে উপরে উঠে যাবে এবং ক্ষুদ্র চিরকুটের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়াহ বলেন, বিতাকা (চিরকুট) অর্থ রুকআ (টুকরা), মিসরবাসী রুকআকে বিতাকা বলে।[৩২৯]

بَاب صِفَةِ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদঃ জান্নাতের বর্ণনা

٢٤/٣٣٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ» قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَمِنْ بَلْهَ مَا قَدْ أَطْلَعَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ اقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ قَالَ وَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْرَؤُهَا مِنْ قُرَّاتِ أَعْيُنٍ

৩৩০/২৪. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের জন্য এমন কিছু তৈরী করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরের কল্পনা তার ধারণাও করতে পারেনি। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, যেসব উপকরণাদির কথা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বলেছেন সেগুলোর কথা

৩২৯. (তিরমিযী ২৬৩৯ সহীহ, ইবনু মাজা ৪৩০০ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

বাদ দিয়েও বরং তোমরা ইচ্ছা করলে পড়তে পারো: "কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ" (সূরা আস সাজদাহ: ১৭) আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) قُـرَّةِ أَعْـيُنٍ এর স্থলে قَرّاتِ أَعْيُنٍ পড়তেন।[৩৩০]

٢٥/٣٣١. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ قَالَ سَعِيدٌ أَوَ فِيهَا سُوقٌ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ فَيُؤْذَنُ لَهُمْ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَزُورُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشَهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوتٍ وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ دَنِيءٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ مَا يُرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا قَالَ نَعَمْ هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قُلْنَا لَا قَالَ كَذَلِكَ لَا تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَبْقَى فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَحَدٌ إِلَّا حَاضَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُحَاضَرَةً حَتَّى إِنَّهُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ مِنْكُمْ «أَلَا تَذْكُرُ يَا فُلَانُ يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا يُذَكِّرُهُ بَعْضَ غَدَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي فَيَقُولُ بَلَى

---

৩৩০. (বুখারী ৩২৪৪, মুসলিম ২৮২৪, তিরমিযী ৩১৯৭, ইবনু মাজা ৪৩২৮ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

فَبِسَعَةِ مَغْفِرَتِيْ بَلَغْتَ مَنْزِلَتَكَ هَذِهِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيْبًا لَمْ يَجِدُوْا مِثْلَ رِيْحِهِ شَيْئًا قَطُّ ثُمَّ يَقُوْلُ قُوْمُوْا إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوْا مَا اشْتَهَيْتُمْ قَالَ فَنَأْتِيْ سُوْقًا قَدْ حُفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ فِيْهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعُيُوْنُ إِلَى مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعِ الْآذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوْبِ قَالَ فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا لَيْسَ يُبَاعُ فِيْهِ شَيْءٌ وَلَا يُشْتَرَى وَفِيْ ذَلِكَ السُّوْقِ يَلْقَى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضا فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ وَمَا فِيْهِمْ دَنِيْءٌ فَيَرُوْعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ فَمَا يَنْقَضِيْ آخِرُ حَدِيْثِهِ حَتَّى يَتَمَثَّلَ لَهُ عَلَيْهِ أَحْسَنُ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيْهَا قَالَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَى مَنَازِلِنَا فَتَلْقَانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ وَالطِّيْبِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ فَنَقُوْلُ إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحِقُّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا»

৩৩১/২৫. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাকে ও তোমাকে জান্নাতের বাজারে একত্র করেন। সাঈদ বলেন, জান্নাতে কি বাজারও আছে? তিনি বলেন, হাঁ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে অবহিত করেছেন যে, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করে নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে এক জুমুআর দিন তাদেরকে (তাদের প্রভুকে দেখার) অনুমতি দেয়া হবে এবং তারা তাদের মহামহিম আল্লাহর দর্শন লাভ করবে। তাদের জন্য তাঁর আরশ প্রকাশিত হবে। জান্নাতের কোন এক উদ্যানে তাদের সামনে তাদের প্রভুর (তাজাল্লীর) প্রকাশ ঘটবে। তাদের জন্য নূর, মণিমুক্তা, পদ্মরাগমণি, যমরূদ ও সোনা-রূপা ইত্যাদির মিম্বার স্থাপন করা হবে। তাদের মধ্যকার সবচাইতে নিম্নস্তরের জান্নাতবাসীও কস্তুরী ও কর্পূরের স্তূপের উপর আসন গ্রহণ করবে। তবে সেখানে কেউ হীন বা নীচ হবে না। মিম্বারে আসীন ব্যক্তিগণকে তারা তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট ভাববে না।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমরা কি আমাদের প্রভুর দর্শন লাভ করবো? তিনি বলেন: হাঁ। সূর্য বা পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোন সন্দেহ হয়? আমরা বললাম, না। তিনি বলেন: ঠিক সেরূপ তোমরা তোমাদের মহামহিম প্রভুর দর্শন লাভেও তোমাদের কোন সন্দেহ থাকবে না। সেই মজলিসে উপস্থিত এমন কোন লোক থাকবে না যার সামনে মহামহিম আল্লাহ উদ্ভাসিত না হবেন। এমনকি তিনি একে একে তাদের নাম ধরে ডেকে বলবেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! তুমি অমুক দিন এমন এমন কাজ করেছ, তা স্মরণ আছে কি? এভাবে তিনি তাকে দুনিয়ার কতক নাফরমানী ও বিদ্রোহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সে তখন বলবে, হে আমার প্রভু! আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেন নি। তিনি বলবেন হাঁ, আমার ক্ষমার বদৌলতেই তুমি এ স্থানে পৌঁছতে পেরেছ। এ অবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর এক খণ্ড মেঘ এসে তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে এবং তা থেকে তাদের উপর সুঘ্রাণ (বৃষ্টি) বর্ষিত হবে, যেরূপ সুঘ্রাণ তারা ইতোপূর্বে কখনো কিছুতে পায়নি। অতঃপর তিনি বলবেন, ওঠো! আমি তোমাদের সম্মানে মেহমানদারির আয়োজন করেছি, সেদিকে অগ্রসর হও এবং যা কিছু পছন্দ হয় গ্রহণ করো। তখন আমরা একটি বাজারে এসে উপস্থিত হবো যা ফেরেশতাগণ পরিবেষ্টন করে রাখবেন। সেখানে এমন সব পণ্যসামগ্রী থাকবে যা না কোন চোখ দেখেছে, না কোন কান শুনেছে এবং কখনো অন্তরের কল্পনা জগতে ভেসেছে। আমরা সেখানে যা চাইবো তাই তুলে দেয়া হবে। তবে ক্রয়-বিক্রয় হবে না। সেই বাজারে জান্নাতবাসী সামনে অগ্রসর হয়ে তার চাইতে অল্প মর্যাদাসম্পন্ন বেহেশতবাসীর সঙ্গে সাক্ষাত করবে। তবে সেখানে তাদের মধ্যে উচুঁ নিচু বোধ থাকবে না। তিনি তার পোশাক দেখে পেরেশান হয়ে যাবেন। একথা শেষ না হতেই তিনি মনে করতে থাকবেন যে, তার পরণেও পূর্বাপেক্ষা উত্তম পোশাক শোভা পাচ্ছে। আর এমন এজন্যই হবে যে, সেখানে কাউকে দুঃখ-কষ্ট বা দুশ্চিন্তা স্পর্শ করবে না।

অতঃপর আমরা নিজেদের জায়গায় ফিরে আসবো এবং স্ব স্ব স্ত্রীর সাক্ষাত পাবো। তারা বলবে, মারহাবা স্বাগতম। কী ব্যাপার! যে আকর্ষণীয় রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলে, তদপেক্ষা উত্তম সৌন্দর্য নিয়ে ফিরে এসেছো। আমরা বলবো, আজ আমরা আমাদের

মহাপ্রতাপশালী মহিমাময় প্রভুর সাথে মজলিসে বসেছিলাম। তাই আমাদের এ পরিবর্তন ঘটেছে এবং এমন ঘটাই ছিলো স্বাভাবিক।[৩৩১]

আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। এ হাদীসে রয়েছে আব্দুল হামীদ বিন হাবীব বিন আবুল ইশরীন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি কখনও কখনও হাদীস বর্ণনায় ভুল করতেন। তবে এ হাদীসের অনুরূপ বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٦/٣٣٢. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيْ لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلًا الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا فَيُقَالُ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُوْلُ اللهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُوْلُ اللهُ سُبْحَانَهُ «اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ إِنَّهَا مَلْأَى فَيَقُوْلُ اللهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ أَتَسْخَرُ بِيْ أَوْ أَتَضْحَكُ بِيْ وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَكَانَ يُقَالُ هَذَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا»

৩৩২/২৬. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি সবশেষে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে এবং সবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে আমি তাকে অবশ্যই চিনি।

৩৩১. (বুখারী ৮০৬, মুসলিম ১২৭, ১২৮, ১২৯, তিরমিযী ২৪৩৪ সহীহ, ২৫৪৯ যঈফ, ৩১৪৮ সহীহ, নাসায়ী ১১৪০ সহীহ, ইবনু মাজা ৪৩৩৬)

এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। তাকে বলা হবে, তুমি যাও এবং জান্নাতে প্রেবেশ করো। অতএব সে তথায় পৌছার পর তার মনে হবে ইতোপূর্বেই তা ভরপুর হয়ে গেছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! তা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি যাও এবং জান্নাতে প্রবেশ করো। তথায় পৌছে তার মনে হবে, জান্নাত পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! তা ভরপুর হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমাকে দেয়া হলো পৃথিবী পরিমাণ স্থান এবং তার দশগুণ অথবা তোমার জন্য রয়েছে পৃথিবীর দশগুণ। তখন সে বলবে, আপনি মালিক হয়ে আমার সাথে হাসি-ঠাট্টা করছেন। রাবী বলেন, একথা বলার পর আমি নবী (ﷺ)-কে হাসতে দেখলাম। এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত প্রকাশিত হলো। অতঃপর বলা হতো, এ ব্যক্তিই হবে মর্যাদায় সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী।[৩৩২]

৩৩২. (বুখারী ৬৫৭১, ৭৫১১, মুসলিম ১৬৩, ১৬৮, তিরমিযী **২৫৯৫** সহীহ, ইবনু মাজাহ ৪৩৩৯ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

মুওয়াত্তা ইমাম মালিক

মোট কুদ্‌সী হাদীস সংখ্যা ১১টি

এ গ্রন্থে মোট ১টি মুনকাতি, ১টি হাসান ও অবশিষ্ট ৯টি সহীহ
কুদসী হাদীস বর্ণিত হয়েছে

باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ»

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ তায়ালার বাণী- আমি সলাতকে আমার ও বান্দার মাঝে দু'ভাগে ভাগ করেছি।

١/٣٣٣. حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ الْعلاءِ بْن عبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوْبَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُوْلُ سمعتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآن فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّيْ أَحْيَانًا أَكُوْنُ وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ فَغَمَزَ ذِرَاعِيْ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِيْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُوْا يَقُوْلُ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ يَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ وَيَقُوْلُ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ يَقُوْلُ اللهُ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ وَيَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يَقُوْلُ اللهُ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ يَقُوْلُ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ».

৩৩৩/১. আবুস সায়িব মাওলা হিশাম ইবনু যুহরা (রহ) .... তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) -কে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সলাত আদায় করল অথচ তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করে নি তার সলাত অসম্পূর্ণ, তার সলাত অসম্পূর্ণ তার সলাত অসম্পূর্ণ। একথাটা তিনি তিনবার বলেছেন।

(আবূ সায়িব বলেন) আমি বললাম, হে আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)! আমি যখন ইমামের পিছনে সলাত আদায় করব তখন কী করব? তিনি আমার বাজুতে চিমটি কেটে বললেন, ওহে পারস্যের অধিবাসী তুমি চুপে চুপে তা পড়ে নাও।

কেননা আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি আমার ও বান্দার মাঝে সলাতকে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে দিয়েছি এবং আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা পাঠ কর। 'আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' (সমস্ত প্রসংশা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য), আল্লাহ তা'আলা তখন বলেন: আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। বান্দা বলে, 'আর-রহমানির রাহীম' (তিনি অসীম দয়ালু এবং করুণাময়); আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে, গুণগান করেছে। বান্দা বলে, 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' (তিনি বিচার দিনের মালিক); তখন আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে। বান্দা বলে, 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন' (আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি); আল্লাহ বলেন: এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে আধা আধি বিভক্ত। আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়। বান্দা বলে, 'ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম', গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালায য-ল্লীন', (আমাদের সরল-সঠিক ও স্থায়ী পথে পরিচালনা করুন যেসব লোকেদের আপনি নি'আমাত দান করেছেন, যারা অভিশপ্তও নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়-তাদের পথেই আমাদের পরিচালনা করুন); আল্লাহ বলেন: এসবই আমার বান্দার জন্যে এবং আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়।[৩৩৩]

---

৩৩৩. (মুওয়াত্তা মালিক ১৮৯ -আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

باب: تَبْدِيْلُ حَفْلَةِ الْمَلَائِكَةِ فِيْ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ: ফজর ও আসর সলাতের সময় ফেরেশ্তাগণ পালা বদল করেন।

٢/٣٣٤. وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ «كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ».

৩৩৪/২. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মালাকগণ পালা বদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। ফাজ্‌র ও 'আসরের সলাতে উভয় দল একত্র হন। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন- (অবশ্য তিনি নিজেই তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত) আমার বান্দাদের কোন্ অবস্থায় রেখে আসলে? উত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা তাদের সলাতে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের নিকট গিয়েছিলাম তখনও তারা সলাত আদায়রত অবস্থায় ছিলেন।[৩৩৪]

باب: كَيْفَ يَكُوْنُ مُشْتَغِيْلًا فِي الشِّرْكِ

অনুচ্ছেদ: কিভাবে বান্দা শিরকে নিপতিত হয়

٣/٣٣٥. حَدَّثَنِيْ يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا

---

৩৩৪. (বুখারী ৩২২৩, ৭৪২৯, ৭৪৮৬; মুসলিম ৫/৩৬, হাঃ ৬৩২. নাসাঈ ৪৮৫, মুওয়াত্তা মালিক ৪১৩ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَتَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِيْ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ».

৩৩৫/৩. যায়দ ইবনু খালিদ জুহানী (রহ.) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) রাতে বৃষ্টি হবার পর হুদায়বিয়াতে আমাদের নিয়ে ফাজরের সলাত আদায় করলেন। সলাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন ঃ তোমরা কি জান, তোমাদের পরাক্রমশালী ও মহিমাময় প্রতিপালক কী বলেছেন? তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই বেশি জানেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন ঃ (রব) বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি মু'মিন হয়ে গেল এবং কেউ কাফির। যে বলেছে, আল্লাহ্র করুণা ও রহমতে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে হল আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে বলেছে, অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার প্রতি অস্বীকারকারী হয়েছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী হয়েছে।[৩৩৫]

بَابٌ: يَسْتَجِيْبُ اللهُ الْعَبْدَ حِيْنَ بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ

অনুচ্ছেদ: রাত্রের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে এমন সময়ে আল্লাহ বান্দার ডাকে সাড়া দেন।

٤/٣٣٦. وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ وَعَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ»

---

৩৩৫. (বুখারী ৮৪৬, ১০৩৮, ৪১৪৭, ৭৫০৩; মুসলিম ১/৩২ হাঃ ৭১, নাসাঈ ১৫২৪, আবূ দাউদ ২৯০৬, মুওয়াত্তা ৪৫১ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

৩৩৬/৪. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন অতঃপর ঘোষণা করতে থাকেন ঃ কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে, আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।[৩৩৬]

باب: قول الله إِذَا أَحَبَّ عَبْدِيْ لِقَائِيْ أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِيْ كَرِهْتُ لِقَاءَهُ

অনুচ্ছেদঃ আমার বান্দা আমার সাক্ষাৎ পছন্দ করলে আমিও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করি। আর সে আমার সাক্ষাতকে অপছন্দ করলে, আমিও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করি।

٥/٣٣٧. وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى «إِذَا أَحَبَّ عَبْدِيْ لِقَائِيْ أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِيْ كَرِهْتُ لِقَاءَهُ»

৩৩৭/৫. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন, আমার বান্দা আমার সাক্ষাৎ পছন্দ করলে আমিও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করি। আর সে আমার সাক্ষাতকে অপছন্দ করলে, আমিও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করি।[৩৩৭]

---

৩৩৬. (বুখারী ১১৪৫, ৬৩২১, ৭৪৯৪; মুসলিম ৬/২৩, হাঃ ৭৫৮, তিরমিযী ৪৪৬, ৩৪৯৮, আবূ দাউদ ১৩১৫, ৪৭৩৩, ইবনু মাজাহ ১৩৬৬, দারেমী ১৪৭৮, ১৪৭৯, মুওয়াত্তা মালিক ৪৯৬ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

৩৩৭. (বুখারী ৭৫০৪, মুসলিম ২৬৮৫, নাসাঈ ১৮৩৪, মালিক ৫৬৭ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

باب: إِذَا يَخْشَي اللهَ الْعَبْدُ خَالِصَةً يَغْفِرُ اللهُ لَهُ

অনুচ্ছেদ: কোন বান্দা যখন আল্লাহ তায়ালাকে একনিষ্ঠভাবে ভয় করে তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।

٦/٣٣٨. وَحَدَّثَنِي عن مَالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ لِأَهْلِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوْهُ ثُمَّ أَذْرُوْا نِصفهُ فِي البَرِّ ونصفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِيْنَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوْا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ فَأَمَرَ اللهُ الْبَرَّ فَجمعَ مَا فِيْهِ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجمعَ ما فِيْهِ ثُمَّ قَالَ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ مِنْ خشيَتِك يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ قَالَ فَغَفَرَ لَهُ».

৩৩৮/৬. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: এক ব্যক্তি (জীবনেও) কোন ভাল 'আমাল করেনি। মৃত্যুর সময় সে তার পরিবারকে বলল, মারা যাবার পর তোমরা তাকে পুড়িয়ে ফেল। আর অর্ধেক স্থলে আর অর্ধেক সাগরে ছড়িয়ে দাও। সে আরো বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ যদি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেন তবে তাহলে অবশ্যই তাকে এমন শাস্তি দেবেন, যা জগতসমূহের আর কাউকে দেবেন না। সেই ব্যক্তির যখন মৃত্যু হল, তার পরিজন তার নির্দেশানুযায়ী কাজ করল।

তারপর আল্লাহ তাআলা শুষ্ক ভূমিকে হুকুম করলেন, সেই ব্যক্তির অংশসমূহকে যা তার মধ্যে ছিল একত্রি করে দিতে, আর সাগরকে হুকুম দিলেন, যা তোমার মধ্যে ছিল একত্র করে দিতে। ভূমি সেই ব্যক্তির অংশকে একত্রিত করে দিল, সাগরও সেটিকে একত্র করে দিল। তারপর আল্লাহ বললেন, তুমি কেন এরূপ করলে? সে বলল, আপনার ভয়ে, হে প্রভু! আর আপনি অধিক জানেন। রাসূলুল্লাহ বললেন ঃ এরপর তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন।[৩৩৮]

৩৩৮. (মুওয়াত্তা ৫৬৮ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, মুসলিম ২৭৫৬, নাসাঈ ২০৭৮, ইবনু মাজাহ ৪২৫৫)

بَابُ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِاْةِ ضِعْفٍ

অনুচ্ছেদ: প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

٧/٣٣٩. و حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ إِنَّمَا يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِيْ «فَالصِّيَامُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ».

৩৩৯/৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের সুগন্ধির চাইতেও উৎকৃষ্ট, সে আমার জন্য আহার, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় সিয়াম ব্যতীত। কেননা, সেটি আমারই জন্য। আর এর (সিয়ামের) বিনিময় আমি নিজেই প্রদান করব।[৩৩৯]

باب إِذَا خَلَقَ اللهُ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ: যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তাকে জান্নাতের যাওয়ার উপযুক্ত আমল করার তাওফীক দান করেন। আর যখন কোন বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তাকে জাহান্নামের আমল করার সুযোগ করে দেন।

---

৩৩৯. (বুখারী ১৮৯৪, ১৯০৪, ৫৯২৭, ৭৪৯২, ৭৫৩৮, মুসলিম ১৩/২৯, হাঃ ১১৫১, আহমাদ ৭৩০৮, মুওয়াত্তা মালিক ৬৯০ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

٨/٣٤٠. وحَدَّثَنِيْ يَحْيَى عن مَالِك عَنْ زَيدِ بْنِ أَبِيْ أُنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عن هذا غَافِلِيْنَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى «خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِيْنِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُوْنَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُوْنَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَفِيْمَ الْعَمَلُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ إِذا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوْتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ رَبُّهُ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوْتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ رَبُّهُ النَّارَ»

৩৪০/৮. 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন-

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِيْنَ﴾

"স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠ হতে তাদের বংশধরদের বের করলেন আর তাদেরকেই সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলল, 'হ্যাঁ; এ ব্যাপারে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।' (এটা এজন্য করা হয়েছিল) যাতে তোমরা

ক্বিয়ামাতের দিন না বল যে, 'এ সম্পর্কে আমরা একেবারেই বে-খবর ছিলাম'।" (সূরাহ 'আরাফ: ১৭২)

আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলেন, তখন বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলতে শুনেছি- আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা আদম (عليه السلام) কে সৃষ্টি করলেন, অতঃপর তার পিঠে স্বীয় হাত স্পর্শ করে একদল আদম সন্তানকে বের করে বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য এবং জান্নাতী আমল করার জন্য সৃষ্টি করলাম সুতরাং এরা সে মোতাবেক আমল করতে থাকবে। অতঃপর পুনরায় পিঠ স্পর্শ করে অন্য একদল আদম সন্তানকে বের করে বললেন, এদেরকে আমি জান্নামী এবং জাহান্নামে যাওয়ার আমল করার জন্য সৃষ্টি করলাম। সুতরাং তারা সে মোতাবেক আমল করতে থাকবে। এ কথা শ্রবণ করতঃ এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ (বিষয় যদি তাই হয়) তবে আমলের কী অবস্থা? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তাকে জান্নাতের যাওয়ার উপযুক্ত আমল করার তাওফীক দান করেন। ফলে সে জান্নাতী আমল করতে করতে মৃত্যু বরণ করে। অতঃপর তার প্রভু তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর যখন কোন বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তাকে জাহান্নামের আমল করার সুযোগ করে দেন। ফলে সে মোতাবেক আমল করতে থাকে, অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান।[৩৪০]

باب: اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِي اللهِ يَكُوْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّه

অনুচ্ছেদ: আল্লাহর জন্য পরস্পর ভালবাসাকারী ব্যক্তিগণ কিয়ামতের দিবসে আল্লাহর ছায়ায় আশ্রয় লাভ করবে।

٩/٣٤١. وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى

৩৪০. (মুওয়াত্তা মালিক ১৬৬১ -হাদীসের মধ্যে ইনকিতা রয়েছে। উমার ইবনুল খাত্ত্বাব এবং মুসলিম বিন ইয়াসার আল জুহানি তিনি মধ্যযুগের তাবেয়ী, তিরমিযী ৩০৭৫, আবূ দাউদ ৪৭০৩, আহমাদ ৩১৩)

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ لِجَلَالِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّيْ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي».

৩৪১/৯. আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন: আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিবস বলবেন, " আজকে কেবল আমার সম্মানার্থে পরস্পর মহব্বতকারী ব্যক্তিদ্বয় কোথায়? আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দান করবো- যে দিন আমার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নেই।"[৩৪১]

باب: «إِذَا أَحَبَّةَ اللهُ الْعَبْدَ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِي الْأَرْضِ

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন দুনিয়াতে তাকে সম্মানিত করে দেন।

١٠/٣٤٢. وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِك عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «إِذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَبْدَ قَالَ لِجِبْرِيْلَ قَدْ أَحْبَبْتُ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِيْ فِيْ أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ اللهُ الْعَبْدَ» قَالَ مَالِك لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُغْضِ مِثْلَ ذٰلِكَ

৩৪২/১০. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে ডেকে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন, কাজেই তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-ও তাকে ভালবাসেন এবং জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম) আকাশের অধিবাসীদের মধ্যে ঘোষণা

৩৪১. (মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৬ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, মুসলিম ২৫৬৬, আহমাদ ৭১৯০, ৮২৫০)

করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন। কাজেই তোমরা তাকে ভালবাস। তখন আকাশের অধিবাসী তাকে ভালবাসতে থাকে। অতঃপর পৃথিবীতেও তাকে সম্মানিত করার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। আর যখন আল্লাহ তাআলা কারো প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন। ইমাম মালিক বলেন, আমি মনে করি যে, এমন কথা কেবল ঘৃণার ক্ষেত্রেই বলা হয়।[৩৪২]

باب: وُجُوْبُ الْجَنَّةِ فِي الْمُتَحَابَّيْنَ فِي اللهِ

অনুচ্ছেদ: আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসাকারীদ্বয়ের উপর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

١١/٣٤٢. وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِك عَنْ أَبِيْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا فَتًى شَابٌّ بَرَّاق الثَّنَايَا وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ إِذَا اخْتَلَفُوْا فِيْ شَيْءٍ أَسْنَدُوْا إِلَيْهِ وَصَدَرُوْا عَنْ قَوْلِهِ فَسَأَلْت عنه فقِيل هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ هَجَّرْتُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِيْ بِالتَّهْجِيْرِ وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّيْ قَالَ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وجهه فسلَّمْت عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَاللهِ إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ لِلّٰهِ فَقَالَ أَللهِ فَقُلْتُ أَللهِ فَقَالَ أَللهِ فَقُلْتُ أَللهِ فَقَالَ أَللهِ فَقُلْتُ أَللهِ قَالَ فَأَخَذَ بِحُبْوَةِ رِدَائِيْ فَجَبَذَنِيْ إِلَيْهِ وَقَالَ أَبْشِرْ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى «وَجَبَتْ مَحَبَّتِيْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ» وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ الْقَصْدُ وَالتُّؤَدَةُ وَحُسْنُ السَّمْتِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

---

৩৩৬. (বুখারী ৩২০৯, ৬০৪০, ৭৪৮৫, মুসলিম ২৬৩৭, তিরমিযী ৩১৬১, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৮ -সুহাইল বিন আবূ সালেহ এর কারণে হাদীসটি হাসান, আহমাদ ৯৩৬৩)

৩৪২/১১. আবূ ইদরীস আল-খাওলানী বলেন, আমি দিমাশক্ব মাসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম যে, সেখানে একজন উজ্জ্বল দাঁতবিশিষ্ট যুবক- তার সাথে রয়েছে একদল লোক। তারা যখন কোন কথায় মতবিরোধ করতো তখন তার দিকে ফিরে যেত এবং তার কথা মান্য করতো। আমি এ যুবক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় আমাকে বলা হলেন, মু'য়াজ ইবনু যাবাল। পরবর্তী দিবসে আমি দুপুরে যুহর সলাতের জন্য বের হলাম এবং আমি দেখলাম যে, তিনিও আমার পূর্বেই বের হয়েছেন। আমি তাকে সলাতরত অবস্থায় দেখলাম। অতঃপর আমি তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। তিনি সলাত শেষ করলে তার সম্মুখে গিয়ে সালাম দিলাম। অতঃপর বললাম, আল্লাহর শপথ আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তেই ভালবাসি। তিনি বললেন, তুমি কি আল্লাহর শপথ করে বলছো। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ করে বলছি। তিনি আবার বললেন, তুমি আল্লাহর শপথ করে বলছো, আমি বললাম, আল্লাহর শপথ করেই বলছি। তিনি আবারও বললেন, তুমি কি আল্লাহর শপথ করে বলছো? (আবূ ইদরীস আল-খাওলানী) বলেন, অতঃপর তিনি আমার চাদর ধরে তার দিকে টেনে নিয়ে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন, "আমার ওয়াস্তে পরস্পর মহব্বতকারী, একত্রে বৈঠককারী, সাক্ষাৎকারী ও খরচকারী ব্যক্তিদ্বয়ের উপর আমার ভালবাসা ওয়াজিব হয়ে গেছে।"

ইমাম মালিক হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস হতে তাঁর নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, তিনি বলতেন, মধ্যমপন্থা অবলম্বন, ধীসস্থিরতা এবং সৎচরিত্র নবুওয়তের পঁচিশভাগের একভাগ।[৩৪৩]

---

৩৪৩. (মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৯ -আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, আহমাদ ২১৫২৫, ২১৬২৬)